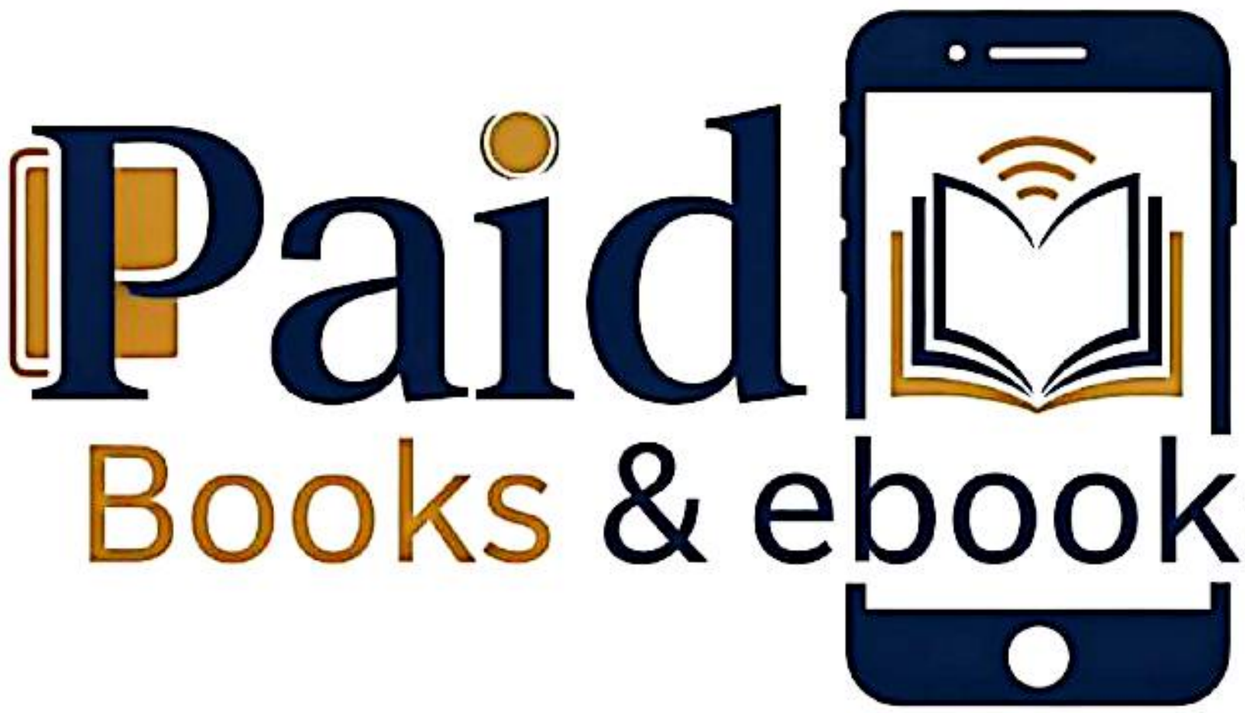
এক সমুদ্র প্রেম

নুসরাত সুলতানা সেঁজুতি

CamScanner

CamScanner



CamScanner

অন্তঃবাসিনী সারসংক্ষেপ

জুনায়েদ শিকদারের তিন পুত্র—আমজাদ, আফতাব, আর আজমল শিকদার। কোলেপিঠে করে বড়ো করা আফতাবের একটা বড়ো ভুলের হেতুতে বিশ বছর তাঁর সাথে কথা বলেননি আমজাদ। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বাড়ি ছেড়ে আসা আফতাব শুধু পৈতৃক নিবাসের কাছাকাছি থাকতে একই এলাকায় শৌখ-নীড় গড়ে তোলেন। রুবায়দা আর দুই সন্তান ধূসর, মারিয়াকে নিয়ে তাঁর জীবন সেখানেই শুরু হয়। কিন্তু, বড়ো হতে হতে ধূসরও বাবার মতো তৈরি হলো। যার দরুন আমজাদের বিশেষ অপছন্দের পাত্র ছিল সে। অথচ বাবার অপছন্দের এই পাত্রটিকেই মন দিয়ে বসল, তাঁর একমাত্র আদুরে কন্যা – পিউ।

শেষমেশ আমজাদ শর্ত জুড়লেন ধূসরের সামনে, হয় পিউ নাহয় এমপি পদ থেকে পদত্যাগ। যার ধ্যান-জ্ঞানে রাজনীতি, আর মনের কোঠোয় পিউ, দুটো থেকে তাহলে কোনটা বেছে নেবে ধূসর?

মারিয়া-সাদিফ:

আফতাব কন্যা মারিয়া ছোটো থেকে বড়ো হয়েছে বিলাসবহুল জীবন পেয়ে। অথচ প্রেমে পড়ল চালচুলোহীন, এতিম ছেলে সাদিফ হাসানের। যে কিনা তারই বড়ো ভাই ধূসর মাহতাবের ব্যক্তিগত সহকারী। সাদিফের দৃষ্টিতে মারিয়া দূরাকাশের চাঁদ। তাই মনের তীব্র বাসনা সরিয়ে, দুহাত বাড়াতে তার আমূল সংশয় সুবিধে করতে পারেনি। এদের প্রেমের জটিলতা কীভাবে মিটবে তাহলে?

বইয়ের আরেকটি হাস্যোজ্জ্বল চরিত্র ইকবাল পাঠান। জেলা সভাপতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধূসরের সব থেকে ভালো বন্ধু সে। অথচ এই বন্ধুর মামাতো বোন পুষ্পই তার মন-ধ্যান-জ্ঞান চুরি করে বসল। কথার প্যাঁচে সবাইকে হাসিয়ে মারা ইকবাল কি পুষ্পকে নিজের করে পেয়েছিল? গম্ভীর ব্যক্তিত্বের ধূসরকে ডিঙিয়ে পেরেছিল তারই কাজিনকে জীবনসঙ্গী করতে?

CamScanner

বইয়ের আরো কিছু চরিত্র:

মিনা বেগম- পিউয়ের মা। যার কোলে বড়ো হয়েছে ধূসর।

আমজাদ- ধূসরকে অপছন্দ করলেও, সন্তানের মতো বুকে লালন করা ছেলেটা তাঁর অতীব প্রিয়।

রুবায়দা- মারিয়া আর ধূসরের মা। পক্ষান্তরে পুষ্পর ফুপু।

জবা- শিকদার বাড়ির ছোটো বউ। দুরন্ত রাদিফের মা। স্বামী আজমল রাঙামাটিতে কর্মরত।

এই তিন রমণীই বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন শিকদার বাড়ির সকল সন্তানদের। কিন্তু ওই যে ভাইয়ের সাথে আমজাদের দ্বন্দ্ব? ওটাই যেন এক টুকরো অশান্তি বাতাসে চড়িয়ে বেড়ায়।

প্রাসঙ্গিক: সব জটিলতা পেরিয়ে ধূসর-পিউ, ইকবাল-পুষ্প, সাদিফ-মারিয়া এক হতে পেরেছিল কি না, সে নিয়েই তৈরি অন্তঃবাসিনীর গল্প।

CamScanner



বর্ষাকাল।

চারদিকে এক অদ্ভুত মোহময় নীরবতা মেখে ঘন কালো আকাশটা মাথার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাওয়ার তালে সোঁদা মাটির গন্ধ। সতেজ, ভেজা পাতার ফাঁক গলে মাথা তুলছে ফড়িং। কী গাঢ় সবুজ রং ওটার! ধুলো মাখা রাস্তাটা চকচক করছে বড্ড।

এমন ঝমঝমে বৃষ্টিমুখর নৈসর্গের বুকে দানবীয় বাজ পড়ল হঠাৎ। সেই বিকট শব্দে কেঁপে উঠল পিউ। তার ছোটোখাটো শরীরটা ছলকাল একটু! তারপর সবকিছু আবার নিস্তব্ধ হলো। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বিদ্যুৎস্ফুরণ থেকে খসে পড়া আলো। ফোঁস করে শ্বাস ঝেড়ে অদূর হতে চোখ সরাল পিউ। নজরজোড়া এনে ফেলল হাতের মুঠোয়। সফেদ প্রেগন্যান্সির কিটে দুটো লাল দাগ শির তুলে চেয়ে আছে। পিউ ঠোঁট উলটায়। বাম হাতটা আপনাআপনি পৌঁছায় পেটে। মেয়েটার আরক্ত মুখে অল্প-স্বল্প ঘাম জমল অমনি। এখানে একজন আছে। যার আগমনের খবর ও আজ সকালেই পেল। কিন্তু খুশির থেকেও পিউয়ের চিন্তা হচ্ছে বেশি।

ধূসর ভাই জানলে কী করবেন? কী বলবেন? ধমকাবেন না তো? রেগেমেগে যদি মেরে দেন! মানুষটার কঠোর নির্দেশ, বিশ বছরের আগে এসব মাথায়ও আনা যাবে না। সেখানে ও বিয়ের ক মাসেই...

পিউ জানলা থেকে সরে এলো। বড্ড হাঁসফাঁস লাগছে। ওদিকে বৃষ্টির ধার বেড়েছে। খোলা জানলা থেকে ছিটকে আসছে ঠান্ডা জল। ফোঁটায় সিক্ত কাচ টেনে দিয়ে ও খাটে এসে বসল। অস্থির, অশান্ত চিত্তে তাকাল এদিক-সেদিক। হঠাৎ চোখ পড়ল বেড সাইড টেবিলের দিকে। ওপরের চারকোনা ফটোফ্রেমে ধূসরের ছবি। কোনো এক সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছে সে। সামনে অসংখ্য মাইক্রোফোন রেখে কথা বলার কী আশ্চর্য সুন্দর ভঙ্গিমা তার! পিউয়ের মন খারাপ উবে গেল অচিরে। ওই তামাভ্র তীক্ষ্ণ, ধারালো চিবুক শুষে নিল সমস্ত চিন্তাদের। মৃদু হেসে হাতে তুলল ফ্রেমটা। কোমল আঙুল ধূসরের গায়ে বুলিয়ে জড়িয়ে ধরল বুকে। তারপর বাম হাতটা পেটে রেখে বলল, "তুই কিন্তু একদম মন খারাপ করিস না। তোর বাবা আমাকে একটু

CamScanner

বকলেও দেখিস, তোকে খুব ভালোবাসবে। মানুষটা অল্প মেজাজি, কিন্তু খুব ভালো। না না, সে আমার দেখা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ। আমাকে ভালোবেসে কত কী করেছিল, জানিস? জানবি কীভাবে, এলিই তো আজ। আচ্ছা শোন, বলছি..."

বহু মাস আগের কথা...

ঘুরেফিরে তখনও বর্ষার সময়। প্রচুর বৃষ্টির প্রকোপে স্যাঁতসেঁতে চারপাশ। থেকে থেকে শ্রাবণীর তাণ্ডব আকাশ চিড়ে এসে মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে। বাতাবরণের নিখুঁত গম্ভীরতা নিশ্চুপ জেঁকে বসেছে শিকদার ভবনের উঁচু প্রাচীরের বাঁকে। মোটামুটি বড়ো বসার ঘরটা এখন মানুষে ভরতি। অথচ পুরো নিবাস নিস্তব্ধ, নীরব। মাথার ওপর সিলিং ফ্যানের ভোঁ ভোঁ শব্দ ব্যতীত কোথাও কিচ্ছুটি নেই। আজ সারাদিনের বর্ষা এই সবেমাত্র থামল। পাশের বড়ো জানলা থেকে হুহু বাতাসের সাথে হিম আসছে ভেতরে। অথচ ঘামে চটচট করছেন মিনা বেগম। আঁচলের কোনা তুলে ভেজা মুখখানা এই নিয়ে তিনবার মুছলেন তিনি। কয়েকবার শঙ্কিত নয়ন ঘুরে এলো স্বামীর থেকেও। অদূরেই আমজাদ শিকদার থম মেরে বসে আছেন। মুখে কুলুপ, কপালে ভাঁজ। কী ভাবছেন মিনা কিছু জানেন না। হঠাৎ করে ও বাড়ির মানুষগুলো এমন হন্তদন্ত হয়ে এলো কেন? তিনিই বা তখন ভিজতে ভিজতে কোথায় গিয়েছিলেন? রুবাটাও কিছু বলছে না। মিনা বেগম চিন্তায় ভারি অস্থির হয়ে পড়লেন। একটু আগে আমজাদ বেরিয়ে গেলেন। ভারি বর্ষণ-টর্ষণ কিচ্ছু মানেননি। এর খানিক বাদেই ধূসর এলো বাড়িতে। কথা নেই, বার্তা নেই, হনহনিয়ে গিয়েই পিউয়ের রুমে ঢুকে পড়ল। এরপর শৌখ নীড়ের সবাইকে সাথে নিয়ে ফিরে এলেন আমজাদ, কিন্তু প্রত্যেকেই তখন থেকে চুপ। ইকবালটাও সেই যে ধূসরদের ডাকতে গেল, তারও কোনো খবর নেই। কেউ তো কিছু বলবে, তাই না?

মিনা খেই হারালেন ধৈর্যের। জায়ের কানের কাছে ফিসফিস করলেন আরেকবার, "কী রে রুবা, বল কিছু। কী হয়েছে? ধূসর ওভাবে তেড়েমেরে পিউয়ের ঘরে গেল, তোরা সবাই এলি। তোর ভাইজান কি গিয়ে তোদের ডেকে এনেছেন?"

রুবায়দা ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন। কী বলবেন, কোত্থেকে শুরু করবেন সবকিছুতে বিরাট দ্বিধাদ্বন্দ্ব।

হাঁ করতে নিলেন, এর মাঝেই এসে দাঁড়াল ইকবাল। ওকে দেখে নীরস সকলে কিছু তটস্থ হয়। ছেলেটা মিটিমিটি হাসছিল। চোখ দুটো পিউয়ের ঘরের দিকে। সামনে ফিরতেই, পিঠটা সোজা হলো অমনি।

CamScanner

একগাদা মানুষ কেমন অদ্ভুত চোখে দেখছে। বেচারা থতমত খায়। নিস্পন্দ পা জোড়া থমকায় একটু।

আফতাব শিকদার উঠে এলেন। কণ্ঠে বিশদ চিন্তা নিয়ে বললেন, "তোমার বন্ধু কোথায়? সব ঠিক আছে? পিউকে মারেনি তো?"

সহসা নাক-মুখ কুঁচকে ফেললেন আমজাদ। এ কেমন কথা? ধূসর তাঁর মেয়েকে মারবে কেন? মেয়ে তাঁর, শাসন তিনি করবেন। তবে বললেন না ওসব। পিউ যা করেছে, এই বোঝাপড়া এখন একান্তই ধূসরের সাথে হোক। সেজন্যই তো এখনও গাঁট হয়ে বসে আছেন এখানে।

আফতাবের চিন্তা অমূলক নয়। ধূসর তো এরকমই। ওই ছেলে কাউকে মানে? কিন্তু উত্তরের বদলে হেসে ফেলল ইকবাল। মনে মনে বলল, "এমন স্পেশাল মার মারছে, আংকেল! ওসব আপনাকে বলি কী করে? আমার মাঝে একটু হলেও তো ইয়ে আছে, নাকি?"

ওর চাপা হাসিতে ভদ্রলোক কপাল গোছালেন। অবাক হয়ে বললেন, "হাসছ কেন তুমি?"

ইকবাল সামলায় নিজেকে। হাসিটা মুছে ফেলে ত্রস্ত। আমতা-আমতা করে বলে, "না মানে, এমনি। দেখলাম হাসলে আপনি কী বলেন।"

ছেলেটা আর দাঁড়াল না। পালানোর ছুতোয় চট করে সরে এলো এপাশে। আফতাব আশ্চর্য হলেন খুব। চেয়ে রইলেন নাক কুঁচকে।

ইকবাল সেসব দেখলই না। সোজা এসে বউয়ের পাশে বসল। পুষ্পর মুখখানা শুকনো। পিউয়ের খবরটা পাওয়ার পর থেকে নিজেও দুশ্চিন্তায় ভুগছে। মেয়েটা এত মিষ্টি! কেমন এক দেখাতেই তাকে বোন বানিয়ে ফেলল! ইকবালকে দেখতেই নড়েচড়ে উঠল সে। চাপা কণ্ঠে শুধাল, "ওদিকের কী খবর? ধূসর ভাই কী করছেন?"

"চুমু খাচ্ছে।"

পুষ্প হতভম্ব, "অ্যাঁ?"

ইকবাল মাথা ঝাঁকায়, "হ্যাঁ, তুমি তো বিয়ের পরও আমাকে ঠিকঠাক চুমু খেতে দাও না, মাই লাভ। অথচ দেখো ওরা বিয়ের আগেই..."

পুষ্প চোখ রাঙাল, "ইকবাল! সবাই এখানে চিন্তায় মরছে আর তুমি আছ চুমু নিয়ে?"

"তো কী করব? আমি নতুন বর, আমার মাথায় তো এসবই চলবে।"

"চুপ করো।"

CamScanner

স্ত্রীর ছোটো ধমকে ইকবাল ঠোঁট উলটাল। বিড়বিড় করল শ্বাস ফেলে, "লোকে রোমান্টিক বর পায় না। আমার বউটা পেয়েও মূল্য দেয় না। সবই কপাল!"

তখনই কানে এলো মারিয়ার স্বর। উদ্‌বেগ নিয়ে বলছে, "ওই তো ভাইয়া।"

ইকবাল চোখ তুলে চাইল। বাকি সবার দৃষ্টি একইসাথে বর্তাল সে পথে। দীর্ঘ অপেক্ষার অন্ত দিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে ধূসর। মচমচে জুতো জোড়া নিয়ে এসে দাঁড়াল সে। তার সূক্ষ্ম-তীক্ষ্ণ চোখ, কিংবা চৌকশ চোয়াল, কোনোকিছুতে আবেগের চিহ্ন মাত্র নেই। ব্যাপারটায় হতাশ ভঙ্গিতে দুপাশে মাথা নাড়ল ইলবাল।

ধূসরের ঠোঁটে হাসি খুব একটা থাকে না। বরফ-ছুরির মতো শীতল চাউনি দেখলে মনে হয় যেন ভীষণ রেগে আছে। অথচ কে বলবে এই ছেলেটাই একটু আগেও ঘরের দরজা খোলা রেখে পিউয়ের সাথে ফষ্টিনষ্টি করছিল! জোচ্চর একটা!

রুবায়দা বললেন, "পিউ কোথায় রে, ধূসর?"

উত্তর হিসেবে দেখা মিলল মেয়েটার। ধূসরের পাশে একটা আদুরে খরগোশের মতো এসে থেমেছে কেবল। চিবুক গলায়। মাথাটাও বক্ষভাগে ঢুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। মুখখানা চুপসে বসেছে আগেই। এই এতক্ষণে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন আফতাব। ছেলের রাগ তো তাঁর জানা। ভালোবাসা এবং মেজাজ, দুটোই নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সত্যি সত্যিই ভেবেছিলেন রাগের বশে কিছু একটা করে বসবে পিউকে। যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মৃদু হেসে বললেন, "পিউ মা, তুমি ঠিক আছ তো?"

মেয়েটা আনত। জবাবে ঘাড় নাড়ল একটু। রুবায়দা দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। চপল পায়ে কাছে ছুটে এলেন। উদ্‌বিগ্ন আওড়ালেন, "তুই কি পাগল, পিউ? কেউ এরকম করে? এসব ছেলেমানুষি করার আগে একবার আমাদের কথা ভাববি না? বাবা-মায়ের কথা ভাববি না?"

মারিয়া মাথায় হাত বোলাল। তার কণ্ঠে নম্রতার সুর, "খুব বেশি ভয় পেয়ে গেছিলি? বোকা, ভাইয়া তো আছেন। তুই কেন এত প্রেশার নিচ্ছিলি, বল তো?"

পুষ্পও বসে থাকতে পারেনি। উঠে এলো সেও। একেকজনের একেক রকম কথা। কত কী বোঝাচ্ছে! কিন্তু পিউয়ের সংকীর্ণ আদলের বদল হয়নি কোনো। চোখের কোণ তুলে পাশের দীর্ঘদেহী পুরুষটিকে দেখল কয়েকবার।

CamScanner

আমজাদ শিকদার গলা ঝাড়লেন। মনোযোগ পেতে চাইলেন নীরবে। বললেন আস্তে-ধীরে, "তোমাদের কথা শেষ হলে আমি কিছু বলতাম।"

আফতাব নড়েচড়ে বসলেন, "জি ভাইজান, বলুন না!"

ভদ্রলোক সরাসরি ধূসরের দিকে তাকালেন। টুঁ-টা শব্দবিহীন সেই তামাটে পুরুষ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। বুদ্ধিদীপ্ত চোখজোড়ায় নির্লিপ্তির ছাপ।

বললেন তিনি, "ধূসর, আমি কী বলতে চাই তুমি জানো। তাই নতুন করে কথা তুললাম না। তোমরা কবে, কখন বিয়ের আয়োজন করতে চাও আমাকে জানাও। তুমি আর তোমার বাবা ব্যস্ত মানুষ। সে অনুযায়ী আমি সব গোছগাছ শুরু করব।"

তারপর আড়চোখে মেয়েকে দেখলেন এক পল। কণ্ঠস্বর পুরু হলো এবার, "আমার মেয়ে যখন ঠিক করেই নিয়েছে তোমাকে ছাড়া দুনিয়ায় থাকবে না, তখন তোমাদের বিয়ে নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই। মেয়ের খাতিরে হলেও আমি সব মেনে..."

ধূসর শেষ কথা কেড়ে নিল। ঘোষণা করল মাঝপথে, "পিউ সুইসাইড করতে যায়নি। ও আপনাকে ভয় দেখিয়েছিল।"

ছ্যাঁৎ করে উঠল পিউয়ের শীর্ণ বুক। বিস্ফারিত চোখ তুলল মানুষটার পানে। আল্লাহ, সত্যিটা বলে দিলো লোকটা? এবার কী হবে? কী ভাববে সবাই? বাবাকে কী উত্তর দেবে পিউ? মেয়েটার সারামুখ আতঙ্কে নীল হয়ে গেল।

আমজাদ থমকালেন। শব্দ-বাক্য সেখানেই শেষ। বাকিদেরও একই দশা। প্রত্যেকের মাথায় যেন আস্ত আকাশ ভেঙে পড়েছে। মিনা থেমে থেমে শুধালেন, "ভয় দেখিয়েছিল! মানে?"

ধূসরের স্পষ্ট জবাব, "মানেটা সিম্পল। বড়ো আব্বু যাতে রাজি হয়, তাই নাটক করছিল।"

আমজাদের মাথায় বাজ পড়ল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় চোখ সরাসরি অর্শাল পিউয়ের ফরসা চেহারায়। তাঁর এতটুকু মেয়ে। এতটুকু মেয়ে অমন আত্মহত্যার নাটক করছিল? হতবাক হয়ে আওড়ালেন, "তার মানে ও সুইসাইড করতে যায়নি?"

ধূসর হ্যাঁ-না বলল না। শুধু বাঁকা চোখ ঘুরে এলো নতজানু পিউ হতে। এটাই যেন সবকিছুর উত্তর!

আমজাদের চোয়াল শক্ত হলো অমনি। ক্রোধের আগুন মাথার ভেতর দপ করে উঠল। বসা থেকে দাঁড়াতেই পিউয়ের শ্বাস আটকে পড়ল গলায়।

CamScanner

হাঁসফাঁস করে পরনের কামিজ খামচে ধরল মুঠোতে। কী দরকার ছিল ধূসর ভাইয়ের এসব বলার?

আমজাদ হনহন করে এসে মেয়ের সামনে দাঁড়ালেন। পিউ কাঁপা চোখে বাবার পা জোড়া দেখল। তার ক্ষুদ্র শরীর কাঁপছে। ত্রাসে ওষ্ঠাগত প্রাণ। ভদ্রলোক শক্ত কণ্ঠে শুধালেন, "ধূসর যা বলেছে, তা সত্যি?"

পিউ ঢোক গিলছে, হাত কচলাচ্ছে। সবার চেহারা শঙ্কায় কাঠ। আসন্ন ভয়ানক দাঙ্গা তারা অনুমান করতে পারছে। ইকবাল চ সূচক শব্দ তুলল জিভে।

"ধূসর যে কী করে না! গোছানো ব্যাপারটা এমন ঘেটে দিলো কেন?"

পুষ্প মিনমিনে গলায় বলল, "জানি না, কী যে হবে এবার!"

মিনা বেগমের কপালে চকচক করছে ঘামের কণা। স্বামীর স্বভাবের আদ্যোপান্ত মুখস্থ তাঁর। মেয়ের ওই অবস্থায় কতটা কষ্ট পেয়েছিলেন, তাও স্বচক্ষে দেখা। এখন সেসব যদি মিথ্যে হয়, মেয়েটাকে তো তাহলে আস্ত রাখবে না। রয়েসয়ে বলতে গেলেন, "শুনুন না, আমি বলছিলাম কী..."

আমজাদ হাত উঁচালেন। সোজাসাপটা নীরব বাধায় তত্র থমকালেন রমণী। পিউ নিরুত্তর। বুক ধড়ফড় করছে। শুকনো, মরুর মতো ঠোঁটটা জিভ দিয়ে ভেজাচ্ছে শুধু। আমজাদের কণ্ঠস্বর উষ্ণতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো? কিছু জিজ্ঞেস করেছি তোমাকে। ধূসর যা বলেছে তা সত্যি?"

মেয়েটার কণ্ঠরোধ। বাবার দিকে তাকানোর সাহসটুকুও নেই। কোনোমতে ঘাড় নাড়ল একটু। বোঝাল–হ্যাঁ। আমজাদ স্তব্ধ, বিস্মিত। প্রৌঢ় শরীরটা উষ্মায় থরথর করে উঠল। কষ্টের চেয়েও রাগ হলো বেশি। ফ্যানের সাথে ঝুলতে থাকা মেয়ের ছোট্ট দেহের ছটফটানি ভেবেই দাউদাউ করে বহ্নি ধরল মাথায়। ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "এত অসভ্য তুমি? এতটা অধঃপতন হয়েছে তোমার! এমন নোংরা ব্যাপার নিয়ে বাবার সাথে নাটক করা শিখেছ? কোথায় পেলে এত স্পর্ধা, বলো? কোত্থেকে শিখেছ এসব?"

বাবার বজ্রকণ্ঠের তোড়ে পিউ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। সরু, ফরসা নাকটা ফুলে উঠল তোপে। ভেজা গলায় বলতে গেল, "আব্বু আমি, আসলে..."

আমজাদ পুরো কথা শুনলেন না। ক্ষিপ্রবেগে হাত তুললেন মারতে। ভয়ে চোখ খিঁচে নিল পিউ। তবে চড়টা তার গাল অবধি আসেনি। এর পূর্বেই চাচার হাত খপ করে ধরে ফেলল ধূসর। শান্ত পরিবেশের আচমকা

CamScanner

এই তপ্ততায় প্রত্যেকে দিশেহারা তখন। কে, কাকে, কী বোঝাবে সে নিয়ে প্রকাণ্ড হযবরল দশা। পিউ কাঁপতে থাকা নিভু চোখ মেলল। সিক্ত দৃষ্টিতে ধরা পড়ল চওড়া সেই শরীর। যা পর্বতের মতো সটান হয়ে সামনে ঢাল রূপে দাঁড়িয়েছে এসে।

ধূসরের নজর ঠিক চাচার চোখের দিকে। নির্ভয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টিজোড়া দেখে দাঁত পিষলেন আমজাদ। খ্যাপে বললেন, "হাত ছাড়ো, ধূসর।"

ও শুনল, তবে ছাড়ল না। ধীর-স্থির কণ্ঠে বলল, "কথাটা আমি আপনাকে ওর গায়ে হাত তোলার জন্য বলিনি। তাই এই ভুল করবেন না।"

সহসা ফুঁসে উঠলেন ভদ্রলোক, "আমার মেয়ের সাথে আমি কী করব না করব সেটা কি তুমি বলে দেবে?"

ধূসরের জবাব এলো তৎক্ষণাৎ, "না, একদমই নয়। আপনি ওর বাবা, ওকে শাসন করার সম্পূর্ণ অধিকার আপনার আছে। কিন্তু আমি যে ওর গায়ে একটা ফুলের টোকাও সহ্য করতে পারি না, বড়ো আব্বু! আপনার অধিকার অনুযায়ী আপনি শাসন করছেন, আর আমার স্বভাব অনুযায়ী আমি সেটাতে বাধা দিচ্ছি। দেখতে গেলে আমরা কেউ কারও জায়গায় ভুল নই।"

আমজাদ চিল্লিয়ে বললেন, "ভাষণ শুরু করেছ? তুমি কী ভেবেছ? আমি বোকা? আমার মেয়ে তো এরকম ছিল না। ওর মাথায় এসব শয়তানি কে ঢুকিয়েছে আমি বুঝি না? তোমাকে আমি ভালো ভেবেছিলাম ধূসর, কিন্তু তুমি প্রচণ্ড ধূর্ত আর শেয়ানা একটা ছেলে। এতটুকু মেয়ে আমার, ওর মাথায় সুইসাইড নিয়ে নাটক করার মতো বুদ্ধি কোত্থেকে এলো? এসব তোমারই ইন্ধন, তাই তো?"

পিউ চুপ থাকতে পারল না। বিনয় নিয়ে বোঝাতে গেল, "আব্বু, তুমি ভুল বুঝছ। উনি..."

"তুমি চুপ করো!"

ফের ধমকে কেঁপে উঠল মেয়েটা। পরাস্ত ভঙ্গিতে নামিয়ে নিল চোখ। রুবায়দা স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। ফিসফিস করলেন আলগোছে, "তুমি চুপ করে আছ কেন? কিছু বলো।"

আফতাব কপাল কুঁচকে বললেন, "আমি কী বলব?"

"কী বলবে মানে! কাদের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে দেখতে পাচ্ছ না? ধূসর-ভাইজান দুজনেই একরকম। কেউ কাউকে এক চুলও ছাড় দেবে? একটা তো উপায় বের করো এসব থামানোর।"

CamScanner

আফতাব কূলহারা নাবিকের চোখে চাইলেন। বোঝালেন, ওসব তার সাধ্যে নেই। রুবায়দা বিরক্ত হয়ে বললেন, "তাহলে আর কী, এখন দেখো কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়ায়!"

ধূসরের ঠোঁটে বক্র হাসি। চেহারায় বিশেষ উদ্‌বেগ নেই। বড্ড ঠান্ডা গলার স্বর। বেশ গুছিয়ে বলল,"বড়ো আব্বু, আপনি আমাকে ভালো ভাবতেন, আর আমি আপনাকে বুদ্ধিমান ভাবতাম। অথচ আমাদের হিসেবে আমরা দুজনেই ভুল। তাতে কী হয়েছে? আমি মানিয়ে নিতে পারলে আপনিও নিন।"

কথার মারপ্যাঁচে এক সূক্ষ্ম অপমান! বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন আমজাদ। পরপরই রুষ্ট চোখে ফিরলেন ভাইয়ের দিকে, "আফতাব, শুনছ তোমার ছেলের কথা? কত বড়ো বেয়াদব তৈরি করেছ, দেখতে পাচ্ছ তুমি? ইনিয়েবিনিয়ে তোমার ছেলে কীভাবে আমাকে অপমান করছে বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই?"

আফতাবের অবস্থা বেগতিক। রাজনৈতিক সত্তার যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে এতদূর এসেছেন সেখানটা আজ ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। একদিকে ভাই, অন্যদিকে ছেলে। কাকে বোঝাবেন? কী বোঝাবেন? মিনমিনিয়ে ধমকালেন, "আহা ধূসর, হচ্ছে কী? উনি তোমার গুরুজন।"

উত্তর এলো সাথে সাথে, "গুরুজন হয়ে তোমার ভাই এত সিনক্রিয়েট করছে, সেটা দেখতে পাচ্ছ না? সত্যটা তো আমার না বললেও চলত। বলেছি কেন? কারণ পিউকে আমি মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে পেতে চাইনি। আমি..."

আমজাদ কথা টেনে নিলেন। কণ্ঠে বিদ্রুপ ও রাগ একসাথে শোনাল, "তাই নাকি! সাধু সাজছ, ধূসর? আমার মেয়ের মাথায় উলটাপালটা ঢুকিয়ে এখন সত্যমিথ্যে দেখাচ্ছ? কী প্রমাণ করতে চাইছ তুমি, পিউ এসব করেছে তা তুমি জানতে না? কথাটা কি যথেষ্ট

হাস্যকর লাগছে না শুনতে? একটা আঠারো বছরের মেয়ে নিজের বুদ্ধিতে এসব কাণ্ড করে বেড়াবে? কেন? আমি কি আমার নিজের মেয়েকে চিনি না?"

মিনা মিনমিনে গলায় বললেন, "আপনি কেন এরকম করে ভাবছেন, বলুন তো? ধূসর কেন জেনেশুনে পিউকে এমন বিপদের মুখে ঠেলে দিতে যাবে? ও এমন ছেলেই নয়। তাছাড়া ও তো আমাদের মেয়েটাকে ভালোবাসে, তাই না?"

CamScanner

আমজাদের মেজাজ পুরোপুরি খিচরে গেল এবার। যেখানে এই মুহূর্তে ধূসর তাঁর চক্ষুশূল, সেখানে স্ত্রীর কথায় জ্বলে উঠল শরীর। আঙুল তুলে ধমকে উঠলেন সবার মাঝে, "তুমি চুপ করে থাকো। এই সবকিছু তোমার জন্য হয়েছে, মিনা। মেয়ে কোথায় কী করে বেড়ায় সেসব খেয়াল রাখতে পারোনি? বাড়িতে বসে বসে মেয়ে আত্মহত্যার ছক সাজাচ্ছে, তুমি কী করছিলে? ঘুমাচ্ছিলে নাক ডেকে? আজ মেয়েটা নষ্ট হয়ে থাকলে তার জন্য অর্ধেকটা দায়ী তুমি।"

মিনার বাকরুদ্ধ। এক ঘর মানুষের সামনে স্বামীর এমন ব্যবহারে লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলেন! জায়ের মেয়ের জামাই থেকে শুরু করে ইকবাল অবধি দাঁড়িয়ে আছে এখানে। রমণীর চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। তর্ক বিহীন মাথাটা নামিয়ে নিলেন নিচে। পিউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। মায়ের অপমানে বুক ফেটে চৌচির তার। প্রতিবাদ করল বোজা স্বরে, "**আব্বু**, আম্মুর এখানে কী দোষ? আম্মু তো কিছু জানেই না।"

রুবায়দা বললেন, "ভাইজান, আপনি শান্ত হোন। মানছি পিউ অন্যায় করেছে, কিন্তু তাই বলে তার দায় তো আপনি আপাকে দিতে পারেন না।"

আমজাদ আজ নিজের মাঝে নেই। হিতাহিতজ্ঞান তাঁর শূন্যে নেমে এসেছে। চ্যাঁচিয়ে উঠলেন উঁচু গলায়, "আমি এত কিছু জানি না। তোমাদের ছেলে আমার মেয়ের মাথাটাকে চিবিয়ে খেয়েছে, রুবা। কতটা বশ করে ফেললে এতটুকু একটা মেয়ে বাবাকে রাজি করাতে ফ্যানে ঝোলার সাহস করতে পারে? ছি ছি! আমি ভাবতেও পারছি না, নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার কী দুর্দান্ত বুদ্ধি তোমার, ধূসর। ভেবেছ এক ঢিলে দুই পাখি মারবে, তাই তো? আমার মেয়েকেও পাবে, আবার রাজনীতিও ছাড়তে হবে না। বাহ, চমৎকার! সত্যি চমৎকার। বলতেই হচ্ছে, এই বয়সেই খুব ভালো রাজনীতিবিদ তৈরি হয়েছ।"

ধূসর চোখ বুজে শ্বাস ফেলল। তার তীক্ষ্ণ চিবুক ফুটছে। শ্যামলা কপালের পাটায় দুটো নীল শিরা স্পষ্ট। পিউ উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারল না। ফের বলল, "না, উনি এসবকিছু করেননি। যা করেছি আমি, নিজের ইচ্ছেতে। এখানে কারও কোনো দোষ নেই।"

কান্নায় বেজে বেজে আসা কথাগুলো আমজাদ কানেই তুললেন না। হিসহিসে শ্বাসের সাথে বাতাসে মিলিয়ে দিলেন।

ইকবাল বিরক্ত হয়ে দেখছিল এসব। আমজাদের কাণ্ডকারখানায় তার মেজাজ খারাপ হচ্ছে বইকি। এত বয়স্ক একজন মানুষ, ও তো এতদিন তাঁকে খুব বিচক্ষণ ভেবেছিল। অথচ তাঁর ঘটে তো গোবরও নেই। ধূসর

CamScanner

যেখানে নিজেই পিউকে চড়িয়ে লাল করে দিতে এসেছিল সেখানে এসব করবে? এও সম্ভব!

সেসময় পাশে এসে দাঁড়াল সাদিফ। ছেলেটার ফরসা মুখ ফ্যাকাশে। ফ্যাসফ্যাসে শ্বাস টেনে বলল, "ইকবাল ভাই, এখন কী হবে? আংকেল আবার বিয়েটা ভেঙে দেবেন না তো?"

ছেলেটার এমনিই মাথা গরম, তার ওপর সাদিফের লুতুপুতু কথা। বীতস্পৃহ চোখে চাইল সে। খ্যাঁক করে বলল, "বিয়ে কি তোমার চশমার মতো দুই নম্বরি মাল, যে ফট করে ভেঙে যাবে? ভোদাই মার্কা কথা বলো না তো, সাদিফ বাবু। আমার শ্বশুরবাড়ির লোক তুমি, মান-ইজ্জতে লাগে। এর থেকে এখানে চুপ করে দাঁড়াও।"

ইকবাল সহজে রাগে না। এমন খ্যাচখ্যাচ স্বভাব তো পুরোপুরি বিরল। তাই হঠাৎ চোটপাটে ভড়কে গেল সাদিফ। বিড়বিড় করল বোকা বোকা চোখে, "কিন্তু আমি কী করলাম?"

তার নিবেশন ঘুরল ধূসরের আওয়াজে। দুটো হাত বুকে গুঁজে দাঁড়িয়েছে সে। এত প্রতিকূলতার তোড়েও চোখমুখের দৃপ্ত ভাব কমেনি। দৃঢ় সংকল্পে বাঁকানো ওষ্ঠপুট এখনও একইরকম শাণিত। কথার ভাঁজে ভণিতা নেই। সদর্পে একেক লাইন আওড়াল, "আপনাকে আমি নিজের হয়ে কোনো সাফাই দেবো না, বড়ো আব্বু। আপনি যা ভাবার, ভাবুন। আপনার আসলে মানুষ চেনার ক্ষমতাই নেই। আপনার মনে হচ্ছে তো আমি পিউকে এসব করতে বলেছি? আচ্ছা বেশ, তাহলে তা-ই। কী করবেন এখন? কী করতে পারবেন আপনি?

আপনার ক্ষমতা থাকলে পিউকে আমার থেকে কেড়ে নিয়ে দেখান। পারবেন না। হবে না এরকম। আমি হতে দেবো না। কেন জানেন? কারণ পিউ আমার ছিল, আমারই থাকবে। আপনি কেন, সৃষ্টিকর্তা না চাইলে কারোর সাধ্য নেই ধূসরের থেকে তার ভালোবাসাকে কেড়ে নেওয়ার।"

পিউ কান্না ভুলে হাঁ করে চাইল। সিক্ত নয়ন মুদে এলো বিস্তর অভিভূতির ঘোরে। ধূসরের মুখে প্রথম ভালোবাসা শোনা কিংবা ওই পাতলা ঠোঁট নেড়ে উচ্চারিত শব্দটা? অন্তঃপটের কড়কড়ে দোলনাটা অবধি স্নিগ্ধ হাওয়ায় দোল খেল যেন। এক চোট মুগ্ধতায় কোথাও একটা হারিয়ে গেল পিউ। তার অলীক মোহে ডুবে থাকা আঁখিজোড়ায় দেখল না ধূসর। ফিরলও না এক পল। নিজের মতো বলল, "শিকদার ধূসর মাহতাব জানে সে কেমন! তাই আপনি আমাকে যা ভাবার ভাবতে পারেন, তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না।"

CamScanner

আমজাদ কটমটিয়ে বললেন, "তা আসবে কেন? তুমি তো চূড়ান্ত অসভ্য একটা ছেলে! ভদ্রতার নাটক করছিলে এতক্ষণ। এবার তো প্রতি কথায় প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছ তুমি কেমন। এখন যে বুঝেই ফেলেছ আমার মেয়ে তোমার মিষ্টি মিষ্টি কথায় কী সাংঘাতিক রকম ফেঁসে গেছে! আর কী চাই তোমার? ষোলোকলাই তো পূর্ণ হলো, তাই না? তা এত নাটকের কী দরকার ছিল, বাবা? একেবারে দুজন গিয়ে বিয়ে থা সেরে এলেই পারতে। অন্তত মনটাকে অন্যভাবে বোঝাতে পারতাম আমি।"

ধূসর মেজাজ হারাতে চাইছে না, কিন্তু খেই তো কথা শোনে না। তার শক্ত চোয়াল ক্রমেই পোক্ত হয়ে উঠছে। চোখ নামিয়ে দন্তপাটি পিষল। অথচ মুখ খুলল সেই তুষারপাতের মতো, "আপনাকে আমি আগেও বলেছি, ধূসর মাহতাব কাপুরুষ নয়। সে তার ভালোবাসাকে সবার সামনে দিয়ে জিতে নিতে জানে। পিউ বোকা, তাই ধৈর্য হারিয়ে একটা ভুল করতে যাচ্ছিল। কিন্তু আপনি এখন কী করছেন? সামান্য ব্যাপারটাকে নিজের মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে আমাকে দোষ দিচ্ছেন। বেশ, দিন। কিন্তু কেন মারতে যাচ্ছিলেন ওকে? আপনার কী মনে হয়, পিউকে মারলে বা বিয়ে নিয়ে অশান্তি করলেই ও আমাকে ভালোবাসা ছেড়ে দেবে?"

"সেসব আমি বুঝব। তোমার থেকে আমি কোনো উপদেশ চাইনি। এত কিছুর পরেও তোমার মতো ধান্দাবাজ ছেলের সাথে পিউয়ের বিয়ে হবে না, ব্যস।"

ইকবাল নাক-মুখ কুঁচকে বলল, "এই তো, হিটলার ব্যাটা ঠিক আগের রূপে ফিরে এসেছে। আমি জানতাম, জানতাম এটাই হবে।"

সাদিফের কণ্ঠে ভয়, "কী হচ্ছে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কোথায় ভাবলাম সব ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে। এ দেখি আবার নতুন ভেজালের উৎপত্তি।"

আফতাব নড়েচড়ে দাঁড়ালেন। কথা সাজিয়ে এগিয়ে এলেন দু-পা।

"ভাইজান, আপনি একটু মাথা ঠান্ডা করুন। দরকার হলে বসুন দুমিনিট। ওরা ছেলেমানু..."

বলতে বলতে হাতটা কাঁধে রাখলেন তিনি। সহসা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলেন আমজাদ। ভীষণ চটে বললেন, "খবরদার আফতাব! এই অসভ্য ছেলের হয়ে তুমি আর একটা কথাও বলবে না আমার সাথে। আমি আমার সিদ্ধান্ত বদলাব না, না মানে না। পিউয়ের বিয়ে আমি অন্য কোথাও দেবো।

CamScanner

না পারলে কেটে ভাসিয়ে দেবো নদীতে। তাও তোমার ছেলের সাথে কোনো বিয়ে নয়।"

পিউয়ের ধীর-স্থির কান্না বেড়ে গেল এবার। রিনরিনে কণ্ঠ ফুঁড়ে শব্দটা ছিটকে এলো বাইরে। ধূসর মাথা ঠান্ডা রাখার প্রয়াস চালাল। তার সরু নজর মোজাইকের মেঝেতে। খসখসে হাতটা মুঠো করে, চুপ রইল কিয়ৎক্ষণ। কিছু সময় কাটল তারপর। বড়োজোর দুই সেকেন্ড। আশঙ্কায় জড়সড়ো সবার মাঝে তখন বিস্তর নীরবতা নেমেছে। সেসব চূর্ণ হলো ভেসে আসা এক নিখাদ, দগদগে স্বরে। বড়ো প্রতাপ নিয়ে বলল, "আপনি আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে চাইছেন, বড়ো আব্বু। তাই তো? নাহ, একদম নেবেন না। কারণ আমার ধৈর্য-সহ্য নেই। পিউয়ের বেলায় তো একেবারেই নেই এসব। আমি ভদ্রভাবে কথা বলেছি, আপনাকে বোঝাতে চেয়েছি মানেই যে আমি খুব ভদ্র তাও কিন্তু নয়। আপনি আমাকে ঠিক চিনেছেন, আমি সত্যিই অসভ্য। অন্তত নিজের জিনিস নিজের কাছে রেখে দেওয়ার বেলায়, আমার সভ্যতা আমি ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারি। তাই আপনি যা-ই করুন, যা-ই বলুন না কেন, পিউয়ের বিয়ে হলে আমার সাথেই হবে। এই বারবার বিয়ে হবে না বিয়ে হবে না বলে কী চাইছেন, আমি পিউকে তুলে নিয়ে বিয়ে করি? আপনার কি মনে হয় আমি তা পারব না?

কিন্তু ওই যে বললাম, পিউকে আমি বউ বানাব সারা দেশকে জানিয়ে। চোরের মতো চুপিচুপি নয়। তাই একটা কথা শুনে রাখুন, শুধু আপনি নন, বাড়ির সবাইকে বলছি, পিউয়ের বিয়ে হলে আমার সাথেই হবে। এই পৃথিবীতে ও যদি কারও বউ হয়, সেটা হবে শুধুই শিকদার ধূসর মাহতাবের বউ।"

পিউয়ের গাল চুইয়ে চোখের জল গলায় এসে নামল। প্রচণ্ড ভালোলাগা কামড়ে ধরল তনুমন। ধূসর ভাই মুখে কোনোদিন 'তোকে ভালোবাসি' বলেননি। কথায়, কাজে, যত্নে কিংবা যুক্তিতে বুঝিয়েছেন। এই যে আজও, আজও তার প্রত্যেকটি বাক্যে তীব্র ভালোবাসা প্রমাণ বয়ে নিচ্ছে। এত প্রখর ভালোবাসা, এত প্রখর অনুভূতি যার মাঝে তার জন্য একবার কেন, আরও হাজারবার স্বেচ্ছায় মরতে পারবে পিউ। তার ঘোর ভাঙল বাবার কথায়। আমজাদ বিমূঢ় চোখে বললেন, "মানে! এটা কি মগের মুল্লুক পেয়েছ? এমপি হয়েছ বলে কি মাথা কিনে নিয়েছ সবার? আমার মেয়ের বিয়ে কোথায় হবে, সেসব আমি ঠিক করব। একবার যখন বলেছি তোমার সাথে ওর বিয়ে দেবো না, তখন দেবো না।"

CamScanner

পিউ আর চুপ থাকতে পারল না। ভালোবাসার যুদ্ধে বাবার প্রতি ভয়, বিনয় মুহূর্তেই উড়ে গেল আকাশে। ফ্যাচফ্যাচে কান্নার মাঝেও আস্তে করে বলল, "তাহলে এবার আমি সত্যিই মরে যাব, আব্বু। আগেরবার নাটক করেছিলাম তোমাকে ভয় দেখাতে, কিন্তু এবার আর তা করব না। তুমি চাইছ তো আমি মরে যাই? বেশ, সত্যিই মরে গিয়ে দেখাব তোমায়।"

কথা শেষ হলো না, সবেগে কনুইটা টেনে নিজের দিকে ঘোরাল ধূসর। দাঁত খিচে বলল, "এক চড় মারব, বেয়াদব। মরা ছাড়া তোর মুখে আর কোনো কথা নেই? আমি আছি না এখানে? তোকে এত পাকামো করতে কে বলেছে?"

পিউয়ের নজর পায়ে। শরীর নাড়িয়ে হেঁচকি তুলছে শুধু। বারবার গড়িয়ে পড়া চোখের জল কবজি তুলে মুছল। আমজাদ আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তোমার সাহস তো কম না, তুমি আমার সামনে আমার মেয়েকে মারার কথা বলছ! এরপর তো তোমার কাছে আমি মেয়ে আরও দেবো না।"

ইকবালের আর শান্ত থাকা হলো না। এগিয়ে এলো। কথার মাঝে আগ বাড়িয়ে বলল, "আংকেল, আপনি এমন কেন করছেন, বলুন তো? এটা কি কলা ভাগ হচ্ছে যে, একবার বলছেন দেবেন, একবার বলছেন দেবেন না? আরে বাবা, ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে। বিয়ে করতে চায়। আমার বন্ধুর মতো জামাই আপনি সারাদেশ খুঁজলেও পাবেন, বলুন তো? আর সব থেকে বড়ো কথা এই এত কাছে একটা বেয়াই বাড়ি পাচ্ছেন। হেঁটে যাবেন, হেঁটে আসবেন। গাড়ি ভাড়া অবধি লাগবে না। তাহলে আপনার এত গড়িমসি কীসের? মেয়ে বিয়ে তো একদিন দিতেই হবে। তাহলে এখনই দিয়ে দিন না! অহেতুক দেবো না দেবো না এসব প্যাঁচের জন্য একজন এমপি আটকা পড়ে যাচ্ছে। এখানে তর্ক না করলে এই সময়টা কিন্তু ধূসর পার্লামেন্টে দিতে পারত। দেশের কাজ আরেক ধাপ এগোত না, বলুন? তা না, ধ্যাৎ!"

তার যুক্তির বহরে এত কিছুর মাঝেও ফিক করে হেসে ফেলল সাদিফ। পুষ্প বিরক্ত হয়ে বলল, "শুরু হয়ে গেছে! কোত্থেকে কী বলল ও নিজে বুঝেছে?"

মারিয়া ঠোঁট উলটে মাথা নাড়ল। বলল, "না, আমিও শেষেরটুকু বুঝিনি।"

আমজাদ পালটা জবাব দিলেন না। চোখেমুখে স্পষ্ট অনীহা। ইকবাল বুঝল না তার কথা কাজে দিচ্ছে কিনা, ঠিকঠাক বোঝাতে পেরেছে তো?

ধূসর দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "শুনুন বড়ো আব্বু, পিউয়ের মাথা থেকে আপনি আমাকে মুছে ফেলবেন ভাবলে আপনি ভুল। আমি পিউয়ের মাথায় নয়,

CamScanner

মনের সবটাতে আছি। সেই মন থেকে আমাকে মুছে ফেলার ক্ষমতা আপনার হয়নি। আর সত্যি বলতে আপনি পারবেন এমন সুযোগ আমি কখনো আসতেও দেবো না। পিউ বউ সাজবে, বিয়েও হবে। দেখি কে আটকায়!"

ধূসরের অদম্য সাহসে ভরা কণ্ঠের জোয়ার, গোটা বাড়ির সাথে সাথে থমকে রাখল আমজাদকেও। স্তব্ধ হয়ে পড়লেন তিনি। আর পিউ? মেয়েটার পুরন্ত দুই ঠোঁট, দুই প্রান্তে গিয়ে বসেছে। পাতা ফেলতে ভুলে গেছে বিমূঢ় দৃষ্টিযুগল। মানুষটা ওকে এত ভালোবাসে? এতটা! আচ্ছা, ও যেভাবে ধূসরের ভালোবাসা বুঝতে পারছে, বাবা কেন পারছেন না? পিউ জানে, ওর সমস্ত ভালো থাকা ধূসর ভাইয়ে আটকে আছে। যার মন, ধ্যান-জ্ঞান, স্বস্তি-শান্তি এই শ্যামলা মানুষে বন্দি, তাকে ছাড়া পিউ বাঁচবে আদৌ? আচ্ছা, এসব বাবাকে কী করে বোঝাবে পিউ? মেয়ের ডাগর ডাগর চোখের ওই অসহায়ত্ব আমজাদ বুঝলেন কিনা কে জানে! তার নজর তখনও সামনের যুবকেই কয়েদি।

এখনও তাদের দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধূসর। আমজাদের মনে হলো, বাবা-মেয়ের মধ্যেকার এই মনুষ্য শরীরটা যেন শক্তপোক্ত দেওয়াল। যাকে তাঁর মেয়ে স্বেচ্ছায় তুলে দিয়েছে। এই দেওয়াল টপকে মেয়ের ভালো চাওয়া কি কখনো সম্ভব? আমজাদ কি আর পারবেন কখনো পিউকে নিজের মতো গড়তে? ভদ্রলোক পোড়া শ্বাস নিলেন। এতকাল ধরে সযত্নে আগলে রাখা মেয়েটা তাঁর এভাবে বিগড়ে গেল? তাও মাত্র কদিনে! একজনকে পাওয়ার লোভে বাবার সাথে মরার অভিনয় অবধি করল? ভদ্রলোক ঢোক গিলে ঝিম মেরে রইলেন। হয়তো ভাবছেন কিছু! গোটা বসার ঘর থমথমে তখন। প্রাচীরের ইট-কাঠে মৌনতার প্রতাপ। কারও মুখে কথা নেই। চোখমুখে ত্রাস মেখে তারা ওই দুটো মানুষকেই দেখছে। তক্ষুনি মুখ খুললেন ভদ্রলোক। খুব ধীরে শুধালেন, "ধূসরের সাথে বিয়ে না হলে মরে যাবে, তাই তো?"

বাবার আকস্মিক প্রশ্নবানে হোঁচট খেল পিউ। চাইল অপ্রতিভ নয়নে। আমজাদ কাষ্ঠ হেসে বললেন, "দুদিনের একটা ছেলে তোমার কাছে আজ সব হয়ে গেল! আর আমি যে ছোটো থেকে তোমাকে এত আদর, এত যত্ন রেখে বড়ো করলাম তার কোনো দাম তুমি দিলে না। বেশ, চাইছ যখন বিয়ে হবে। তোমার বিয়ে ধূসরের সাথেই হবে, পিউ। জীবনটা বরবাদ করতে চাইছ তো, করো। পরে যখন অনুশোচনা হবে তখন না হয় এসো বাবার কাছে!"

CamScanner

পিউ ঠোঁট নেড়ে কিছু বলতে চাইল, শুনলেন না তিনি। পুরু কণ্ঠে ডাকলেন, "আফতাব!"

শশব্যস্ত জবাব দিলেন ভদ্রলোক, "জি, ভাইজান।"

"বিয়ের বন্দোবস্ত করো। এই মেয়েকে আমি যত তাড়াতাড়ি পারি বিদায় করে দেবো।"

ঘোষণা দিয়েই ঘুরে হাঁটা ধরলেন আমজাদ। পিউ আঁতকে ওঠে। আর্তনাদ করে পেছনে ছুটে যায়।

"আব্বু, আব্বু, আমার কথাটা শোনো। আব্বু!"

মেয়ের করুণ ডাক আজ কাজে দেয়নি। আমজাদ থামলেন না। লম্বা পায়ে ঘরে ঢুকেই দরজা আটকে দিলেন। মুখের ওপর সটান বাধায় পিউয়ের উদ্‌বিগ্ন পা থেমে যায়। অধৈর্য হয়ে ধাক্কায় কয়েকবার। কিন্তু না,বাবা খোলেনি।

তুরন্ত, কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটা। পাতলা শরীরটা নিয়ে দরজা ঘেঁষে বসে পড়ল মেঝেতে। রুবায়দা, মারিয়া, পুষ্প কাছে ছুটে যায়। মেয়েটাকে ঘিরে বসে সবাই। রুবায়দা ওর মাথা বুকে চেপে ধরলেন। মুহূর্তে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল পিউ। মিনা এলেন না। ভেজা চোখে আঁচলে মুখ চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন জায়গায়। অথচ অন্তঃবাসিনীর এত আহাজারি কান্নায় আজ ফিরল না ধূসর। দীর্ঘ পা ফেলে বাড়ি ছেড়ে গেল।

আফতাব হতাশ চিত্তে সোফায় বসে পড়লেন। সাদিফ চশমা খুলে হাতে নিল। চোখ ডলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কয়েকবার। যে অশান্তি শুরু হয়েছে আজ, এর শেষ কোথায় কে জানে!

ইকবাল দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। বন্ধুর পিছু নিয়ে বাইরে চলল সেও। ধূসর একদম গেইট পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। কথাবার্তাহীন, থমকে থাকা নদীর মতো শান্ত সে। ইকবাল চুপচাপ পাশে এসে থামে। আড়চোখে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করে ওর মনে কী চলছে!

ধূসরের চোখমুখ ঠিক নেই। নিম্নোষ্ঠ দাঁতে পিষছে শুধু। ঘন চুল খামচে ধরে ঠেলছে ওপরে। শ্যামলা চেহারায় অশান্ত, অস্থির ভাব। হাত দিয়ে ঘাড় ডলতে ডলতে চাইল ওর দিক। ফট করে শুধাল, "সিগারেট আছে?"

ইকবাল চমকে যায়। কণ্ঠ শৃঙ্গে, "হ্যাঁ?"

"দে।"

ছেলেটার চোখে অবিশ্বাস, "তুই সিগারেট খাবি? তুই!"

"কতবার বললে বিশ্বাস হবে?"

CamScanner

"না মানে..."

ধূসর বিরক্ত হলো, "তুই দিবি?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেটে হাত দিলো ইকবাল। লাইটার, সিগারেট বের করে বাড়িয়ে ধরল সামনে। ধূসর একটা নিয়ে ঠোঁটের খাঁজে বসায়। রক্তজবার মতো লালচে ওষ্ঠপুটে এ জিনিস বড্ড বেমানান। ইকবালের নাক সিটকে এলো অনীহায়। ইচ্ছে করল টেনে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিতে।

ততক্ষণে সিগারেট ধরিয়েছে ধূসর। ভকভক করে সাদা ধোঁয়া মিশে যাচ্ছে বাতাসে। ইকবাল আহত চোখে দেখে গেল সেটুকু। পরপর রয়েসয়ে বলল, "কী হয়েছে বল তো? এত অস্থির কেন তুই?"

ধূসরের ছোটো জবাব, "এমনি।"

ও মুচকি হাসে।

"পিউ কাঁদছিল বলে কষ্ট হচ্ছে?"

একটু চুপ রইল সে। বলল তারপর, "কেমন আব্বু-আব্বু করছিল দেখেছিস? ওর বাপটা এমন কেন?"

"সাধে কী আর হিটলার বলি! ব্যাটা আসলেই জাত হিটলারের বংশধর। কিন্তু তুই পিউয়ের সাথে অমন কেন করলি? কথাটা না বললে কী হতো?"

ধূসর মুহূর্তেই শক্ত করল স্বর, "এটা ওর শাস্তি। মরতে যাবে কেন?"

"সে তো তোকে পাওয়ার জন্যই গেছিল। তুই শালা কী নিষ্ঠুর! এজন্যই বলে, যার জন্য করো চুরি সে-ই বলে চোর।"

ধূসর সিগারেটে আরাম পেল না। অভ্যাস নেই এসবের। দুটানেই ছুড়ে ফেলে দিলো মাটিতে। ভ্রু কুঁচকে বলল, "আমার জন্য এসব করতে হবে কেন? আমি কি চলে যাচ্ছি? আমি একটা ব্যবস্থা করতে পারতাম না? আজ যদি ওর বাপ সময়মতো দরজা না খুলত বা ওকে নামাতে একটু দেরি হতো, কী ঘটত ভেবে দেখেছিস?"

"তাও, তোকে পাওয়ার জন্যই তো করেছে। একটু মেয়েটার মন বুঝবি না?"

ধূসরের নিরেট চিবুক বদলে গেল হঠাৎ। কেমন কেমন শোনাল জমাট স্বর, "আর আমার! ও মরতে গেছিল শোনার পর আমার কেমন লেগেছিল, ইকবাল? সেটা কে বুঝবে?"

ইকবাল বিফল শ্বাস ফেলল। এই ঘাড়ত্যাড়া ছেলেকে বোঝানোর সাধ্য তার নেই।

"তাহলে এখন কী করবি? পিউ তো খুব কাঁদছে দেখে এলাম।"

CamScanner

ধূসরের ভাবমূর্তি নিস্পৃহ। বললও নিষ্প্রভ, "কাঁদুক এখন। বিয়ের পর আদর করে পুষিয়ে দেবো। তুই গিয়ে আয়োজন শুরু করতে বল।"

ইকবাল শেষ কথা শুনল না। প্রথম লাইনের জের ধরেই ভ্রু তুলল কপালে।

"ইস, কী নির্লজ্জ রে তুই, ধূসর! আমার সামনে এভাবে আদর করার কথা বলতে জিভটা একটু কাঁপলও না। একটু লজ্জাও নেই তোর?"

ধূসর কপাল কুঁচকে বলল, "তোর আছে?"

ও দাঁত মেলে দিলো। সানন্দে বলল, "না, আমারো ওসব লজ্জা-টজ্জা নেই। কবি বলেছেন লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, তিন থাকিতে নয়। আমি আবার একটু রোমান্টিক মানুষ তো! ওসব কবি-টবিদের খুব মান্য করি। যাক গে, বিয়ের আগে এত জ্বালাচ্ছিস মেয়েটাকে, বিয়ের পরে একটু শান্তি দিস, ভাই। ছোটো বাচ্চা, হিংস্র বাঘ হয়ে ঝাঁপ-কোপ দিস না।"

ধূসর চোখ রাঙাল, "চুপ। যেটা বললাম কর, যা।"

"যাচ্ছি। এভাবে চোখ বড়ো করে তাকানোর কী আছে?"

ইকবাল চলে গেল। ধূসর রাস্তায় পড়ে থাকা সিগারেটের জ্বলন্ত মাথাটা জুতোয় পিষে দেয়। পরপর গভীর চোখ তুলে চায় বাড়ির দিকে। পিউ কি এখনও কাঁদছে?

CamScanner



মৌসুমের পালাবদল হলো না। প্রকৃতি সেই একইরকম গম্ভীর। আকাশে ছুটে বেড়ানো মেঘেদের গুরুভার স্বভাবে, যা আরও প্রকট হয়ে উঠল। তবে এক চুটকিতে বদলে গেল শিকদার বাড়ির বিচিত্র রূপ। একেকরকম দ্বিধাদ্বন্দ্বে থুবড়ে পড়েছেন বসবাস করা একেকজন মানুষ। সবচেয়ে বেশি দোটানায় ভুগছেন আফতাব শিকদার। আমজাদ বলেছেন বিয়ের বন্দোবস্ত করতে। নির্ঘাত বুকে পাথর চাপা দিয়েই বলেছেন এ কথা। ভাইয়ের অসন্তুষ্টি নিয়ে তিনি কীভাবে করবেন এই কাজ? অথচ ধূসর! তার কোনো মাথাব্যথাই নেই। নির্লজ্জের মতো নিজের বিয়ের কাজ নিয়ে মেতেছে। সাথে জুটেছে দুই সৈনিক। ইকবাল, আর সাদিফ। দুজনেই সম্পর্কে মেয়ে-জামাই। আফতাব না পারছেন এদের কড়া করে কিছু বলতে, না পারছেন সইতে। ইকবাল একদিনের মধ্যে ক্যাটারিংয়ের জোগাড়যন্ত্র সেরে ফেলেছে। সাদিফ ছুটছে কমিউনিটি সেন্টার বাছাইয়ের কাজে। এ নিয়ে তাদের ভীষণ ব্যস্ততা এখন।

নিরাশ শ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক। গত বিকেল পেরিয়ে আজ সকাল হলো, কিন্তু কারোর ছোটাছুটির ইতি টানা যায়নি। তিনি কী করবেন বুঝতে পারছেন না। খবর পেয়েছেন আমজাদও বিয়ের কাজে উঠেপড়ে লেগেছেন। কিন্তু এসব কি ভালো কথা? একটা বিয়ে হচ্ছে। তাও তার একমাত্র ছেলের বিয়ে। এখানে আনন্দ থাকবে, হইচই থাকবে। এমন গোমড়ামুখে বিয়ে হয় কখনো?

পিঠের সাথে দুহাত বেঁধে বাগানে পায়চারি করছিলেন আফতাব। মুখখানা চিন্তায় ডুবে আছে যখন, তখন গেইট থেকে কারও পায়ের শব্দ ভেসে এলো। ধূসর জগিং থেকে ফিরেছে। সহসা হাঁটা থেকে থামলেন তিনি। ছেলেটা বাবাকে দেখেও, দ্বিতীয়বার ফিরল না। সোজা গিয়ে এক কোণের টেবিল হতে চেয়ার টেনে বসল।

একটু পর গৃহকর্মী আসে। হাতের ট্রেতে দুকাপ চা আর কয়েক পিস স্যান্ডউইচ তার। চায়ের কাপ-সহ স্যান্ডউইচের ট্রেটা ধূসরের সামনে রাখল সে। অন্য কাপটা আফতাবকে দিলো। ফিরে যাওয়ার সময় বলল ধূসর, "ইকবালকে ডেকে দেবেন তো।"

CamScanner

"জি।"

মেয়েটা ঘাড় নেড়ে চলে যায়। আফতাব কাপে চুমুক দিতে দিতে আড়চোখে চাইলেন। ধূসরের মনোযোগ ফোনে। ডায়াল লিস্টে কারও নম্বর খুঁজছে। চশমার পাওয়ারে অদূর হতে এটুকু স্পষ্ট বুঝলেন তিনি, কিন্তু বুঝতে পারলেন না ধূসরের মেজাজ কেমন। কাল যা তুলকালাম কাণ্ড ঘটাল ও বাড়ি, এখন কি কথা তোলার উপযুক্ত সময়? ভদ্রলোকের উশখুশে চিত্ত হয়তো ধরে ফেলল ধূসর। কেমন আচমকা বলল, "এভাবে দেখার কিছু নেই। কিছু বলতে চাইলে এখানে এসে বসো।"

আফতাব থতমত খেলেন। চোখ দুটো প্রকট হলো সাথে। ধূসর তো ফোনেই চেয়ে আছে। তবে বুঝল কী করে? ভাইজান একদম ঠিক বলেছেন, আচ্ছা শেয়ানা ছেলে একটা!

ভদ্রলোক গলা ঝাড়লেন। কণ্ঠে পুরুত্বের ছাপ এনে বললেন, "দেখব কেন? দেখার কী আছে! আমি তো হাঁটছিলাম।"

ধূসর কিছু বলেনি। তবে আফতাব ঠিক খেয়াল করলেন ওর নিটোল ঠোঁট একদিকে বেঁকেছে। হাসল ছেলেটা, তাও এমন বিদ্রুপ করে! অমনি দু-পা ফেলে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন তিনি। রেগে রেগে বললেন, "হাসার কী হয়েছে? কী বলেছি হাসার মতো?"

ধূসর চোখ তুলে চাইল। কপালে ভাঁজ, "তুমি কি তোমার ভাইয়ের হয়ে ঝগড়া করতে এসেছ?"

"তোমার ভাই, তোমার ভাই করবে না! উনি তোমার চাচা হন।"

ধূসর চুপ। তার নিস্পৃহতায় চটে গেলেন আফতাব।

"একটা কথা বলে দশ মিনিট চুপ থাকা কোন ধরনের অভ্যাস তোমার? সবসময় এমন ভাব করো, যেন সামনের মানুষটাকে তুমি পাত্তাই দাও না। শোনো ধূসর, তুমি যদি এমপি হয়ে থাকো, তবে আমিও এখানকার সাধারণ সম্পাদক, বুঝলে! পাওয়ার কিন্তু আমারও কিছু কম নেই।"

ধূসর ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল। যাতে স্পষ্ট বিরক্তি। ভদ্রলোকের মেজাজ আরও বিগড়াল তাতে। খেয়াল করলেন, ধূসর কললিস্ট স্ক্রল করছে এখনও। এত মনোযোগ দিয়ে খুঁজছেটা কী? নাহ, কৌতূহল আর চেপে রাখা গেল না। জিজ্ঞেস করেই বসলেন, "এত মনযোগ দিয়ে কার নম্বর খোঁজা হচ্ছে, শুনি?"

সে বলল, "রেডিসন ব্লুয়ের ম্যানেজার।"

"ওখানে কী কাজ? পার্টি থ্রো করবে নাকি?"

ধূসর সাথে সাথে বলল, "না, বিয়ের জন্য।"

CamScanner

আফতাব হোঁচট খেলেন। কণ্ঠ শৃঙ্গে নিয়ে বললেন, "আবার বিয়ে! তুমি এখনও বিয়ে নিয়েই পড়ে আছ? আরে বাবা, ভাইজান যে কাল ওসব কথা রাগের মাথায় বলেছেন সেটাও কি এখন তোমাকে হাতে ধরে বুঝিয়ে দিতে হবে?"

ধূসর চোখ তুলে চাইল। নিরুৎসাহিত জানাল, "সেটা তোমার ভাইজানের ব্যাপার। উনি কীভাবে কোন কথা বলেছেন সেসব নিয়ে তো মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই। আমার উনার মেয়েকে দরকার ছিল। পাচ্ছি, ব্যস শেষ।"

ভদ্রলোকের চোখ কপালে চলে যায়। আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তুমি ভারি বেহায়া ছেলে তো!"

ইকবাল হাজির হলো তখনই। কাল আর সে বাড়ি ফেরেনি। বউয়ের কাছেই থেকে গেছে। সদ্য ঘুম থেকে ওঠায় সুতনু মুখ শিশুসুলভ ফোলা। আফতাবের শেষ কথাটা শুনেছে ও। এলোমেলো চুলগুলো দুলিয়ে একটু জোরে হেঁটে এলো। এক হাত দূর থেকেই বলল, "একদম ঠিক কথা বলেছেন। ও আসলেই বেহায়া, আংকেল! আমি অবশ্য আগে থেকেই জানতাম। লজ্জাও কিন্তু ওকে দেখলে লজ্জা পায়। কাল আমাকে যা বলেছে না আংকেল, ওসব শুনলে তো আপনি এক্ষুনি বুকে হাত দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়বেন।"

ভদ্রলোক সাগ্রহে শুধালেন, "কী বলেছে?"

ধূসর কঠিন চোখে চাইল। অমন তড়াক দৃষ্টিতে সব গুলিয়ে ফেলল ইকবাল। হাঁ করতে চেয়েও ঠোঁটটা টিপে নিল জোরে। আমতা-আমতা করে বলল, "না মানে, সে অনেক বড়ো কথা। এত ছোটো মুখে বলা যাবে না। আর আপনি শক খেয়ে বুকে হাত দিয়ে শুয়ে পড়বেন, অমন কিছু আমি চাইতে পারি? না না, আমি কিন্তু আপনাকে অনেক ভালোবাসি, আংকেল। কস্মিনকালেও কোনো জামাই তার শ্বশুরকে এতটা ভালোবাসেনি।"

আফতাব নাক কুঁচকালেন। ঠিক জানেন, ইকবাল কথা ঘুরিয়েছে। ছেলেটা হাসল। বড়ো গদগদ কণ্ঠে বলল, "আপনি নাস্তা করেছেন, আংকেল?"

"না।"

"সে কী! এখনও করেননি? এই বয়সে না খেয়ে থাকা কি ভালো? ফুসফুস, লিভার, কিডনি ওদেরও তো একটা মূল্য আছে, বলুন। ক্ষতি-টতি হবে না? যান যান, খেয়ে নিন।"

CamScanner

আফতাব দাঁড়িয়ে রইলেন। ইকবাল রীতিমতো জোরাজুরি শুরু করল। নাছোড়বান্দা ছেলের কাছে হার মেনে শেষমেশ হাঁটা ধরলেন ভদ্রলোক। যেই মাত্র ঘরের চৌকাঠ পার হলেন, ত্রস্ত ধূসরের পাশের চেয়ারটায় ধপ করে বসল ইকবাল। ভীষণ গুরুতর হয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি বাবা হওয়ার কোনো টিপস জানিস?"

হতভম্ব চোখে চাইল ধূসর।

"কী!"

"ভাই, আমি বউ রেখে আর এক রাতও থাকতে পারছি না। যদি একটা বাবু হয় সেই ছুতোয় হলেও ওকে বাড়ি নিতে পারতাম।"

ইকবালের কণ্ঠে হা-হুতাশ। ধূসর অতিষ্ঠ শ্বাস ফেলল। কাঙ্ক্ষিত উত্তর না পেয়ে মাথা চুলকাল ছেলেটা। চোখ সরিয়ে অদূরে দেখল এক পল। শিকদার বাড়ির দেওয়াল পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কদিন আগে আমজাদ বাগান সাফ করিয়েছিলেন। তাই ওদিকটা বেশ তকতকে এখন। জিজ্ঞেস করল, "পিউপিউয়ের সাথে কথা হয়েছে?"

মাথা নাড়ল ধূসর।

"এখনও বলিসনি! খোঁজটোজ নিচ্ছিস? খাওয়াদাওয়া করছে আদৌ?"

"মারিয়াকে পাঠিয়েছিলাম। খাইয়ে দিয়ে এসেছে।"

"বাহ! আর তোর শ্বশুর? ওই হিটলার ব্যাটা কোন বন্দুকের নলে বসে আছে?"

"জানি না। করুক যা ইচ্ছে।"

"বিয়েটা তাহলে হচ্ছেই?"

ধূসর চোখ ছোট করল, "হবে না কেন?"

ইকবাল ফের প্রশ্ন করতে হাঁ করল, আটকে দিলো সে।

"এসব বাজে কথা ছাড়। যেটা বলতে ডেকেছি, শোন।"

ও সজোরে মাথা নাড়ল, "না, আমি এখন কিছু শোনার মুডে নেই। আগে আমাকে আরলি ফাদার হওয়ার মিশন সাকসেস করতে হবে। এ নিয়ে আমি খুবই চিন্তিত।"

ধূসর বীতস্পৃহ। নাক ফুলিয়ে বলল, "তাহলে যা, সর এখান থেকে।"

ইকবাল ঠোঁট উলটায়। কণ্ঠে মেয়েলি অভিমান টেনে বলে, "আমি পাশে বসলেই সবসময় এমন খ্যাঁকখ্যাঁক করিস কেন? পিউ কোলে বসলেও তো খুব আরাম লাগে।"

ধূসর আশ্চর্য হয়ে বলল, "তুই বারবার তোর সাথে ওর তুলনা করিস কেন? তুই আর ও এক? ও আমার বউ হবে। তুই হবি?"

CamScanner

"ছি! আমি অমন ছেলে নই। তুই নিজের মতো অন্য কাউকে খুঁজে নে।"

ধূসর দাঁত পিষতেই ছিটকে যাওয়ার মতন উঠে দাঁড়াল ইকবাল। একটু দূরে গিয়ে আঙুল তুলে বলল, "এই শালা সম্বন্ধী, নিজের সিনিয়রকে ইজ্জত করতে শেখ, না হলে জীবনে কখনো সামনে যেতে পারবি না।"

ধূসর উঠে দাঁড়াল। ডান ভ্রু নাঁচিয়ে বলল, "তাই?"

ওকে এগুতে দেখেই দু-পা পিছিয়ে গেল ইকবাল। চোখে ভয়, অথচ কণ্ঠে একইরকম ঠাটবাট নিয়ে বলল, "ইয়েস, বিয়ে-শাদির ব্যাপারে আমি তোর সিনিয়র। সবসময় সম্মান দিবি আমাকে। সালাম তো প্রতি কথায়। না হলে বন্ধু, একবার আমার অভিশাপ লেগে গেলে বিবাহিত জীবন কিন্তু ভাজাভাজা হয়ে যাবে।"

ধূসর আশপাশ দেখছে। খুঁজছে কিছু। বাগানের ঘাসের বুকে একটা শুকনো ডাল পড়েছিল। তার দৃষ্টি থামতে দেখেই আঁতকে উঠল ইকবাল। বুঝতে বাকি নেই, গুন্ডাটার মাথায় কী চলছে। চোখ পাকিয়ে বলল, "খবরদার ধূসর, ওটা ধরলে কিন্তু তোর..."

তার মুখের কথা মুখে রইল, লাঠি হাতে তুলল ধূসর।

ফিরে চেয়ে বলল, "সম্মান চাই না তোর? দিচ্ছি দাঁড়া।"

হুমকির আঁচ পেতেই বাচ্চাদের মতো ছুটল ইকবাল। ওপাশ থেকে সদ্য বের হয়েছে সাদিফ। জোরালো বেগে রাশ টানার আগেই ধাক্কা খেল দুজন। চিত হয়ে পড়তে পড়তেও নিজেকে সামলাল ছেলেটা। চপল ইকবালকে আগলে ধরল দুরন্ত হাতে। ভড়কে বলল, "কী হয়েছে? আপনি এমন ছুটছেন কেন?"

"আরে, দেখতে পাচ্ছ না তোমার গুন্ডা সম্বন্ধী এগিয়ে আসছে? এই ব্যাটা এখন এমপি হলে কী হবে, এক সময় কত গুন্ডামি করেছে সে কী আর আমার মনে নেই? শোনো সাদিফ বাবু, আমরা কিন্তু ভায়রা ভাই। একই নৌকার মাঝি। এই দুঃসময়ে তুমি আমার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াও। স্বাস্থ্যে ভালো মোটাসোটা তুমি। ও এলে যেন সব তুফান তোমার ওপর দিয়ে যায়।"

সাদিফের ভ্যাবাচ্যাকার ধাপ এখনও কাটেনি। ততক্ষণে ধূসর সামনে এসে দাঁড়াল। ইকবাল চট করে আড়াল হলো পেছনে। ও বলল, "একটা বাচ্চা ছেলের পেছনে লুকিয়েছিস। আবার আমার সিনিয়র বলে দাবি করিস নিজেকে? লজ্জা করে না তোর?"

ইকবাল দুপাশে মাথা নাড়ল। বোঝাল, করে না।

CamScanner

ধূসর হুংকার ছুড়ল পুরু স্বরে, "সামনে আয়, দেখি সিনিয়রের সম্মান কতভাবে করা যায়!"

"না, একদম আমার ফুলের মতো শরীরে টোকা দেওয়ার চেষ্টা করবি না, ধূসর। এই শরীরে শুধু আমার বউয়ের অধিকার। কী ব্যাপার সাদিফ বাবু, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? বলো কিছু।"

ছেলেটার চৈতন্য এখনও ফেরেনি। দুজন ইয়া বড়ো বড়ো মানুষ এমন করে ঝগড়া করছে? তাও একজন সম্মানি এমপি, আরেকজন সভাপতি? ওদের খুনশুটিতে সাদিফের হাসি পায়, কিন্তু হাসল না। এই মুহূর্তে হাসলেই বিপদ। ইকবাল ভাই ঠিক কথা শোনাবেন। আর ভাইয়ের কথা মানে ভরা মজলিশে মানসম্মান লাটে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "হুঁ? হ্যাঁ, না মানে ধূসর ভাই, এবারের মতো ছেড়ে দিন। ইকবাল ভাই ছোটো মানুষ, কী বলতে কী বলে ফেলেছে!"

ধূসরের চোখ ইকবালের দিকে। পূর্ণ সম্মতি বোঝাতে ঘনঘন মাথা নাড়ছে সে। ও আর কিছু বলল না। শুকনো ডালটা ফেলে, আবার চেয়ারে গিয়ে বসল। সাদিফ হেসে বলল, "বিপদ কেটে গেছে, ইকবাল ভাই। আর ভয় নেই আপনার।"

ইকবাল সহসা সোজা হয়ে দাঁড়াল। বুক চিতিয়ে বলল, "ভয় কীসের? ওকে ভয় পাই আমি? আসলে কী বলো তো, শ্বশুরবাড়ি বলে কোনো ঝামেলা চাইছি না। এখানে একটু নরম-শরম হয়ে থাকতে হয় তো। না হলে ধূসরটাকে আজ এমন কুস্তি দেখাতাম না, জীবনে আমার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস হতো ব্যাটার?"

সাদিফ ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। বিড়বিড় করে বলল, "সেই! কার যে কত সাহস!"

"কিছু বললে?"

"হুঁ? না না, চলুন চলুন বিয়ের বাকি আলোচনা সারি গিয়ে।"

সাদিফ এগিয়ে আসে। ধূসরের পাশের চেয়ারটা টেনে বসে তারপর। ইকবাল পেছন পেছন এলো। বসল বন্ধুর থেকে সচেতন দুরুত্ব রেখে। যেখান থেকে ধূসর তেড়ে এলেও ভেগে যাওয়া যাবে। সাদিফ বগলদাবা করে ল্যাপটপ নিয়ে এসেছে। সেটা সামনে মেলে বাটন টিপে দেখাল, "ভাই, এই রাস্তার কাজ ধরতে হবে। সমস্ত কাগজপত্র, কথাবার্তা ফাইনাল। আপনি একবার গিয়ে দেখে এলে পরদিন থেকে লোক লাগানো হবে।"

CamScanner

তুরন্ত মাথায় চাটি মারল ইকবাল, "ধুর মিয়াঁ, তুমি না বললে এখন বিয়ের আলাপ হবে? তাহলে এসব মেলেছ কেন? যেখানে বেচারার জীবনটা ঠিকঠাক মেরামত হলো না, সেখানে আছ রাস্তা মেরামত নিয়ে? বন্ধ করো, বন্ধ করো এসব।"

সাদিফ শিশুর মতো ঠোঁট ফোলাল। মাথা ডলতে ডলতে দেখল ধূসরকে। তার এসবে আগ্রহ নেই। চেয়ারে হেলান দিয়ে আরেকটু হাত ছড়িয়ে বসল। ভিন্ন প্রসঙ্গ তুলল, "মারিয়া ঘুম থেকে উঠেছে?"

"হ্যাঁ, একটু পরেই ও বাড়ি যাবে বলল।"

"তোর চোখমুখ এত ফোলা কেন? এলার্জি বেড়েছে?"

সাদিফের এলার্জির সমস্যা পুরোনো। মাথা নাড়তে যাবে,

কথাখানা টেনে নিল ইকবাল, "কী সব প্রশ্ন যে তুই করিস না, ধূসর! বেচারা নতুন জামাই। নিশ্চয়ই রাতে ঘুম-টুম ভালো করে হয়নি।"

তারপর সাদিফের পিঠ চাপড়ে বলল, "আমি তোমার কষ্টটা বুঝতে পারছি, সাদিফ বাবু। ভেবো না, এখন একটু পরিশ্রম গেলেও আ..."

বাকিটুকু বলার আগেই আচমকা মুখের মধ্যে স্যান্ডউইচের পিস ঠুসে দিলো ধূসর। ইকবাল হকচকাল। চাইল প্রকট চোখে। ধূসর কটমটিয়ে বলল, "ইডিয়ট! পৃথিবী উলটে গেলেও এটা মানুষ হবে না।"

চোখেমুখের আগুন ঝেড়ে চলে গেল সে। সেই পথে হতভম্ব নেত্রে চেয়ে রইল ইকবাল। ঠুসে দেওয়া স্যান্ডউইচটা মুখে ভালো করে ঢোকাল। চিবোতে চিবোতে বলল, "এই ব্যাটা সবসময় আমার সাথে এমন করে কেন? আমি কী করেছি?"

হতাশ শ্বাস ফেলল সাদিফ।

"আপনি আর কী করবেন, যেখানে সেখানে মানুষের ইজ্জত খেয়ে দেওয়া ছাড়া?"

CamScanner



পিউ দিশাহারা, দিগ্‌ভ্রান্ত! নিঃসহায়ের ন্যায় গোটা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। গতকাল বিকেল হতে আমজাদ শিকদার ঘর ছেড়ে খুব একটা বের হননি, আর না দুটো কথা বলেছেন কারও সাথে। খাচ্ছেনও না ঠিকঠাক। কতবার গিয়ে দরজা ধাক্কাল পিউ, খোলেনইনি। আব্বু আব্বু ডাকের একটা জবাবও আসেনি ওপাশ থেকে। মেয়েটার বুক বেদনায় চৌচির এ নিয়ে। বাবার এমন রূপ সে চেনে না। তার প্রতি এতটা কঠোরতাও তো দেখেনি কখনো। ছোটো থেকে বাবার আদরে, প্রশ্রয়ে মানুষ হয়ে এখন শেষ বেলায় এমন অবজ্ঞা নেওয়া যায়? গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে হাঁসফাঁস করতে থাকা পিউ এই নিয়ে আরেকবার বাবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঢোক গিলে ঘাম মুছল কপালের। বাবা যতই মুখ ফিরিয়ে থাকুক, ও হার মানবে না। ধূসর ভাইকে পাওয়ার লোভে ও তো বাবাকে কষ্ট দিতে পারে না। পিউয়ের দুজনকেই চাই। এই ছোট্ট জীবনে দুটো ভরসার হাত একসাথে ছুঁতে চায় সে।

পিউ কাঁপা আঙুল তুলল দোরে কড়া নাড়বে বলে, সেসময় হাজির হলেন মিনা বেগম। দুহাতের মুঠোয় বড়ো ভাতের থালা। আমজাদ শিকদার ছড়ানো থালা ছাড়া খেতে পারেন না। মেয়েকে দেখে থামলেন তিনি। একটা দীর্ঘশ্বাসের বিদীর্ণ ঝুলি আপনা-আপনি মিটে গেল বুকে। মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, "শুধু শুধু এমন করছিস! বাবার রাগ ঠিকঠাক না পড়া অবধি এসবের কোনো মানে আছে? রাগ কমুক, দেখবি ঠিক কথা বলবে।"

পিউ ছটফটিয়ে উঠল, "সেই রাগটা কখন পড়বে, আম্মু? আব্বু তো এর আগেই আমাকে বিয়ে দিতে চাইছে।"

"চাইলে চাইছে। সাত সাগরের ওপাড়ে তো আর যাচ্ছিস না। দশ মিনিটেরও কম রাস্তা। সময় হলে ছুটে আসা যাবে। এখন যা, খেয়ে নে।"

"আগে আব্বু খাক। তারপর।"

মিনা বিরক্ত হলেন। নাক-চোখ কুঁচকে বললেন, "যা খুশি কর তো। আর ভাল্লাগে না আমার! তোদের বাপ-মেয়ের নাটকের মাঝে পিষতে হচ্ছে আমাকে। দেখি, সর।"

CamScanner

পিউ চুপচাপ এক পাশে সরে দাঁড়াল। দরজার কাঠে টোকা দিলেন মিনা। ডাকলেন গমগমে স্বরে, "আপনার খাবার। দরজা খুলুন।"

ওপাশটা নীরব, শান্ত। কিন্তু পিউয়ের মাথায় চটপট একটা বুদ্ধি খেলে যায়। মায়ের থেকে ছোঁ মেরে প্লেটটা নিয়ে নেয় হাতে। ভদ্রমহিলা চমকালেন। অবাক চোখে চাইতেই ঠোঁটে আঙুল চাপল সে। ফিসফিস করে বলল, "তুমি যাও, আমি দিয়ে দেবো।"

মিনা মানা করবেন ভেবেও করলেন না। করুক যা খুশি। বাপ-মেয়ের এই কাণ্ডকারখানা আর নেওয়া যায় না।

দুপাশে মাথা নেড়ে চলে গেলেন তিনি। আমজাদের প্রতি বুকের খাঁজে জেঁকে বসা অভিমানের ভার এখনও কমেনি মিনার। কাল সকলের সামনে কীভাবে কথা বললেন। এত বছরের সংসারে এমন অপমান করতে কী করে পারলেন মানুষটা? কিন্তু অভিমান তো কাজে দেখানো যায় না। শত হোক, স্বামী। কী লাগবে না লাগবে, কী চাই না চাই সবকিছুর খেয়াল রাখতে হয়।

মিনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের ঘুরে চাইলেন পেছনে। পিউ থালাটা বুকে চেপে দেওয়ালে সেটে আছে। ঢোক গিলছে ঘনঘন। আহারে মেয়েটা, কত ভালোবাসে বাবাকে! কিন্তু ওই লোক এসব বুঝলে হয়।

আমজাদ দোর খুললেন সেকেন্ড কয়েক পর। শরীরটা বেরিয়ে আসতেই চট করে সামনে এলো পিউ। ভদ্রলোক ভড়কালেন একটু। চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ পরিষ্কার ভেসে উঠল। পিউয়ের ললিত আদল বিমর্ষ। উদ্‌বিগ্ন তার চাউনি। কিছু বলতে চায়, বোঝাতে চায়। কিন্তু বাবা কি শুনবেন? এমন সুশ্রী, মায়াবি মুখখানা দেখে আমজাদের হয়তো মায়া হয়নি আজ। উলটে চিবুক শক্ত করলেন। বাবার রুঢ়তায় পিউয়ের বক্ষপটে ভয়, বিষাদ দলা পাকিয়ে উঠল। দমল না তাও। বলতে গেল, "আব্বু আমি..."

আমজাদ যেন শুনবেন না পণ করেছেন। মাঝপথেই ক্ষিপ্ত বেগে দরজা দিতে গেলেন। ঝড়ের মতো হাত রেখে বাধা দেওয়ার প্রয়াস করল পিউ। হলো না। বাবার গতির সাথে পাল্লা দেওয়া যায়নি। ঘটনার দ্রুততায়, দরজায় ফাঁকে নরম আঙুল আটকা পড়ল তার। ব্যথায়, যন্ত্রণায় জমে গেল মেয়েটা। পেলব হাত থেতলে যাওয়ার উপক্রম। রুদ্ধ শ্বাসের ফাঁক গলে তুরন্ত গগনবিদারি চিৎকার ছুড়ল পিউ। আঁতকে উঠলেন মিনা বেগম। ছুটে আসার মাঝেই ওপাশ হতে ধড়ফড়িয়ে দরজা খুললেন আমজাদ। পিউ ত্রস্ত হাত সরিয়ে আনল। আঙুলে রক্ত জমেছে। ফরসা ত্বক ফুলে একাকার। গোটা ব্যাপারটায় ভদ্রলোক হতভম্ব। নখের নিচে কালচে ছোপ দেখে বুকটা ধক করে উঠল। পিউয়ের এক হাতে ভাতের থালা। অন্য হাতটা ঠকঠক

CamScanner

করছে ব্যথার তোড়ে। টলমল চোখ তুলে বাবার দিকে চাইল সে। আমজাদের পায়ের তলার জমিন অবধি দুলে উঠল তাতে। তৎপর হাতটা কাছে টেনে আনলেন। উৎকণ্ঠিত আওড়ালেন, "এ কী, হাতের এ কী অবস্থা! কতখানি কাটল! কেন হাত দিতে গেলে? বাবা একদম দেখিনি, মা। এসো, তুমি এসো আমার সাথে।"

স্বামীকে দেখে আর এগোলেন না মিনা। কেন যেন মনে হলো, বাবা-মেয়ের মুহূর্তটায় তাঁকে বড্ড বেমানান লাগবে ওখানে।

আমজাদ মেয়েকে এনে সোজা বিছানায় বসিয়েছেন। হাত থেকে ভাতের থালাটা নিয়ে রাখলেন পাশে। পিউয়ের অশ্রুজল উড়ে গেছে। দুটো মূঢ় নয়ন আটকেছে বাবার নুরের মতো মুখে। আমজাদ ফার্স্ট-এইড বাক্স এনে মুখোমুখি বসলেন। তুলোতে স্যাভলন ঢেলে ক্ষততে ধরতেই, ছোট্ট একটু নিনাদ ছুড়ল পিউ। ত্রস্ত সেথায় ফুঁ দিলেন তিনি।

"জ্বালা করছে? কমে যাবে মা, কমে যাবে।"

পিউয়ের হাতের জ্বালা কমল কিনা কে জানে! তবে অদূরে দাঁড়ানো মিনার অক্ষিকোটরে জ্বালা ধরল কেমন। মৃদু হেসে চোখের জলটা মুছলেন তিনি। বাবা-মেয়ের অভিমান মিটে গেলেই হলো, আর কী চাই?

পিউয়ের চারটে আঙুল কেটেছে। সবগুলো একসাথে জড়িয়ে আমজাদ ব্যান্ডেজ করে দিলেন। শান্ত পরিবেশে আচমকা প্রশ্ন করল মেয়েটা, "তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো আব্বু, তাই না?"

আমজাদের ব্যস্ত হাত থামল। এক পল চাইলেন ওর দিকে। তবে উত্তর দিলেন না। ব্যান্ডেজ শেষে উঠে দাঁড়ালেন চুপচাপ। থমথমে কণ্ঠে বললেন, "হয়ে গেছে। এবার তুমি আসতে পারো।"

পিউয়ের আর নিবিড় থাকা হলো না। বাবার এই রূপ বদলে ধ্বসে পড়ল ভেতরটা। ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার তোড় সশব্দে বাইরে ছিটকে এলো। ধপ করে আমজাদের পায়ের কাছে বসে পড়ল সে। ভদ্রলোক চমকে গেলেন, স্তব্ধ হলেন। পিছিয়ে যেতে নিলেই বাঁধ সাধল পিউ। দুহাতে পা দুটো আঁকড়ে ধরল সবেগে। হুহু করে কেঁদে কেঁদে বলল, "আব্বু, আব্বু, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি আর কোনোদিন এরকম করব না। আমি বুঝতে পারিনি। তুমি আমাকে মারো। চড়-থাপ্পড় যা ইচ্ছে মারো। তাও আমার সাথে এভাবে কথা বলো না। এমন করে আমার থেকে দূরে সরে থেকো না। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, আব্বু। তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে?"

CamScanner

আমজাদের দোদুল্যমান পৃথিবী আরও নড়বড়ে হলো। স্তাম্ভত লোচনে বিহ্বলতার চিহ্ন বসল এসে। পিউ কাঁদছে। কী মায়াবী কান্না তার! থেমে থেমে জড়ানো স্বরে বলছে, "সেদিন যখন তুমি বললে আমাকে অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দেবে, আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি ধূসর ভাইকে খুব ভালোবাসি, আব্বু। উনাকে ছাড়া অন্য কারও বউ হব এমনটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। তাই ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত নিয়ে আমি কিচ্ছু ভাবিনি। আমার মাথায় কিছুই আসেনি তখন। শুধু ভাবছিলাম তোমাকে কী করে রাজি করানো যায়। কী করলে ধূসর ভাইকে রাজনীতি ছাড়তে হবে না। কী করলে তুমি সব মেনে নেবে। তাই ঝোঁকের বশে এমন ভুল করে ফেলেছি, আব্বু। এ নিয়ে তোমার যা ইচ্ছে শাস্তি দাও, আমি মাথা পেতে নেব। তাও এমন মুখ ফিরিয়ে থেকো না।"

আমজাদের প্রৌঢ় গতর বিস্ময়ের তোড়ে কেমন থরথর করে উঠল। মেয়েটাকে এমন ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে দেখেননি কখনো। ওর কান্না, একেকটি কথা সব কেমন জট পাকিয়ে ঘুরে চলল মাথায়। পিউ তাঁকে ভালোবাসে তিনি জানেন, কিন্তু তার মাত্রা এত গভীর? এতটা!

ভদ্রলোকের অভিমানের পোক্ত বেড়িতে টান পড়ল। চোখ দুটো ভিজে উঠল জলে। পিউ তখনও বলছে, "কিন্তু বিশ্বাস করো আব্বু, এসবে ধূসর ভাইয়ের কোনো দোষ নেই। উনি তো কিচ্ছু জানতেনই না। যখন শুনলেন আমি সুইসাইড করতে গিয়েছিলাম, তখন উনিও তোমার মতো খুব রেগে গিয়েছিলেন। আমাকে শাস্তি দিতেই তো সবার সামনে কথাটা বলে দিলেন ওভাবে। উনার কোনো দোষ নেই, আব্বু। সব দোষ আমার। অন্যায় যা করার আমি করেছি। তুমি আমাকে শাস্তি দাও, কিন্তু উনাকে ভুল বুঝো না। মানুষটা তোমার মতো আমাকে ভীষণ ভালোবাসেন। তিনি আমার ক্ষতি হবে এমন কিছু কখনো চাইবেন না, আব্বু। বিশ্বাস করো, একটু বিশ্বাস করো আমায়।"

পিউয়ের কান্না ঝরঝরে বৃষ্টির মতো। যা সোজাসুজি অর্শাল আমজাদের লুকিয়ে রাখা কাদামাটির মতো নরম মনের ওপর। তাঁর মেয়ে গুছিয়ে মিথ্যে বলতে পারে না। আবার যেখানে তাঁকে ছুঁয়ে আছে, সেখানে তো কখনোই নয়। ভাবলেন, তবে কি সত্যিই এসবে ধূসরের হাত ছিল না? আমিই রাগের মাথায় বেশি বেশি ভেবে ফেলেছি?

আমজাদের আক্ষেপ হলো নিজের কাজে। প্রহৃত শ্বাস ফেললেন এক চোট। পিউয়ের হেঁচকি উঠেছে। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন মিনা। মেয়ের করুণ দশায় আঁচলে মুখ চেপে কাঁদছেন তিনিও। মাঝেমধ্যে মনটা ফুঁসে উঠছে স্বামীর প্রতি। এরপরেও কি পাষণ্ড লোকটার মন গলবে না?

CamScanner



হিমেল হাওয়ায় প্রকতির এক নতুন নিঃশ্বাস বইছে। নিগূঢ় নিস্তব্ধতায় বাইরে থেকে ভেসে আসছে টুপটাপ জল পতনের শব্দ। কাছেপিঠে দুয়েকটা ব্যাঙ ডাকছে হয়তো। একঝাঁক ঝিঁঝিপোকার সাথে সুর মিলিয়েও নৈসর্গিক কোলাহল শূন্যতার সীমা ছাড়ানো গেল না।

আমজাদ অদূর হতে চোখ সরিয়ে আনলেন। ফেললেন গোলাকার দেওয়াল ঘড়ির ওপর। রাত বারোটা ছাড়িয়েছে, মিনা ঘরে আসেননি এখনও। রান্নাঘরে কী এত কাজ তার? আমজাদ বুঝতে পারেন, এসব আসলে কাজ নয়। তাঁর মুখোমুখি না হওয়ার অজুহাত। এত বছর ধরে সংসার করছেন, এটুকু না বোঝার মতো বোকা তিনি নন। ভদ্রলোক এক টুকরো পোড়া শ্বাস ফেললেন। বক্ষপট আফসোসে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। রাগের মাথায় সবার সামনে মিনাকে যা তা বলে ফেলেছেন গতকাল। নিশ্চয়ই ভীষণ কষ্ট পেয়েছে! কেন যে তিনি মেজাজের রাশ টানতে পারেন না? আমজাদ একবার চাইলেন, বাইরে গিয়ে মিনাকে টেনে ঘরে নিয়ে আসতে। গেলেন না। কোনো এক সংকোচের বেড়িতে শরীরটা আটকে রইল এখানেই।

তক্ষুনি কক্ষে ঢুকলেন মিনা বেগম। নরম পায়ের শব্দে ফিরে চাইলেন তিনি; কিন্তু ওই যে গম্ভীরতা? ওটুকু মাড়িয়ে আর কথা বলা হয় না। মিনা হয়তো আশাও করেননি তিনি কিছু বলবেন। নিজের রোজকার কাজে ব্যস্ত হলেন চুপচাপ। বিছানা ঝাড়লেন, বালিশ ঠিকঠাক করলেন, মশারি টাঙালেন। বারান্দার দরজা আটকে জানলার একপাশের কপাট খোলা রাখলেন শুধু। পুরোটা সময় শুধু উশখুশ করে গেলেন ভদ্রলোক। কোত্থেকে যে কী শুরু করবেন, কীভাবে করবেন! স্ত্রীর মনোযোগ পেতে গলা ঝাড়লেন তিনি। মিনা ফিরে চান। মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বলেন, "আপনার প্রেশারের ওষুধটা মনে করে খেয়েছিলেন? রাতে না হলে আবার ঘুমাতে পারবেন না।"



CamScanner

আমজাদের ভেতরের সবটা আক্ষেপে ভরে গেল এবার। মিনা তার দেখা শ্রেষ্ঠ বউ। যে রমণী বিয়ের পরদিন থেকে তার খুঁটিনাটি যত্নেরও সামান্যতম গাফিলতি করেনি। উচ্চবাচ্য যে বহুদূরের কথা। সবসময় স্বামীকে মাথার তাজ বানিয়ে রাখা নারী মিনা। কিন্তু আমজাদ! তিনি কি স্ত্রীর যোগ্য সম্মানটুকু দিতে সফল হয়েছেন? না না, তাহলে তো আর এক ঘর মানুষের সামনে ওভাবে কথা বলতেন না কখনো। মেয়ের ওপরের রাগ এই কোমলমতির ওপর বর্তানোকে কি সম্মান বলে? দেওয়া-নেওয়ার এই খাতাতে আমজাদের দিক থেকে তাহলে অনেকটা গড়মিল রয়ে গেল না? ভদ্রলোক আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। ত্রস্ত কয়েক পা ফেলে স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কণ্ঠ মোলায়েম, "রাগ করেছ, মিনা?"

হাস্যহীন চেহারায় ঘুরে চাইলেন রমণী। স্বামীর মুখায়বে স্পষ্ট উদ্‌বেগ। হাসলেন মিনা। ছোট্ট শ্বাস ফেলে বললেন, "না না, আমার মতো তুচ্ছ মানুষের আবার রাগ আছে নাকি? ওসব তো আপনাদের মানায়।"

আমজাদ পরিতাপে নিঃশেষ হয়ে বললেন, "আমি দুঃখিত, ওই সময় মাথা ঠিক ছিল না। কী বলতে কী বলেছি নিজেরই মনে নেই। জানি তুমি কষ্ট পেয়েছ। কী বললে কষ্টটা কমবে বুঝতেও পারছি না। সরি বলব নাকি এখনকার ছেলেপেলেদের মতো এক প্লেট ফুচকা খাওয়াব, বলো তো?"

মিনার হাসি পেল। আমজাদের শেষ কথাটা বেশ বোকা বোকা লেগেছে। সারাদিনের অভিমানের বরফ এটুকু তাপেই গলে জল হলো এবার। ভদ্রলোকের গলার স্বর নরম হলো আরও। ফের বললেন, "আমাকে তুমি না বুঝলে কে বুঝবে, বলো? মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না আমি। চেষ্টা করি, হয় না। আসলে যখন জানলাম মেয়েটা সুইসাইডের ভান করছিল, তখন আমি নিজের মধ্যে ছি..."

মিনা আটকে দিলেন মাঝপথে। বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এত ভেঙেচুরে বলতে হবে না। আপনাকে আমি চিনি। আপনার ওপর রাগ করে থাকার সাধ্য আছে আমার? ছাড়ুন ওসব। যা হওয়ার হয়েছে। তখন একটু অভিমান হয়েছিল..."

কথার মাঝে আমজাদ আস্তে-ধীরে হাতটা ধরলেন। থামলেন মিনা। তিনি শুধালেন, "এখনও আছে?"

ভদ্রমহিলার সুকোমল গালজোড়ায় একটু লজ্জা দেখা গেল। যেন অল্প বয়সের সেই স্বামীর হাত ধরার রসিকতা। মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন দুপাশে। এতক্ষণে স্বস্তি পেলেন আমজাদ। মৃদু কণ্ঠে বললেন, "আমি ওষুধ খাইনি।"

কপাল কুঁচকে তাকালেন মিনা, "খাননি! কেন?"

CamScanner

ভদ্রলোকের সরল স্বীকারোক্তি, "তুমি হাতে তুলে না দিলে ওষুধে কাজ হবে না।"

মিনা হেসে ফেললেন। বয়স পেরিয়েছে, চুল পেকেছে ক গোছা। অথচ চামড়ার ভাঁজে আটকে পড়া হাসিটা এখনও ভোরের অপেক্ষায় থাকা ফুলেল কুড়ির ন্যায় দারুণ! সূর্যের প্রথম আলোয় যা ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়।

"কী যে বলেন না আপনি! বুড়ো বয়সে এসব শুনতেও কেমন লাগে! দাঁড়ান, দিচ্ছি ওষুধ।"

ড্রয়ার খুলে ওষুধ আর টেবিল থেকে পানি নিয়ে স্বামীকে এগিয়ে দিলেন তিনি। পিউ সহসা সরে এলো এপাশে। এতক্ষণ অশান্তিতে কাতরানো মনটায় এক পশলা বৃষ্টি নেমেছে তার। বাবা-মায়ের এই সুন্দর মুহূর্ত দেখে মুচকি হাসল মেয়েটা।

পিউয়ের চোখে বাবা স্বামী হিসেবে সেরা। সেই ছোট্ট থেকেই তো দেখছে। বাবা ওপর ওপর গুরুভার রইলেও মাকে ছাড়া তার একদণ্ড চলে না।

আচ্ছা, ধূসর ভাইও কি এমন হবেন? সেরা প্রেমিক পুরুষরা কখনো সেরা স্বামী হয়েছে? পিউ থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। ভেংচি কেটে ভাবল, সেরা প্রেমিক না, ছাই! গোটা একটা দিন কেটে গেল ওর কোনো খোঁজই নিল না; পিউ খেয়েছে কি খায়নি, মরেছে না জীবিত। হুহ, নিষ্ঠুর!"

কিশোরীর রাগ পাথরের মতো ভার নিয়ে বুকে গেড়ে বসল। ভীষণ অভিমানে ফুঁসে ওঠার প্রয়াস চালাল অন্তঃপট। হলো না। পারল না সে। কদিনের ভালোবাসাবাসিতে ধূসর এমন প্রখর জাদু করেছে, যার তুখোড় তাপে পুড়ে যাচ্ছে পিউ। ও বাবার কাছে ফোন চাইতে এসেছিল। সেবার তো বাবা রেগেমেগে নিয়ে গেলেন ফোনটা। এখন যদি দেন! কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হলো দেওয়ার দরকার নেই। থাকুক বাবার কাছে। না হলে কখন নিশপিশে আঙুলগুলো ওই পাষণ্ড মানবকে কল করে ফেলবে। পিউ কিচ্ছু করবে না। দেখবে, সেই মানুষটা কতদিন কথা না বলে থাকতে পারে এভাবে? মনের টান থাকলে আসবেই।

পিউ আজ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছে। কদিনের নির্ঘুম রজনী বিদায় নিয়েছে কিনা!

এখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত মাথাটা। বাবার রাগ পড়ে গেছে। এবার তাঁকে সবকিছু আরামসে বোঝানো যাবে। রেগেমেগে বিয়ে না দিয়ে আস্তে-ধীরে আয়োজন করতে বলবে। বলবে ধূসর ভাইয়ের সাথে সব মিটিয়ে নিতে।

CamScanner

CamScanner

জবা ঘরে এলেন সেসময়। হাতে নাস্তার প্লেট। পিউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছিল। তিনি বললেন, "উঠে গেছিস? আমি আরও ডাকতে এলাম। নে, নাস্তা এনেছি। চটপট হাত-মুখ ধুয়ে আয় তো। পরোটা আবার ঠান্ডা হলে খেতে ভালো লাগে না।"

পিউয়ের টেবিল অগোছালো ছিল। নাস্তার ট্রেটা রেখেই সেসব গোছাতে হাত লাগালেন তিনি। সপ্তাহখানেক রাঙামাটি ঘুরে আসায় বিগত দিনগুলোর তুলকালাম নিয়ে কিচ্ছু জানেন না জবা।

পিউ সবসময় যে প্রশ্ন করে, মুখ থেকে সেটাই বেরিয়ে এলো, "আব্বু উঠেছে, ছোটো মা?"

"হ্যাঁ, ভাইজান তো সেই কখন উঠলেন! হাঁটতে বেরিয়েছেন। এখন তো ফেরারই সময় হয়ে এলো।"

পিউয়ের কপালে ভাঁজ বসল, "হাঁটতে বেরিয়েছে কেন? অফিসে যাবে না? কী বার আজ?"

"কেন, শুক্রবার!"

মেয়েটার মাথায় বোম পড়ল। চোখ দুটো প্রায় ঠিকড়ে আসার দশা। আজ শুক্রবার! বাবা বেরিয়েছেন, ধূসর ভাইও তো বের হন জগিংয়ে।

দুজন মুখোমুখি হলে! আবার একটা লঙ্কাকাণ্ড বাঁধবে না তো? সেদিন ধূসরের সাথে বাবার সেই অদম্য লড়াইয়ের দৃশ্য ভেবেই পিউয়ের নিঃশ্বাস বেড়ে গেল। হায় আল্লাহ, এখন যদি ফের ঝামেলা বাঁধে! কী হবে? কে থামাবে?

আমজাদ শিকদার টানা দেড় ঘণ্টা হেঁটেছেন। পিউকে আজ ইচ্ছে করে সাথে আনেননি। ওভাবে হাতটা কাটল, ক্ষত শুকায়নি এখনও। কদিনের কান্নাকাটিতে চোখমুখও দেবে গিয়েছে। এখন একটু আরাম করে ঘুমাক। বয়স যতটুকু সায় দিলো, হাঁটলেন তিনি। ভোরবেলার এটুকু হাঁটাহাঁটিতেই শরীর বেশ ঝরঝরে লাগে।

সব শেষ করে বাড়ির পথ ধরলেন আবার। বাইরে তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি। গাছের ডগা, ঘাসের বুকে ঝকঝক করছে বর্ষার ছাঁট। পিচের ছোটো ছোটো গর্তের ভেতর পানি জমে আছে। অপরিষ্কার জলেও বিশাল আকাশটা মুখ তুলে চেয়ে। আমজাদ হাঁটতে হাঁটতে বারবার চারপাশে দেখছিলেন। চাউনিতে হন্যে ভাব। নীরবে খুঁজছেন কাউকে।

হয়তো প্রকৃতি বুঝে নিল সে কথা। অদূর হতে ধুপধাপ কেডসের আওয়াজ ভেসে এলো তখনই। ভদ্রলোক ফিরে চাইলেন চকিতে। ধূসর ছুটে

CamScanner

আসছে। গতির তালে শক্ত বাইসেপস চিড়ে ঘাম বইছে তার। ভোরের ম্রিয়মাণ আলোয় শ্যামলা মুখ চকচকে। ছোটার তোড়ে পিচের বাঁকে লেগে থাকা জল, ছিটে উঠছে কখনো।

আমজাদ থামলেন। নিষ্পলক দেখে গেলেন দৌড়ে আসা যুবকটিকে। তীক্ষ্ণ চোখের ভাঁজে কী সুদৃঢ় লক্ষ্য! ধূসর শ্যামরঙের, অথচ তার চমৎকার ব্যক্তিত্ব পুরুষালি সৌম্যভাব বাড়িয়েছে শতগুণ। ছেলেটার ছেলেবেলা তো আমজাদের সাথে কেটেছে। পাক্কা আট বছর। কাঁধে চড়িয়ে কত দিকে ঘুরেছেন! বাজার করেছেন, পার্কে নিয়েছেন।

পিউ আসার আগ অবধি সন্তানের জন্য সুপ্ত হাহাকারটা তো আমজাদের ধূসরকে পেয়েই মিটেছিল। ধূসর যখন আস্তে আস্তে বড়ো হলো, সবাই বলত ও আমজাদের প্রতিচ্ছবি। সেই রাগ, সেই অদম্য জেদ।

ধূসরের হঠাৎ চোখ পড়ল চাচার দিকে। আমজাদ ওকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। ছেলেটার তামাটে কপালে ভাঁজ পড়ল অমনি। প্রথমে এড়িয়ে যাবে ভাবলেও, থামল এবার। সালাম দিয়ে বলল, "কিছু হয়েছে?"

আমজাদের ভ্রু দুটো কপাল ছাড়িয়ে যায়। আগে তো দেখা হলে ফিরেও তাকাত না। এখন সালামও দিচ্ছে? বাবা, আচ্ছা গিরগিটি ছেলে তো! মেয়ে নেওয়ার জন্য মুহূর্তে পল্টি খেয়ে ফেলছে? তবে এতে একটু সুবিধাই হলো। ভদ্রলোক চাইছিলেন কথা বলতে, কিন্তু সম্পর্কে তিনি গুরুজন। হাঁটুর বয়সি ছেলের সাথে তো আর আগ বাড়িয়ে মেলামেশা করা যায় না। গলার শ্লেষ্মা কাটাতে কাশলেন একটু। চোখমুখ গম্ভীর করে বললেন, "না, কী হবে? এমনি দাঁড়িয়ে আছি। তা তুমি বুঝি বাসায় ফিরছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"এরপর কি বের হবে?"

"না, ছুটি।"

ধূসরের হাবভাবে মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। পরশুদিন যে দুজনের মধ্যে একটা ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল, কথাবার্তায় তার চিহ্ন মাত্র নেই। যাক, ভালোই হয়েছে। আমজাদ জিভে ঠোঁট ভেজালেন। কথা খুঁজছেন নীরবে। কোত্থেকে শুরু করবেন, প্রস্থখানেক দ্বিধা মনে। তক্ষুনি প্রস্তাব ছুড়ল সে, "চা খাবেন, বড়ো আব্বু?"

আমজাদ বিস্মিত হন। চাইলেন সতর্ক চোখে। নিশ্চিত হতে শুধালেন, "হ্যাঁ? চা! এখন মানে, কোথায়?"

"আসুন।"

CamScanner

ধূসর হাঁটা ধরল। যেন নিশ্চিত আমজাদ পেছনে আসবেনই। ভদ্রলোক দোনামনা করে এগোলেন সাথে। জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি বাইরের চা খাও?

"খাব না কেন? এমপি হওয়ার আগে আমি এই এলাকার ছেলে।"

উত্তর শুনে প্রসন্ন হলেন তিনি। ওষ্ঠপুটে একটুখানি হাসির দেখা মিলল। না, ছেলেটার অহংকার তেমন নেই। শুধু মেজাজ খিচড়ে গেলে নিজের মাঝে থাকে না। এই বদভ্যেস অবশ্য তাঁরও পরতে পরতে আছে। তবে আফতাব খুব ঠান্ডা মাথার মানুষ। বিচক্ষণ, সহজে রেগে যান না। জীবনে তিনি রেগেছিলেন সেই একবার, আর তাতেই বাবা! আমজাদ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ভোর হওয়ায় এখনও রাস্তাঘাটে মানুষ তেমন নেই। সবে কয়েকটি টঙের ঝাপ খোলা হয়েছে। তার একটা দোকানে এসে থামল ধূসর। এটা ওদের বাড়ির গলিতেই। বেঞ্চে বসেছিল দু-তিনজন। ধূসরকে দেখেই সবাই ঝট করে উঠে দাঁড়াল। সালাম ঠুকে গদগদ হয়ে পড়ল আলাপচারিতায়।

দোকানিও সবেগে উঠে এলেন। গলার গামছা দিয়ে বেঞ্চটা ঝেড়েঝুড়ে বললেন, "ভাই, বসেন বসেন। কী খাবেন? চা দিমু?"

ধূসর বসেনি। শুধু বলল, "দুকাপ রং চা। একটা চিনি ছাড়া দেবে।"

আমজাদের চেহারা টানটান হলো। অবাক হয়েছেন খুব। তাঁর যে ডায়াবেটিকস আছে, ধূসর সেটাও জানে। জেনে আবার মনেও রেখেছে! ভদ্রলোকের চেয়ে থাকার মাঝেই বলল সে, "বসুন।"

ঠোঁটে মুগ্ধতার হাসিটা চাপা দিয়ে বসলেন তিনি।

এর মাঝে দোকানি চা নিয়ে এলেন। সাথে বিস্কুটও আছে। ধূসর তখনও দাঁড়িয়ে। আমজাদ বললেন, "দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো।"

এক কথায় বসল সে। যেন শোনার অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ। ভদ্রলোক ভ্রু উঁচিয়ে বললেন, "বাব্বা, বলা মাত্র বসলে! তাহলে শুধু শুধু দাঁড়িয়েছিলে কেন?"

ধূসরের মাঝে ভণিতা নেই। ফটাফট বলল, "আপনাকে তো বিশ্বাস নেই। বলার আগে বসলে আবার একটা ছুতো বের করতেন। তারপর সেই এক কথা, আপনার মেয়েকে আমায় দেবেন না। এক জিনিস আর কতবার ভালো লাগে!"

মুখের ওপর স্পষ্ট জবাবে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন আমজাদ। প্রকাণ্ড ভ্যাবাচ্যাকার ছাপ বসল মুখে। চাচার এই হতভম্ব নিয়ে ধূসরের উৎসাহ নেই। সে তার মতো নিশ্চুপ কাপে চুমুক দিলো। ভদ্রলোক আর কথা বাড়ালেন না। চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। সাথে টাকা নিয়ে আসেননি,

CamScanner

কিন্তু ধূসর বাচ্চা ছেলে হয়ে বিল মেটাবে কেন? বললেন, "শোনো, চায়ের পয়সা আমি বিকেলে দিয়ে যাব। কত হয়েছে লিখে রাখো।"

দোকানি বললেন, "লাগবে না, চাচা। ভাই তো আমাগো নিজের মানুষ। আপনি আরেক কাপ খাবেন?"

আমজাদের খিটখিটে মেজাজের আগুনে এক চামচ খাঁটি ঘি পড়ল। রাগটুকু গিলে ফেললেন তাও। গমগম করে বললেন, "না, এত খাতিরের দরকার নেই। কে তোমাদের ভাই সেসব জেনে আমার কী লাভ? টাকা বিকেলে দেবো যখন বলেছি, বিকেলেই দেবো।"

দোকানি ফের কিছু বলতে চাইলে চোখের পাতা ফেলে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করল ধূসর। লোকটা আর কথা তুললেন না। ঘাড় কাত করলেন, "আইচ্ছা।"

আমজাদ কি বোকা? ইশারাটুকু তিনি স্পষ্ট দেখেছেন। বীতস্পৃহ শ্বাস ফেললেন এক চোট। ধূসর তাঁর ভাইয়ের ছেলে, সেই সুবাদে এখন ফ্রিতে চা-বিস্কুট খাওয়াতে চায় সবাই। যখন মেয়ের জামাই হবে, তখন না জানি কতটা বাড়াবাড়ি করবে! এসব তোষামোদ তো তাঁর পছন্দ নয়। তবে এগুলো থেকে যে নিস্তার পাওয়ারও উপায় নেই। কোন মুসিবত যে আল্লাহ লিখলেন কপালে!

ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তর তৎক্ষণাৎ বাতাসে ছুটে এলো। অহেতুক নজর গিয়ে পৌঁছাল বেঞ্চে বসা এক তামাভ্র পুরুষ পানে। পায়ের ওপর পা তুলে চুমুক দিচ্ছে চায়ে। কে যেন কানে কানে বলল, "সেই মুসবিতের নাম ধূসর মাহতাব। যা চাইলেও আপনার পিছু ছাড়বে না, শিকদার বাবু। আপনার মেয়েকে তো আরও আগে না।"

পিউয়ের মন খারাপ। ফরসা গাল দুটোতে এক প্রস্থ বিষণ্ণতা নেমেছে। আজ ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দেড় দিন হবে ধূসরের সাথে কোনো দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। না ওই ভরাট স্বরের একটা বাক্য শুনেছে। কী পাষাণ মানুষ! একটা ভুল না হয় করেই ফেলেছে পিউ, তাই বলে এমন গোঁ ধরে বসে থাকতে হবে? সবার সামনে অমন ফাঁসিয়ে দিয়েও শান্তি পায়নি? ধূসরের এত রাগ হঠাৎ কোত্থেকে আমদানি হলো মেয়েটা ভেবে পাচ্ছে না। সেই তো প্রথমে রুমে এসে চুমু খেতে যাচ্ছিল। তারপর ইকবাল ভাই মাঝে এসে পড়লেন! সে যাইহোক, যে মানুষটা চুমু খাবে বলে কাছে এসেছিল, একইদিনে তার এমন রূপ বদলের তোড় কি সহ্য করা যায়? পিউ মন মরা হয়ে আঙুলের ব্যান্ডেজটাকে দেখল এক পল। এত দাবিয়ে কেটেছে, এখনও ঠিক হয়নি। সে ফোঁস করে শ্বাস ফেলার মাঝেই সিঁড়িতে কারও চপল পায়ের শব্দ পাওয়া

CamScanner

গেল। পিউ জানে এটা কে। এ বাড়িতে এমন হুটোপুটি করার লোক একজনই আছে।

রাদিফ ঝড়ের মতো ছুটে এসে বসল পাশে। হাতে বিশাল সাইজের তিনখানা পিৎজার প্যাকেট দেখে অবাক হলো পিউ। কপাল কুঁচকে বলল, "পিৎজা! কে দিয়েছে?"

রাদিফ শ্বাস তুলছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ধূসর ভাই।"

ওর কণ্ঠস্বর শৃঙ্গে, "কী! কেন দিয়েছেন?"

"তা জানি না। একটু আগে বাড়িতে ফোন করে বলেছে আমাকে পাঠাতে। যাওয়ার পর রাস্তায় দেখা হলো। তারপর ধরিয়ে দিলো এসব। বলল, ঠান্ডা হওয়ার আগেই যেন তোমাকে দিয়ে দিই।"

পিউয়ের বিশ্বাস করতে সময় লাগল। ধূসর ভাই হঠাৎ পিৎজা পাঠাবেন কেন? রাদিফের ধৈর্য নেই। প্যাকেটের পিন ছোটাল সবেগে। একটা স্লাইস তুলে বলল, "নাও, খাও।"

পিউ মুখটা ঘুরিয়ে নিল, "তুই খা।"

"আমি একা কী করে খাব? ভাইয়া বারবার বলে দিয়েছে তোমাকে নিয়ে খেতে। তুমি খেতে না চাইলে জোর করে খাওয়াতে। আমি কিন্তু ভাইয়ার কথার অবাধ্য হতে পারব না। জোর করব?"

পিউ সরু চোখে ফিরল।

"এত ভাইয়া ভাইয়া করছিস কেন? তোর কাছে আগে কে শুনি, উনি না আমি?"

ছেলেটা অবিলম্বে বলল, "যে বড়ো সে। তুমি আমার বড়ো, ধূসর ভাই তোমারও বড়ো। বড়ো বড়ো মিলিয়ে সবার বড়োর কথা ফেলা ঠিক না। বেয়াদবি হবে। খাও না পিউপু, প্লিজ!"

বলতে বলতে রাদিফের চোখ পড়ল প্যাকেটের এক কোণে।

"আরে, এটা কী?"

পিউও চাইল সেদিকে। সাদা কাগজের মতো কিছু একটা ভাঁজ করে রাখা। রাদিফ ধরতে গেল, তুরন্ত ছোঁ মেরে নিয়ে নিল সে। ছেলেটা ভড়কে বলল, "কী হলো? কী ওটা?"

পিউ নিজেও জানে না, কিন্তু কেন যেন মনে হলো এই কাগজ শুধু ওর জন্য এসেছে। বলল, "তোকে এত জানতে হবে না। খা চুপচাপ।"

রাদিফ আর ঘাঁটাল না। পিৎজা দেখে তার জিভে জল টলমল করছে। ঘাড় নেড়ে খাওয়ায় মন দিলো। এপাশ ঘুরে চিরকুটের ভাঁজ খুলল পিউ। প্রথম কাগজের ভেতর থেকে আরেকটা ছোট্ট কাগজ টুপ করে পড়ল নিচে।

CamScanner

পিউ ছোটোটাই হাতে তুলল আগে। টের পেল বুক কাঁপছে এখন। উত্তেজনায় ঘাম জমেছে নাকের ডগায়। ঠিক সদ্য প্রেমে পড়া কিশোরীর প্রেমপত্র পাওয়ার অনুভূতির মতো স্পষ্ট সেসব। কাগজে ছোটো পরিপাটি বর্ণে লেখা, "আমার হৃদয়টা কেটে শান্তি হচ্ছে না? আবার হাত কেটেছিস?"

ঠিক এই দুটো লাইন, তারপর আর একটা কথাও নেই। এটুকুতে কী আছে জানা নেই, অথচ হেসে ফেলল পিউ। তারপর বড়ো কাগজটা তুলল। একই হাতে লেখা, "এই ভূমণ্ডলের কোনো একটি মানুষের পৃথিবী তুই। তার প্রাণ সঞ্চালনের পথ্য তুই। তুই তার রোগ সারানোর জড়িবুটি। একবার ভেবে দেখেছিস, তোর কিছু হলে তার কী হবে?"

পিউ লেখাটা বারবার পড়ল। একবার-দুবার করে করে আরও কয়েকবার। বুঝতে পারল, অভিমানের যে উত্তপ্ত লাভাটা এতক্ষণ ঘোল হয়ে ঘুরছিল বুকে, সহসা মিটে গেল সেটা। আকাশ চিড়ে বৃষ্টি নামার মতো জলের আস্বাদনে ভরে উঠল মনের ধার। ধূসর ভাই এমনই জাদু, যে জাদুর জোরে পিউয়ের হাসি-কান্না-অনুভূতি সব নিয়ন্ত্রিত হয়। এই যে তার বিষণ্ণ চেহারা আর নেই। না আছে সামান্য একটু মন খারাপের ভার। আচ্ছা, কারও ভালোবাসায় এতটা জোর থাকে? মেয়েটার ঘোর ভাঙল রাদিফের কথায়। খেতে খেতে বলছে, "ধূসর ভাই তোমাকে চিঠি দিয়েছেন, তাই না?"

পিউ চট করে ফিরল। সরু চোখে বলল, "তুই কী করে বুঝলি?"

দাঁত মেলে হাসল সে। বোঝাল, ও বয়সে ছোটো হলেও বুদ্ধিতে পাকা।

হঠাৎ নিচ থেকে পিউয়ের নাম ধরে ডাকল কেউ। ছাদের রেলিং ধরে উঁকি দিলো মেয়েটা। গেইটের ওপাশ হতে হাত নাড়ছে তানহা। পিউ আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল। স্ফূর্ত কণ্ঠে বলল, "ওপরে আয়, ওপরে আয়।"

তানহা গেইট খুলে ঢুকছে। তবে তার ওপরে আসা অবধি রাদিফ অপেক্ষা করতে পারল না। ত্রস্ত উঠে দাঁড়াল। "আমি যাই, নিয়ে আসি গিয়ে।" বলেই দমকা হাওয়ার মতো নেমে গেল দৌড়ে।

তানহাকে রাদিফ বেশ পছন্দ করে। তাই এত লাফালাফি। পিউ সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে চিরকুটে এনে ফেলল। লেখাগুলোর গায়ে হাত বোলাল আরেকবার। ধূসর ভাই হাত কাটার খবর জানেন মানে, আড়াল থেকে ঠিকই ওর সব খোঁজ রাখছেন। কিন্তু তা কী করে হচ্ছে? তিনি না ফোন করেন, না কেউ ও বাড়িতে যায়। রাদিফরা এলোই কাল রাতে। পিউ ভাবতে গিয়েও সতর্ক হলো। মনে পড়ল মারিয়ার কথা। দুদিন যাবৎ সে যে পুষ্পকে নিয়ে এ বাড়ি আসা-যাওয়া করছে, এর মানে খবরগুলো তারই দেওয়া? কী সাংঘাতিক!

CamScanner



জনজীবনের ঘটনাচক্র স্থির, শান্ত এখন। মোটামুটি সবার সকল মনোমালিন্য একটা বিস্তর ইতি টানার পথে। আর ঠিক তখনই প্রকৃতি তার দাবার চাল ফেলল। আজকে ভর সন্ধ্যা হতেই বর্ষার বেগ প্রচণ্ড হারে বেড়েছে। জোরালো পশ্চিমের বাতাসও ছুটেছে হঠাৎ। গাছের সাথে গাছের টক্করের ফাঁকে পথঘাট ডুবে গেছে জলে। খবরের শিরোনাম ছেয়ে যাচ্ছে একের পর এক বিপদ সংকেতের বার্তায়। উপকূল-সহ বেশ কয়েকটি স্থানকে সতর্ক থাকার আহ্বান তাদের। ধারণা করা যাচ্ছে শেষ রাতের দিকে ঘূর্ণিঝড় মায়ানমার পেরিয়ে সোজা বাংলাদেশে ঢুকবে। শঙ্কার কবল থেকে ঢাকাও মুক্ত নেই। আচমকা বয়ে আসা এই আতঙ্কে গোটা শহরই যেন নড়েচড়ে বসল। এ নিয়ে সবথেকে বেশি চিন্তিত আফতাব। না, নিজের বাড়ি নয়, ভদ্রলোকের সব চিন্তা শিকদার ভবন ঘিরে। বাড়িটা বেশ পুরোনো। দেওয়ালগুলোতেও অত শক্ত ভার নেই। সাংঘাতিক ঝড় ছুটলে কোনো ক্ষতি হবে না তো। আচ্ছা, ভাইজানকে কি ফোন করবেন একবার? সবাইকে নিয়ে না-হয় আজ রাতটা এখানেই থাকল। ও বাড়িতে তো ভাইজান ছাড়া পুরুষ কেউ নেই। আজমল চাকরির তাগিদে সুদূর রাঙামাটি পড়ে আছে।

ফোনে হাত দিতে গিয়েও আঙুলগুলো গুটিয়ে আনলেন তিনি। বললেও ভাইজান আসবেন না। যা ইগো! যদি আরও চটে যান? সবে ধূসরের সাথে একটা ঝামেলা শেষ হলো, এক্ষুনি ভাইজানকে রাগানো যাবে না। দেখা যাক, শেষ অবধি ঝড়-টর আসে কিনা।

আফতাব অস্থির চিত্তে পায়চারি শুরু করলেন। মাঝে মাঝে ব্যগ্র নয়ন তুলে দেখছেন বাইরে। ঘরের ভেতর টেলিভিশন ছেড়ে রাখা। খবরের প্রতিটা মুহূর্তে আবহাওয়ার বার্তা কানে আসছে। রুবায়দার নিজেরও ঘুম হারাম। শেষ ঝড় হয়েছিল ২০০৭ সালে। শিকদার ভবনের যা অবস্থা হলো সেবার! পুরো ঘরে পানি ঢুকে একশা। এবার যে ভয়াবহতা দ্বিগুণ বেশি। কী যে হবে! আপা, জবা একা কী করে সামলাবেন ওসব?

জানলার থাই গ্লাস টেনে রাখা। অথচ ভূতুড়ে বাতাসের ফোঁস ফোঁস শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আফতাব অদূরের শিকদার ভবনটাকে দেখার চেষ্টা

CamScanner

করলেন। অমাবস্যার মতো ঘুটঘুটে অন্ধকারে তেমন কিছু ঠাওর হলো না। তাও আফতাব দেখেন। একটু স্বস্তি পেতে চান।

সময় কাটতে না কাটতেই আকাশের বুক চিড়ে বিদ্যুৎ স্ফূরণের ছুটে আসা শুরু হলো। হাড় হিম করা আওয়াজ তার। যতবার বাজ পড়ে, কেঁপে ওঠে বুক। এ বাড়িতে আজ ইকবাল আছে, সাদিফ নেই। ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়েছে সে। একবার কি ডাকবেন ওদের? সবাইকে নিয়ে গেলে ভালো হতো না?

তাঁর চিন্তার মাঝেই দরজায় টোকা পড়ল। রুবায়দা বসেছিলেন খাটে। উঠে গিয়ে দোর খুলতেই মারিয়া ঢুকল ভেতরে। হড়বড় করে বলল, "আম্মু, একা ভয় লাগছে আমার। কত জোরে জোরে বাজ পড়ছে, শুনছ?"

"আচ্ছা, আচ্ছা। তুই বরং এখানেই থাক।"

মারিয়ার চোখ পড়ল বাবার দিকে। আফতাবের নজর বাইরে। ও অবাক হয়ে বলল, "আব্বুও কি ঘুমায়নি?"

"না, ওই বাড়ির চিন্তায় কী অবস্থা হয়েছে, দেখ!"

আফতাবের উদ্‌বিগ্ন মন তখনও প্রকৃতির ভোল বদলে আটকে। ঝড় শুরু হয়েছে। সাথে এত সাঁইসাঁই বেগে হাওয়া বইছে, বেশিক্ষণ আর স্থির থাকতে পারলেন না। গায়ে চাদর প্যাঁচিয়ে বললেন, "রুবা, আমি যাই, বুঝলে! ও বাড়ির একটা খবর নিজের চোখে না নিলে শান্তি পাব না।"

"এই ঝড়ের মধ্যে কীভাবে যাবে?"

মারিয়া বলল, "বাইরে তো প্রচুর ঝড়-বৃষ্টি, আব্বু।"

"গার্ড নিচ্ছি। ভেবো না। আগে ভাইজানকে দেখা জরুরি।"

রুবায়দার মন ছটফট করলেও, মানা করলেন না। আফতাব ভাই অন্তঃপ্রাণ। আবার ও বাড়িরও সত্যিই একটা খোঁজ নেওয়া দরকার। ঝড়ের প্রকোপ যে সাংঘাতিক হারে বাড়ছে, এত বড়ো বাড়িতেই সামান্য বাজের শব্দে মেয়েটা ঘুমাতে ভয় পেলে, অতটুকু একতলা বাড়ির না জানি কী অবস্থা!

আফতাব হাতে টর্চ নিয়েছেন। কারেন্ট নেই। জেনারেটর চলছে। পথঘাট অন্ধকার থাকলে সুবিধে হবে।

ঘর ছেড়ে বের হতেই সামনে পড়ল ধূসর। তার কামরা বাবার দুটো কামরা পরে। ভদ্রলোক থামলেন, অবাক হলেন খুব। ধূসর সিঁড়ি ভেঙে নামছিল। গতিতে বড্ড তাড়াহুড়ো দেখে পিছু ডাকলেন তিনি, "কোথায় যাচ্ছ, ধূসর?"

CamScanner

সে যেতে যেতে বলে দেয়, "শিকদার বাড়িতে।"

রুবায়দা আফতাবের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন সবে। ছেলের কথা শুনেই বললেন, "তুইও যাচ্ছিস?"

ধূসর সচল গতিতেই ছুড়ে দিলো, "হুঁ, বাইরের অবস্থা ভালো নয়। ঝড় আরও বাড়বে। ওখানে কারও থাকা ঠিক হবে না। যেকোনো সময় একটা কিছু হয়ে যেতে পারে।"

এত দুশ্চিন্তার ফাঁক গলেও আফতাবের বুকখানা জুড়িয়ে গেল তুষ্টিতে। তার ছেলের কত দায়িত্ববোধ! কত চিন্তা সবাইকে নিয়ে!

ইকবাল পুষ্পকে নিয়ে তখনই বাইরে এলো। ওদের যেতে দেখে বলল, "ধূসর, দাঁড়া। আমিও যাব।"

ও দাঁড়াল। একটু ভেবে বলল, "না, তুই থাক। ওরাও তো এখানে একা। আমরা যাব আর আসব।"

"আচ্ছা।"

বাড়ির প্রতিটা মানুষ সজাগ। গৃহকর্মীরা অবধি ঘুম ছেড়ে উঠে এসেছে। বুকটা আনচান করছে রুবায়দার। এই ভয়ানক ঝড়ের মধ্য দিয়ে স্বামী-সন্তান কীভাবে যাবে, সেই চিন্তায় ঘাম ছুটেছে কপালে।

ধূসর, আফতাব বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ফোনে কল পেয়ে সাইফুল শামিল হলো হন্তদন্ত গতিতে। হেঁটে যাওয়া যাবে না, গাড়ি দরকার। তবে সমস্যা হলো ঘরে বসে ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব যতটা না ভয়ানক ঠেকছিল, বাইরে ততোধিক বেশি। বাতাসের তোড়ে ঠিক করে তাকানোও যায় না। সাইফুল কোনোরকম গাড়ি নিয়ে এলেই রওনা করল সবাই।

দশ মিনিটের পথটা ঝড়, হাওয়া আর বৃষ্টি ঠেলে আসতে আসতে পুরো আধঘণ্টা লেগে গেল তাদের। শিকদার বাড়ির মূল গেইটে তালা ঝুলছে তখন। নিরাপত্তার খাতিরে সন্ধ্যা হতেই দিয়ে রাখেন আমজাদ। সাইফুল লাফ-ঝাঁপ দিয়ে আগে নেমে এলো। ভারী ইট তুলে দু-চারটে বাড়ি দিতেই ভাঙল তালাটা।

ধূসর ও আফতাব দুজনেই ভিজে চুপচুপে। তালা ভাঙা মাত্রই আফতাব তড়িঘড়ি করে ভেতরে ঢুকে গেলেন। ধূসরও দাঁড়াল না। লম্বা পা ফেলে এগোল সামনে। হঠাৎ মনে হলো বুক কাঁপছে। বাড়ছে নিঃশ্বাসের গতি। ছেলেটা বুঝল না, হঠাৎ এই তীব্র উচাটনের কারণ কী! ভেতরে কী খারাপ কিছু ঘটেছে?

CamScanner

শিকদার ভবন তখন অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছে। আফতাব টর্চের আলো নিয়ে যেই বাড়ির চৌকাঠে এলেন, মাথার ওপর প্রকাণ্ড এক বাজ পড়ল সহসা। বসার ঘরের আস্ত ছাদটা ভেঙে গুঁড়িয়ে আছে মেঝেতে। চারদিকে কংক্রিট, ইটের টুকরো, বালু সিমেন্ট আর বর্ষার পানি দিয়ে একাকার। আঁতকে উঠলেন ভদ্রলোক। নিজের বাড়ির এমন বিধ্বংস দশায় বিশালাকার সমুদ্র আছড়ে পড়ল তালুতে। বাড়ির সবাই ঠিক আছে? ছাদ ধ্বসে পড়ল, কারও কোনো ক্ষতি হয়নি তো? ফ্যাসফ্যাসে শ্বাস তুলে ডাকলেন তিনি, "ভাইজান, ভাইজান!"

ওপাশ থেকে উত্তর এলো না। ধূসর যতটা দ্রুত হেঁটে আসছিল, ঘরের করুণ দশায় পা-জোড়া থমকাল সেখানেই। ফ্যাকাশে, উদ্‌বিগ্ন নজর তড়িৎ চারপাশে ফেলল সে। কেউ নেই। দূর থেকে তেড়ে আসা, দুর্বল ক্ষীণ আলো ব্যতীত সমস্ত বাড়ি তিমিরে ডুবেছে। আফতাবের ভেতরটা-সহ কম্পিত। এক পল ছেলের দিকে দেখলেন। ধূসর ঢোক গিলল। শক্তপোক্ত স্বরটা কেমন জড়িয়ে এলো বাক্য ফোটাতে। ডাকল থেমে থেমে, "বড়ো মা, ছোটো মা, পি...উ।"

শেষের ওই নামটা উচ্চারণে সময় লেগেছে তার। যেন পৃথিবীতে এর চেয়ে কঠিন নাম আর হয় না। তারপর কয়েক সেকেন্ড কাটল! ধ্বংসস্তূপের ওপাশ থেকে সবার আগে ছুটে বের হলো রাদিফ। চোখভরতি জল নিয়ে চ্যাঁচাল, "চাচ্চু! ভাইয়া!"

ধূসরের ভয় বাড়ল। রাদিফ কাঁদছে কেন? কারও কিছু হয়েছে? ধড়ফড় করে বলল, "মেইন সুইচটা বন্ধ করো, সাইফুল।"

ছেলেটা দৌড়ে গেল টর্চ নিয়ে। এরপর একে একে বেরিয়ে এলেন সবাই। আমজাদ, মিনা, জবা তারপর পিউ। একটা শুকনো, গোল মুখের ফরসা মেয়ে। মৃগনয়নে তার হাজার প্রস্থ ভয়ের ছাপ। সেই ভয় পেরিয়েও সোজাসুজি ওর কপালে নজর থামল ধূসরের। মিনার হাতে হারিকেন। পিউয়ের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। ওই হলদে আলোয়, কপালের বিশাল বড়ো লম্বা দাগটা স্পষ্ট দেখতে পেল সে। ব্যস! চৌকাঠে আর দাঁড়াল না । মানল না সামনের ভাঙাচোরা মেঝেটাকেও। একরকম উড়ে আসার মতো চলে এলো সামনে। হাঁটার সময় মিনা বললেন, "সাবধানে বাবা, দেখে আয়।"

ধূসরের ওসবে মন নেই। ব্যতিব্যস্ত শুধাল, "কপালে কী হয়েছে তোর?"

মেয়েটা শুষ্ক ঠোঁট জিভ দিয়ে ভেজাল। আশঙ্কায় কণ্ঠরোধ। এই আঠারো বছরের জীবনে এমন দানবীয় ঝড় ও আগে কখনো দেখেনি। উত্তর

CamScanner

না পেয়ে অধৈর্য হলো ধূসর, "কথা বলছিস না কেন? কপাল কেটেছে কী করে?"

জবা বললেন, "ছাদ ভাঙার আগে ও সোফায় বসেছিল। আমরাও ছিলাম এখানে। হঠাৎ করে ফ্যানটা ভেঙে পড়ল। আর তাতেই পিউয়ের কপাল..."

চট করে চোখ খিচে নিল ধূসর। পিউ স্পষ্ট দেখেছে তা। তার ভয়, চিন্তা সবকিছু উবে গেল অমনি। মানুষটার চেহারা দেখে দ্বিধায় পড়ল খুব। আঘাত আসলে কার লেগেছে? ওর, না ধূসর ভাইয়ের?

আফতাব স্তূপ মাড়িয়ে কোনোমতে এপাশে এসেছেন। উৎকণ্ঠিত শুধালেন, "কোনো ফাস্ট-এইড দাওনি, জবা? ভাইজান, ওষুধপত্র কিছু লাগিয়েছেন? কাটা দাগ তো খোলা।"

জবাব দিলেন মিনা বেগম। মলিন গলায় বললেন, "ওসব করতে গিয়েই তো প্রাণে বেঁচেছি ভাই। ওকে ফাস্ট-এইড দিতে ঘরে নিয়ে যাই, আর তখনই ছাদটা এভাবে ভেঙে পড়ল। ব্যান্ডেজ করতে পারিনি।"

আফতাব বড়ো ভাইকে দেখলেন। আমজাদের মুখখানা পাংশুবর্ণ। ক্ষণে ক্ষণে বুকের বাঁ পাশটা হাত দিয়ে ডলছেন। নির্ঘাত আবার বুকে ব্যথা করছে। কোমল গলায় বললেন, "ভাইজান, আসুন একটু বসবেন, আসুন।"

ভাইকে ধরে ভেতরের ঘরে আনলেন তিনি। পিছনে বাকিরাও এলো। শুধু ধূসর ঢোকেনি। ওকে নড়তে না দেখে পিউও দাঁড়িয়ে রইল চৌকাঠে। এই ঘরের দেওয়ালেও ঈষৎ ফাটল ধরেছে। সাইফুল একটা চেয়ার তুলে আনল। আমজাদ বসলেন সেখানে। ভাঙা গলায় থেমে থেমে বললেন, "পুরোনো দেওয়াল। মনে হয় ভালো করে লোড বেয়ারিং হয়নি। সবার আগে তো এই ঘরটারই ছাদ ঢালাই হয়েছিল, হয়তো কোনো গাফিলতি থেকে গিয়েছে। আফতাব, আব্বা কি এসব দেখতে পাচ্ছেন? তাঁর তৈরি করা বাড়িটা এমন করে ভেঙে পড়ল যে, আব্বা নিশ্চয়ই ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন, তাই না? ভাবছেন, তাঁর বড়ো ছেলে কোনো দায়িত্ব পালনের যোগ্য নয়। তাঁর রেখে যাওয়া বাড়ির কোনো যত্নই করেনি।"

ভদ্রলোকের চোখে জল। আফতাবের কোটর দুটোও টলমল করে উঠল। রাদিফ এসেই কোমর প্যাঁচিয়ে ধরল তখন। কেঁদে কেঁদে বলল, "চাচ্চু, আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে? এখানে আমার ভয় লাগছে! যদি সাপ-টাপ আসে?"

CamScanner

আফতাব মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "নিয়ে যাব, বাবা। ভাইজান, ভাবি, আপনারা আমার সাথে চলুন। থাকতে হবে না এখানে। উঠুন তো, ভাইজান।"

আমজাদের নরম স্বর অমনি পালটে গেল। আশ্চর্য চোখে বললেন, "থাকতে হবে না মানে! আমার বাড়ি ছেড়ে আমি কোথায় যাব?"

আফতাব নিভে এলেন। ধূসর দাঁত পিষে অন্যদিকে ফিরল। যতই মেজাজ খারাপ হোক, আজ সে মুখ খুলবে না। এই লোকের তো আবার ওর কথায় এলার্জি উঠে যায়।

আফতাব নরম গলায় বললেন, "আমি আপনাকে একেবারে চলে আসার কথা বলছি না, ভাইজান। ঘরের ছাদ ভেঙে পড়ার পর পুরো বাড়িটাই এখন ঝুঁকির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতগুলো মানুষ, এই মুহূর্তে এখানে থাকা বিপজ্জনক। দেখুন, চার পাশের দেওয়ালের অবস্থা দেখুন। তাই বলছিলাম, আজ রাতটা চলুন আমার বাড়িতে। ঝড় কমলে কাল সকাল সকাল চলে আসবেন না হয়!"

আমজাদ কিছু বলতে চাইলে, বাধ সাধলেন মিনা, "আল্লাহর দোহাই আপনাকে, এখন ইগো দেখাবেন না। ছেলেটা কাঁদছে। মেয়েটার মাথা ফেটে গেছে। আমাদের কথা না ভাবুন, অন্তত বাচ্চাগুলোর কথা তো ভাববেন। সত্যিই তো, এখানে কোন সাহসে থাকতে চাইছেন, বলুন তো? ভাগ্য ভালো তখন বসার ঘরে কেউ ছিলাম না। না হলে আজ কী হতো একবার ভেবে দেখেছেন? আমি আজকে আপনার আর কোনো কথাই শুনব না। আপনি নিজে না গেলে জবা, রাদিফ আর পিউকে পাঠিয়ে দিন। তারপর দুজন মিলে এ বাড়িতে সিমেন্ট চাপা পড়ে মরলেও আমার আর দুঃখ থাকবে না।"

বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন তিনি। জবা উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললেন, "আপা, কী বলছ এসব!"

"তো কী করব? একটা মানুষের এত জেদ থাকতে পারে? দেখছে ঘরের এই অবস্থা, তাও সেই জেদ! তুই যা জবা, ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে ধূসরদের সাথে যা।"

"না, আমি তোমাকে ছেড়ে এক পাও নড়ব না। ভাইজান, আপনি রাদিফ আর পিউকে নিয়ে যান।"

ধূসর ঠান্ডা চোখে আমজাদকে দেখছে। এই লোক কি এখনও টলবে না? শুধু জিভ নেড়ে একবার না বলুক, বেয়াদব বলে না ওকে? আজ দেখাবে বেয়াদবি কী জিনিস!

CamScanner

কিন্তু আমজাদ আর গৌ ধরে রইলেন না। ছোট্ট শ্বাস ফেলে বললেন, "বাইরে তো ঝড় হচ্ছে। এতগুলো মানুষ একসাথে কীভাবে যাব, আফতাব?"

আফতাবের মুখখানা চকচকিয়ে উঠল। এর মানে ভাইজান রাজি। শশকের ন্যায় ব্যস্ত হয়ে বললেন, "আমি বড়ো গাড়ি এনেছি, ভাইজান। কোনো অসুবিধে হবে না। আপনি উঠুন, আমার হাতটা ধরে উঠুন।"

আমজাদ হাত ধরে দাঁড়ালেন। সিক্ত, ভয়ার্ত চোখজোড়া আনন্দ চিত্তে মুছল রাদিফ। ছেলেটা ভয় পেয়েছিল সব থেকে বেশি। না, ওর নিজের জন্য নয়। পিউপুর কপাল কাটা দেখে। আপু কতক্ষণ মাথা চেপে বসেছিল ও দেখেছে। কত রক্ত বের হলো ওখান থেকে! এখন ও বাড়ি গেলে সব ভালো হবে।

আমজাদ হাঁটতে গিয়েও থামলেন। ফিরে চাইলেন মেয়ের দিকে। কিছু বলবেন, তার আগেই মুখ খুলল ধূসর। ভণিতা বিহীন বলল, "আপনি বড়ো মাকে নিয়ে যান। ওর জন্য আমি আছি।"

ভদ্রলোক নাক ফোলালেন। এই ছেলে আর মানুষ হলো না। এমন একটা সময়েও তার মেয়েকে নিয়ে টানাটানি করছে? কিছু বললেন না তাও। হনহন করে হেঁটে গেলেন সামনে।

সবাই আস্তে-ধীরে এগোল। সাইফুল যতটা পারল ইট, তার, ছোটো ছোটো রড এসব সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। পিউয়ের মাথা নিচে। ধূসর নড়ছে না। কেমন স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে সামনে! যাবে না নাকি? ও একটু দ্বিধায় পড়ল কী করবে ভেবে। ধূসর কী চাইছে তাও জানে না। দোনোমনার মাঝেই সে কর্কশ কণ্ঠে বলল, "তোকে নিতে কি পালকি আনতে হবে?"

পিউ মুখ তুলল, "না, মানে আমি..."

"সামনে হাঁট।"

ধমক খেয়ে ঠোঁট ফোলাল মেয়েটা। মাথাটা ব্যথায় পাথরের মতো লাগছে। কপালের রক্ত শুকিয়ে যা-তা। এর মাঝেও পাষণ্ডটার এমন করতে হবে? দয়ামায়া নেই?

পিউ সামনে এসে ভেংচি কাটল। বিড়বিড় করল, "নিষ্ঠুর কোথাকার!"

CamScanner



এটা শৌখ নীড়ের বসার ঘর। তকতকে, ঝকঝকে আর বিস্তর সৌখিনতায় মোড়ানো। বাইরের ডুবে থাকা অমানিশার মাঝেও পুরো বাড়ি জ্বলজ্বল করছে আলোতে। আমজাদ শিকদার বসে আছেন সোফায়। গম্ভীর, হাস্যহীন চেহারায় এক ফোঁটা আলো নেই। ভেজা দেহ গাঁট হয়ে মিশে গেছে হাতলে। ছাদ ধ্বসের ঘটনায় ভেতর ভেতর বড্ড ভেঙে পড়েছেন তিনি। যখন এই বাড়ি তোলা হয়, তখন আমজাদ অল্প বয়সি যুবক। বাবার হাতে হাত মিলিয়ে সমস্ত দায়িত্ব সেড়েছেন। বাড়ির কয়েকটি দেওয়ালে তো তার নিজের হাতেই রং করা। সেই বাড়িটা আজ চোখের সামনে...

মিনা, আফতাব একে-অপরকে দেখলেন। দুজনের চেহারায় অসহায়ত্বের ছাপ। এখনও ভেজা কাপড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবাই। আমজাদের অবস্থা দেখে প্রত্যেকে নিজেদের কথা ভুলেছেন।

প্রকাণ্ড নীরবতা ভেঙে রয়েসয়ে মুখ খুললেন আফতাব, "ভাইজান, বেশিক্ষণ ভেজা কাপড়ে থাকলে ঠান্ডা লাগবে। চলুন, কাপড়টা পালটে নেবেন।"

বিষণ্ণ চোখ তুলে চাইলেন আমজাদ। ভদ্রলোকের বুকখানা মুচড়ে উঠল তাতে। কষ্ট যে তাঁরও হচ্ছে না তা তো নয়, কিন্তু এই মুহূর্ত আবেগ না সামলালে ভাইজানকে সামলাবে কে?

চাচার বিষণ্ণ মুখ দেখে ধূসর এগিয়ে এলো। বসল ঠিক হাঁটুর কাছে। হাত ধরতেই অবাক চোখে চাইলেন আমজাদ। প্রৌঢ়ের হাতজোড়া মুঠোয় পুরল ধূসর। কণ্ঠে নম্রতা, "বড়ো আব্বু, আমি জানি আপনার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না। যেটা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন এসব ভেবে লাভ নেই। ঝড় থামুক, সবকিছু শান্ত হোক। শিকদার বাড়ি আমাদের সবার। আমরা সবাই মিলে আবার ওই বাড়ি নতুন করে গড়ব। আপনি শক্ত হোন, আমরা প্রত্যেকে আপনার পাশে আছি।"

CamScanner

আফতাব সজোরে ঘাড় নাড়লেন দুবার। কথার সাথে পূর্ণ সম্মত তিনি। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আমজাদ। আর্দ্র স্বরে বললেন, "আব্বা অনেক সাধ করে ছাদটা বড়ো করে বানিয়েছিলেন, বুঝলে! চেয়েছিলেন তার নাতি-নাতনিরা ওখানে খেলবে, ছুটবে, আনন্দ করবে। আমাদের তো বয়স হয়েছে, বাড়িটা এখন তোমাদেরই। আফসোসের ব্যাপার হলো আব্বা যেভাবে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন, আমি বোধহয় তেমন পারলাম না, তাই না? আমার অযত্নে, অসতর্কতাতেই কাণ্ডটা ঘটল।"

আফতাব বড়ো ভাইয়ের পাশে বসে বললেন, "এরকম কিচ্ছু না, ভাইজান। আপনি শুধু শুধু এমন করে ভাবছেন কেন, বলুন তো? ধূসর যে বলল, শিকদার বাড়ি আমাদের সবার, আমরা সবাই মিলে গড়ব! এটাই একমাত্র সত্যি। আপনি আর কষ্ট পাবেন না তো। আসুন, আসুন আমার সাথে।"

ভদ্রলোক টেনেটুনে তুললেন ভাইকে। ধরে ধরে সাথে নিয়ে চললেন। রুবায়দা বললেন, "আপা, ছোটো, তোমরাও এসো। শাড়ি পালটাতে হবে।"

তারপর একে একে বিদায় নিলেন বড়োরা। মারিয়া পিউয়ের কাছে এলো। এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা।

"চল, তোকে আমার একটা চুড়িদার দিচ্ছি। আয়।"

কিন্তু একমাত্র ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল রাদিফ। এ বাড়িতে সবার সাইজের মানুষ আছে। তাই তারা একে-অন্যের জামা পরতে পারবে, কিন্তু ওর মতো তো কেউ নেই। ও কারটা পরবে এখন? খুব মন খারাপ করে বলল, "ও পিউপু, আমি কী পরব?"

এতটা সময় মুখে খিল দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ইকবাল।

রাদিফের কথায় তা আর হলো না। দুষ্টুমি করে বলল, "তোমাকে আমার একটা জাঙিয়া দেবো, ছোটো নেতা? প্যান্ট ভেবে পরতে পারবে কিন্তু।"

রাদিফ লজ্জা পেয়ে ঠোঁট উলটাল। ফিক করে হেসে ফেলল মারিয়া। পিউ হাসল মাথা নুইয়ে। পুষ্প দুম করে বাহুতে একটা চড় মারল ওর। "ছি, ইকবাল! বাচ্চাটার সাথে এই সময়েও তোমার ফাজলামো করতে হবে?"

ইকবাল নিষ্পাপ কণ্ঠে বলল, "ফাজলামো কই করলাম? আমি তো উপকার করতে চাইছি, মাই লাভ।"

CamScanner

"তোমার উপকার তুমি তোমার কাছে রাখো। এখানে কারোর লাগবে না।"

ধূসর এসে রাদিফের মাথায় হাত রাখল। চুলগুলো ভেজা। পানি ঝাড়ার মতো নেড়েচেড়ে বলল, "আপাতত আমার একটা টি শার্ট পর। কাল সকালে ব্যবস্থা করছি।"

"আর নিচে? নিচে কী পরব? তোমার টি-শার্টও তো কত্ত বড়ো, ভাইয়া! আমার তো পা-ও ঢেকে যাবে।"

ইকবাল ফের ফোড়ন কেটে বলল, "তাহলে তো তোমার জন্যই ভালো, ছোটো নেতা। এক ঢিলে দুই পাখি মরে গেল। জামাও পরা হলো, আবার

বিপদ সীমার টিকটিকিটাও লুকোনো থাকবে। তাই না?"

পুষ্প অতিষ্ঠ আওড়াল, "উফ ইকবাল, তুমি থামবে?"

মারিয়া ফিসফিস করে বলল, "পিউ, এখানে আর থাকা নিরাপদ নয়, বুঝলি! ইকবাল ভাইয়ের মুখ ছুটলে সাংঘাতিক বিপদ, চল যাই।"

সে বাধ্য মেয়ে। মাথা কাত করে সহসা হাঁটা ধরল। পুষ্পও চলল ওদের সাথে।

যেতে যেতে একবার পিছু ফিরল পিউ। অনুভূতির একটা লম্বা দাগ এসে গেড়ে বসল মনে। কেন যেন মনে হলো মানুষটা দেখছে ওকে। হলোও তা-ই। ধূসর এদিকেই চেয়ে আছে। বরফ-ছুরির মতন ওই চাউনিতে পিউয়ের বক্ষপট ধক করে ওঠে। ঠিক তেমন করে গলা শুকিয়ে যায়, যেমনটা সেই প্রথমবার হতো।

মারিয়া একটা সাদা চুড়িদার পরতে দিয়েছে। বিয়ের পর তার স্বাস্থ্য বাড়ায় পিউয়ের সেটা ঢিলে হলো একটু। অথচ তাও ভীষণ মুগ্ধ হলো মেয়েটা। পিউ এমনিতেই সুন্দর, শুধু হালকা রোগা। এখন সাদা থ্রিপিস গায়ে জড়িয়ে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন আকাশের শুভ্র কাদম্বিনী; কিন্তু লালচে ঠোঁট দুটোয় হাসি নেই আজ। নীরস মুখশ্রী বড্ড মলিন। ওদের মেলামেশা কম দিনের হলেও পিউকে এতটা নিষ্প্রভ মারিয়া দেখেনি। মেয়েটা ভীষণ হাসিখুশি, মিশুক। বকবক করতে তো বরাবরই পটু। অবশ্য এমন তো হওয়ারই কথা। ছোট্ট মেয়েটার ওপর থেকে কদিনে তো কম ঝড় যায়নি।

পিউ বসেছিল খাটে। পুষ্প গিয়ে কাছে বসল। চিবুক ছুঁয়ে বলল, "মন খারাপ?"

CamScanner

ও মাথা নাড়ল দুপাশে, "উঁহুঁ।"

"তাহলে এমন চুপ করে থেকো না। তোমাকে চুপচাপ একদম মানায় না, বুঝলে! হাসো, একটু অন্তত হাসো প্লিজ!"

পিউয়ের হাসি পাচ্ছে না। মাথাটা প্রচণ্ড ব্যথা করছে। তখন আচমকা ছাদ ধ্বসে পড়ার কাণ্ডে ওর এখানে ঠিক করে ওষুধ লাগানো হয়নি। অবশ্য বাবার বিধ্বস্ত মুখ দেখে তো নিজের কথাই ভুলে বসেছিল মেয়েটা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, যত সময় যাচ্ছে শিরা দাপানো বাড়ছে ক্রমশ। তাও টেনেটুনে হাসি আনল ঠোঁটে। পুষ্প ক্ষূর্ত কণ্ঠে বলল, "এই তো আমাদের পিউ সবসময় হাসবে, গল্প করবে, তবেই না মানায়। আর মুখ ভার করে থেকো না প্লিজ!"

"কেন থাকব না? তোমার সাথে তো কথা হয়েছিল আমাকে তুই করে বলবে। এখন আবার তুমি তুমি করছ কেন?"

"ও হ্যাঁ, তাই তো। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন থেকে তুই।"

মারিয়াও একটা চেয়ার টেনে বসল। হাসি হাসি মুখ করে বলল, "আমার কিন্তু একদিক থেকে ভালো লাগছে। না মানে, অবশ্যই ছাদ ভেঙে যাওয়াতে নয়। এই যে তোরা সবাই এলি, এখন আমরা একসাথে আছি। এটার কথা বললাম।"

পিউ মৃদু হাসল। পুষ্প বলল, "দুদিন পর ও এমনিই তোর কাছে চলে আসবে। ধূসর ভাই যা উঠে-পড়ে লেগেছেন, বিয়ে তো আর মাত্র কদিনের অপেক্ষা।"

মারিয়া ঠোঁট উলটে বলল, "কিন্তু আমাকে তো চলে যেতে হবে। আমি যে এখন অন্যের বউ হয়ে গেছি। কখন যে চাশমিশটা এসে বলে, চলুন সংসার সাজাই। সবই কপাল!"

পুষ্প বলল, "তুই আমার কপালটা ভাব। বাবা পাঠিয়েছিলেন পড়াশোনা করতে। অথচ আমি এখানে এসে প্রেম-বিয়ে-টিয়ে করে সং সেজে বসে আছি। বাবা ফিরতে ফিরতে যদি মা হয়ে যাই? একা মেয়েকে পাঠিয়ে এখন নাতি ফ্রি পাওয়ার শকে বাবা অজ্ঞান না হলেই হলো।"

পিউ হেসে ফেলল। মারিয়া হাসল হুহা করে। এর মাঝেই টোকা পড়ল দরজায়। একইসাথে ফিরে চাইল ওরা। ধূসর দাঁড়িয়েছে এসে। অমনি এক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই। পিউও বাদ নেই, লতানো শরীরটা নিয়ে দাঁড়িয়েছে সেও। ধূসর ঢুকল। তার সোজাসুজি নজর মাথা নিচু করা পিউতে। ধীরস্থির কণ্ঠে বলল, "সবাই একটু বাইরে যা।"

CamScanner

পুষ্প দুষ্টু হেসে বলল, "সবাই! মানে পিউও?"

ধূসর কিছু বলল না। অথচ একটু তাকাতেই ঘাবড়ে গেল মেয়েটা।

"না মানে যাচ্ছি। এই চল মারিয়া, চল।"

মারিয়া ঠোঁট চেপে হাসছিল। দরজা অবধি গিয়ে আবার থামল দুজন।
পুষ্প বলল, "ভাইয়া, দরজা কি খোলা থাকবে? না আটকে দেবো?" "

ধূসর ধমকে বলল, "যাবি?"

ফিক করে হেসে ছুটে গেল দুজন। আনত পিউয়ের বুক দুরুদুরু করছে। এখন ধূসর আর ও ছাড়া পুরো ঘর ফাঁকা। শীতেল বাতাসেও ঘামছে পিঠের হাড়। বক্ষভাগে বইতে থাকা দুধ-সাদা স্রোতের মাঝে হুকুম ছুড়ল ধূসর, "বস।"

নিস্তব্ধ ঘরে সেই নিম্নভার স্বর প্রতিধ্বনিত হয়। ধপ করে বসে পড়ল মেয়েটা। ধূসর বসল ঠিক মুখোমুখি। এতক্ষণে ওর হাতের ওপর চোখ পড়ল পিউয়ের। ফাস্ট-এইড বক্স দেখে তড়িৎ মাথা তুলে চাইল। এত কিছুর মধ্যেও ধূসর ভাইয়ের ঠিক ওর কপালের কথা মনে আছে?

ধূসর কাজে মনোযোগী। স্যাভলনে ভেজানো তুলো দিয়ে ক্ষত ছুঁতেই জ্বলে উঠল জায়গাটা। পিউয়ের ব্যথা লাগার কথা, যন্ত্রণায় আর্তনাদ করা উচিত। কিন্তু এমন কিছু হলো না। বরং বিস্ময়াভিভূত চোখ মেলে সামনের পুরুষটিতে চেয়ে রইল সে। ধূসরের লম্বা দেহ ঝুঁকে আসে। নিজ উদ্যোগে ক্ষতস্থানে ফুঁ দিয়ে দেয়। আবেশে, ভালো লাগায় চোখ দুটো বুজে নিল পিউ। আজকে আরকেবার বাবার সাথে কাটায় কাটায় ধূসর ভাইয়ের মিল পেল সে। যে দুজনের সবটুকু চিন্তা ওকে ঘিরে। সেদিন আঙুল কেটে যাওয়ায় বাবা যেভাবে যত্ন নিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিলেন? ততখানি যত্ন আজ এই মানুষটার ছোঁয়াতেও। চোখেমুখের চিন্তা, উদ্‌বেগ, মায়া সব যেন এক। তফাত হলো, বাবা প্রকাশ করেন, ধূসর ভাই করেন না। তবু বুঝে নেয় পিউ। তীক্ষ্ণ এই চোখজোড়া তার কাছে ভালোবাসার সমুদ্র। যার প্রত্যেকটা ঢেউয়ে ভেসে যায় সে।

ধূসর কপালে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দিলো। জিজ্ঞেস করল কোমল গলায়, "ব্যথা করছে?"

পিউ বিলম্বহীন মাথা নাড়ল দুপাশে। বোঝাল—করছে না।

CamScanner

ধূসর তার বাম হাতটা তুলল। আঙুলের ব্যান্ডেজ এখন নেই, কিন্তু কাটা দাগগুলোর চিহ্নে সে চেয়ে রইল কিছু পল। পিউ মিহি কণ্ঠে বলল, "আমি ব্যথা পেয়েছি বলে আপনার কষ্ট হচ্ছে, ধূসর ভাই?"

জবাব এলো তৎক্ষণাৎ, "না।"

পিউ মুচকি হাসল তাও। সেই হাসিটা বড়ো ঠান্ডা চোখে দেখল ধূসর। খসখসে হাতটা আচমকা গালে উঠে এলো। মেদুর ত্বকে বসল বড়ো গভীরভাবে। ভীষণ গাঢ় এই স্পর্শে মেরুদণ্ড শক্ত হয় পিউয়ের।

থরথর করে হাত-পা কাঁপে। আজকাল ধূসর একটু কাছে এলেই হচ্ছে এমন। অন্তঃপটে এই অদম্য ভূমিকম্প নামার ব্যাথা আদৌ নেই। প্রখর বেগ পুহিয়ে মানুষটার চোখের দিকে চাইল পিউ। ধূসরের দুর্জ্ঞেয় ওই চাউনিতে মায়ার স্রোত। জাগতিক সবটুকু দরদ কণ্ঠে ঢেলে বলল, "পৃথিবীর সব ভালো শুধু তোর থাকুক, পিউ। তোকে ছুঁতে আসা সমস্ত খারাপ আমায় তাদের নিশানায় রাখুক।

CamScanner



সকাল মানেই রাতের অন্ধকার ভেদ করে রবির আলো ফোটার গল্প। দিগন্তের ঢালজুড়ে পূর্ণরূপে মাথা তুলেছে সূর্য। আজকের এই প্রাণবন্ত কুসুম আলোয় কালকের ঝড়ের চিহ্নমাত্র নেই। তবুও নিসর্গের বুকে কিছু বিধ্বংসী ছাপ ফেলে গেছে সে। ধূসরদের বিশালাকার বাড়ির কোনো ক্ষতি হয়নি। গাছের ডাল ভেঙে ভেঙে উঠোন ভরলেও বাকি সব অক্ষত। তবে শিকদার ভবনের শেষ রক্ষে আর হলো না। পশ্চিম দিকে বাড়ির গা ঘেঁষে যে দানবীয় আমড়া গাছটা ছিল, কালকের ঝড়ে শিকড় সমেত উপড়ে পড়েছে সেটা। সৌভাগ্যবশত সেসময় আমজাদরা সবাই এ বাড়ি ছিলেন। ভদ্রলোকের দেওয়ালের কার্নিশ আর আস্ত নেই। খবরটা আফতাবকে ভোর ভোর এসেই দিয়ে গেছে সাইফুল। ভদ্রলোকের দুশ্চিন্তা বেড়ে প্রকাণ্ড হলো। একে তো সামনের ঘরের ছাদ ভাঙা, দ্বিতীয়ত আবার দেওয়াল। ভাইজানকে কী করে সামাল দেবেন এখন? চিন্তায় খাবার টেবিলে বসে বসে ঝিমাচ্ছেন তিনি। প্রৌঢ় মুখখানা শুষ্ক।

এর মাঝেই আমজাদ নেমে এলেন। সোজা সদরের দিক পা বাড়াতেই ধড়ফড় করে দাঁড়ালেন আফতাব।

"কোথায় যাচ্ছেন, ভাইজান?"

ভদ্রলোক ফিরে চাইলেন পেছনে।

"বাড়িটা দেখে আসি, রাজমিস্ত্রী ঠিক করতে হবে না? বসে থাকলে তো চলবে না বলো।"

কথা শুনে আঁতকে উঠলেন আফতাব। এক্ষুনি ভাইজানকে ও বাড়ি যেতে দেওয়া যাবে না। ওই অবস্থা দেখে ফেললে খাওয়াদাওয়া সব শিকেয় তুলে ফেলবেন। আগে পেট ভরে নাস্তা খাওয়াতে হবে, তারপর ভাবা যাবে কী করা যায়।

তাড়াহুড়ো করে উঠে এলেন তিনি, "ওসব পরে হবে, ভাইজান। আগে নাস্তা খাই, আসুন।"

"আমার খিদে নেই। তুমি খাও।"

CamScanner

জেদ ধরলেন ভদ্রলোক, "তা বললে তো হবে না, ভাইজান। আমি আপনার জন্যে সেই কখন থেকে না খেয়ে বসে আছি! কতদিন আমরা একসাথে খাইনি, বলুন তো! আসুন না, ভাইজান!"

ভাইয়ের আর্দ্র স্বরে আমজাদের মন গলেছে। বিনাবাক্যে এসে চেয়ার টেনে বসতেই স্বস্তির শ্বাস ফেললেন আফতাব। গলা তুলে ডাকলেন, "রুবা, ভাবি, নাস্তা হলো? খিদে পেয়েছে তো।"

ওপাশ থেকে উত্তর এলো, "আসছি ভাই, আসছি। হয়ে গেছে।"

তড়িঘড়ি করে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন মিনা। দুহাতের মাঝে একটা বড়ো সাইজের হটপটের বাটি। পেছনে রুবায়দা এলেন তরকারি নিয়ে। মিনা আফতাবের প্লেটে পরোটা দিতে গেলে হাতটা ঠেলে দিলেন তিনি, "আগে ভাইজানকে দিন।"

"আরে, আগে তুমি নাও।"

"না ভাইজান, আপনি আগে।"

আমজাদ হাসলেন। গতকালকের ওই বিষণ্ণ চেহারা সহসা লেজ তুলে পালাল। তার প্রতি আফতাবের ভক্তি, শ্রদ্ধায় কখনো এক চুল খামতি তিনি পাননি। ছেলেটা তাঁকে শৈশব থেকেই প্রচণ্ড ভালোবাসে।

নিজের ভাবনায় ফের নিজেই হাসলেন ভদ্রলোক। ছেলেটা! আফতাব কি আর ছেলে আছেন? তিনি তো এখন নিজেই ছেলের বাবা। আর সেটা এমন এক ছেলে, যে কিনা তাঁর বংশের হয়ে তাঁরই মেয়েকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করছে। ভাবতেই আমজাদ পিঠ সোজা করলেন। সচেতন চোখজোড়া তড়িৎ ফেললেন ওপরের ঘরে। ধূসর-পিউ কেউই এখনও খেতে আসেনি। দুটো আবার একসাথে নেই তো?

আফতাব হয়তো ভাইয়ের দৃষ্টি বুঝলেন। হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নেতিয়ে বসল অমনি। পিউকে একটু চোখে চোখে রাখতে হবে। তাঁর যা ছেলে! এক ফোঁটাও বিশ্বাস করেন না আফতাব। তবে আপাতত ভাইজানের মনোযোগ ঘুরানো দরকার। বললেন, "কী হলো, ভাইজান? খাচ্ছেন না যে?"

"হুঁ? হ্যাঁ, খাচ্ছি।"

"ভাবি, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।"

মিনা বললেন, "এখন না ভাই, আমরা পরে খাব।"

আমজাদ শুধালেন, "বাচ্চারা কোথায়? খাবে না?"

ইকবাল তখন সিঁড়ির ধাপে। নিচেই নামছিল। কথাটা শুনেই হাত তুলল ওখান থেকে, "এসে গেছি। বলতে না বলতেই এসে গেছি। তবে আংকেল,

CamScanner

আমি কিন্তু বাচ্চা নই। হ্যাঁ, আপনি চাইলে আমাকে উড বি বাচ্চার বাপ বলতে পারেন।"

পুষ্প হতভম্ব হয়ে গেল। এতগুলো মুরুব্বির সামনে এ কেমন কথা! জড়বুদ্ধি বনে চেয়ে থাকার মাঝেই কনুই টেনে নিজের দিকে ফেরালেন রুবায়দা। ফিসফিস করে বললেন, "ও পুষ্প, ইকবাল এটা বলল কেন? তুই কি...?"

"আরে না ফুপি, ওকে চেনো না? এক নম্বরের ফাজিল। কী বলতে কী বলে ফেলেছে!"

আমজাদ পালটা কিছু বললেন না। চোখেমুখে বিব্রতভাব। আফতাব গলা ঝেড়ে প্রসঙ্গ কাটালেন, "বসো বাবা, বসো। রুবা, ওকে নাস্তা দাও।"

ইকবাল আনন্দ চিত্তে এসে বসল কেদারায়। তার ভেতর অত রাখঢাক নেই। অথচ নীরবে ফুঁসে গেল পুষ্প। ইকবালের জিভটায় তালা ঝোলানোর একটা সিস্টেম নেই কেন? থাকলে ও একইসাথে দুশো তালা কিনে এনে লাগাত। তারপর চাবিটা ছুড়ে ফেলে দিত নর্দমায়। তখন মুহূর্তে মুহূর্তে এমন বেআক্কেলে কথা ছুটে যেত একদম। পুষ্পর পুরোনো সেই হিসেব আজও মিলল না, এমন মাথা মোটা লোক একটা জেলার সভাপতি হয় কী করে?

আমজাদ বারবার ওপরের দিকে দেখছেন। পিউ কি এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি?

এর মাঝেই দেখা দিলো মেয়েটা। মারিয়ার সাথে পা মিলিয়ে আসছে। আমজাদের সূক্ষ্ম নজর প্রথমেই থামল মেয়ের কপালে গিয়ে। ধবধবে সাফেদ ব্যান্ডেজ দেখেই অবাক হলেন কিছুটা। মনে পড়ল কালকের কথা। বাড়ির ঘটনায় ব্যাপারটা তাঁর মাথা থেকেই বেরিয়ে গিয়েছিল। ইস, ওষুধ লাগানো হয়নি! কিন্তু ব্যান্ডেজ কে করল তাহলে? মারিয়া!

পিউয়ের মুখশ্রী তারার মতো ঝলমলে। পৃথিবীর সব হাসি যেন ঠোঁটে জুড়ে বসেছে। টেবিলের কাছে এসেই ভীষণ স্ফূর্ত আওড়াল, "গুড মর্নিং।"

রুবায়দা হাসলেন। মাথায় হাত বোলালেন একবার। আফতাব প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন, "ভেরি গুড মর্নিং, পিউ মা।"

ইকবাল ভ্রু উঁচাল, "কী পিউপিউ, হবু শ্বশুরবাড়িতে ঘুম কেমন হলো?"

পিউ লজ্জা পেল একটু। বাবা-চাচা সবাই আছেন তো।

উত্তরে হাসল শুধু। আমজাদ সরু চোখে দেখলেন মেয়েকে। পিউ হঠাৎ এত খুশি কেন? বাড়িটা ওভাবে ভেঙে পড়ল, অথচ মেয়ের ঠোঁটে হাসির

CamScanner

ক্ষৌয়ারা। সরাসরিও তো কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না। তাই মনের উশখুশে ভাব আপাতত চেপে রাখলেন তিনি।

তক্ষুনি মুখ খুললেন মিনা বেগম। কণ্ঠে বিস্ময় নিয়ে বললেন, "ও মা, কপালে ব্যান্ডেজ করল কে? মারিয়া বুঝি!"

পিউয়ের আগেই জবাব দিলো মেয়েটা। মিটিমিটি হেসে জানাল, "আমি? না না, আমি না। ভাইয়া করে দিয়েছে।"

আমজাদের কুঁচকানো কপাল হাওয়ায় মিলাল। এর মানে ঠিক ধরেছেন। ভাইয়ের শক্তপোক্ত মুখ দেখে নেতিয়ে গেলেন আফতাব। অসহায় চিত্তে মাথা নাড়লেন দুপাশে। এই ছেলেটাও না! ভাইজানের সাথে আবার একটা ঝামেলা বাঁধিয়েই ছাড়বে। অথচ মিনা গদগদ হয়ে বললেন, "ও মা তাই! ধূসর করে দিয়েছে? সাধে কি আর বলি, ওর সব দিকে খেয়াল আছে? আমরা ভুলে গেলেও ও পিউয়ের কপালের কথা ঠিক মনে রেখেছিল।"

আমজাদ মহাবিরক্ত হয়ে পরোটা মুখে পুরলেন, কিন্তু গলাসুদ্ধ সব তেতো তেতো লাগল।

জবা হাজির হয়েছেন মাত্রই। এক হাতে রাদিফকে শক্ত করে ধরা। ছেলেটার গায়ে ধূসরের গেঞ্জি। দেখতে ঠিক কাবুলিওয়ালার জোব্বার মতো লাগছে। ঘুম থেকে টেনেটুনে আনায় চেহারা ফোলা ফোলা খুব। এসেই শুধালেন, "পিউ, তোর শরীর এখন কেমন? মাথায় ব্যথা-ট্যথা নেই তো?"

"না ছোটো মা, ওষুধ খেয়েছি।"

বলতে বলতে খাবারে হাত দিতে গেল, থামল রুবার কথায়। বড়ো মায়া করে আবদার ছুড়লেন রমণী, "পিউ, আমি তোকে খাইয়ে দেবো?"

ও জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। "হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও না!"

মারিয়া ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "আর আমাকে? আমাকে দেবে না, আম্মু? বিয়ে হয়ে গেছে বলে আমি বুঝি পর?"

মিনা হেসে বললেন, "তোকে আমি খাইয়ে দিচ্ছি। আয়, আমার কাছে আয়।"

মারিয়া এক লাফে উঠে গেল কাছে। পুষ্প মন খারাপ করে বলল, "আমার তো এখানে কেউ নেই। এতিমের মতো বসে আছি। কেউ খাইয়েও দিচ্ছে না, কাছেও ডাকছে না।"

ইকবাল বলতেই যাচ্ছিল, "আমি আছি না? আমি খাইয়ে দেবো।"

অথচ হাঁ করার আগেই টেবিলের তলা থেকে পেটে চিমটি কাটল পুষ্প। ব্যথায় মুচড়ে উঠল সে। গোল চোখে বলল, "কী করলাম, মাই লাভ? চিমটি কাটলে কেন?"

CamScanner

পুষ্পর কণ্ঠ ফিসফিসে, "কিছু করোনি, কিন্তু আমি নিশ্চিত করতে। তাই অগ্রীম দিয়ে রেখেছি।"

বউয়ের কাণ্ডে হতবুদ্ধি ইকবাল। বুকখানা দুভাগ হলো দুঃখে। ও তো একটা ভালো কথাই বলতে যাচ্ছিল। মাই লাভ তাও বুঝল না? জগতে না দাম আছে ভালো কথার, আর না দাম আছে ওর মতো ভালোমানুষের।

মিনা বেগম বললেন, "কে বলেছে তোমার কেউ নেই? আমরা এতগুলো মানুষ বুঝি কেউ না? এসো, এখানে এসো তোমাকেও খাইয়ে দেবো।"

পুষ্পর কণ্ঠে অবিশ্বাস, "সত্যি?"

রুবায়দা বললেন, "মিথ্যের কী আছে? আয় আয়।"

মেয়েটার গাল ভরে উঠল হাসিতে। এক পশলা উচ্ছ্বাস নিয়ে তুরন্ত ছুটে গেল সেও।

একইসাথে তিনটে চেয়ার পাতানো। মাঝেরটায় মারিয়া আর দুপাশে পিউ, পুষ্প বসেছে। মিনা, রুবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঘুরে ঘুরে প্রত্যেককে একটু একটু করে খাওয়াচ্ছেন তাঁরা। জবা হাসছেন। রাদিফও বসে নেই। নিজের প্লেট ফেলে সেও ভাগ বসাল এসে। গোটা দৃশ্যে চোখ-মন জুড়িয়ে গেল আমজাদ শিকদারের। মুগ্ধ চিত্তে চেয়ে রইলেন তিনি। এরকম একটা একান্নবর্তী পরিবারই তো ছিল তাঁদের। ঘর ভরা মানুষ, হাসি আনন্দ, হইচই। সবার সাথে সবার কত মিল! অঢেল পয়সা না হলেও সুখের কোনো কমতি সেখানে ছিল না।

ভদ্রলোক একবার মিনাকে দেখেন, একবার পিউকে। কখনো চোখজোড়া ঘুরে আসে রুবা আর মারিয়ার থেকেও। সবাই কত খুশি! পুষ্প মেয়েটা অবধি সকলের সঙ্গে কী দারুণভাবে মিশছে! মিনা যখন ওকে খাইয়ে দিচ্ছেন, মনে হচ্ছে তাঁদেরই আরেক মেয়ে। ইস, এই আনন্দের মুহূর্তটা যদি সারাজীবন ধরে রাখা যেত! যদি আবার একইসাথে থাকতেন সকলে!

আমজাদ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ধ্যান ছুটল ইকবালের কথায়। প্রমোদ চিত্তে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। পকেট থেকে ফোন নিয়ে বলল, "এই সময়টার একটা ভিডিয়ো ক্যাপচার না করলেই নয়।"

আফতাব হাসলেন। রাদিফ খেতে খেতে চিৎকার ছুড়ল, "ভাইয়া, আমাকে কিন্তু নেবেন না। এসব জামাকাপড় পরা কেউ দেখে ফেললে প্রেসটিজ চলে যাবে।"

CamScanner

পিউ অবাক চোখে বলল, "তোর বয়স কত রে? এই বয়সে আবার প্রেসটিজ!"

পুষ্প বলল, "কেন পিউ, ও বাচ্চা বলে বুঝি ওর সম্মান নেই? এটা ভাবা কিন্তু খুব অন্যায়।"

রাদিফ খুশি হয়ে গেল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "এই তো আপু, আপনি কী সুন্দর কথা বললেন! আর পিউপুটা দেখেছেন, কিছুই বোঝে না। ওকে পালটে আপনাকে আমার বোন বানিয়ে ফেলি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমার একটা ছোটো ভাইয়ের কী যে শখ!"

পিউ ভেংচি কেটে বলল, "খুব পালটাপালটি হলো, তাই না? আসিস আবার আমার কাছে।"

আমজাদ মাথা নামিয়ে হাসলেন। পিউটা কত উৎফুল্ল সবাইকে পেয়ে! যাক, ভালোই হয়েছে। বাড়ি ঠিকঠাক হলেও মেয়েটাকে এখানে রাখতেন কদিন। কিন্তু ধূসর! সব চিন্তার মূল তো সে ছেলেই।

ইকবাল তখনই উচ্চারণ করল ওই নাম, "ধূসর কোথায়, আংকেল? ওঠেনি?"

আফতাব বললেন, "তাই তো। এখনও এলো না কেন? আজ না পার্টি অফিসে যাবে?"

"হ্যাঁ, সাদিফকেও তো আসতে বলল সেজন্য।"

রুবায়দা বললেন, "যা তো মারিয়া, ওকে ডেকে নিয়ে আয়।"

পিউয়ের জিভটা নিশপিশ করে উঠল। খুব করে বলতে চাইল, আমি যাই, মেজো মা? কিন্তু বলল না। লজ্জা, সংকোচ আর বাবার চাউনিতে গিলে ফেলল ওসব।

তবে কাউকে যেতে হয়নি। তার আগেই মানুষটাকে সিঁড়িতে দেখা গেল। রাদিফ বলল," ওই তো ভাইয়া এসেছে।"

তড়িৎ ঘুরে চাইল পিউ। ধূসর নামছে। পরনের নেভি ব্লু শার্টের হাতা গোটাতে ব্যস্ত। ব্যস, ফেবিকলের আঠার মতো চোখ আটকে গেল মেয়েটার। বিমোহের তোড়ে ধক করে কেঁপে উঠল বুক। অনুভূতির একটা সুনিশ্চিত কম্পন হারিয়ে গেল কোথাও। মা বলেন, এই কালচে রঙে শুধু ফরসাদের মানায়, কিন্তু সামনে থেকে হেঁটে আসা লম্বা-শ্যাম পুরুষকে দেখে সেই ভাবনা বদলে ফেলল পিউ। মনে হলো, মা ভুল। এই রং তৈরিই হয়েছে কেবল ধূসর ভাইয়ের জন্যে। এই যে হেঁটে আসছেন, যেন পিউয়ের কল্পনায় এগিয়ে আসা সেই প্রতাপি রাজপুত্র।

CamScanner

ওর পাশের চেয়ার তখন ফাঁকা। পিউ নড়েচড়ে বসে ওটাকে কোড়েঝুড়ে রাখল। খুব করে চাইল, মানুষটা যেন এখানেই বসেন। কিন্তু না, ধূসর সোজা গিয়ে ইকবালের পাশের চেয়ারে বসল। ঠিক পিউয়ের মুখোমুখি ওটা। মেয়েটা আশাহত হলেও নজর তখনও সরল না। নড়লও না একবিন্দু। খাবার টেবিলে এত এত মানুষ! অথচ মন্ত্রমুগ্ধের এই চাউনিতে প্রভাব পড়ল না কোনো।

হঠাৎ ঝট করে চাইল ধূসর। ঠাড় ওই চাউনিতে পিউ থতমত খেল। শশব্যস্ত থুতনিটা নামিয়ে নিল নিচে।

আফতাব বললেন, "পার্টি অফিসে যাবে তো আজ?"

"হুঁ।"

ইকবাল বলল, "সাদিফ কি রওনা করেছে?"

উত্তরটা মারিয়া দিলো, "হ্যাঁ ভাইয়া, ওদিকের রাস্তায় অনেক জ্যাম থাকে। তাই সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছে। এই কিছুক্ষণের মধ্যে এলো বলে..."

"এলো না, এসে গেছি।"

চৌকাঠ হতে ভেসে এলো কথাটা। একইসাথে ফিরে চাইল সবাই। আফতাব বিস্তর হেসে বললেন, "আরে সাদিফ, এসো বাবা, এসো।"

এই সময়ে পিউদের এখানে দেখে একটুও অবাক হয়নি সাদিফ। গতকাল রাতেই মারিয়া সব বলেছিল ফোনে। উলটে এসেই আমজাদের পা ছুঁয়ে সালাম করল সে।

"কেমন আছেন, আংকেল?"

শিষ্টতায় গলে গেলেন ভদ্রলোক, "আলহামদুলিল্লাহ বাবা, তুমি ভালো আছ?"

"জি।"

"বসো, নাস্তা করো।"

"না না, আমি খেয়ে এসেছি।"

অমনি চোখ পাকালেন রুবায়দা, "কোনো কথা না, বসো।"

অগত্যা বসল সাদিফ। তার নজরজোড়া ঘুরেফিরে মারিয়ার দিকে যাচ্ছে। খাবার মুখে রেখে ভ্রু উঁচায় মেয়েটা। সাদিফ বিমুগ্ধ হাসল। ফরসা যুবকের সেই হাসি যেন ভোরের সতেজ শিশির বিন্দু।

ইকবাল ওর পাশেই বসে আছে। দুজনের চোখাচোখি দেখে দুষ্টু দুষ্টু হাসল সে। কণ্ঠ চেপে বলল, "কী সাদিফ বাবু, বউকে বুঝি খুব চোখে হারিয়েছ?"

CamScanner

ছেলেটা ঘাড় চুলকে বলল, "না মানে, ওই আরকি!"

"না মানে আবার কী? বউ রেখে থাকো কী করে, ভাই? আমার তো দিনটা যেমন তেমন কাটলেও বউ ছাড়া রাত ভালো যায় না।"

"কী করব, বলুন? শ্বশুরবাড়িতে তো এত থাকা যায় না। চোখের লজ্জারও ব্যাপার আছে।"

"কীসের লজ্জা? পরের বউয়ের সাথে তো আর থাকবে না। এত ভাবার কী আছে? আমি ভাই অতশত ভাবি না। আমার আবার লজ্জা-টজ্জা নেই।"

সাদিফ নিষ্প্রভ বলল, "এটা তো পুরোনো কথা ভাই, আমরা সবাই জানি।"

অমনি গুরুতর চোখে চাইল ইকবাল, "এই, কী বললে! আমার লজ্জা নেই?"

সাদিফ একটু ঘাবড়ে গেল, "আপনিই তো বললেন।"

"আমি বলেছি বলেই তোমার মেনে নিতে হবে?"

সাদিফ কিছু বলতে চাইছিল, পূর্বেই চাপা কণ্ঠে ধমকাল ধূসর, "মুখ বন্ধ করবি তোরা? খাবার সময় এসব কী শুরু করেছিস?"

ইকবাল বলল, "আমি কিছু করিনি। সব সাদিফ বাবুর দোষ। বলে কি-না বউ ছাড়া ওর রাত ভালো যায় না।"

সাদিফের মাথায় বোম পড়ল।

"আমি কখন বললাম? এটা তো আপ..."

ধূসর ফের ধমক দিলো, "শাট আপ সাদিফ, কোনো কথা নয়। চুপচাপ খা।"

ছেলেটা শিশুর মতো ঠোঁট ফোলায়। ইকবাল ভাই সবসময় ফাঁসিয়ে দিতে ওস্তাদ।

পিউ বারবার ধূসরকে দেখছে। চোরা চোখে, আড়চোখে যতভাবে দেখা যায়, কিন্তু ওই মানুষটা? তার তো এদিকে নজরই নেই। মেয়েটা খাওয়ায় মন দিতে পারে না। ঘুরেফিরে দৃষ্টিরা পৌঁছে যায় ধূসর ভাইয়ের পানে। সে মুগ্ধ হয় যতবার, বক্ষপিঞ্জরের সম্মোহনী পাখিটা ঠিক ততবার ছটফটিয়ে ওঠে। কিশোরীর আর চুপ করে বসে থাকা হলো না। প্রেমিকাসুলভ মনে একটা দুষ্টু বুদ্ধি আনচান করে উঠল। সতর্ক চিত্তে ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখল পিউ। বুকের খাঁজে ভীষণ সাহস যুগিয়ে উদ্যত হলো নতুন কাণ্ড ঘটাতে।

ধূসর সদ্য খাবারের চামচ মুখের সামনে ধরেছে, থমকাল হঠাৎ। পায়ের পাতায় একটা কোমল পায়ের স্পর্শ এসে লাগছে। ধূসরের শরীরটা থামল।

CamScanner

থামল তার দৃষ্টিজোড়া। প্লেটের দিকে থম ধরে চেয়ে রইল কিছু পল। পিউয়ের মুখায়বে দুষ্টুমি। মিটিমিটি হাসিটা স্পষ্ট ঠোঁটে।

হঠাৎ তড়াক করে চাইল ধূসর। হিমের ন্যায় দৃষ্টিতে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল পিউ। ক্ষণ মুহূর্ত নিঃশ্বাস এসে ঝুলে রইল গলায়। ত্রস্ত সরিয়ে নিলো পা-টা। ধূসরের চিবুক শক্ত। কেমন ঠান্ডা চোখে চেয়ে আছে। মেয়েটা লজ্জা পেল। ভয় হলো। খাবারের থালায় নুইয়ে নিল মাথা।

ইস, কী বেহায়াপনাটাই না করে ফেলেছে! ধূসর ভাই নিশ্চয়ই ভীষণ রেগে গেছেন! কী ভাবলেন ওকে? কাঁচুমাচু করে চোখের কোণ তুলল পিউ। ধূসর চেয়ে নেই আর। চুপচাপ খাচ্ছে। ভাবখানা এমন, তার ধ্যান-জ্ঞানের কোথাও সে নেই। পিউ কে? এ নামে কেউ আছে এখানে?

মানুষটার নিরুৎসাহিত হাবভাবে বুকখানা ভেঙে গেল তার। সেবার তো একসাথে খেতে বসার সময় তিনিই হাত ধরে রেখেছিলেন। পিউ কি তাতে রাগ করেছে? এখন না হয় একটু পায়েই...

নিজে করলে কোনো দোষ নেই। যত দোষ, পিউ ঘোষ! মেয়েটা টেনেটুনে মন শক্ত করল। না, আর কোনো বেহায়াপনা নয়। দরকার পড়লে মানুষটাতে ফিরবেও না পিউ। তিনি যখন চেনেন না, সেও না চেনার ভান করে থাকবে।

ততক্ষণে আমজাদ, আফতাবের খাওয়া শেষ। বাড়ির খোঁজে রওনা করলেন দুভাই। ইকবাল, সাদিফ আর ধূসরের গন্তব্য আজ এক। প্রত্যেকেই পার্টি অফিসে যাবে। ইকবাল এসেই এঁটো মুখটা বউয়ের আঁচল তুলে মুছল। পুষ্প এক দফা লজ্জায় হাঁসফাঁস করে ওঠে। মিনসে চোখে দেখে নেয় চারিপাশ। ধূসর ভাই, ফুপি আরও কত গুরুজন এখানে! ইকবালটা কি কখনো শুধরাবে না?

সুযোগ বুঝে সাদিফও এসে ভিড়ল বউয়ের কাছে। তাদের ফিসফিসে কথাবার্তা একটু-আধটু শুনতে পাচ্ছে পিউ। তবে ওসবে ওর আগ্রহ নেই। সে ব্যস্ত ধূসরকে দেখতে। মানুষটার খাওয়া শেষ ততক্ষণে। টিস্যু তুলে হাত-মুখ মুছে সবার মধ্যে দিয়ে নির্লিপ্ত চিত্তে বেরিয়ে গেল তারপর। পেছনে এক কিশোরী যে উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে, তাতে ভ্রুক্ষেপ আদৌ নেই। পিউ আরেকবার আহত হলো। দুজোড়া দম্পতি তার দুপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটা নীরস চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল তাদের। সবার কত প্রেম! কত ভালোবাসা! আর ওই পাষণ্ডটা? তার মাঝে ওর জন্য কোনো কিচ্ছু নেই।

CamScanner

হঠাৎ চৌকাঠ অবধি গিয়ে থামল ধূসর। ঘুরে চেয়ে ডাকল, "ইকবাল, শোন।"

"হ্যাঁ? আসছি। এসো, সাদিফ বাবু।"

দুজন একইসাথে এসে দাঁড়াল পাশে। সাদিফকে কিছু একটা বলতেই ঘাড় নেড়ে বিদায় নিল সে। তারপর আস্তে আস্তে বসার ঘর ফাঁকা হলো। মারিয়া, পুষ্প, মিনা প্রত্যেকে চললেন নিজেদের কাজে, কিন্তু ধূসরের সাথে ইকবালের কথা ফুরাবার নাম নেই। এত আস্তে আস্তে বলছে, পিউ ঠিক করে কিছু শুনতেও পাচ্ছে না। অবশ্য শোনার ইচ্ছেও ওর নেই। সে যে ভিন্ন এক আশা বুকে চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হয়তো একবার ডাকবেন ধূসর ভাই, কিছু একটা বলবেন ওকে। কিন্তু সময় গেলেও এমন কিছু হলো না। পিউ নিরাশ হয়। মুখ কালো করে ফিরতে নেবে, আচমকা ডাকল ইকবাল, "এই পিউপিউ, এদিকে এসো।"

বুক ফুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটা। যার ডাক শোনার আশায় ছিল, সে বাদে সবাই ওকে ডাকছে। নরম পায়ে এসে দাঁড়াল তাও। ইকবাল বলল, "একটা সিরিয়াস কথা বলব, বুঝলে! অনেক মন দিয়ে শুনতে হবে কিন্তু।"

পিউয়ের স্বর মিহি, "জি।"

সে বলতে নিল, "হয়েছে কী, আসলে...

থামল, পরপরই মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বলল, "এ বাবা, আমার তো একটা জরুরি কাজ আছে! এই সাদিফ বাবু, কোথায় গেলে? শোনো শোনো..."

ব্যস্ততা দেখিয়ে হুলস্থুল পায়ে বেরিয়ে গেল ইকবাল। গোটা ব্যাপারখানায় পিউ বোকা বনে যায়। চোখ ঝাপটায় এলোমেলো। ডাকল অথচ কিছুই তো বলল না। হঠাৎ খেয়াল পড়ল ধূসর ভাই একদম কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই তো, ঠিক বাম পাশে ওর। তৎপর মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল পিউ। ধূসরের চওড়া শরীরের নড়ন নেই। কিছু বলছেও না। এক চোট শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া বাকি সবকিছু নিশ্চুপ। ধৈর্যের খেই হারিয়ে পাশ ফিরল মেয়েটা।

ধূসরের দৃষ্টি অন্য কোথাও। ছোটোখাটো পিউয়ের মাথা ছাপিয়ে ঠিক ওইপাশের দেওয়ালে। ললাটের মধ্যমণিতে গুটিকয়েক ভাঁজ। এত মনোযোগ দিয়ে কী দেখছে? কৌতূহলে নিজেও সেদিকে ঘুরে চাইল পিউ। তুরন্ত বাতাসের ন্যায় গতিতে এক জোড়া তপ্ত ঠোঁট এসে বসল তার গালে। মেয়েটা

CamScanner

হকচকাল। ছ্যাঁৎ করে কেঁপে উঠল বুক। ধূসর ভাই চুমু খেয়েছেন! যে চুমু বৈশাখের ঝড়ের মতো দ্রুত। নিঃশ্বাসের মতো ক্ষণস্থায়ী।

চমকে, থমকে ফিরে চাইল পিউ, কিন্তু সে পুরুষ! সে তো থেমে নেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় পিউয়ের হৃতচেতনা ফেরানোর দায় ধূসর নিল না। লম্বা পা ফেলে গাড়িতে উঠে বসল। একবার দেখলও না পেছনে। চার চাকা ছুটিয়ে চলে গেল সাঁইসাঁই করে। পিউয়ের হুঁশ তখনও ফেরেনি। রক্তজবা ঠোঁটজোড়া হাঁ করে রইল। চোখের সামনে নড়বড়ে সব। কোনোরকম কাঁপা হাত তুলে গাল ছুঁল মেয়েটা। কতদিন পর আবার সেই স্পর্শ ধূসর ভাইয়ের! আবার সেই ছোঁয়া! নিজেকে সামলাতে পিউ কী করবে এখন? অনুভূতির এই টালমাটাল তাণ্ডবে মরে যাবে না তো?

CamScanner



শিকদার ভবনের উঠোনে পাতানো পুরাতন দোলনাটায় বসে আছেন আমজাদ। মুখমণ্ডলে হতাশার প্রগাঢ় ছাপ। ঠিক পাশেই আফতাব শিকদার চুপটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। জিভের ডগায় টা-টুঁ শব্দবাক্য নেই।

একটু আগে ঠিকাদার নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। ভদ্রলোক ভাঙা ছাদ, দেওয়াল যাচাই-বাছাই করে জানিয়েছেন পুরো কাজ সারতে কমসে কম মাস তিনেক লাগবে। আবার নতুন করে তৈরির ব্যাপার আছে। বাড়ির লোড বেয়ারিং-এর অবস্থাও যা-তা। এসব সারিয়ে ফেলা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। ছাদ থেকে দেওয়াল মজবুত করে গড়তে হবে আবার। না হলে সেই ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে। অথচ আমজাদের হাতের অবস্থা ভালো নয়। পুঁজিও নেই তেমন। নতুন করে তৈরির সাহস কই?

ভদ্রলোক আশাহত চিত্তে ঠায় বসে রইলেন। শরীর আর হাওয়ার ভারে ক্যাঁচক্যাঁচ করছে দোলনাটা। আফতাবের জিভে তখন উশখুশ ভাব। খুব করে বলতে চাইছেন কিছু, কিন্তু ভাইজানের যা অবস্থা! মুখ খুলতেই সাহস হচ্ছে না। ভদ্রলোক রা করলেন না। নিশ্চুপ সরে এলেন এ পাশে। ফোনটা বের করে ধূসরকে কল করলেন। সেকেন্ড কয়েকেই রিসিভ করল সে। নিরেট স্বর ছুটে এসে বলল, "হ্যাঁ, বলো।"

অমনি হা-হুতাশ করে উঠলেন আফতাব, "অনেক বড়ো সমস্যা হয়ে গেছে, ধূসর। ভাইজান ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন, কিছু একটা করো।"

ধূসরের কণ্ঠে কৌতূহল, "কী হয়েছে?"

ভদ্রলোক সবিস্তারে বললেন ঘটনা। একটা দাঁড়ি, কমা কিচ্ছু বাদ পড়েনি। ও সব শুনে বলল, "এতে এত চিন্তার কোনো কারণ দেখছি না। বাড়ি সারার তিন মাস আমাদের এখানে থাকবে।"

"আরে, আমিও তো তা-ই চাই। কিন্তু ভাইজান যে রাজি হবেন না। জানোই তো তাঁকে। বললেই বলবেন, দয়া দেখিও না। দরকার পড়লে খড়কুটো দিয়ে ঘর বানিয়ে থাকব। তাও তোমার বাড়িতে তিন মাস থাকব না।"

"কেন, থাকতে কী সমস্যা?"

CamScanner

আফতাবের কণ্ঠ বিরক্ত শোনাল, "কী সমস্যা তুমি জানো না? সবথেকে বড়ো সমস্যাই তো তুমি, বাবা। তুমি তো অনেক ভালো ছেলে তাই না?"

পরপর বিড়বিড় করলেন মনে মনে, "পিউ আর তোমাকে এক বাড়িতে রাখা যে কত ঝুঁকি, সে কি আর আমি বাবা হয়ে বলতে পারি?"

ধূসর ওসব না শুনলেও ইঙ্গিত ধরতে পেরেছে। অথচ কণ্ঠের ধরন পালটাল না। একটু বিব্রতকর চিহ্নও বসল না তাতে। ভীষণ সাবলীলভাবে বলল, "এখন আমাকে কী করতে হবে?"

"আমি জানি না। আমি ভাইজানকে আমাদের বাড়িতে রাখতে চাই। তুমি যা হোক একটা কোনো বুদ্ধি বের করো।"

ধূসর একটু চুপ থেকে বলল, "যা বলব, করতে পারবে?"

ভীষণ আত্মবিশ্বাসে গলে পড়লেন ভদ্রলোক।

"আরে তুমি বলেই দেখো না। ভাইজানের জন্য আমি সব পারি।"

"ঠিক আছে, শোনো..."

আফতাব লাইন কেটে আবার সুড়সুড় করে এসে দাঁড়ালেন আগের জায়গায়। আমজাদ তখনও একইরকম থম মেরে বসে। ভদ্রলোক প্রথমে গলা ঝাড়লেন। তারপর আস্তে করে ডাকলেন, "ভাইজান।"

চোখ তুলে চাইলেন তিনি।

"ইয়ে মানে, একটা কথা বলতাম।"

আমজাদের স্বর শান্ত, "বলো।"

"না মানে, আপনার মনে আছে আমার জন্মদিন কবে?"

এই সময়ে এই প্রশ্ন। অপ্রত্যাশিত সাথে অনকাঙ্ক্ষিতও বটে। ভ্রু গুছিয়ে ফেললেন আমজাদ। খুব অনীচ্ছায় আওড়ালেন, "১৮ই জুন।"

"আজ কত তারিখ, ভাইজান?"

আমজাদের কপাল বেঁকে গেল। মাথায় আসতেই চটক কাটার মতো চাইলেন ঘুরে। আজ ১৬ তারিখ। মানে আর দুদিন পরই তো। ভাইয়ের চোখমুখ দেখে, মৃদু হাসলেন আফতাব। ঘুরে এসে বসলেন পাশে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "শেষ আমরা একসাথে কবে কেক কেটেছিলাম, আপনার মনে আছে, ভাইজান? সেই বহু বছর আগের কথা ওসব। যখন আমি ইউনিভার্সিটির ছাত্র, অথচ এক ছেলের বাবা। তারপর তো ওই একটা ভুলে আমার জীবন থেকেই এসব সুন্দর মুহূর্ত হারিয়ে গেছিল। আজ এত বছর পর আপনি আবার আমার সাথে কথা বলছেন, আমাদের সব ঝামেলা মিটে গেছে। এবার আমার সাথে কেক কাটবেন না, ভাইজান?"

CamScanner

আবদারগুলো বড্ড শিশু-সুলভ শোনাল। যেন পাঁচ বছরের বাচ্চা জন্মদিনে কেক কাটার বায়না করছে। আমজাদের ভার মন হারিয়ে যায়। ওষ্ঠপুটে নিবিড় প্রশ্রয়ের হাসি টেনে বললেন, "কেন কাটব না? নিশ্চয়ই কাটব।"

"আচ্ছা ভাইজান, আপনি তো আগে আমার প্রত্যেক জন্মদিনে আমাকে উপহার দিতেন। শেষবার দিয়েছিলেন নিজের পছন্দের একটা শার্ট। যেটা নতুন কিনে আনলেন, আমার ভালো লাগল আর ব্যস! বললেন, তুমি রেখে দাও। কত দিন আপনার থেকে কোনো উপহার পাইনি, বলুন তো। এই জন্মদিনে কিছু দেবেন না আমায়?"

আমজাদের খটকা লাগল এবার। একটু গুরুতর হলেন, "হঠাৎ এভাবে বলছ কেন? কিছু হয়েছে? আর তুমি এখন কত বড়ো মাপের মানুষ! আমি সামান্য ব্যাংকের কর্মচারী হয়ে কী দিতে পারব?"

ত্রস্ত ভাইয়ের বাম উরু চেপে ধরলেন আফতাব।

উদ্‌বেগ নিয়ে বললেন, "পারবেন ভাইজান, চাইলেই পারবেন। আমি একটা জিনিস চাইব, খুব ছোট্ট একটা জিনিস। এটা দিয়ে দিলে আর কক্ষনো আপনার কাছে কিচ্ছু চাইব না। শুধু আপনি বলুন, দেবেন।"

আমজাদ হেসে ফেললেন। কী বাচ্চামো করছে দেখো! বললেন, "আচ্ছা দেবো। কী এমন জিনিস চাই শুনি।"

"না না, এভাবে নয়। আমাকে ছুঁয়ে কথা দিতে হবে।"

হাত পাতলেন তিনি। আমজাদ নির্দ্বিধায় ধরলেন সেটা।

"যদিও কথা দেওয়ার দরকার ছিল না। কারণ তোমার ভাইয়ের মুখের কথার দাম আছে। নাও, বলো এবার।"

আফতাব জিভে ঠোঁট ভেজালেন। রয়েসয়ে বললেন, "যতদিন না বাড়ি ঠিক হচ্ছে, আপনারা সবাই আমার ওখানে থাকবেন।"

অমনি বিস্ফোরিত চোখে চাইলেন আমজাদ। হাঁ করতে গেলেই বাধ সাধলেন তিনি, "কোনো কথা নয়, ভাইজান, আপনি কিন্তু আমাকে ছুঁয়ে কথা দিয়েছেন। এখন কথা না রাখলে আমার ক্ষতি হবে। আপনি কি তাই চান? এই সবে সবে একটা অপারেশন থেকে বেঁচেছি কিন্তু।"

ঠোঁট টিপে হম্বিতম্বি গিলে নিলেন ভদ্রলোক। তিতিবিরক্ত আওড়ালেন, "রাজনীতির প্যাঁচ ভালোই চালিয়েছ, তাই না?"

"প্যাঁচ না ভাইজান, এটাই আমার জন্মদিনের সেরা উপহার হবে।"

CamScanner

আমজাদ চুপ করে রইলেন। সময় কাটল একটু। থমথমে নীরবতা ভেঙে বললেন, "কথা যখন দিয়েছি, তখন তো আর না করা যাবে না। ঠিক আছে, থাকব, তবে একটা শর্ত আছে।"

আফতাব অবিলম্বে বললেন, "আমি আপনার সব শর্তে রাজি। খালি বলুন কী করব।"

"তোমার গুণধর ছেলেকে পিউয়ের থেকে দূরে দূরে থাকতে বলবে।"

স্পষ্ট ইঙ্গিতটা বুঝেই ভদ্রলোক থতমত খেলেন। সংকীর্ণ আদলে মাথা নাড়লেন দ্রুত। ওসব শর্ত-টর্ত একটা ব্যাপার হলো? ভেতর ভেতর যে ভীষণ আনন্দে টগবগ করছেন তিনি। আহা, ভাইজান এখন থেকে সাথে সাথে থাকবেন, এর চেয়ে খুশির আর কিছু হয়?

CamScanner



আমজাদ শিকদার খুব মন খারাপ করে বাড়ির কথা জানালেন সবাইকে। ভেবেছিলেন, মিনা-জবা, পিউ সবাই কষ্টে একাকার হয়ে যাবে, কিন্তু পাশার চাল পড়েছে উলটো। মাস তিনেক সকলে মিলে এখানে থাকবেন জানার পর, হইচই পড়ে গেল ঘরময়। রুবায়দা, মারিয়া আর পুষ্পর সাথে জোট বাঁধল শিকদার বাড়ির সদস্যরাও। এত হই-হুল্লোড় দেখে আমজাদ বোকা বনে গেলেন। স্ত্রী-সন্তানের আমূল ভোল পরিবর্তনের বহরে চক্কর কাটল মাথাটা। কী মানুষ! নিজেদের ঘর ভাঙার এক ফোঁটা দুঃখও নেই? উলটো এ বাড়িতে থাকা নিয়ে আনন্দে উদ্‌বেল হয়ে ভাসছে?

ভদ্রলোক আহত চোখে সবাইকে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কারোর তার ভার মুখের দিকে নজর নেই। যে যার মতো উচ্ছ্বাস করতে ব্যস্ত। সব থেকে বেশি লাফাচ্ছে রাদিফ। ধূসরদের বাড়ি এলে এমনিতেও ওর যেতে ইচ্ছে করে না। এখন আবার টানা তিন মাস থাকা যাবে। এতসব কাণ্ড দেখে মনে মনে হাসলেন আমজাদ। সবাইকে নিয়ে থাকতে কে না চায়? তিনিও চান। আফতাবের সাথে থাকবেন। আগের মতো সকালে হাঁটতে যাবেন দুভাই। নাস্তা খাবেন, দাবা খেলবেন, গল্প করবেন। পরিস্থিতি একদিকে প্রতিকূলে বেঁকে গেলেও বাকি সবটা হাতের মুঠোয় তুলে দিয়ে গেছে। আমজাদ চোখ বুজে প্রার্থনা করেন, এই সুখের নীড়ে আর কোনো ঝড় না আসুক! সব ভালো হোক এখন, সব।

আজমল ঝড়ের খবর পেতেই অফিস ফেলে ছুটে এলেন ঢাকায়। বাড়ির দুশ্চিন্তায় ভদ্রলোকের একশা দশা। অথচ এখানে পৌঁছে দেখলেন, কারও মাঝে তেমন বিশেষ শোক নেই। উলটে হাসি-আড্ডায় মেতে আছে সকলে। খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি। মাথায় হাত পড়ল বিহ্বলতায়। তিনি ভেবেছিলেন, এতক্ষণে সবাই কেঁদেকেটে একাকার করে ফেলেছে। ভাইজানের বিপি হয়তো উঠে গেছে চূড়ায়। কিন্তু না, এ তো উলটো। তবে তাঁর আগমনে বাড়ির উৎসবের রেশ আরেকটু বাড়ল।

হুট করেই একটা পার্টি দেওয়ার প্রস্তাব রাখলেন আফতাব। সবাই এতে এক পায়ে রাজি। আমজাদের দিক থেকেও আপত্তি নেই। উৎফুল্ল প্রত্যেকেই আরও হইচই বাঁধিয়ে ফেলল তা নিয়ে। তবে এই পার্টির একটা বিশেষ কারণ

CamScanner

হলো, তাঁরা পরিবারের সবাই সহজে একসাথে হন না। বিশেষ করে আজমল, ছুটি পান না ভদ্রলোক। রাঙামাটি থেকে যখন-তখন আসাও তো মুখের কথা নয়। তাই আজকের পার্টির আয়োজন বিশালাকার।

চেনা-অল্প চেনা পরিসর থেকে, কাজ বাজের যত লোক আছে সবাইকে সেই পার্টিতে আমন্ত্রণ করেছেন তিনি। ধূসরও কাছের-দূরের সবাইকে ডেকেছে। আত্মীয়স্বজনের সমাগমও ভিড়ল সেথায়। ধূসর, ইকবালের আরেকজন বন্ধু আছে, সোহেল। ওদের সঙ্গে ঢাবিতে একই ডিপার্টমেন্টে ছিল। ব্যাবসার খাতিরে খুব একটা তার ঢাকায় থাকা হয় না। এবার ভাগ্যক্রমে ছিল, তাই আমন্ত্রণ করল ধূসর। একটা বিশাল মার্সিডিজ নিয়ে শৌখ নীড়ে হাজির হলো সে।

বাড়িতে রান্নাবান্নার ঝামেলা আজ নেই। শরবত থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু বানানোর জন্য লোক রাখা হয়েছে। বাড়ির মেয়ে-বউরা বেশ সুন্দর করে সাজল সবাই। পিউও বাদ পড়েনি। ও একটা সবুজ জামা পরেছে। তবে সাজগোজ ওই লিপস্টিক অবধি।

মারিয়া, পুষ্প দুজনেই আগেভাগে তৈরি। পিউ সদ্য গোসল করায়, লম্বা চুল নিয়ে বিপাকে পড়েছিল। শুকাতে সময় লাগল বেশ। যতটা পারল আঁচড়ে পাঞ্চ ক্লিপ দিয়ে আটকে নামল নিচে। বসার ঘর তখন কোনো সম্মেলনের চেয়ে কম কিছু না। এত লোক! পরিচিত মুখের চেয়ে অপরিচিতের সংখ্যা অনেক বেশি। পিউ চুপটি করে এক কোণে দাঁড়াল। মারিয়া, পুষ্প কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। এত ছেলেপেলে! ও বরং এখানেই থাকুক। হিতে-বিপরীত করে একটু নড়লেই ধূসর ভাই রেগে আগুন হয়ে যাবেন। পার্টির আগেই বারবার করে বলেছেন, একা না থাকতে।

আচ্ছা, সে মহাশয় কোথায়? পিউ গলা তুলে এদিক-ওদিক দেখল। তক্ষুনি পেছনে এসে দাঁড়াল কেউ। কানের পাশে বাড়ি খেল তপ্ত একটি স্বর, "আমাকে খুঁজছিস?"

চমকে পিছু ফিরল মেয়েটা। ধূসরকে দেখে মিইয়ে এলো শরীর। চিবুক নামিয়ে বলল, "না মানে, ওই..."

মাঝপথেই আচমকা পাঞ্চ ক্লিপটা টেনে খুলে ফেলল ধূসর। সঙ্গে সঙ্গে পিউয়ের লম্বা চুল এসে আছড়ে পড়ল পিঠে। অবাক চোখে চাইল সে। উত্তর হিসেবে হাত টেনে মুঠোর ভেতর ক্লিপটা ধরিয়ে দিলো ধূসর। বলল হাস্যহীন, "খোলা থাকুক। চুল বাঁধলে তোকে জঘন্য লাগে।"

CamScanner

তারপর হেঁটে গেল সামনে। কিছুক্ষণ তাজ্জব চেয়ে থেকে মাথা নুইয়ে হাসল পিউ। তখনই হাজিরা দিলেন মিনা। ভদ্রমহিলার দুহাতে দুটো ট্রে। শরবতের চাপে একেকটা গ্লাস নড়বড় নড়বড় করছে। কোনোরকম সাবধানী পা ফেলে হাঁটছেন সামনে। পিউ দেখেই বলল, "এ কী, তুমি এগুলো নিয়ে কোথায় যাচ্ছ, আম্মু?"

ভদ্রমহিলা থামলেন, "আর বলিস না, এত মেহমান না আজ! ওয়েটার সার্ভ করে কুলাতে পারছে না। ভাবলাম আমি একটু এগিয়ে দিই।"

পিউ কপালে ঠাস করে চড় মারল। কাজ ছাড়া মা একদণ্ড বসে থাকতে পারেন না। ভাবমূর্তি দেখেই মিনা কিছু থতমত খেলেন। আমতা-আমতা করে বললেন, "আমি একা নই। তোর মেজো মাও দিচ্ছে, ওই দেখ।"

অদূরের রুবায়দাকে দেখালেন তিনি। ভদ্রমহিলা সত্যিই খাবার সার্ভ করছেন। পিউ বলল, "আচ্ছা বুঝেছি। এক কাজ করো, একটা ট্রে আমাকে দাও। আমি দিয়ে দিই।"

"তুই পারবি?"

"দাও না!"

মিনা শরবতের একটা ট্রে ওর দিকে দিলেন, "দেখিস, ফেলে দিস না।"

পিউ মাথা নাড়ল। যেতে নিয়েও চাইল ফিরে, "আচ্ছা, আম্মু আপুদের কাউকে দেখেছ? নিচে নামা থেকে কোথাও পাচ্ছি না যে।"

"মারিয়াকে দেখলাম সাদিফের সাথে ছাদে যেতে। পুষ্পর কথা জানি না। রাদিফ আছে ওর সঙ্গে। এত সুন্দর সাজল, ছবি টবি তুলছে বোধ হয়।"

উত্তর দিয়ে চলে গেলেন তিনি। পিউ চারপাশে তাকাল। বসার ঘরের চারদিকে গোল করে সোফাসেট বসানো। মাঝখানে বিরাট ফাঁকা জায়গা। শরবতটা ও কোনদিকে দেবে? হঠাৎ চোখ পড়ল অদূরে। ধূসর, ইকবাল, সোহেল সবাই একসাথে বসে আছে। যেখানে ধূসর ভাই আছে, পিউ সেখানে না গিয়ে পারে? ত্রস্ত পায়ে এগোল মেয়েটা। ক্ষুদ্র শরীরটা নিয়ে সামনে দাঁড়াতেই কথা থামিয়ে চাইল সবাই। ধূসরের ভ্রু বেঁকে গেল। হাতের ট্রেটায় দেখল এক পল, "তুই এনেছিস কেন?"

পিউয়ের উত্তর তৈরি। মৃদু কণ্ঠে জানাল, "আম্মু একা দুটো নিয়ে হাঁটতে পারছিল না। তাই একটা আমি নিলাম।"

ইকবালের কণ্ঠে বিভ্রান্তি, "কিন্তু আন্টিই বা সার্ভ করছেন কেন? লোক রাখা হয়েছে তো।"

CamScanner

"আমি ওসব জানি না, আম্মু এমনই।"

পিউ একে একে গ্লাস নামিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। ধূসর তখনও কপাল কুঁচকে চেয়ে। এই রূপ দেখলেই সব আউলে ফেলে পিউ। উদ্‌বেগ নিয়ে বলল, "এমন করে তাকাচ্ছেন কেন? এটা তো আমাদের নিজেদেরই বাড়ি, তাই না? নিজের বাড়ির কাজ করলে কিছু হয়, বলুন?"

ধূসর চোখ সরিয়ে নিল। শ্বাস ফেলল ছোট্ট করে। ইকবাল মাথা ঝাঁকাল, "ঠিক। কথায় কিন্তু ভেজাল নেই।"

পিউ আর দাঁড়াল না। ধূসর মুখ খোলার আগে পালিয়ে যাওয়া শ্রেয়। কোন কথায় কী বলে ধমকাবে! চটপটে পায়ে জায়গা ছাড়ল অমনি।

ওর যাওয়ার দিকে তখনও চেয়ে রইল সোহেল। তার জানামতে তো ধূসরের বোন, মারিয়া। সেবার বিয়েও খেয়ে গেল। এই মেয়েটাকে তো আগে দেখেনি। যেভাবে কথা বলল, মনে তো হচ্ছে ধূসরের আত্মীয় কেউ হবে। প্রশ্নটা সে মনে চেপে রাখতে পারল না। জিজ্ঞেস করল রয়েসয়ে, "মেয়েটি কে, ধূসর? কী হয় তোর?"

ধূসর চেয়েছিল অন্যদিকে। পিউ সম্পর্কিত কথায় তড়াক করে ফিরল অমনি। শূন্য দৃষ্টিতে শুধাল, "কেন?"

"না, এমনিই। নতুন দেখলাম তাই। আত্মীয় নাকি?"

ধূসর হাঁ করার আগেই কথা কেড়ে নিল ইকবাল। আগ বাড়িয়ে বলল, "কাজিন, কাজিন। ধূসরের চাচাতো বোন হয়।"

মাথা নাড়ল সোহেল, "ওহ আচ্ছা।"

ধূসর মেজাজ খারাপ করে চাইল ওর দিকে। ইকবাল ফিসফিস করে বলল, "আরে ভাই, তোর ভালোর জন্যই বলেছি। সবে এমপি হয়েছিস। এসব ব্যক্তিগত তথ্য এক্ষুনি জনে জনে বলার দরকার নেই। বিয়ে হোক, সবাই একেবারে জানবে। না হলে হবু স্ত্রী নিয়ে একই বাড়িতে থাকছিস, এসব ফাঁস হলে কে কতভাবে রং ছড়াবে কোনো ধারণা আছে তোর?"

ধূসর আর কিছু বলল না। খুব ঠান্ডা চোখে সোহেলের দিকে ফিরল। ছেলেটার নজর অন্য কোথাও। যা অনুসরণ করে নিজেও চাইল ধূসর। দৃষ্টির তির গিয়ে বিঁধল পিউয়ের গায়ে। অমনি ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলে উঠল ওর। সোহেল পিউকে দেখছে। এই চাউনির ধরণ ধূসর বোঝে। দাঁত কপাটি পিষে নিল সে। কিছু বলতে গিয়েও থামল। ও অতিথি। এসেছে, খেয়েদেয়ে ফিরে যাবে আবার। এসব ভেবে চোখ বুজে শ্বাস ফেলে সামলাল নিজেকে।

CamScanner

তারপর ঝট করে উঠে চলে গেল কোথাও। সোহেলের নজর ফেরত এলো সহসা। জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছে ও?"

ইকবাল কাঁধ উঁচায়, "কী জানি, যাচ্ছে হয়তো বউ-টউয়ের কাছে।"

"ধূসরের আবার বউ! বিয়েই করল না।"

"উজবুক! মনের বউই সবচেয়ে বড়ো বউ। যাক গে, তুই তোর কথা বল। বাড়ি থেকে পাত্রী খুঁজছে বললি। কাউকে মনে ধরেনি?"

সোহেল বলল, "এতদিন ধরেনি। তবে একটা কথা বলব?"

ইকবালের কণ্ঠে আগ্রহ, "বল না।"

"ধূসরের কাজিন কিন্তু দারুণ সুন্দর, ভাই! ভালো লেগেছে আমার।"

ইকবালের ক্ষুদ্র প্রাণ লটকে পড়ল গলায়। সর্বনাশ!

হা-হুতাশ করে বলল, "লাভ নেই ভাই, ভালোলাগায় ফুলস্টপ মেরে দে। না হলে তোর জীবনে অন্য একজন ফুলস্টপ দিয়ে দেবে।"

সোহেল বোঝেনি। ফিরতি প্রশ্নের আগেই ইকবালের ডাক পড়ল। দরজার বাইরে থেকে পুষ্প জোরে জোরে ডাকছে। বউয়ের বাধ্য স্বামী হিসেবে তৎপর উঠে গেল ছেলেটা।

পিউ ভারি মুসিবতে পড়েছে। আশেপাশে কেউ নেই। যে যার মতো ব্যস্ত। ও যে কার সাথে থাকবে? ধূসর ভাই তো আবার একা দেখলেও খেই খেই করবেন। মেয়েটা অসহায় চোখে ছোটো মাকে খুঁজল। মা, মেজো মা, সবাই এখানে। ছোটো মা গেলেন কোথায়? বর পেয়ে কি নিচেও আসেননি?

পিউ ফোঁস করে শ্বাস ফেলে পাশ ফিরল, ধূসরকে এগিয়ে আসতে দেখেই শক্ত হয়ে দাঁড়াল অমনি।

ধূসর এসেই ওর হাতের কবজিটা খপ করে ধরল। কথা নেই, বার্তা নেই টেনেটুনে নিয়ে চলল কোথাও। বিভ্রমে ডুবতে থাকা পিউ বুঝল না কিছু।

বসার ঘর পেরিয়ে, খাবারের এখানটায় এসে থেমেছে ধূসর। তার চোখমুখের পাথুরে ভাব দেখে চুপসে এলো মেয়েটা। জিজ্ঞেস করল মিনমিনিয়ে, "কিছু হয়েছে?"

ভারি স্বরের আদেশ ছুটে এলো অচিরে, "চুল বাঁধ।"

"হ্যাঁ?"

ধূসরের কণ্ঠ শক্ত হলো, "চুল বাঁধতে বলেছি।"

পিউ বিভ্রান্ত চিত্তে অগোছালো পাতা ফেলল চোখের। হাতের কাছে চুল আটকানোর কিচ্ছু নেই। তাড়াহুড়ো করে খোঁপা করল তাও, কিন্তু ওর মাথায়

CamScanner

কিছুই ঢুকছে না। একটু আগে যে নিজেই এসে খুলে দিয়ে গেল সেই আবার! কিন্তু প্রশ্নটা করার সাহস পেল না পিউ। চমকে উঠল পরের দফায়। ধূসর পা থেকে ওড়নাটা নিয়েই ওর মাথায় জড়িয়ে দিলো। বড়ো একটা ঘোমটা পরিয়ে ঢাকল কপালের অর্ধেক। তর্জন ছুড়ল গভীর গলায়, "বসার ঘরে বেশি যাওয়ার দরকার নেই। পুষ্পদের সাথে থাক। মাথায় ঢুকেছে, কী বললাম?"

পিউ বোকা বোকা চেহারায় ঘাড় নাড়ল দুপাশে। বোঝাল, ঢোকেনি। ধূসর রেগে রেগে বলল, "না ঢুকলে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরে ঢোকাব। আমি যেন একা না দেখি। আর এই ঘোমটারও যেন নড়চড় না হয়।"

হম্বিতম্বি দিয়ে চলে গেল মানুষটা। পিউ নির্বোধ বনে চেয়ে রইল সে পথে। এই লোকের এত মুড সুইং হয় কেন? আশ্চর্য!

মারিয়া ফোনে শখানেক ছবি তুলেছে। চপল পায়ে ছাদ থেকে নেমেই পিউয়ের খোঁজ শুরু করল। ডাকাডাকি শুনে ফের বসার ঘরে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। মারিয়া ফোন বাড়িয়ে বলল, "ছবি তুলবি?"

পিউ মাথা নাড়ল। তুলবে না। মারিয়া বলল, "চুল বেঁধে রেখেছিস কেন? খুলে রাখ। সুন্দর লাগবে।"

পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মিথ্যে বলল স্বর নামিয়ে, "গরম লাগছে, আপু।"

ধূসরের ঈগল চোখ বারবার সোহেলকে দেখছে। একরকম পাহারা দিচ্ছে ওকে। সোহেলের মতিগতি ভালো নয়। বারবার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে কেন?

সোহেল পিউকেই খুঁজছিল। হন্যে চাউনি সেই মেয়ে বরাবর থামতেই ধূসরের গায়ে আগুন ধরে যায়। হনহন করে এসে দাঁড়াল ওর সামনে। জিজ্ঞেস করল কঠিন স্বরে, "কী খুঁজছিস তুই?"

হঠাৎ ও সামনে আসায়, ছেলেটা কিছু ভ্যাবাচ্যাকা খেল, "আমি, কই? কিছু না তো।"

"বারবার পিউকে দেখছিস কেন?"

সোজাসাপটা প্রশ্নে সোহেল ভড়কে গেল। চাইল থতমত চোখে। পরপরই হাসল সে। সহজ গলায় বলল, "তোর কাজিনের নাম তাহলে, পিউ? চেহারার মতো দেখছি নামটাও সুন্দর। আসলে আ..."

বাকিটা বলার আগেই চিতার মতো কলারে থাবা মারল ধূসর। এক হাতে টেনে আনল ওর শরীরটা। দাঁত চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "ডোন্ট ইউ

CamScanner

তোমার টু থিংকিং এবাউট দিস, সোহেল। শি ইজ অনলি মাইন। শি ইজ অনলি বর্ন ফর শিকদার ধূসর মাহতাব।"

সোহেল হকচকাল। ঘাবড়ে গেল। ধূসর ঝাড়া মেরে ওকে ছেড়ে দিলো আবার। কড়া কণ্ঠে বলল, "পার্টিতে এসছিস, পার্টি এনজয় কর। ভুলভাল জায়গায় চোখ দিতে যাস না। আমাকে তো চিনিস, আঁতে ঘা লাগলে আমি কিন্তু চোখ উপড়ে ফেলতেও পারব।"

সোহেলের প্রচণ্ড গায়ে লাগল কথাটা। মুখখানা থমথমে হয়ে উঠল নিমিষেই। ক্ষুব্ধ চোখে ধূসরের প্রস্থান দেখল কিছু পল। এত বড়ো অপমান! তাও একটা সামান্য মেয়ের জন্য? রুষ্ট নেত্র একবার অদূরের পিউয়ের পানে ঘোলাল সে। মেয়েটা ঠোঁট মেলে হাসল তখনই। মুক্তোর মতো চিরল দাঁতের হাসিটায় চোখ ধরে বসল সোহেলের। বেলাল্লাপনার চরিত্রটা সহসা ভেতর থেকে মাথা চাড়া দিলো।

আমজাদ ভালো গান জানেন। রবীন্দ্রসংগীত সবচেয়ে ভালো গান তিনি। আফতাব এতদিন আবদার করতে সাহস না করলেও, আজ একটা মোক্ষম সুযোগ পেলেন হাতে। চট করে মাইক্রোফোন নিয়েই ঘোষণা করলেন, "পার্টিটাকে আরেকটু উপভোগ্য করতে এখন আমার বড়ো ভাই একটা গান গেয়ে শোনাবেন।"

আমজাদ হাসছিলেন। হোঁচট খেলেন কথাটায়। তার আকাশ থেকে পড়ার মতো তাকানোতে কেউ পাত্তাই দিলো না। এক ঘোষণাতেই হাত তালির বর্ষণ হলো ঘরে। আফতাব দুগাল ভরে হেসে ডাকলেন, "ভাইজান, আসুন। গান গাইবেন, আসুন।"

আমজাদ নাক ফোলালেন, "আমি কখন বললাম, আমি গাইব?"

"না মানে মুখে বলেননি, কিন্তু মনে মনে বলেছেন। ভাই হয়ে আপনার মনের কথা বুঝব না?"

আজমল টান বসালেন হাতে। বললেন, "ভাইজান, আসুন আসুন। সবাই মিলে গাইব আসুন।"

আমজাদ আর গোঁ ধরলেন না। কেদারা ছেড়ে উঠে গেলেন ভাইয়ের সাথে। পাশে দাঁড়াতেই মাইক্রোফোনটা এগিয়ে দিলেন আফতাব। আবদার ছুড়লেন শিশুর মতো, "আমার হিয়ার মাঝে গানটা গাইবেন, ভাইজান। ওটা আপনার গলায় দারুণ শোনায়!"

আমজাদ হাসলেন, "আচ্ছা।"

CamScanner

আজমল গলা তুলে বললেন, "ফোকাস পয়েন্টের আলো বাদে বাকি আলোগুলো নেভাও তো কেউ।"

হুকুম তামিল হলো সহসা। শুধু ওনাদের তিন ভাইকে নিশানায় রেখে, সারাঘরের আলো নিভে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির হাতল মুঠোতে শক্ত করে চেপে ধরল পিউ। ওর অন্ধকারে একটু ভয় ভয় লাগে। পাশে মারিয়া আপু আছে অবশ্য, কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই কেন? চলে গেছে? পিউ নিশ্চিত হতে বাম হাতটা বাড়াল। মারিয়ার শরীর খুঁজে না পেয়ে হতাশ হলো একটু।

সেকেন্ড দুয়েক কাটল তারপর। আমজাদ চমৎকার সুর দিয়ে গান ধরেছেন। আফতাব গাইছেন, কখনো ঠোঁট মেলাচ্ছেন আজমলও। বাড়ির তিন গৃহিণী হাতে হাত রেখে শুনছেন সেসব। পিউ যখন একা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন আচমকা একটা ঠান্ডা হাত হাওয়ার বেগে এসে কোমর ছুঁয়ে দিলো। জামার ওপর থেকে মাংস তোলার মতন স্পর্শ সেটা। যেন খুবলে নিতে চাইছে। কলিজাসুদ্ধ ছলাৎ করে লাফিয়ে উঠল ওর। ব্যথায়, লজ্জায় কুকড়ে বসল শরীর।

ঝট করে আলোটা জ্বলে উঠল হঠাৎ। আমজাদের গান শেষ হয়নি। ভরাট পুরুষালি স্বরের সুরেলা গান যখন সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, লাইটের কড়া আলো ব্যাঘাত দিলো তাতে। গান থামিয়ে চাইলেন তিনি। আফতাব জিভে চ সূচক শব্দ তুলে বললেন, "আহা, আলো কে জ্বালাল?"

পিউ বিচলিত চোখে চারপাশে তাকাল। ওর ধারেকাছেও কেউ নেই। তাহলে অমন বিশ্রীভাবে ছুঁয়ে দিলো কে? কোমরের এখানটা এত জ্বলছে! ছিলে, রক্ত বেরিয়েছে বোধহয়। চোখের কোণে জল ছুটে এলো মেয়েটার। গলার কাছে দলা পাকাল কান্নার স্রোত। এমন নোংরা স্পর্শে রিরি করে উঠল সারা শরীর। একবার অসহায় চোখে ধূসরকে খুঁজল সে। খুঁজল মাকেও, কিন্তু খুঁজে কী লাভ? পিউ আদৌ এসব মুখ ফুটে বর্ণনা করতে পারবে?

এপাশে ইকবালদের সাথে দাঁড়িয়েছিল সোহেল। তার ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। অদূরের অস্থির এক কিশোরীকে দেখে সেই পৈশাচিক হাসিটা গাঢ় হলো আরও।

হঠাৎ সামনে থেকে আঙুলের ফাঁকে একটা কাঠের চেয়ার টানতে টানতে এনে দাঁড়াল ধূসর। ঠিক সোহেলের মুখোমুখি থামল। আচমকা জ্বলে ওঠা আলো নিয়ে সবাই যখন প্রশ্ন করতে মরিয়া, তুরন্ত কাঠের চেয়ারটা তুলেই সোহেলের মাথায় আছড়ে ফেলল সে। বিকট এক শব্দ ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। চেয়ারের শক্ত ভারি কাঠ, মাথার খুলি ফাটিয়ে দিতে যথেষ্ট শক্তি

CamScanner

নিয়ে নেমে এলো নিচে। একটা ভোঁতা ঠাস শব্দে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিক। সোহেল বুঝতেই পারল না কী ঘটেছে! তার মাথার এক পাশে তীব্র যন্ত্রণার সাথে দুলে উঠল শরীর। মানস্পটে ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে কাবু হয়ে দুম করে পড়ে গেল মেঝেতে। সবার পিলেসুদ্ধ চমকে যায়।

পিউ হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল। আর্তচিৎকার ছুড়ল ইকবাল, "ধূসর, কী করলি এটা?"

ধূসরের চোখ দুটো হিংস্র প্রাণীর মতো জ্বলছে। ফুঁসছে সরু নাক। ক্রুদ্ধ আঁচড় ঠোঁটের কোণে। চোখেমুখের অঙ্গার দিয়ে যেন গোটা জগত পোড়াতে চায়। প্রশস্ত বুকে অস্বাভাবিক ওঠানামা। ভাঙা চেয়ারের একটা হাতল তার আঙুলের মাঝে রয়ে গেছে। সেটাকে ছুড়ে ফেলতেই এক দফা নীরবতায় গুটিয়ে গেল ঘর। এত আমোদ-উচ্ছ্বাস থমকে গেছে মুহূর্তেই। কথা বলতে ভুলে বসল সবাই। শ্বাস নেওয়াও দুষ্কর যেন। শুধু এক নিঃশব্দ আতঙ্ক ঝুলে রইল বাতাসে।

সোহেলের মাথা চুইয়ে একটা চিকন রক্ত নেমেছে। অথচ ধূসর দমল না। ফের খপ করে ওর কলারটা ধরে টেনে তুলল ওকে। শব্দ-বাক্য নেই, চেয়ারের ভাঙা হাতলটা দিয়েই এক ঘা বসাল পেটের ওপর। এক ব্যথার সাথে দ্বিতীয় ব্যথায় ফের লুটিয়ে পড়ল ছেলেটা। ধূসর লম্বা পায়ে গিয়েই ফুটবলের মতো লাথি মারল ওকে। চোখ বেরিয়ে এলো সবার। আনন্দ রূপের হঠাৎ বিধ্বংসী দশায় ঘাম ছুটল যেন। ধূসর মারছে। ইচ্ছে মতো মারছে। বিড়বিড় করছে দাঁত খিচে, "আমার কলিজায় হাত দিস, এত সাহস তোর!"

ইকবাল যেন হুঁশ ফিরে পেল। ছুটে গিয়েই পেছন থেকে চেপে ধরল ওকে। সাদিফও গেল দেখাদেখি। আটকানোর প্রয়াস করল সেও। সোহেলের অবস্থা মুমূর্ষু। মাথার সাথে নাক ফেটে রক্ত পড়ছে এখন।

দুটো ছেলে এসে কোনোমতে তুলল ওকে। ইকবাল বিক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল, "ওকে নিয়ে যাও। সরাও ধূসরের সামনে থেকে, তাড়াতাড়ি।"

আধমরা ছেলেটাকে কোনোরকম ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো। ধূসর তেড়ে যেতে চাইলেও ইকবাল ও সাদিফ আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে রাখল আরও। ঘরের সবাই তখন আতঙ্কে ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে তাকিয়ে। কী থেকে কী ঘটেছে সব প্রহেলিকা। মারিয়া, পুষ্প থেকে জবা, মিনা, রুবা অবধি নিঃশেষ শঙ্কায়। মায়ের কোমর শক্ত করে ধরে রেখেছে রাদিফ। রক্তশূন্য মুখে চেয়ে চেয়ে ধূসরকে দেখছে সে।

CamScanner

একইরকম কাঁপছে পিউও! রীতিমতো থরথর করছে ভয়ে। এই লোকটাই কি ওর গায়ে হাত দিয়েছিল? ধূসর ভাই কি সেজন্যই মারলেন?

আমজাদ হতবাক, শুদ্ধ! চোখের সামনে ফোঁস ফোঁস করছে ধূসর। যেন আস্ত ফণা তোলা গোখরা কেউ ছেড়ে দিয়েছে এখানে। আফতাব হতবিহ্বল হয়ে বললেন, "মারলে কেন ওকে? ও না তোমার বন্ধু!"

ধূসর সেই উত্তর দিলো না। কট করে পিউয়ের দিকে চাইল। রক্তলাল চোখ দুটো দেখেই বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর। মানুষটা ধমকে উঠল কড়া গলায়, "সার্কাস হচ্ছে এখানে? যা, ঘরে যা।"

মেয়েটার দাঁড়িয়ে থাকার সাহস নেই। ওই এক ধমকেই দমকা হাওয়ার মতো ছুটে গেল ঘরে। আমজাদ আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কী সমস্যা তোমার, ওকে ধমকালে কেন? ও কী করেছে?"

আজমল বললেন, "কী হয়েছে, ধূসর। ছেলেটা কী করেছে? মারলে কেন?"

ধূসর কারও কথার কোনো জবাব দিলো না। নিঃশ্বাসের হিসহিসে শব্দটা কমানোর প্রয়াস করল একটু। তার চোখ মেঝেতে। কপালের তামাটে ত্বকে দুটো আঙুল ঘসতে ঘসতে বলল, "পার্টি এখানেই বন্ধ করো। কোনো দরকার নেই এসবের। খাইয়েদাইয়ে বিদায় করো সবাইকে। ঘরে যাচ্ছি আমি।"

আমজাদ বললেন, "আজব, মারলে কেন সেটা তো বলবে!"

ধূসর মুখের ওপর বলল, "ইচ্ছে হয়েছে তা-ই। আর কোনো প্রশ্ন?"

তারপর লম্বা পায়ে চলে গেল সে। আমজাদ রেগেমেগে বললেন, "কেমন বেয়াদব ছেলে বানিয়েছ এটা? ইচ্ছে হয়েছে বলে একজনের মাথায় চেয়ার ভেঙে ফেলবে?"

আফতাব কী বলবেন? আজকেও তাঁর কাছে উত্তর নেই। হতাশ ভঙ্গিতে বসে রইলেন চেয়ারে। আজমল পরিস্থিতি সামলাতে অতিথিদের বললেন, "আপনারা আমার সাথে আসুন। খাবারের ব্যবস্থা করি বরং।"

ধূসরের যাওয়ার দিক চেয়ে ছোট্ট শ্বাস ফেলল ইকবাল। সাদিক বলল, "কী ব্যাপার বলুন তো, ইকবাল ভাই? সোহেল তো আপনাদের বন্ধু। ভাই হঠাৎ মারল কেন তাকে?"

"জানি না। হতচ্ছাড়াটা আসা থেকে পিউয়ের দিকে হাঁ করে তাকাচ্ছিল। সেজন্যই বোধহয় ক ঘা খেয়েছে।"

সাদিকের ভ্রু কপালে, "হ্যাঁ?"

CamScanner

"হুঁ, এখন কেউ যদি সাপের সামনে গিয়ে হাত পা ছুড়ে নাচে আর বলে, আয় ছোবল দে, আয় ছোবল দে, সাপের কী দোষ বলো, সাদিফ বাবু? তোমার বসের প্রাণভোমরায় হাত দিতে গেলে এটুকু মার তো ভালভাত।"

সাদিফের মনে হলো শরীরে বৈদ্যুতিক শক লেগেছে। এমন ভাবে ঝাঁকুনি দিলো কাঁধটা। প্রকট চোখে অস্পষ্ট আওড়াল, "কী সাংঘাতিক বাপার.স্যাপার!"

এই ঘটনার পরে শিকদার বাড়ির সদস্যদের সহজ হতে বেশ কয়েকদিন লেগে গেল। আমজাদ ধূসরের সাথে কথাই বলছেন না। বেয়াদবের সাথে আবার কীসের কথা? পিউ নিজেও আশঙ্কায় জবুথবু। ধূসরের যা রূপ দেখল সেদিন, ওসব ভাবলেও ওর রোমকূপ সটান হয়ে পড়ছে। বাড়ির প্রত্যেকের সাথেই একটু দূরত্ব বাড়াল ধূসর। সোহেলকে সে কেন মেরেছে, আফতাব একবার জিজ্ঞেস করলেন, লাভই হলো না কোনো। স্বেচ্ছাচারী মানব কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করেনি। তবে পিউ আন্দাজ করতে পারছে। ওর মন বলছে, ওই লোকটাই ওকে ছুঁয়েছিল। না হলে শুধু শুধু অমন ভাবে ধূসর ভাই কেন রেগে যাবেন? ধূসরের সাথে সবারই কথাবার্তা কম হচ্ছে আজকাল। মায়ের সাথেও সে খুব একটা হুঁ-হাঁ করে না। কথা বলতে গেলেই প্রশ্ন করবে, সোহেলকে কেন মেরেছিস? এসবের উত্তর কোনোভাবেই দিতে চায় না ও। পিউ নিজেও একটু ভয়ে ভয়ে ঘুরছে। যদি আবার ধূসর ভাই এ নিয়ে চোটপাট শুরু করেন? কেন কথা শুনিসনি? বসার ঘরে কেন একা দাঁড়িয়েছিলি? সেই আতঙ্কে মেয়েটা ঘর থেকে খুব একটা নড়ছেও না ইদানীং।

আজমলও ছুটি কাটিয়ে কাজে ফেরত গেলেন। হাস্যরসে মেতে থাকা নিবাসে যখন একটা থমথমে নীরবতা নামল, তখনই বুঝেশুনে পরের পদক্ষেপ সারল প্রকৃতি। আজ বিকেল দিকে হঠাৎ করেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল মারিয়া। লাগাতার বমি, মাথা ঘুরছে। পেটে জল পড়লেও ঢেলে দিচ্ছে বেসিনে। দুর্বল শরীরটা নিয়ে মেয়েটা পুরোপুরি লেগে গেল বিছানায়। বাড়িময় সবাই চিন্তায় একশেষ এ নিয়ে। শশব্যস্ত ডাক্তার ডাকলেন আফতাব। এক চোট চেকআপ করে ফিরে গেলেন তিনি। এক সিরিঞ্জ ভরতি করে রক্ত নিয়েছেন সাথে। রিপোর্ট কাল দিলেও আজকেই যেন উৎকণ্ঠায় নিঃশেষ সবাই। রুবায়দা কী করবেন, কী খাওয়াবেন মেয়েটাকে অস্থির তা নিয়ে। মিনা তো শিয়র ছেড়ে উঠছেনই না। শুয়ে থাকা মারিয়ার মাথায় নিরন্তর হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সবার এত চিন্তা দেখে হাসল মেয়েটা। দুষ্টুমির মিটিমিটি হাসি। মিনার ঠিক নজর পড়ল তাতে। অমনি খটকা লাগল তার।

CamScanner

কিছু একটা মন দিয়ে ভাবলেন। ফিসফিস করে বললেন, "হাসছিস যে? কোনো খুশির খবর আছে?"

মারিয়া সলজ্জে মাথা নোয়াল। ব্যস, উত্তর বুঝেই সকলে চমকে গেল খুব। রুবায়দা বিস্মিত, স্তব্ধ! এর মানে তাঁর অতটুকু মেয়ে মা হবে? পুষ্প, পিউ অবাক হলো। পরের দফায় আনন্দে লাফিয়ে উঠল দুজনে। জবা ছুটে বাইরে গেলেন আফতাবকে খবর দিতে। মিনা স্ফূর্ত কণ্ঠে বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ! খুব খুশি হলাম।"

রুবায়দা মেয়ের কাছে ছুটে এলেন। চোখে জল টলমল করছে তাঁর। মিনা বললেন, "কী রে মেজো, নানি হতে যাচ্ছিস। বয়স তো বেড়ে গেল।"

ভদ্রমহিলা হাসলেন। মারিয়া উঠে বসল। ঝুঁকে গিয়ে মেয়েটার কপালে চুমু খেলেন তিনি। বললেন গাল ছুঁয়ে, "খুব সুখে থাক মা, খুব সুখে থাক।"

পিউ দাঁড়িয়ে থাকেনি। সে ফ্রিজ হাতিয়ে একটু পায়েস খুঁজে পেয়েছে। সেটুকু নিয়েই দৌড়ে এলো ঘরে। ঘোষণা করল প্রফুল্ল গলায়, "সবাই মিষ্টিমুখ করো। আমি খালামণি হচ্ছি।"

পুষ্প বলল, "শুধু খালামণি? মামিও তো হচ্ছিস। তাও একমাত্র মামি। মিষ্টি কিন্তু ডাবল খাওয়ানো উচিত।"

সবাই হেসে ফেললেও লজ্জা পেল মেয়েটা। ধূসর ভাইয়ের সাথে বিয়ে হবে ওর। আঙুলের কর গোণার মতো ঘনিয়ে আসছে দিন। এমন কথা শুনলেই কুণ্ঠার তোড়ে আপনা-আপনি গুটিয়ে বসে শরীরটা। মা-চাচিদের সামনে পিউ স্থির থাকতে পারল না। পায়েসের বাটি টেবিলে রেখেই ছুটে বেরিয়ে গেল ফের। অমনি আরেক দফা হাসির রোল পড়ল ঘরে। মারিয়া হেসে বলল, "লজ্জা পেয়েছে, আহারে বাচ্চাটা!"

সাদিফ শৌখ নীড়ে ফিরল বেশ রাত করে। ঘটনার কিছুই তাকে জানানো হয়নি এখনও। বেচারা আসতে চায়নি, ধূসর ঠেলেঠুলে পাঠাল। তবে ওই আসতে না চাওয়াটা অবশ্য ওপর ওপর থেকে। এত ঘনঘন এলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন কী ভাববে? এখন তো আবার চাচা শ্বশুররাও আছেন; কিন্তু মন যে ওসব মানে না। ওটা সারাক্ষণ বউয়ের কাছেই পড়ে থাকে। সাদিফের শরীর দূরে, বাকি সবটা শুধু তার ম্যালেরিয়াতে বন্দি।

আজ সে একাই বাড়িতে ঢুকল। ওকে পার্টি অফিসে রেখেই আগেভাগে চলে এসেছে ইকবাল। সেই আসায় তার হাজারখানেক ছুতো। ধূসর তখনও ফেরেনি। সাদিফকে কাজ থেকে ছুটি দিয়ে সে অন্য কোথাও গেছে।

CamScanner

চৌকাঠ মাড়িয়ে বাড়ি ঢুকতেই কিছু অবাক হলো সাদিফ। গুনে গুনে প্রত্যেকটা মানুষ বসে আছে এখানে। আমজাদ শিকদার থেকে, রাদিফ অবধি।

ছেলেটা থেমে থেমে পা বাড়ায়। ততোধিক ঘাবড়ে যায়, অতগুলো মানুষকে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে। আরও অদ্ভুত কথা, টেবিল ভর্তি মিষ্টির প্যাকেট। সাদিফ বিভ্রান্ত চোখে একবার মারিয়াকে দেখল। মেয়েটা মাথায় কাপড় দিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে। মুখ জুড়ে আশ্চর্যরকম সুন্দর আভা। আচমকা এই অন্যরকম সৌন্দর্যের মানেটুকু বুঝল না সাদিফ। এই যে গুরুজনরা সবাই তাকে চেয়ে চেয়ে দেখছে? এটাই আপাতত মস্ত বড়ো চিন্তার বিষয়। ওকে দেখেই রুবায়দা বললেন, "এসেছ, বাবা? বসো বসো। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।"

সাদিফ আরও গুলিয়ে গেল। ওর জন্য অপেক্ষা করবে কেন? ও তো কিছু করেনি।

হঠাৎ সবার মধ্যে থেকে একটা মিষ্টি তুলে উঠে এলো ইকবাল। সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "হাঁ করো তো, সাদিফ বাবু।"

ছেলেটা বলতে গেল, কেন? ঠোঁট খোলা মাত্রই আস্ত মিষ্টিটা ঠুসে দিলো ইকবাল। সাদিফ ভড়কায় একটু। তাকায় গোল গোল চোখে। ইকবাল ওর দুই বাহু চেপে ধরে ঝাঁকাল, "কংগ্রাচুলেশনস ভায়া, বাবা হচ্ছ তুমি।"

সাদিফের মিষ্টি আর গলা বেয়ে নামল না। রুদ্ধ শ্বাসের মতো আটকে রইল মুখে। চমকিত, হতবাক সে। স্তম্ভিতের ন্যায় চট করে স্ত্রীর দিকে চাইল। অমনি মাথা নুইয়ে নিল মারিয়া। গাল জোড়ায় তার এক টুকরো বিদায়ি সূর্য উঠেছে।

আফতাব বললেন,

"আমি খুব খুশি হয়েছি। নানা হব আমি। সেই খুশিতে কাল গরিব-মিসকিন ডেকে খাইয়ে দেবো ভাবছি। কেমন হবে বলুন তো, ভাইজান?"

আমজাদ বললেন, "ভীষণ ভালো হবে। সবাই তো আছিই হাতে হাতে সামাল দেওয়ার জন্য।"

মিনা বললেন, "সাথে একটু কাপড়চোপড় দান করলে কেমন হয়, ভাই?"

রুবা সুর দিলেন, "এটা আরও ভালো হবে।"

আফতাব মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, ধূসর আসুক। আলোচনা করে ঠিক করছি দাঁড়াও।"

CamScanner

সাদিফের তখনও কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। ও বাবা হবে? সত্যিই বাবা হবে! একটা তুলতুলে, মোমের মতো শরীর বুকে জড়িয়ে বসে থাকবে সারাদিন। ইকবাল কানের কাছে এগিয়ে এলো হঠাৎ। ফিসফিস করে বলল, "তোমার লজ্জা করে না? আমার সঙ্গে একইসাথে বিয়ে করে আগে আগে বাবা হয়ে যাচ্ছ, কেমন স্বার্থপর মানুষ তুমি, ভায়া।"

সাদিফ কাঁপা জিভ নেড়ে কিছু বলতে পারল না। তবে কেমন এলোমেলো হাসল। ইকবাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আসলে কী বলো তো, আমার সুপ্ত মনের একটা গুপ্ত ইচ্ছে হলো বাবা হব। কিন্তু বউ আমাকে প্রতি কথায় যা ধমকায়, ইচ্ছেটা বেশিদিন সুপ্ত রাখতে রাখতে এরপর না বিলুপ্ত হয়ে যায়।"

সাদিফ হেসে ফেলল। বুকে হাত দিয়ে দেখাল, "এখানে বল রাখুন, ভাই। লক্ষ্য থেকে সরা যাবে না।"

"বলছ?"

"অবশ্যই।"

ফুরফুরে ভঙ্গিতে হাসল ইকবাল। বুকটাকে ফুলিয়ে পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে আড়চোখে দেখে নিল স্ত্রীকে। মারিয়াকে নিয়ে মেতে আছে পুষ্প। থাকুক মেতে। রাতে বাগে পাবে না? মনে মনে ভাবল, "দুই থেকে তিন হওয়ার মিশন আজ থেকে শুরু করতে যাচ্ছি।

গেইট রেডি, মাই লাভ।"

মারিয়া সারাদিন শুয়ে থেকে থেকে বিরক্ত। এখনই সবাই ওর যত্নে উঠেপড়ে লেগেছে। খাবারটাও এনে দিচ্ছে বিছানায়। বড়ো মা বলে দিয়েছেন, যা লাগবে বলতে। তবুও উঠে আসা যাবে না। এই শরীরে ধকল দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। আর এই গুরুদায়িত্ব সব থেকে বেশি পালন করছে পিউ। ছোট্ট মেয়েটা একটু পরপর এসেই উঁকি দিচ্ছে রুমে। কী লাগবে, কী দেবে, কত প্রশ্ন তার! আদুরে এই কিশোরীকে দেখে মনে মনে হাসল মারিয়া। পুরোনো সেই আক্ষেপটাই আবার জেগে উঠল বুকে। ইস, কেন যে ওদের দুই পরিবারের এই মিটমাট আরও আগে হয়নি! পিউয়ের মতো একটা মিষ্টি মেয়ের সঙ্গ কতভাবে মারিয়া মিস করে গেল! পিউ লেবুর শরবত নিয়ে ঢুকল তখনই। টেবিলে রেখে বলল, "আম্মু পাঠিয়েছে। বলেছে বমি বমি লাগলে খেয়ে নিতে।"

মারিয়া মাথা নাড়ল। ও বলল, "আমি আজ ভেবেছিলাম তোমার সাথে ঘুমাব, কিন্তু ভাইয়া তো চলে এলেন। তাও কিছু লাগলে আমাকে ডাকবে। মনে থাকবে তো?"

CamScanner

হেসে ফেলল মারিয়া। পিউয়ের ফোলা গালটা টেনে দিলো আস্তে।

"পাকাবুড়ি একটা!"

মেয়েটা হাসল। হাত নেড়ে নেড়ে বলল, "আম্মু, মেজো মা, সেজো মা সবাই ব্যস্ত। কাল বাড়িতে আয়োজন আছে না? তোমার সব দায়িত্ব এখন আমার। পিউ যেখানে আছে, সেখানে চিন্তা নেই। আমি এখন যাই হ্যাঁ? ভাইয়া কি এসেছেন?"

"না, সে কোথায় বল তো? বাবা হবে জানার পর কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে?"

"আমি খুঁজে আনছি দাঁড়াও।"

পিউ বেরিয়ে গেল। মারিয়ার জিভটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। দুটো ঢোক শরবত খেয়ে ঢেকে রাখল আবার। এসবে কাজ হবে না। একদম ঝাল ঝাল কিছু খেতে ইচ্ছে করছে। আর সেই চাশমিশ মহাশয়, তার তো দেখাই নেই। একবারও রুমে আসেনি। কী করছে এত নিচে?

মারিয়া আর বসে থাকতে পারল না। বিছানা থেকে নেমে চলে এলো নিচে। কিন্তু বসার ঘরও ফাঁকা। একটা কাকপক্ষীও নেই। ও চারপাশে দেখল। মায়ের ঘর থেকে কথাবার্তার শব্দ আসছে শুধু। তার মানে সবাই ওখানে। মারিয়া সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। জিভটা বড্ড রামেন রামেন করছে। গৃহকর্মী কাজ করছিলেন। ওকে দেখেই বললেন, "কী লাগবে, আপা?"

"সমস্যা নেই। আমি করছি।"

মারিয়া কড়াইয়ে হাত দিতে যাবে, তুরন্ত এক জোড়া উদ্‌বেগী পা এসে থামল কাছে। ভীষণ মায়া নিয়ে ডাকল, "ম্যালেরিয়া।"

মেয়েটা চমকে তাকায়। সাদিফ এসেছে। অবাক হয়ে বলে, "আপনি! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?"

সাদিফের বাম হাত পিঠের সাথে লুকানো। খুব অধীর গলার স্বর, "পরে বলব। এখন আপনি একটু আমার সাথে আসুন।"

"কিছু হয়েছে?"

সাদিফ জবাব দিলো না। স্ত্রীর পেলব হাতটা লুফে নিয়েই চটপট বেরিয়ে এলো বাইরে। মারিয়া বিভ্রান্ত হয়। সেই বিভ্রান্তি দেখার দায়িত্ব ছেলেটা নিল না। ওকে নিয়ে সোজা ছাদে এসে থামল। চিলেকোঠার দেওয়াল ঘেঁষে একটা হলুদ বাল্ব ছাড়া, চারপাশের সবকিছু অন্ধকার। ঠিক

CamScanner

ওই আলোর নিচেই এসে দাঁড়াল দুজন। মারিয়ার কণ্ঠে বিভ্রম, "কী হয়েছে? হঠাৎ এখানে আনলেন কেন?"

শুকনো ঢোক গিলল সাদিফ। চোখের চাউনি অস্থির। এক হাত তখনও পেছনে রেখে জানাল, "কিছু কথা বলব।"

"এখানে?"

"হ্যাঁ, আপনি প্লিজ একটু শান্ত হয়ে দাঁড়ান!"

মারিয়া বুঝল, সাদিফের মনে কিছু চলছে। শাড়ির আঁচল কোমর থেকে ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, "আচ্ছা বলুন, কী বলবেন?"

সাদিফ একটু সময় নিল। সেকেন্ড কয়েক চোখজোড়া ফেলে রাখল ফ্লোরে। তারপর ঝট করে হাঁটু মুড়ে বসল তার সামনে। মারিয়া ভড়কে যায়। বিস্ময়ের এক চোট কম্পনে ধক করে কেঁপে ওঠে বুক।

বিশালাকার গোলাপ ফুলের তোড়াটা সামনে বাড়াল সাদিফ। বিমূঢ় মেয়েটার চোখে-চোখ রেখে বলল, "আপনাকে আর পাঁচটা প্রেমিকের মতো করে কখনো ভালোবাসার কথা বলা হয়নি। কিছু বাস্তবতার খাতিরে, মনের কথা আমি বাধ্য হয়ে মনেই রেখে দিয়েছিলাম। বিয়ের পরেও বলিনি সেসব; কিন্তু আমি জানি, আপনি আমাকে বোঝেন। জানেন, আপনার সাদিফ হাসান তার নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসে আপনাকে। এই পৃথিবীর বুকে আমি যখন একটা বিন্দুর মতো একা, শূন্য পড়েছিলাম? তখন আমার পাশে এসে আমার হাতটা ধরে আপনি আমাকে পূর্ণ করলেন, ম্যালেরিয়া। আর তারপর, আজকে আমার জীবনের সবথেকে শ্রেষ্ঠ উপহার দিলেন আমায়। আমি বাবা হচ্ছি, ম্যালেরিয়া। আপনার সন্তানের বাবা। সাদিফ আর একা নয়, তার ম্যালেরিয়া আছে, সন্তান আছে। তার ভরা পরিবার হয়েছে আজ। আর এভাবে আমার রিক্ততাকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেওয়ার আনন্দে, আমার বাচ্চার মায়ের জন্য এই সামান্য উপহার। পৃথিবীর সবথেকে পবিত্র সৃষ্টি ফুল। সেই ফুল আমি আমার জীবনের ফুলকে দিতে চাই। যার পবিত্র মুখটা দেখে একদিন এই সাদিফ হোঁচট খেয়ে প্রেমে পড়েছিল। বুকের বা-পাশের একটা আশ্চর্য কম্পন অনুভব করে বুঝেছিল, সাদিফ হাসান শেষ। তার নিজের কিছু নেই। তার জীবনের একচ্ছত্র আধিপত্য শুধুই ম্যালেরিয়া নামক সুরূপার হাতে।"

একটু থেমে বলল, "আমি আপনাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি, ম্যালেরিয়া। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ-নক্ষত্রের মতো সত্যি হলো, আমি আপনাকে ভালোবাসি।"

মারিয়া মূক বনে রইল। বিস্ময়, বিমোহে মস্তিষ্কের সবটা তার জট পাকিয়ে গেছে। কাঁপা হাত বাড়িয়ে ফুলের বুকেটা আকড়ে ধরল শুধু। হলদে

CamScanner

আলোয়, সুনয়নার অক্ষিদুটোয় টলটলে জলের ধারা স্পষ্ট বুঝল সাদিফ। উঠে দাঁড়াল সে। মুচকি হেসে ঘনিষ্ঠে এলো। চোখজোড়া মুছিয়ে দিলো যত্নে। অঞ্জলিপুটে দুগাল রেখে, ঠোঁটটা কপালে বসাতে যাবে কোত্থেকে চ্যাঁচিয়ে উঠল পিউ।

"এই আমি এখানে, আমি এখানে।"

দুজনে চমকে যায়। ছিটকে সরে আসে একে-অন্যের থেকে। পিউয়ের মাথা নিচে। চোখমুখে অসহায়ত্ব। সাদিফ মাথা চুলকে বলল, "তুমি মানে, তুমি এখানে কেন, আপু?"

পিউ ওড়নার মাথা আঙুলে প্যাঁচাচ্ছে। মুখটা কাঁচুমাচু লজ্জায়, "আমি এখানেই ছিলাম, ভাইয়া। আপনারা পরে এসেছেন। আমি যাই।"

ছটফটে জবাব দিয়েই চপল পায়ে ছুটে গেল কিশোরী। মারিয়া কুণ্ঠায় বুঁদ। নিম্নোষ্ঠ টিপে এদিক-ওদিক দেখছে। পিউ যেতেই আইঢাই করে উঠল, "একটু দেখে নেবেন তো কে আছে না আছে! ছোটো মানুষটা সব দেখে ফেলল।"

সাদিফ দুই ভ্রু উঁচায়, "পিউ ছোটো? কী যে বলেন না! ধূসর ভাইয়ের মতো মানুষকে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়াচ্ছে, সে আবার ছোটো।"

পিউ হাঁটতে হাঁটতে মিটিমিটি হাসছিল। সাদিফ-মারিয়ার কথাবার্তা ও সব শুনেছে। সাথে লজ্জাও পেয়েছে খুব। তখন মারিয়াকে শরবত দিয়ে সোজা ছাদে গিয়েছিল। বাড়ির কোথাও সাদিফকে না পেয়ে ভেবেছিল হয়তো ওখানে থাকবে, কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই এলো ওরা। সাদিফ যখন গড়গড় করে কথাগুলো বলছিল, পিউ চেয়েও বাধা দিতে পারেনি। তবে তারপরের দৃশ্যটায় নিজেকে আর থামিয়ে রাখা যায়নি। এরা যে কথা রেখে ওসব করবে জানতো না কি পিউ? ফের ওসব ভেবেই, ফিক করে হেসে ফেলল মেয়েটা। তক্ষুনি সামনে পড়ল ইকবাল। প্রস্থে চওড়া শরীরটা পথরোধ করে দাঁড়াতেই, থেমে গেল পিউ। ইকবালের চোখ সরু, "কী পিউপিউ, একা একা হাসছ কেন?"

ও সজোরে মাথা নাড়ল দুদিকে। বোঝাল, কিছু না।

ইকবাল সন্দেহী কণ্ঠে বলল, "উঁহুঁ, হাসি বলে দিচ্ছে ঘটনা কিছু ঘটেছে। ছাদ থেকে নামলে দেখলাম। কী, ধূসর আছে ওখানে? নিশ্চয়ই হতচ্ছাড়াটা চুপিচুপি ছাদে গিয়ে প্রেম করছিল, তাই না? দেখে আসি তো।"

পিউ উদ্‌বেগ নিয়ে বলল, "এমা না না, উনি এখনও ফেরেননি। আমি তো ওই সাদিফ ভাইয়ার মারিয়াপুকে প্রপোজ করা দেখে হাস..."

CamScanner

মাঝপথেই থামল সে। খেয়াল পড়ল মুখ ফস্কে সব বলে ফেলেছে। ইকবাল অবাক হয়ে বলল, "বাবা! সাদিফ বাবু আবার বিয়ে করা বউকে প্রপোজও করে? এজন্যই অত বড়ো বুকে কেনা? সে যাক গে, বউ করুক, ও যা ইচ্ছে করুক। কিন্তু তোমার হাসি দেখে তো মনে হচ্ছে মারিয়ার চেয়ে বেশি লজ্জা তুমি পেয়েছ।"

পিউ মাথা নোয়াল। নিষ্পাপ কণ্ঠে বলল, "ওই না মানে, আসলে সিনেমা ছাড়া সামনে থেকে তো এমন কিছু কখনো দেখিনি। তাই আর কি একটু..."

ইকবাল কথা টেনে নিল। ভীষণ তাজ্জব হয়ে বলল, "কখনো দেখোনি মানে? ধূসর তোমাকে প্রপোজ করেনি কখনো?"

পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঠোঁট উলটে বলল, "আর প্রপোজ! এখন অবধি ভালোবাসিই বলল না।"

ইকবালের চোখ কপালে উঠে যায়। বিস্মিত সে।

"কী বলছ, পিউপিউ? সত্যি?"

ও ঠোঁট উলটে মাথা নাড়ল।

"হুম, আপনি, সাদিফ ভাইয়া, আপনারা কত রোমান্টিক! আপুদের কত ভালোবাসেন! আর উনি, উনি তো আমার দিকে ঠিক করে ফিরেও তাকান না। একটু হাসেনও না জানেন! আপনার বন্ধু আস্ত একটা নিরামিষ ভাইয়া। পচা পান্তা ভাতের মতো ম্যাড়ম্যাড়ে।"

ইকবাল অতীষ্ঠ হয়ে বলল, "ঠিক বলেছ, এই হতচ্ছাড়াটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। কত্ত বড়ো গাধা! প্রেম করছে অথচ প্রেমিকাকে প্রপোজ অবধি করেনি? এত ছোটো মুখ নিয়ে আবার বিয়ের মতো বড়ো কথা বলে? মানুষকে পেটাতে তো ঠিকই পারে। তার বেলায় গায়ে খুব জোর! নাহ, আমার সম্মান কিচ্ছু রাখলই না ধূসর। এতদিন একসাথে থেকেও কিছু শিখল না? না না, এর তো একটা বিহিত করতে হচ্ছে।"

অমনি প্রকট চোখে চাইল পিউ।

"বিহিত! কীসের বিহিত? উনাকে আবার কিছু বলে দেবেন নাকি? তাহলে কিন্তু আমাকে খুব ধমকাবে।"

মাছি তাড়ানোর মতো হাত নাড়ল ইকবাল, "আরে, ওর কলিজায় এত সাহস যে তোমাকে ধমকাবে? আমি আছি না? তুমি শুধু ইকবাল পাঠানের ক্যালমা দেখে যাও। এমন খেল দেখাব না? হুড়মুড়িয়ে এসে প্রপোজ করে যাবে।"

CamScanner

পিউ ভরসা পেল না। ও তো ধূসরকে একটু হলেও চেনে। ওই মানুষ হুড়মুড়িয়ে এসে প্রপোজ করবে? এটা সম্ভব কখনো? মনে হচ্ছে এবার আচ্ছামতো ফাঁসাবেন ইকবাল ভাই। ব্যাপারটা সামাল দিতে বলল, "আসলে ভাইয়া, উনি সেভাবে প্রপোজ না করলেও আমাকে কিন্তু একটা আংটি দিয়েছিলেন।"

ইকবাল ওর হাতের দিকে চাইল। ফাঁকা আঙুল দেখে বলল, "কোথায়?"

পিউয়ের চেহারায় কালো মেঘ ছুটে এলো সবেগে। কাঁদোকাঁদো কণ্ঠে বলল, "আব্বু নিয়ে গেছে। বিয়ে নিয়ে আগেরবার ঝামেলা হলো না? অত দামি আংটি দেখেই বুঝেছিলেন এটা ধূসর ভাইয়ের দেওয়া। আমার ফোন, আংটি সব নিয়ে গেলেন তারপর। বলেছিলেন, যদি রাজনীতি ছেড়ে আসে তখন ফেরত নিও। কিন্তু কিছুই ফেরত দিলো না। আর আমিও লজ্জায় গিয়ে চাইতে পারছি না।"

ইকবাল সাথে সাথেই বলল, "আরে এটা একটা কথা হলো? আংটি একটা নিলে ধূসর তোমাকে আরও দশটা কিনে দেবে। হতচ্ছাড়াটার প্রচুর টাকা, বুঝলে! শোনো পিউপিউ, তুমি ওসব আমার ওপর ছেড়ে দাও। ইকবাল ইজ দেয়ার, নো টেনশান, নো ফিয়ার। এখন আসি সুন্দরী শালিকা, বউটা নিশ্চয়ই খুব মিস করছে আমায়।"

হেলেদুলে পাশ কাটিয়ে চলে গেল সে। অথচ একটা স্যাঁতসেঁতে পিচ্ছিল চিন্তার রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে রইল পিউ। কী হবে এবার? ইকবাল ভাই যে মানুষ, ধূসর ভাইকে গিয়ে কী থেকে কী বলবেন! মানুষটা তো ওকে এসেই ধমকাবে। তার ধমকানো শো রুমের সব ডিসকাউন্ট অফার পিউয়ের জন্যই বরাদ্দ থাকে কিনা। নাহ, ইকবাল ভাইকে মনের কথা বলতে গিয়ে বড়ো বিপদ ঘনিয়ে এলো। মেয়েটার মন বলছে, এবার ও শেষ।

ধূসর বাড়ি ফিরল রাত করে। গোটা শৌখ নীড় তখন নিশ্চুপতায় মেতে। রুমের আলো জ্বালিয়ে, সবে শার্টের বোতাম খুলবে এর মাঝেই দরজায় এসে দাঁড়াল ইকবাল। ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে বলল, "আসব?"

ধূসর ফিরে চাইল, "আয়।"

স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তে ঘরে এলো সে। দুহাতের তালু ঘষতে ঘষতে গিয়ে দাঁড়াল ওর সামনে। বন্ধুর মুখের দিকে চাইল ধূসর। অমনি দন্তপাটি মেলে দিলো ইকবাল।

"কিছু বলবি?"

CamScanner

সবেগে ঘাড় নাড়ল ছেলেটা। বোঝাল, হ্যাঁ।

"কী?"

"কেমন আছিস?"

ধূসর নাক-চোখ কুঁচকাল, "এটা জিজ্ঞেস করতে এই রুম অবধি এসেছিস?"

"না তো, এটা দিয়ে শুরু করলাম। ভাষণে যেমন শুরুতে একগাদা লোককে ধন্যবাদ দিতে হয় না? অমন।"

ধূসর বিরক্ত চোখে চাইল, "ঝেড়ে কাশ, ইকবাল। আমি ভীষণ টায়ার্ড! তোর ইয়ার্কি নেওয়ার মতো এনার্জি কিন্তু নেই।"

ইকবাল কলার ঠিকঠাক করল। একটু কেশে সত্যিই প্রস্তুত করল নিজেকে। তারপর ফটাফট বলল, "আসলে ভাবছিলাম, এই যে সাদিফ বাবু বাবা হচ্ছে, সেজন্য তোর আমাকে একটা কিছু গিফট দেওয়া উচিত না?"

"বাবা হচ্ছে সাদিফ, গিফট তোকে দেবো কেন?"

"তাহলে তুই যে মামা হচ্ছিস সেজন্য দে। শত হলেও আমি তোর ন্যাংটা কালের বন্ধু, ভাই। কোন বয়স থেকে তোকে চিনি আমি! ওই বয়সে বিয়ে দিলে বাল্যবিবাহের কেসে তোর বাপকে মানুষ ধরে নিয়ে যেত। একটু অন্তত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আমার প্রতি। কিছু অন্তত দে ভাই, ভালো মানুষ পেয়ে অবিচার করিস না। পাপ লাগবে।"

ধূসর হতভম্ব চোখে চেয়ে থাকে। সরু নেত্র আরও ছোটো হয়ে বসেছে। ইকবাল মেয়েদের মতো ঠোঁট ফোলাল, "দিবি না?"

"কী দেবো? কী চাই?"

ও মিনমিন করে বলল, "পিউকে একটু প্রপোজ করতে হবে।"

"কী!"

বলার ধরন শুনেই, নিভে গেল ইকবাল। মুখ ভোঁতা করে বলল, "এমন চোখ বড়ো করে তাকাচ্ছিস কেন? এসব কি আমার কথা নাকি? পিউই তো বলল, ও তোর মুখে ভালোবাসি শুনতে চায়।"

ধূসরের কণ্ঠ সন্দিহান, "পিউ বলেছে?"

সজোরে ঘাড় নাড়ল ইকবাল, "বিশ্বাস হচ্ছে না?"

সে মুখের ওপর বলে দেয়, "না।"

ইকবাল উদ্‌বেগ নিয়ে বলল, "আরে সত্যি বলছি। এই একটু আগেই কথা হলো। এত মন খারাপ না মেয়েটার! কেঁদেকেটে একেবারে হেঁচকি তোলার অবস্থা। নাক টেনে টেনে বলল, ভাইয়া ধূসর ভাই একটা আনরোমান্টিক। পচা পান্তার মতো ম্যাড়ম্যাড়ে। আমাকে ভালোবাসি

CamScanner

বলেনইনি কখনো। আমার না অনেক ইচ্ছে ধূসর ভাই আমাকে প্রপোজ করবেন! আই লাভ ইউ জান বলে জাপটে ধরবেন; কিন্তু করছেনও না, ধরছেনও না।"

ধূসর ভ্রু নাঁচাল, "তাই?"

"হ্যাঁ, আমি শুধু শুধু মিথ্যে বলতে যাব কেন?"

"আমি কখন বললাম তুই মিথ্যে বলছিস?"

ইকবাল থতমত খেল। মাথা চুলকে বলল, "না মানে, ভেবেছিলাম বলবি। সে যাইহোক, বেচারির আংটিটা তোর হিটলার শ্বশুর জব্দ করে রেখেছে। পিউপিউটার মুখের দিকে তাকানোও যাচ্ছে না, বুঝলি! তুই এখন একটা নতুন আংটি আর গোলাপ নিয়ে ওকে প্রপোজ করে ফেল। খালি হাঁটু গেড়ে বসে একবার আই লাভ ইউ বলবি, ব্যস। ব্যাপারটা কত ভালো হবে ভাব তো! বাচ্চা একটা মেয়ে, তার ইচ্ছে তোর অবশ্যই পূরণ করা উচিত, ধূসর।"

এক নিঃশ্বাসে বলে থামল ইকবাল। অথচ নিষ্প্রভ চিত্তে ধূসর সামনে থেকে সরে যায়। এতগুলো কথার পিঠে যুতসই জবাব তো দিলোই না, উলটে কাঠখোট্টা শুধাল, "তুই কি আর কিছু বলবি?"

"না, কেন?"

"যা তাহলে।"

ইকবাল তাজ্জব বনে বলল, "কেন? যা বললাম সেটার কী করবি কিছুই তো বললি না।"

ধূসর সোজাসুজি জানিয়ে দিলো, "আমি এসব পারব না।"

"পারবি না! পারবি না কেন?"

"এমনি।"

"এটা কোনো কথা? ভালোবাসলে বলতে সমস্যা কোথায়?"

ধূসর সরাসরি চাইল। ভণিতা বিহীন বলল, "ভালোবাসলেই বলতে হবে কেন?"

ইকবাল নরম সুরে বলল, "এমন করিস না, ভাই। আমি কত বড়ো মুখ করে বলে এলাম! তুই আমার কথা রাখবি না, ধূসর?"

দুরূহ জবাব এলো, "না।"

ইকবাল আহত হলো। মুখ গোঁজ করে বলল, "এভাবে বলতে পারলি, ধূসর? আমার কোনো দাম নেই? আমার কথা বুঝি সস্তা?"

ধূসর চ সূচক শব্দ তুলল জিভে। মুখায়বের বিরক্তি দেখে দুঃখী দুঃখী মুখ করল সে।

CamScanner

"এখন এভাবে তাকাচ্ছিস, তাই তো? এমপি হতেই বন্ধুকে ভুলে গেছি ধূসর? ছি! একটা আস্ত ছি তুই! ঠিক আছে, আর আসব না তোর রুমে। যাচ্ছি।"

অভিমানে গাল ফুলিয়ে হাঁটা ধরল ইকবাল। কয়েক পা গিয়ে থামল ফের। ঘুরে বলল, "সত্যিই চলে যাচ্ছি কিন্তু।"

ধূসর দুহাত বুকের সাথে ভাঁজ করে দাঁড়াল। নিরুৎসাহিত বলল, "যা।"

"সত্যি সত্যি গেলাম কিন্তু, অনুরোধ করে মরে গেলেও কিন্তু আর আসব না।"

ধূসর কাঁধ উঁচায়, "আসিস না।"

গুরুতর চোখে চাইল ইকবাল, "আমি চলে গেলে তোর কষ্ট হবে না?"

ধূসর নিরুদ্‌বেগ, "না।"

ইকবালের মুখটা থম মেরে গেল। কিছুক্ষণ পাথর হয়ে থেকেই হুড়মুড় করে এসে বসে পড়ল খাটে।

"যাব না, কী করবি?"

হেসে ফেলল ধূসর। গাধাটাকে তার প্রতি পরতে পরতে চেনা। কিন্তু হাসিতে গা জ্বলে গেল ইকবালের। হুংকার ছুড়ে বলল, "হাসবি না ধূসর, আমি আজ এই খাটে বসার স্ট্রাইক দেবো বলে দিলাম। তুই পিউকে প্রপোজ না করলে আমাকে এখান থেকে কেউ ওঠাতে পারবে না।"

জবাব এলো নিস্পৃহ, "উঠিস না। বসে থাক।"

ইকবালের পাশে তোয়ালে ছিল। সেটা হাতে তুলে ওয়াশরুমে ঢুকে পড়ল ধূসর। বন্ধুর এই আশ্চর্য উদাসীনতায় ছেলেটার মাথায় আগুন ধরল রাগে। কটমট করে বলল, "শালা সম্বন্ধী, আমার কথা শুনলি না তো? অভিশাপ দিলাম, শালা জীবনে ডিভোর্স পাবি না।"

পুরো বাড়ি তখন সুনসান রাতের মতো নির্জীব। এই মুহূর্তে যে যার ঘরে। হয়তো ঘুমাচ্ছেও সবাই। কিন্তু পিউ? ওর চোখে ঘুমের ছিটেফোঁটাও নেই। মেয়েটা শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে। ঘড়িতে সময় দেখল কয়েকবার। এত রাত হলো, ধূসর ভাই কি ফিরেছেন? খেয়েছেন মানুষটা? একই বাড়িতে থাকে। অথচ সারাদিন কাজের চাপে পিউয়ের সাথে দেখাও হয় না। আবার কদিন ধরে ও নিজেই এত দূরে দূরে থাকছে। এমনিতে নাস্তা খেতে বসলে যা একটু দেখা হয়, আজ তাও হয়নি। সকালে ও ওঠার আগেই ধূসর ভাই বেরিয়ে গেছিলেন।

CamScanner

পিউ উঠে বসল অমনি। নাহ, যতক্ষণ না ধূসর ভাইকে দুচোখ ভরে দেখছে, ততক্ষণে ঘুম বোধ হয় আসবে না। মেয়েটা ঝটপট বিছানা ছেড়ে নামল। ঘরের দরজা খুলল আস্তে করে। সারা বাড়ি তখন অন্ধকার। শুধু বসার ঘরের ডিমবাতিটা জ্বলছে। এক টুকরো নীল, ক্ষীণ আলো অল্পস্বল্প ঠিকড়ে আসছে ওপরে।

পিউ পা টিপে টিপে ধূসরের ঘরের সামনে গিয়ে থামল। দরজা খোলা। এর মানে কি তিনি সজাগ? ও মাথা নামিয়ে উঁকি দিলো। না, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আলোটাও তো নিভিয়ে রেখেছে। এত অন্ধকারে মানুষটাকে খুঁজবে কেমন করে? একটু নিঃশ্বাসের শব্দ পেলেও হতো। পিউ ঠিক বুঝে যেত ধূসর ভাই কোথায়!

মেয়েটা খুঁজে খুঁজে হতাশ হলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুক ফুলিয়ে। মনে হয় আজকের দিন তাঁকে না দেখেই যাবে। মন খারাপ করে এপাশ ঘুরল ফিরবে বলে, পিলেসুদ্ধ চমকে উঠল অমনি। ধূসর ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কপালের শ্যামলা ত্বকে দু-তিনটে ভাঁজ। পাতলা, চিকন ঠোঁট একটার ওপর আরেকটা চেপে বসেছে। পিউয়ের সংকীর্ণ আদল চুপসে গেল। কাঁচুমাচু করে বলল, "না মানে, আমি উঁকি দিচ্ছিলাম না। এমনিই দেখছিলাম।"

ধূসর কিছু বলল না। চেয়ে রইল অমন। এতেই সব গুলিয়ে ফেলল পিউ। বোকা বোকাভাবে চোখের পাতা ফেলল কবার। তার মনে দুটো সংশয় নেচে-কুদে বেড়াচ্ছে। এক, ইকবাল ভাই তখনকার কথা কিছু বলে দিয়েছেন কিনা। আর দুই, ও যে সত্যি সত্যিই ঘরে উঁকি মারছিল ধূসর ভাই বুঝে গেলেন কিনা। কিন্তু কোনোটারই কোনো স্পষ্ট সুরাহা পাওয়া গেল না। এমন স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকলে বিষয়টা মিটবে কী করে?

পিউ হাতের আঙুল কচলাল। ধূসরের সামনে এলেই ওর নিজেকে আসামি আসামি লাগে। না লাগার কারণও তো নেই। কেমন তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। এমন ঠান্ডা, নিশ্চল চাউনি বোঝার সাধ্য আছে কারও? মেয়েটা অকূল জলে পড়ল। মনে হলো, একটা থইথই সাগরে সাতার কাটতে কাটতে হাঁপিয়ে যাওয়া মানুষ সে আজ। এখন এই বিভ্রান্তিকর প্রসঙ্গটা কাটাবে কী করে? পিউ

নিভু চোখ তুলে চাইল ফের। ধূসরের মুখায়ব শিথিল হয়েছে। কপালের ভাঁজগুলোও নেই।

তক্ষুনি মারিয়ার বিষয়টা মাথায় এলো পিউয়ের। ব্যাস, ভয়ডর উবে গেল অমনি। স্ফূর্ত চিত্তে বলল, "ধূসর ভাই, আপনি শুনেছেন মারিয়া আপুর কথা? আপনি মামা হবেন। আমি খালামণি হব।"

CamScanner

বলার সময় তার কণ্ঠ ছিল শৃঙ্গে। যেন উপচে পড়ছে খুশি। অথচ ধূসর চোখ সরু করল, "তুই আর আমি ভাইবোন?"

পিউয়ের হাসি শেষ। সবেগে মাথা নাড়ল দুপাশে, "না তো।"

"সাইড দে।"

গম্ভীর তর্জন শুনেই চটপট দরজা ছেড়ে দাঁড়াল সে। চেহারায় অবোধ ভাব নিয়ে কথাগুলো পরপর সাজালো। খেয়াল পড়তেই জিভ কাটল পিউ। ইস, তাই তো, ও আর ধূসর কি ভাইবোন নাকি? ওদের তো বিয়ের কথা চলছে। তখন মায়েদের সামনে বলেছিল, বলেছিল। তাই বলে উনার সামনেও বলতে হবে এখন? ছি পিউ, তোর কি কোনোদিন বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না?

ধূসর পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকেছে। সুইচ টিপতেই অন্ধকারে মেখে থাকা কামরায় আলো ছেয়ে যায়। তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে পিউ। একটা কথা বলতে জিভখানা নিশপিশ করছে বড্ড। তারপর বেশ রয়েসয়ে শুধাল, "ইয়ে মানে, খেয়েছেন আপনি?"

ধূসর তাকায়নি। ধীর কণ্ঠে উত্তর এলো, "না।"

"খাবেন না?"

"খিদে নেই।"

পিউয়ের কণ্ঠ মিনমিনে, "এত বড়ো রাত, না খেয়ে থাকলে শরীর খারাপ করবে না? আমি খাবার এনে দিই?"

ধূসর ঘুরে চাইল। পালটা প্রশ্ন ছুড়ল, "তুই খেয়েছিস?"

ভীষণ দুঃখী মুখ করে মাথা নাড়ল কিশোরী। উত্তর হ্যাঁ হলেও, আসলে ও একদম খেতে চায়নি। ভেবেছিল ধূসর ভাই এলেই একসাথে খাবে। মানুষটা রাত করে ফিরবেন, একা একা খাবেন, আর আগে আগে খেয়ে বসে থাকবে পিউ? তা কখনো হয়? কিন্তু তার মনের আশা পূর্ণ হওয়ার পথে একটা বড়ো বাধা রাখলেন রুবায়দা। রীতিমতো ঘর থেকে টেনেটুনে এনে টেবিলে বসিয়ে দিলেন। হবু শাশুড়ির ওপর বাধ্য মেয়েটা আর না করতে পারেনি। নাকেমুখে গিলেছে কোনোরকম।

ও ফের বলল, "খাবার নিয়ে আসব, ধূসর ভাই?"

মানুষটার জবাব নেই। নিম্নোষ্ঠ দাঁতে কামড়ে ভাবল কিছু একটা। হঠাৎ এগিয়ে এসে মুখোমুখি হলো। পেলব হাতটা ধরে বলল, "আয়।"

মেয়েটা অবাক হয়। তাও প্রশ্ন করে না। কলের পুতুলের মতো সাথে সাথে পা ফেলে হাঁটে। ধূসর সোজা খাবার ঘরে এলো। আলো জ্বালাল প্রথমে।

টেবিল থেকে চেয়ার টেনে বলল, "বস।"

CamScanner

পিউ বসল। রিমোর্ট তুলে এসি ছাড়ল ধূসর। কলার ঝাঁকাতেই ঘাম আর এক ঝটকা বেলি ফুলের সুবাসে মুঁদে গেল মেয়েটা। দুচোখ বুজে লম্বা শ্বাস টানল সাথে। ধূসর গিয়ে ফ্রিজ খুলেছে। খাবারে হাত দিতে দেখেই ছুটে গেল পিউ। উদ্‌বেগ নিয়ে বলল, "আমি করছি, আমি করছি।"

থামল ধূসর। কণ্ঠে অনিশ্চয়তা, "পারবি?"

সবেগে ঘাড় নাড়ল ও, "পারব। আপনি গিয়ে বসুন। আমি নিয়ে আসছি।"

ধূসর কথা বাড়াল না। বাধ্য ছেলের মতো বসল এসে। পিউ ফ্রিজ থেকে সব খাবার বের করল। একে একে ওভেনে দিয়ে গরম করল সেসব। সুন্দর করে প্লেটে সাজিয়ে-গুছিয়ে এনে সামনে রেখে বলল, "নিন।"

ধূসর প্লেটে হাত দিলো না। আরক্ত, আনত মেয়েটাকে শান্ত চোখে দেখল এক পল। আদেশ ছুড়ল আচমকা, "খাইয়ে দে।"

পিউ যেন আকাশ থেকে পড়ল, "হ্যাঁ?"

"খাইয়ে দিতে বলেছি।"

মেয়েটার সারা মুখে লেপটে এলো বিভ্রম। বিস্ময়ে ঘোলা হলো চোখ। ও খাইয়ে দেবে? ধূসর ভাই খাবেন ওর হাতে? মানুষটা অধৈর্য হয়ে বলল, "দিবি? না দিলে যাচ্ছি।"

উঠতে নিলেই হাতটা চেপে ধরল পিউ। ব্যতিব্যস্ত আওড়াল, "দিচ্ছি দিচ্ছি।"

তারপর কম্পিত আঙুল চালিয়ে কোনোরকম ভাত মাখল মেয়েটা। অন্তঃপট তার আনন্দে ফেটে পড়লেও শরীরের উত্তোলন ততোধিক বেশি। দুরুদুর বুক নিয়ে, নিভু চোখে চাইল সে। ধূসর গভীর দুটো চাউনি এদিকেই চেয়ে। ঠাঁড় অক্ষিপটের দুর্বোধ্য কোনো ইঙ্গিতে পিউ খুইয়ে ফেলল পৃথিবী। চট করে চিবুক নামিয়ে নিল নিচে।

ধূসর বসে আছে চেয়ারে। আর তার নিঃশ্বাসের সাথে সন্ধি করে দাঁড়িয়ে পিউ। অপ্রত্যাশিত হলেও ভীষণ কাঙ্ক্ষিত এই ঘনিষ্ঠতা সয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তো চাই। থরথর করা হাতটা তুলে কোনোরকম মুখের সামনে ধরল সে। সঙ্গে সঙ্গে ভাতের লোকমা মুখে পুরল ধূসর। আঙুলের ডগায় এক জোড়া তপ্ত ঠোঁটের নির্বাধ স্পর্শে শিউরে ওঠে পিউ। পায়ের তলায় শিরশিরে ভাব নিয়ে শরীরটা গাট হয় আরও। ধূসরের পেটে খিদে ছিল। ক্লান্ত বলে খায়নি। জিভে ভাতের দানা পড়তেই, সেই খিদে মাথা চাড়া

CamScanner

দিলো: কিন্তু পিউয়ের অবস্থা দুরূহ। বুক কাঁপছে। কাঁপছে চোখের পাতা। মোমের মতো গলছে ধূসর ছোঁয়াতে। টেনে-হিঁচড়ে শীর্ণ গতর শক্ত রাখছে তাও।

দেখতে দেখতে প্লেট ফাঁকা হলো। যখনই শেষ লোকমা মুখের সামনে ধরেছে, অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটায় ধূসর। হাতের কবজি ছুঁয়ে ভাত তো খেলই, আঙুল সমেত চেটে নিল সাথে। পিউ হতবাক! স্তব্ধ! চোখ খিচে বুজে ফেলল সহসা। ধূসরের ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি। ঠকঠক করা হাতটা দেখে ইচ্ছে করে আবার করল অমন। এবার একটা একটা করে আঙুল মুখে পুরল, একটু একটু করে ছুঁল ওদের। ভীষণ গাঢ় সেই স্পর্শে পিউয়ের রোমকূপ অবধি দাঁড়িয়ে যায়। হাতটা ছাড়াতে চাইল, পারল না। বরং আরও শক্ত করে ধরল ধূসর। অসহায়ের মতো করুণ চোখে চাইল পিউ। জড়ানো জিভে বলল, "ক-কী করছেন?"

ধূসরের দয়া হলো বোধহয়। এতক্ষণে ছাড়ল হাতটা। ভ্রু উঁচিয়ে বলল, "সামান্য হাতের ওপর ঠোঁটের ছোঁয়া নিতে পারছিস না? বিয়ের পর কী করবি? তখন তো সারা শরীর ছোঁব।"

পিউয়ের চোখ কপালে। কুণ্ঠার ঝাঁঝে ছিন্ন হলো কান। টের পেল শ্বাসটা ঠিক গলায় এসে ঝুলছে।

আর কিছুক্ষণ ধূসরের সামনে থাকলেই নির্ঘাত মাথা ঘুরে পড়ে যাবে ও। পিউ আর দাঁড়াল না। কিংবা সাহস হলো না ওসবের। বিক্ষিপ্ত উর্মির মতো এঁটো হাতটা বুকে চেপেই ত্রস্ত ছুটে গেল ঘরে।

CamScanner



বাড়িতে আজ বড়োসড়ো আয়োজনের দিন। এক দিকে অসহায় মানুষ ডেকে খাওয়ানো, অন্যদিকে কাপড় বিতরণ করা। বাবার সাথে একটা বিস্তর আলাপ শেষে দুদিনেই সকল বন্দোবস্ত সেরে ফেলেছে ধূসর। উৎসবের এই স্ফূর্তির ভাঁজায় চাপা পড়েছে তার সেদিনকার মারপিটের ঘটনা। সকলেই এখন উচ্ছ্বাসে মেতে আছে। সেই মোতাবেক বাড়িসুদ্ধ সবাই আজ কাকভোরে ঘুম থেকে উঠেছে। পিউ নিজেও বাদ যায়নি। অন্য সময় তো ডাকতে হয়, আজকে সেই প্রয়োজনও পড়ল না। একেবারে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরের বাইরে এলো সে। বাড়ির তিন গৃহিণী তখন রান্নাঘরে। উঠোনের ওখানটায় ছিলেন আমজাদ, আফতাব। আপাতত বাবুর্চি ঠিক করা হয়েছে। এখনও প্যান্ডেল বসানো বাকি। একটু বাদেই সেখানে এসে ভিড়ল ইকবাল। তার ওপর ছিল কাপড় আনার দায়িত্ব। ভ্যান ভরে ভরে কাপড়চোপড় নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাজিরা দিলো সে। সাদিফের দায়িত্ব খাতা-কলমে। তবে মানসিক কসরত তার ততোধিক বেশি। মারিয়া প্রেগন্যান্সিতে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কত ভালোমন্দ রান্না হবে আজ! মেয়েটা হয়তো কিছুই খেতে পারবে না। সাদিফের মায়া হয়। ভাবল, আজ ম্যালেরিয়া খাবার ছুঁতে না পারলে সেও ছোঁবে না ওসব। একদিন না খেলে কী আসবে যাবে? বাচ্চার জন্য মা কষ্ট করলে বাবা পারবে না কেন?

বেলা একটু বাড়তেই শৌখ নীড় মানুষে ভরে গেল। সেই আগের মতো ছেলে-ছোকরা বেশি। পিউ ওড়না দিয়ে সুন্দর করে ঘোমটা টেনেছে মাথায়। মারিয়া তো অসুস্থ শরীর নিয়ে আসবে না, তাই ওকে রেখেই পুষ্পর সাথে উঠোনে এলো সে। বাড়ির গৃহিনীরাও একটু বাদে এলেন। উঠোনের মাঝ বরাবর চারটে বড়ো টেবিল পাশাপাশি মিলিয়ে পাতানো হয়েছে। প্রতিটা টেবিলের ওপর বিশালাকার কাপড়ের ঢিপ। এর মাঝেই গাদা গাদা মানুষ এসে ভিড় করছে সেথায়। পার্টির সহ-সভাপতি সোহান মাইকিং করছে সমানে। চ্যাঁচিয়ে চ্যাঁচিয়ে বলছে, "দয়া করে ভিড় করবেন না। সবাই লাইনে দাঁড়ান, সবাইকে দেওয়া হবে।"

CamScanner

তার কথা কেউ শুনছে, কেউ শুনছে না। প্রত্যেকে কাপড় হাতে পেতে মরিয়া। এক পাশে কাপড় দেওয়ার সঙ্গে, অন্যপাশে খাবারের আয়োজন বসেছে।

আমজাদ কথা বলছিলেন কারও সাথে। এর মাঝেই ধূসর ডাকল, "বড়ো আব্বু, এদিকে আসুন।"

ভদ্রলোকের কপালে ভাঁজ পড়ল। এ কদিন তিনি ধূসরের সাথে কথা বলেননি। তবে আজকে এভাবে ডাকার পরে আর এড়িয়ে যেতে পারলেন না। চুপচাপ পিছু নিলেন ভদ্রলোক। ধূসর খাবারের ওখানটায় এলো সোজা। একটা লম্বা কাপড় মাটিতে বিছিয়ে তার দুপাশে মুখোমুখি করে মানুষ বসানো হয়েছে। একইরকম বেশ কয়েকটি সারি। ওপাশ থেকে কাপড় নিয়েই একেকজন এসে খেতে বসে যাচ্ছেন। ধূসর বলল, "ওদিকটায় বাবা আর ইকবাল আছেন। আপনি আর আমি এদিকে খাবার দিই।"

আমজাদ অবাক হলেন খুব।

"তুমি খাবার দেবে?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"না মানে তুমি তো এমপি, ধূসর। তোমার ওখানে থাকলে ভালো হতো না?"

ধূসর নিঃশব্দে হাসল। তার সেই দন্তপাটি মুক্ত না হওয়া হাসি। বলল, "আমি নিজেকে এমপি মনে করি না। এলাকার ছেলে ভাবি এখনও। আপনি আসুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

আমজাদ আর কথা বাড়ালেন না। দুটো তেহারির বড়ো গামলা দুজন টেনেটুনে একই সারিতে নিয়ে এলো। ওপাশের সারিতে মিনা আর জবা খাবার দিচ্ছেন। দুপাশ থেকে চামচ তুলে তুলে একেকজনের পাতে তুলে দিচ্ছে ধূসর। খুব নরম গলায় বলছে, "লাগলে বলবেন। দেওয়া যাবে।"

আমজাদ কাজে বহাল রইলেও তার নজর ঘুরেফিরে ধূসরেতে আটকে। খাবার দেওয়াকালীন বয়স্ক অনেকেই হাত তুলে মাথায় রাখছেন ওর। গায়ে-গালে মুছিয়ে দোয়া করে দিচ্ছেন। প্রত্যুত্তরে চমৎকার করে হাসছে সে। মাথা নাড়ছে স্বল্প। একটু বিরক্তি নেই, অনীহা নেই।

আমজাদ অভিজ্ঞ মানুষ। চুল তো এমনি এমনি পাকেনি। ধূসরের এই ভালোমানুষি যে লোক দেখানো নয়, অন্তত বুঝলেন এটুকু। ভদ্রলোক ভীষণ মুগ্ধ হলেন আজ। স্বভাবে ধূসর গম্ভীর, তিনি জানেন। একটা আলোচনায় বসলে সর্বোচ্চ একটা কথা বলবে। আর ওই একটাই যেন একশ কথার সমান। সেদিন তো মারকুটের আরেকটা রূপও দেখা হলো। অথচ ভেতর

CamScanner

ভেতর ছেলেটা কত নিরংহকারী! কতটা ভালো! রাজনৈতিক এত বড়ো একটা পদ ছিনিয়ে নেবার পরেও সামান্য বিরক্তিটুকুও নেই। ঘেমে নেয়ে, সবার সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। ও তো চাইলেই এসব লোক লাগিয়ে সেরে ফেলতে পারত। যার একটা হুকুমে ছেলেপেলে জড়ো হয়ে যায়, সে মুখ থেকে কথা বের করলে কাজবাজ শেষ হতে কতক্ষণ! অথচ দেখো, দায়িত্ব পালনের কী আশ্চর্য সুন্দর ক্ষমতা তার!

আমজাদের আজ গর্ব হলো। প্রচণ্ড গরিমায় ফুলে উঠল বুক। মনে হলো, ধূসরের মতো মানুষকে জামাই হিসেবে পেয়ে নিশ্চিত ধন্য হবেন তিনি।

পিউ এক কোণে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছিল। এত মানুষ ও শেষ দেখেছে ধূসরের সেই সম্মেলনের দিন। অবশ্য ওখানে গিয়ে এমন রামধমক খেয়েছিল সেবার! ওসব পিউ জন্মে ভুলবে না। আজকেও একটু ভয় ভয় করছে। যদিও বাড়ির সবাই আছে এখানে। আবার দিনের ফকফকে আলো আছে। মনে হয় না ধূসর ভাই বেশি কিছু বলবেন।

তক্ষুনি সামনে পড়লেন আমজাদ। পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। মেয়েকে একা দেখেই কাছে এগিয়ে এলেন। নরম সুরে বললেন, "একা কেন? মায়ের সাথে সাথে থেকো।"

মেয়েটা বাধ্যের ন্যায় ঘাড় কাত করল। আমজাদ চলে গেলেন। পিউ ব্যগ্র চোখে চারপাশে চেয়ে ধূসরকে খুঁজে গেল শুধু। ইকবাল, সাদিফ সবাই ওর সামনে সামনে ঘুরছে। অথচ যার হদিস পেতে মরিয়া ও, তারই কোনো দেখা নেই।

পিউ নজর ফেরাল। ফোঁস করে শ্বাস ফেলার মাঝেই আচমকা সামনে এলো ধূসর। গা থেকে ছুটে আসা সেই বেলিফুলের গন্ধে তড়িৎ মাথা তুলল মেয়েটা। ধূসরের হাবভাবে তাড়াহুড়ো। বোঝাই যাচ্ছে ভীষণ রকম ব্যস্ত। কোনোরকম বলল, "চারপাশে অনেক ছেলেপেলে আছে। বড়ো মায়ের কাছে গিয়ে বস। আজকে যেন একদম একা না দেখি।"

শুধু বলে দিয়েই থামল না। হাতের সাথে গলা তুলে রাদিফকেও ডাকল। মুহূর্তেই ছুটে এলো সে, "হ্যাঁ, ভাইয়া!"

"বড়ো মা কোথায়?"

"ওই তো প্যান্ডেলের ওপাশে।"

"ওকে নিয়ে যা।"

CamScanner

পিউকে দেখাল সে। রাদিফ বলল, "এসো পিউপু, তোমাকে তো আমি কখন থেকে খুঁজছিলাম।"

পিউয়ের সাড়াশব্দ নেই। ও মূক বনে ধূসরকে দেখছে। আবার, আবার সেই বাবার সাথে মিল। কী অদ্ভুত এই মিল দুজনের! মুগ্ধতায় বুঁদ হওয়া দৃষ্টিজোড়া ঘুরিয়ে শ্যামলা ওই মুখটা একবার মেপে নিল পিউ। ধূসরের কপালে, নাকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। সাদা শার্টটাও ভিজে মিশে গেছে বুকে। কেউ একজন ডাকতেই ফের চলে গেল সামনে।

রাদিফ হাতে টান বসায়, "এসো। কী হলো?"

হুঁশ ফিরল মেয়েটার। বলল তড়িঘড়ি করে, "তুই যা, আমি আসছি।"

"কোথায় যাবে?"

"আসছি বললাম না? তুই যা।"

রাদিফ মাথা নেড়ে ছুটে গেল। ও আজ ভারি ব্যস্ত! কত কাজ বাকি। পিউ চেয়ে থাকে ধূসরের পিঠের দিকে। অদূরেই দাঁড়িয়ে সে। হাত নেড়ে নেড়ে আলোচনায় মশগুল। পিউ পিলপিল পায়ে পাশে এসে দাঁড়াল। কথাবার্তার কিছুটা কানে এলো তখন। কী কী কম পড়েছে, বেশি হয়েছে হিসেব করছে তা নিয়ে। ধূসরের সামনে আরও দুজন ছেলে ছিল। ওকে দেখেই চোখ দিয়ে ইশারা করল তারা, "ভাই, পেছনে।"

কথা থামিয়ে ফিরল ধূসর। পিউকে দেখে অবাক হলো একটু। ফের সামনে চেয়ে বলল, "তোরা যা, আমি আসছি।"

ছেলে দুটো মাথা নেড়ে চলে যায়। এবার শরীরটাকে পুরোপুরি ঘুরিয়ে চাইল ধূসর।

"কী হয়েছে?"

পিউ সজোরে মাথা নাড়ল। মিহি স্বরে বলল, "কিছু না।"

"তোকে না বড়ো মায়ের কাছে যেতে বললাম? এখানে কী?"

পিউ ফের মাথা নাড়ল। বলল সাথে, "কিছু না।"

ধূসর পূর্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটাকে দেখল কিছু পল। গম্ভীর স্বর নেমে এলো একটু, "কিছু বলবি?"

পিউয়ের কণ্ঠ নিভু, "আপনি কি খুব ব্যস্ত?"

পালটা প্রশ্ন এলো, "কী মনে হয়?"

পিউ চুপ। যেন সময় নিচ্ছে বলতে। জিভে ঠোঁট ভিজিয়ে আবদার ছুড়ল হঠাৎ, "আপনি অনেক ঘেমে গেছেন। মুছে দিই?"

কথাটা বলেও মন খিচে রাখল মেয়েটা। চারপাশে এত মানুষের মাঝে এমন লুতুপুতু বায়না করে বসেছে, ধূসর ভাই নির্ঘাত কষে ধমক দেবেন

CamScanner

এক্ষুনি, কিন্তু ওর কী দোষ? এই ইচ্ছে যদি পিউ বুকে চেপে রাখত, পাথরের মতো আকার নিয়ে গেড়ে বসত ক্রমে। তারপর নির্যাতি ভার সইতে না পেরে মরে যেত বেচারি। তার থেকে ধমক খাবে, ছুটে পালাবে। এ আর নতুন কী?

কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, ধূসর ধমক-টমক দিলো না। উলটে ঠোঁটের কোণ তুলে একপেশে হাসল। রাশভারি মুখটায় চকচকে রোদের আলো নিয়ে ঝুঁকে এলো সামনে। বলল, "দে।"

পিউ বিস্মিত। ধূসর এক কথায় রাজি হবে ভাবেনি। তার বক্ষপিঞ্জরে থেমে থাকা পাখিরা হুড়মুড় করে পাখা মেলল অমনি। আনন্দে ঝলমল করল ক্ষুদ্র মুখ। কাঁপা হাতটা তুলে ধূসরের শ্যামলা গালে রাখল সে। এক হাতে ছুঁয়ে অন্য হাতে ওড়না নিয়ে মুছে দিলো কপাল, গাল, নাক, একে একে সমস্ত চেহারা। সেই পুরোটা সময় এক যোগে চেয়ে রইল ধূসর। ছুড়ির চেয়েও ধারালো ওই চাউনিতে পিউ এফোড়-ওফোড় হয়। গলা শুকিয়ে আসে কাঠের মতন। তলোয়ারের থেকেও শাণিত কিছু একটা দুভাগ করে বুক। ঢোক গিলে রুদ্ধশ্বাসে বলল, "আমাকে এভাবে দেখবেন না, ধূসর ভাই। আপনার চোখ দেখলে মরে যাই আমি।"

ধূসর সোজা হলো। হাসল ঠোঁট পিষে। বলল স্বর নামিয়ে, "যাকে প্রতিদিন মারছিস, একদিন তার চোখের নিশানায় মরলে, ক্ষতির কিছু নেই।"

১৮ তারিখ:

আফতাব শিকদার আজ ভীষণই ব্যস্ত। হুট করে মতিঝিলে একটা সভার আয়োজন হয়েছে। এলাকার ছেলেপেলেরা বলে গেছে, অবশ্যই যেন যান। আফতাব অনুরোধ ফেলতে পারেন না দেখে গেলেন। কিন্তু ফিরতে ফিরতে রাত হলো। ওই রাস্তায় বারো মাসই যা জ্যাম থাকে! গাড়িতে বসে ভদ্রলোক ফোন করলেন ভাইকে। তবে রিসিভ করেননি আমজাদ। বেশ কবার কল করার পরেও যখন রিসিভ হলো না, একটু চিন্তায় পড়লেন তিনি। ভাইজান তো এমন কখনো করেন না। বাড়িতে কি আবার কিছু হলো? তার মনের দোরে খটকা জাগল প্রথম যাকে নিয়ে, সে হলো ধূসর। ছেলেটা আবার কিছু করেনি তো? উফ, এদের নিয়ে আর পারা যায় না। এক বনে যেমন দুই বাঘ থাকে না, তেমন একই বাড়িতে এই দুই চাচা-ভাতিজাকে রাখা বড্ড বিপজ্জনক। মাঝখান থেকে স্যান্ডউইচের মতো পিষ্ট হচ্ছে কে? সেই আফতাব নামক একজন শান্তিপ্রিয় মানুষটা।

ভদ্রলোক রুবাকে ফোন করলেন। তাঁরও রিসিভ করার নাম নেই। ধূসর, মারিয়া, ইকবাল, গুনে গুনে প্রত্যেককে কল করা শেষ। নাহ, কারোর

CamScanner

সাড়া এলো না। আশ্চর্য তো, ফোন রেখে কোথায় গেছে এরা? ড্রাইভারকে বললেন, "একটু তাড়াতাড়ি চালাও তো, মতি।"

মতি চাকার গতি বাড়াল। এখন জ্যাম ঠেলেঠুলে পৌঁছাতে যত সময়। কিন্তু আফতাবের মন মানছে না। খচখচ করছে ভেতরটা। তিনি নিশ্চিত, বাড়িতে তুলকালাম একটা ঘটেছে। না হলে একইসাথে কোথায় উধাও হলো সবাই?

পিউ সবে হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়েছে। আজ এ বাড়িতে একটা বিশেষ দিন। এতক্ষণ ও পুষ্প, রাদিফ, জবা সবাই মিলে বসার ঘর সাজিয়েছে। এরপরই রুবায়দা সবাইকে ধরে ধরে তৈরি হতে পাঠালেন।

কিন্তু পিউ পড়েছে বিপাকে। ঝড়ের পরদিনই ওদের বাড়ি থেকে সবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু ওর ভালো জামাগুলো কাদা, পানি ঢুকে একশা অবস্থা। যেগুলো আছে, তাও পাতে দেওয়ার মতো নয়। পিউয়ের তো অমন দামি কাপড় নেই। বাবা মাইনে থেকে বাচিয়ে যা কিনে দিতেন, ওসবই ওর সুখ। দুহাতে দুটো সুতির জামা তুলে আয়নার সামনে দাঁড়াল পিউ। একটা লাল, আরেকটার রং সাদা। কোনটা পরলে সুন্দর লাগবে ওকে? যতটা সুন্দর লাগলে ধূসর ভাই আজ চোখ সরাতে পারবেন না। ইস, আজ যদি মানুষটা একটু রোমান্টিক প্রেমিক হতো, পিউ এক্ষুনি জামা দুটো নিয়ে ছুটে যেত ঘরে। আহ্লাদ নিয়ে বলত, "আমাকে কোনটাতে মানায় দেখুন তো? আপনি যেটা বলবেন সেটাই পরব।"

অবিশ্বাস্য এই ভাবনায় মেয়েটা একা একাই হাসল। সাথে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একচোট। ধূসর ভাই কেমন যেন। এতটা নির্লিপ্ত মানুষ আগে দুটো দেখেনি পিউ। চলনে-বলনে, চাউনি সবেতে তার গম্ভীর থাকা চাই। পিউয়ের মতো চঞ্চল পাখির মতো মেয়েটা যে কী করে ওই গোমড়ামুখোর প্রেমে পড়েছিল! আচ্ছা, একটা মানুষের ভেতর এত প্রহেলিকা থাকবে কেন? এই যে কখনো ওকে না চেনার ভান করে থাকে, একই ছাদের নিচে থেকেও ইশারায় তো দূর, একটু ফিরে অবধি দেখে না! আবার কখনো হুটহাট এসে বেহায়া কিছু কথায়, বেহায়া কিছু কাজে ওর জীবন ছিনিয়ে নেয়। তখন কী অবস্থা হয় পিউয়ের, বোঝে একটুও? যেমন আজকেই, আজকে সারাদিনেও পিউয়ের সাথে তেমন কথা বলেনি ধূসর। তেমন কী, কথাই বলেনি কোনো। এই তো কিছুক্ষণ আগের কথা, টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বসার ঘরের দেওয়ালে বেলুন টাঙাচ্ছিল পিউ। ধূসর বাড়িতে ঢুকেছে তখনই। ফোনে কথা বলছিল। প্রিয় পুরুষের গলা শুনেই তড়িৎ ঘুরে চাইল মেয়েটা। অনুভূতির এক তাণ্ডব লীলায় শরীরটা নড়বড়ে হতেই টুলটা হড়কে গেল হঠাৎ। আর ব্যস, পিউ ধপাস করে পড়ে গেল নিচে। এক ঘর মানুষের সামনে ওভাবে পড়ায় ব্যথার

CamScanner

খেয়েও সে লজ্জা পেল বেশি। সাথে এক বুক হতাশায় নেতিয়ে গেল মন্তঃপট। কোথায় ভেবেছিল ধূসর ভাই ছুটে এসে ধরবেন। আর সিনেমার হিরোইনদের মতো তার কোলে গিয়ে পড়বে পিউ। কিন্তু কী হলো? ধূসর এলো তো নাই-ই, উলটো অতগুলো পুরুষের মাঝে মেঝেতে একবারে লেপ্টে গেল সে। ভাগ্যিস ফোমের পাপোশটা বিছিয়ে রাখা ছিল। না হলে এতক্ষণে কোমরের হাড়গোড় খুঁজে পেত পিউ? কিন্তু বাড়িসুদ্ধ লোক যখন সে ব্যথা পেল কিনা তা নিয়ে মরিয়া, তখন ওই একটা মানুষ ওর দিকে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে ছিল। যেন পিউ পড়ে যাওয়ায় তার বিরক্তির সীমা নেই। একটু জিজ্ঞেসও করল না, পিউ তোর লেগেছে? তোর লাগা মানে আমার বুকে লাগা। হুহ, পাষণ্ড একটা!

পিউ বিড়বিড়িয়ে ধূসরকে বকাঝকা করল। এর মাঝেই দোরের কাঠে টোকা দিলো কেউ একজন। জানতে চাইল রিনরিনে স্বরে, "আসব?"

পিউ ফিরে চায়। পুষ্প, মারিয়া দুজনেই এসেছে। ও হেসে বলল, "এসো না, আপু।"

চপল পায়ে ঢুকল দুজন। পুষ্পর হাতে ডালার মতো কিছু একটা জিনিস। যেটা সোজা এসে ও বিছানার ওপর রাখল। মারিয়া বলল, "কী করছিলি?"

"এই তো, চেইঞ্জ করতে যাচ্ছিলাম। তোমরা তো দেখছি একদম তৈরি।"

পুষ্প ওর হাত ধরে খাটে এনে বসাল। গদগদ হয়ে বলল, "পিউ, আজ যদি আমি তোকে সাজিয়ে দিই, তোর কোনো আপত্তি আছে?"

পিউ অবাক হয়। হঠাৎ সাজিয়ে দেবে কেন? কিন্তু মুখের ওপর তো মানা করা যায় না। হেসে মাথা কাত করল, "হ্যাঁ, দাও না!"

মারিয়া তুষ্ট চিত্তে বলল, "এই তো, ভেরি গুড গার্ল। তোর জন্য পুষ্পপু একটা এক্সক্লুসিভ শাড়ি এনেছে দেখ। কী সুন্দর না? দিস ইজ অনলি ফর পিউ!"

এতক্ষণে ডালার দিকে চাইল পিউ। একটা স্টোন বসানো কালো রঙের জর্জেটের শাড়ি। দুডজন ম্যাচিং চুড়ি থেকে শুরু করে কানের দুল অবধি আছে। এসব কি ওর জন্য আনা?

পুষ্প বলল, "আজকে আমি নিজের হাতে পিউকে সাজাব। আমি যে কী সাংঘাতিক এক্সাইটেড না!"

"না মানে আপু, শাড়ি পরতে হবে? কিন্তু কেন?"

CamScanner

মারিয়া বলল, "কেন আবার কী? এই যে আমরা পরেছি। তুই না পরলে খারাপ দেখায় না?"

পিউয়ের ভেতর প্রখর দোটানা। আপুরা তো বিবাহিত, বর এলেই শাড়ি পরে। তার কি বর আছে? যার হওয়ার কথা, সে তো ওর দিকে চেয়েই দেখে না। পুষ্প বলল, "অত কথার দরকার নেই। যা তো পিউ এগুলো পরে আয়। তারপর বাকিটা আমি দেখে নিচ্ছি।"

আচারের বৈয়ামটা হাতে নিয়ে, বিছানায় আরাম করে বসল মারিয়া। পুষ্প ব্যস্ত হলো সাজগোজের জিনিস বের করতে। পিউ বুঝল, আজ আর নিস্তার নেই। এরা জোট বেঁধেছে যখন, সাজতে ওকে হবেই। চুপচাপ বাকি কাপড় তুলে ওয়াশরুমে ঢুকল। দরজা চাপাতেই, পুষ্প-মারিয়া একে অপরকে দেখে নেয়। পরপর ফিক করে হেসে হাত মিলিয়ে হাইফাইভ করে দুজন।

কড়কড়ে লাল রঙের লিপস্টিকটা ঠোঁটে ছোঁয়াতেই পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এত ভারী সাজ! কী যে হয়েছে আপুদের! নির্ঘাত ওকে দেখে আজ সবাই হাসবে। জন্মদিন তো ওর নয়, ওর হবু শ্বশুরের। তাতে বউমার এত সাজগোজ মানায়? মেয়েটা অসহায় কণ্ঠে বলল, "বলছিলাম যে, এত গাঢ় লিপস্টিক না দিলে হয় না?"

মারিয়া চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। চোখ রাঙাল অমনি, "তুই চুপ করে বস।"

বেচারি আর কিছু বলল না। করুক এদের যা ইচ্ছে! পিউয়ের সাজ দেখার আছেই বা কে! যাকে দেখাবে সে কী তাকায়? সবসময় কানে একটা যন্ত্র গুজে হ্যালো হ্যালো করে। একই বাড়িতে প্রেমিকা থাকে, তার সাথে দুটো প্রেমের বুলি আওড়ানোরও সময় যেন নেই।

ততক্ষণে সাজগোজ শেষ। পুষ্প থুতনি ধরে বলল, "মাশআল্লাহ, মাশআল্লাহ! একেবারে হুরপরি। শাড়িটায় তোকে যা মানিয়েছে না, পিউ! ধূসর ভাইয়ের পছন্দ আছে বলতে হবে।"

পিউ ভ্রু কুঁচকে ফেলল। তাকানোর ধরনেই আমতা-আমতা করে জবাব দিলো মারিয়া,

"না মানে তুই ভাইয়ার পছন্দ না? আপু সেটা বুঝিয়েছে।"

পুষ্প বোকা বোকা হাসে। সজোরে মাথা ঝাঁকায়, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই আরকি।"

পিউ অতশত ভাবল না। চোখ তুলে আয়নায় তাকাল। মনোযোগ দিয়ে দেখল নিজেকে। তার লম্বা চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে। কালো শাড়ির আঁচল ছুঁয়ে দিচ্ছে ফ্লোর। মেদুর মুখটায় অল্পস্বল্প মেকআপ। কিন্তু এত সুন্দর বলার

CamScanner

কী কারণ? বিশেষ কিছুই তো নেই। মারিয়া বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিল, "যাক বাবা, আমাদের কাজ শেষ।"

পুষ্প বলল, "হ্যাঁ চল, আমরা এখন যাই।"

পিউ জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে?"

"একটু নিচে যাই। দুজন অসহায় বালক আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। না গেলে কেঁদেকেটে বাড়ি ভাসিয়ে ফেলবে।"

পিউ হেসে ফেলল, "আচ্ছা, যাও।"

ওরা তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যায়। পিউ তখনও আয়নার সামনে ঠায় বসে রইল। এত সাজগোজের ভিড়েও মুখায়বের মলিনতা কমেনি। মনটাও ভালো নেই। এ বাড়িতে তিন মাস থাকবে শুনে যতটা খুশির জোয়ারে ভাসছিল, অন্তরে এখন ততোধিক শোক। যে মানুষ ওর খুশির কারণ, সেই তো ওকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না।

পিউ নীরস চোখে ফের দর্পণে চাইল। বক্ষকোষের সবটুকুনি ছলাৎ করে লাফিয়ে উঠল অমনি। পকেটে হাত গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে ধূসর। ঠিক তার পিঠ বরাবর দৃক্‌ত্ব। পিউয়ের পাঁজরে কোপ পড়ল সজোরে। ত্রস্ত টুল ছেড়ে দাঁড়াল। মেয়েটার আড়ষ্টতায় মিইয়ে আসা ধূসর বোধহয় দেখল না। তার তীক্ষ্ণ চোখে নেশার শ্রাবণ। চেহারায় অন্য কিছু। পিউয়ের পরনে শাড়ি। চুলগুলো উড়ে বেড়ানো পাখির মতো মুক্ত। সেজেছে ও। ধূসর যত এগুচ্ছে, বক্ষস্পন্দন পাহাড় ছুঁচ্ছে তার। ঢোক গিলে চোখের কোণ তুলল পিউ। মানুষটার ক্ষুরধার চোখ কামুক। যেখানে নিশ্চিত মরণ দেখছে সে। শুষ্ক গলায়, এক পা পিছিয়ে গেল পিউ। শীর্ণ পিঠ বাড়ি খেল ড্রেসিং টেবিলের সাথে। প্রকৃতিও বুঝি জানিয়ে দিলো, এগোনোর পথ রুদ্ধ তার।

ততক্ষণে ওপাশ থেকে একদম কাছে এসে থামল ধূসর। কিশোরীর ললাটপটে রাজত্ব চালাল তার প্রতাপি তপ্ত শ্বাস। এমন ঘায়েল, মাদক চাউনি থেকে বাঁচতে আইঢাই করে চোখ নামাল পিউ। চিবুক ঠেকল কোমল গলায়। নির্মল শরীরের সাথে শক্ত দেহটা ছুঁইছুঁই করল ধূসর। বলল আচমকা, "মারতে চাইছিস আমাকে?"

হতবুদ্ধি বনে মুখ তুলল পিউ। বুঝতে না পেরে বলল, "হুঁ? কী করেছি?"

ধূসর পেশিবহুল দুহাত ওর দুইপাশে রাখল। ক্ষুদ্র শরীরটা মুহূর্তে বন্দি হলো তাতে। জিজ্ঞেস করল স্বর নামিয়ে, "এত সেজেছিস কেন?"

CamScanner

পিউয়ের শ্বাস আটকে আসছে। জোরালো বুকের গতি। জড়ানো জিভে জানাল, "আপ-আপনার জন্য।"

মানুষটা খুশি হয়নি বোধহয়। খসখসে আঙুল তুলেই লিপস্টিক মুছে দিলো হঠাৎ। পিউ অবাক হয়। চেয়ে থাকে বিভ্রম নিয়ে। ধূসরের কণ্ঠ ফিসফিসে। কথায় মাদকতার সুর, "ডোন্ট ইউ ডেয়ার টু মেক মি কন্ট্রোললেস পিউ।"

মানুষটার ঝুঁকে আসার দৃশ্যে, পিউ টের পেল সবকিছু টলছে তার। ঝাপসা হচ্ছে গোটা পৃথিবী। বক্ষস্পন্দন স্থিতের ফাঁক গলে জিভ থেকে কোনোমতে বের হলো, "মানে আমি..."

তড়িৎ তর্জনীটা ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল ধূসর। বলল ভীষণ অস্থিরতায়, "আমার ভালোবাসা যতটা সভ্য, আমার ছোঁয়া কিন্তু তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি অসভ্য হবে, পিউ। তুই এক্ষুনি ওসব সহ্য করার সাহস করিস না।"

পিউয়ের দম ফুরিয়ে এলো। শীতে ভোগা কবুতরের মতো থরথর করল ছোট্ট দেহ। চোখ দুটো লজ্জায় খিচে নিল একটুখানি রেহাই পাওয়ার আশায়। কিছু সময় কাটল। আচমকা প্রশ্ন ছুড়ল কেউ, "কী হয়েছে তোর, কাঁপছিস কেন?"

ঝট করে চোখ মেলল মেয়েটা। চোখের সামনে মিনা বেগম দাঁড়িয়ে আছেন। ভ্রূজোড়া কুঁচকে বসেছে জিজ্ঞাসায়। পিউ হতভম্ব, হতবাক। আম্মু এখানে। তাহলে ধূসর ভাই কোথায়? উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় পুরো ঘর দেখল সে। মানুষটা তো এক্ষুনি এলো, ওকে ছুঁয়েও দিলো, এর মধ্যে উবে গেল?

"কী রে, কী খুঁজছিস?"

অস্থির পিউ প্রশ্ন শুনে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার মানে এসব ওর কল্পনা? ধূসর ভাই আসেননি এ ঘরে? পিউ মিথ্যে মিথ্যে ভেবেই লজ্জায় মূর্ছা যাচ্ছিল এতক্ষণ। মেয়েটা চোখ বুজে জিভ কাটে। ছি, ধূসর ভাইকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে ও কতদূর চলে যাচ্ছে! মেয়ের কাণ্ডকারখানা মিনার মাথার ওপর দিয়ে গেল। বিভ্রমে একাকার হয়ে বললেন, "তোর কী হয়েছে, বল তো? একা একা হাসছিস, কাঁপছিস, আবার জিভ কাটছিস। ভূতে ধরেছে নাকি?"

পিউ ধাতস্থ করল নিজেকে। কাঁধ উঁচিয়ে বলল, "কই, কী হবে? আমি ঠিক আছি, আম্মু।"

CamScanner

মিনা বেগম অতশত ভাবলেন না। মুহূর্তে মুখখানা হাসি হাসি করলেন, "কী সুন্দর লাগছে রে তোকে, মা! এই শাড়িটা কোথায় পেলি? কে সাজাল এমন করে?"

"শাড়ি পুষ্পপুর মনে হয়। মারিয়াপু আর তিনি দুজন মিলে সাজিয়ে দিয়ে গেল। আমি তো সাজতেই চাইনি।"

"ভালোই হয়েছে সাজিয়েছে। সবসময় কেমন পাগলের মতো ঘুরে বেড়াস! দেখ তো, কী দারুণ লাগছে এখন! আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না এমন পরীর মতো মেয়েটাকে আমি পেটে ধরেছি।"

পিউ ভারি লজ্জা পেল। হাসলও মাথা নুইয়ে। নিচ থেকে রুবায়দা হাঁক ছুড়লেন তখনই, "ও আপা, কোথায় গেলে? এসো। ও চলে এলো তো।"

"আসছি, আসছি। পিউ, আয়।"

মেয়েটা মায়ের সাথে ছুটল। শাড়ির সাথে পা দুটো বেঁধেও গেল ক-বার। চলতে চলতে টের পেল হৃদযন্ত্রের লাব-ডাব তীব্র হারে বাড়ছে। ধূসরও তো নিচে আছে। প্রথমবার তাঁর সামনে শাড়ি পরে যাচ্ছে পিউ। দেখে কী বলবেন তিনি? প্রশংসা করবেন একটুও?

আফতাব বাড়ি ঢুকে দেখলেন অন্ধকারে মুড়িয়ে রাখা সব। কোথাও এক ফোঁটা আলো নেই। লোডশেডিং হলেও তো জেনারেটর চলার কথা। আর সব এমন চুপচাপ কেন? এতগুলো মানুষ বাড়িতে, একটা শব্দও তো নেই। ভদ্রলোক জুতাজোড়া খুলে তাকে ভরে রাখলেন। গলা তুলে ডাকলেন, "রুবা, মারিয়া, ভাবি, ভাইজান।"

না, কেউই কোনো উত্তর দিলো না। ছটফটে হাতে ফোন বের করলেন ফ্লাশলাইট জ্বালাতে, সহসা দপ করে সারা ঘরের আলো জ্বলে উঠল। সাথে ঠাস করে শব্দ হলো কিছুর। আফতাব চমকে গেলেন। হকচকিয়ে ফিরলেন সামনে। অমনি কতগুলো কণ্ঠস্বর এক যোগে চ্যাঁচাল, "শুভ জন্মদিন।"

সাথে বাতাসে কিছু রঙিন কাগজ, ফিতে উড়ে এসে তাঁর গায়ের ওপর পড়ল। সামনে পুরো ঘর ভরা মানুষ। আমজাদ থেকে ধূসর অবধি দাঁড়িয়ে। সোজা টি-টেবিলটায় একটা বড়ো সাইজের বৃত্তাকার কেক। ওপরে লেখা, "শুভ জন্মদিন, আফতাব।"

আফতাবের চট করে আজকের তারিখ মনে পড়ল। আজকে তাঁর জন্মদিন! অথচ কাজের চাপে মনেই ছিল না? কিছু পল বিস্মিত, হতবাক বনে রইলেন তিনি। আমজাদ এগিয়ে এলেন কাছে। উচ্চতায় বেশ লম্বা তিনি।

CamScanner

ভাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "শুভ জন্মদিন, আফতাব। অনেক বছর বেঁচে থাকো। সব শুভ হোক তোমার।"

আফতাব খুশির তোড়ে কথা বলতে পারলেন না। চোখ ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশে দেখলেন। সারাদিকে বেলুন, ফুল দিয়ে সাজানো। এসব কখন করল ওরা?

ইকবাল অধৈর্য হয়ে বলল, "আংকেল, কেকটা কাটুন। দেরি করলে ঠান্ডা হয়ে যাবে।"

সাদিফ ঠোঁট চেপে হাসল, "কেক আবার ঠান্ডা হয়, ইকবাল ভাই?"

একটা কথার কথা বলেছিল, তারও ভুল ধরতে হবে? বিরক্ত চোখে চাইল ইকবাল। দাঁত চিবিয়ে বলল, "বাবা হচ্ছ বলে অত পণ্ডিতি করো না, সাদিফ বাবু। তোমার চশমাওয়ালা থোবড়ার সাথে কিন্তু যাচ্ছে না এসব।"

উত্তরে নিঃসহায় শ্বাস ফেলল ছেলেটা। ইকবাল ভাইকে চটানো মানে যেচে পরে ঘাড়ে বিপদ তুলে নেওয়া। থাক, দরকার নেই।

আফতাবের ভ্রম তখনও কাটেনি। বাড়ি থেকে আলাদা হওয়ার পর এটা তাঁর প্রথম জন্মদিন যা পালন করা হচ্ছে। আগে কেউ করতে চাইলেও তিনি মানা করে দিতেন, কিন্তু আজ সব ভিন্ন।

আজ পাশে স্বয়ং ভাইজান দাঁড়িয়ে আছেন। কত ভালোবেসে হাত বোলালেন মাথায়! আহা, এর মতো সুখ, এর মতো শান্তি কি আর পৃথিবীতে হয়? আমজাদের হাতটা মাথা থেকে এনে মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখলেন আফতাব। চোখের কোণে টলমল করছে জল। ভদ্রলোক মৃদু হেসে সেই জল মুছিয়ে দিলেন। দুপাশে মাথা নেড়ে বললেন, "বড়ো আর হলে না, বাচ্চা ছেলের মতো কথায় কথায় কাঁদছ।"

রাদিফ ধৈর্য হারিয়ে বলল, "ও চাচ্চু, কেকটা কাটো না! আমার ঘুম পাচ্ছে তো।"

"আসছি আসছি।"

চপল পায়ে এসে দাঁড়ালেন আফতাব। ধূসর সরে জায়গা দিলো বাবাকে। এক পাশে ভাইজান, আরেক পাশে রুবায়দা ছিলেন। রমণী চট করে মিনাকে টেনে আনলেন এপাশটায়। বললেন, "আপা, তুমি দাঁড়াও।"

"আমি, আমি কেন?"

"কেন মানে? এমন ভালো একটা দিনে মাথার ওপর অভিভাবকের ছাঁয়া থাকা দরকার না? তোমরা ছাড়া আর কে আছে ওর? দাঁড়াও দাঁড়াও।"

ভদ্রমহিলা হাসলেন। দাঁড়ালেন এসে। ভাই-ভাবির হাত ধরে কেকে পোচ বসালেন আফতাব। প্রথম টুকরোটা ভাইকে খাওয়াতে গেলেই

CamScanner

থামালেন তিনি। বললেন, "আমি আগে কেন? এসব তো আমি একা করিনি। জিনিসপত্র কিনে এনেছে তোমার ছেলে, সাজিয়েছে ছোটোরা। আমি কিন্তু শুধু বসে বসে দেখেছি। খাওয়ালে ওদের আগে খাওয়াও।"

রুবায়দা বললেন, "আর আপনি যে দুদিন আগে গিয়ে কেকের অর্ডার দিয়ে এলেন ভাইজান, তার বেলা?"

জবা বললেন, "ভাইজান, আপনি হলেন আমাদের সবার গুরুজন। আপনি খাওয়া মানেই তো আমরা খাওয়া।"

আফতাব বললেন, "হাঁ করুন তো, ভাইজান। আম্মার কাছে শুনেছিলাম, আমি হওয়ার পর টানা এক ঘণ্টা আপনার কোল থেকে কেউ আমাকে নিতে পারেনি। আপনি না খেলে ওই মুহূর্তের ঋণটা শোধ হবে কীভাবে?"

আমজাদ ভ্রু বাঁকালেন, "তুমি কী ঋণ শোধ করতে চাইছ?"

হাসলেন তিনি, "না ভাইজান, আমার সেই স্পর্ধা আছে নাকি? ভালোবাসা নিয়ে আমি সারাজীবন আপনার কাছে ঋণী থাকতে চাই। আপনি কেকটা খান তো।"

আমজাদ বিগলিত হাসলেন। ঠোঁট মেলতেই কেকটুকু মুখে পুরে দিলেন আফতাব।

বাপ-চাচার এমন সুন্দর দৃশ্য পিউ মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। আগে চাচ্চুর জন্মদিন এলেই আব্বু সারাটাদিন গুম মেরে থাকতেন। কারও সাথে কথা নেই, ঠিক করে খাওয়া নেই। মাঝরাতে বারান্দা আটকে বসে থাকতেন কখনো। আর আজ, আজ তো ঠোঁটে হাসিই ধরছে না। সত্যি, ভাইদের মধ্যেও যে এমন ভালোবাসা থাকে পিউ এর আগে আর কোথাও দেখেনি। মেয়েটা মুচকি হাসল।

আচমকা দৃষ্টি গিয়ে পৌঁছাল সোজাসুজি এক তামাটে পুরুষ পানে। যার গভীর-নিখাদ চোখজোড়া এদিকেই চেয়ে আছে। তরবারির ন্যায় শাণিত ওই চাউনিতে পিউয়ের সবটা গুলিয়ে গেল। সাঁইসাঁই করে একটা তির এসে বসল বক্ষপটে। রুক্ষ গলবিলে চাপ পড়ল কিছুর। কিশোরী সোজাসাপটা চেয়ে থাকতে ব্যর্থ হয়। অশান্ত, অবিচল মনের রাশ টানতে চটপট নামিয়ে আনে চিবুক; কিন্তু ধূসর তা হতে দিলে তো। ওপাশ থেকে আস্তে-ধীরে পাশে এসে দাঁড়াল সে। শিরায় মিশে যাওয়া চেনা সেই সুগন্ধি তুরন্ত পিউয়ের নাকে বাড়ি খায়। মেরুদণ্ডটা সটান হয় অমনি। ঘরে ফেলে আসা তখনকার কল্পনাদের ভেবেই, কুণ্ঠায় শত প্রস্থ গুটিয়ে বসে দেহটা। ঘরের সবাই যখন নিজেদের মতো ব্যস্ত, আচমকা প্রশ্ন ছুড়ল ধূসর, "ইকবালকে কী বলেছিস?"

CamScanner

পিউয়ের বুকখানা ধক করে ওঠে। তড়িৎ মাথা তুলে চায়। আমতা-আমতা করে বলে, "আ-আমি? কই, কিছু না তো।"

কিশোরীর মুখজুড়ে কাঁচুমাচু ভাব। এর মানে ইকবাল ভাই গিয়ে সব বলে দিয়েছেন?

ধূসর ভ্রু নাঁচিয়ে বলল, "আমি আনরোমান্টিক?"

পিউ চুপসে গেল। চোখ খিঁচে জিভ কাটল মনে মনে। যা ভেবেছিল ঠিক তা-ই। এই ইকবাল ভাইটাও না! পেটে কোনো কথা থাকে না। ঠিক ওকে ফাঁসিয়ে দিলো?

মাথা নুইয়ে মিনমিন করল, "আমি না মানে, ওভাবে বলতে চাইনি। আমি তো শুধু এমনি এমনি..."

হঠাৎ ধূসর কাছে এলো। বাহুতে বাহুর সামান্য ছোঁয়ায়, হৃদয়টা থেমে গেল পিউয়ের। বিদ্যুতের শকের মতো সজোরে ঝাঁকুনি লাগল দেহে। কানে এলো কিছু ফিসফিসে শব্দ, "একটা চুমুর ভার নিতে পারিস না। পাশে দাঁড়ালেও হাঁপানি রোগীর মতো ছটফট করিস। রোমান্টিক হলে সুস্থ থাকবি?"

পিউয়ের মাথা ঘুরছে। জিভের সাথে তাল মিলিয়ে বিবশ সারা দেহ। উত্তর দেওয়ার ব্যর্থতায় পায়ের পাতায় চোখ গেঁথে রাখল। ধূসর আর কিছু বলেনি। টা-টুঁ শব্দ না পেয়ে কাঁপা নয়ন তুলে তাকাল পিউ। ধূসর চেয়ে নেই। তার চোখ সামনে, বাকিদের ওপর।

শক্ত চিবুকের ধার দেখে বিভ্রান্ত হলো মেয়েটা। ইকবালের কাছে ওসব বলাতে সে রাগ করেনি তো? পিউ লজ্জা ভুলে শুধাল, "আপনি রাগ করেছেন, ধূসর ভাই!"

ধূসর হ্যাঁ-না বলল না। সরু চোখ ঘুরিয়ে চাইল শুধু। তর্জন দিলো কণ্ঠ চেপে, "তোর খবর আছে।"

পিউ ভীষণ ঘাবড়ে গেল। এই তো, ধূসর ভাইয়ের লম্বা নাকটা ফুঁসছে। এর মানে তিনি খুব রেগে আছেন। খবর আছে মানে কী? মারবে ওকে? কাঁদোকাঁদো কণ্ঠে বলল, "আপনি কি আমাকে মারবেন, ধূসর ভাই?"

জবাব এলো ভারিক্কি গলায়, "হুঁ।"

পিউয়ের কণ্ঠ শৃঙ্গে, "হ্যাঁ? সত্যি মারবেন?"

ধূসরের শরীর ঝুঁকে এলো। তপ্ত বাতাস কান ছাপিয়ে বলল, "তোকে আমি হাতে মারব না, পিউ। মারব, তবে অন্যভাবে।"

মেয়েটা বুঝল না। জিজ্ঞেস করল অবোধ স্বরে, "কীভাবে?"

"সেটা বিয়ের পরে টের পাবি।"

CamScanner

"ধূসর, এদিকে এসো।"

বাবার ডাকে চলে গেল সে। পিউ নির্বোধ বনে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাপারটা সে তখনও বোঝেনি। হাত ছাড়া আবার কীভাবে মারে?

ঘরের হুল্লোড় বেড়েছে। ঘুরে ঘুরে প্রত্যেককে কেক খাওয়ালেন আফতাব। পিউ, ধূসর ইকবাল, সাদিফ তালিকা থেকে কেউ বাদ নেই। রাদিফ কেকের ক্রিম দিয়ে গোটা নাক ভরিয়ে ফেলল। এত মজার কেক সে আগে কখনো খায়নি।

কেক কাটাকাটি শেষ। সবাই মিলে বসল সোফায়। আফতাবের ঠোঁটে হাসির তুফান। মুখায়বে স্পষ্ট খুশির ছাপ। ভাইয়ের সেই উজ্জ্বল আনন দেখে আমজাদের বুক জুড়িয়ে যায়। হঠাৎ মনে পড়ল আজমলের কথা। সাথে সাথে শুধালেন, "জবা, আজমলের সাথে কথা হয়েছে? ছুটি ম্যানেজ করতে পারল?"

"জি ভাইজান, এই সপ্তাহেই আসবে। বৃহস্পতিবার অফিস করে বাসে উঠবে বলল।"

আফতাব স্ফূর্ত কণ্ঠে বললেন, "বাহ বাহ দারুণ হবে। ও এলেই আবার একটা পার্টি রাখব ভাইজান। কী বলেন?"

হাসলেন তিনি। কিছু বলতে গিয়েও মুখখানা থমথমে হলো।

"আমি ওসব জানি না। তোমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করো। আবার মারপিট করবে কী না শুনে নাও।"

ইকবাল কণ্ঠ চেপে শুধাল, "কী রে গুন্ডা, আবার মারপিট করবি?"

ধূসর ধমকায়, "চুপ কর।"

মিনা বললেন, "এমনি এমনি তো কেউ কাউকে মারে না। নিশ্চয়ই ছেলেটা কিছু করেছিল।"

জবাও তাল মেলালেন সাথে। আমজাদ ফোঁস করে শ্বাস ফেলে মুখে কুলুপ আঁটলেন। এদের সাথে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

এদিকে সবার মধ্যে বসে বসে উশখুশ করছে পিউ। শাড়িটা এত ভারী! খুলে এলে ভালো হতো। ওর তো শাড়ি পরার অভ্যেসও তেমন নেই, কিন্তু বড়োদের মাঝ থেকে উঠে গেলে অভদ্রতা হবে। আবার এই রাতের বেলা মা চা বানিয়ে এনেছেন। এটা অবশ্য চাচ্চুরই আবদার। গল্পের আসর যখন বসেছে, চা মিস যাবে কেন?

ও আড়চোখে ধূসরের দিক তাকাল। মহারাজ ঠিক ওর কোনাকুনি বসে আছে। আজকের সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, মানুষটার পরনেও একই রঙের

CamScanner

শার্ট। দুজনেই কালো কালো। পিউ বুঝল না, এই আশ্চর্যজনক মিলটুকু হলো কী করে? ও নিজেকে ভুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ধূসরকে। কাঁধ চওড়া, স্বাস্থ্য উন্নত। জিম করা বাইসেপসে যে কোনো কাপড়ই আঁটোসাটো হয়। গালের দাড়িগুলো এত সুন্দর করে ট্রিম করা থাকে। কঠিন চিবুক দুটো চকচক করে সবসময়। মানুষটা যা-ই পরে, পিউ চোখ ফেরাতে পারে না। তার ভাবনার মাঝেই পুষ্প কাছে এসে দাঁড়াল। সবার ভেতর হুট করে বলল, "পিউ চল, আমরা ছাদে যাই।"

মেয়েটার ঘোর ভাঙে। থতমত খেয়ে চোখ সরায়। মিনা বললেন, "ও মা! এত রাতে ছাদে কেন যাবে? এসময় ছাদে যাওয়া ভালো না, মা।"

"আন্টি, কিচ্ছু হবে না। আসলে পিউ সাজানোর সময় বলছিল ওকে কিছু ছবি তুলে দিতে। এত সুন্দর লাগছে মেয়েটাকে, না দিলে আমারই খারাপ লাগবে না, বলুন!"

পিউ আশ্চর্য হয়ে ভাবল, "আমি কখন ছবির কথা বলেছি?"

পুষ্পর মুখের ওপর মিনা বেগম না করতে পারলেন না। ঘাড় নেড়ে বললেন, "আচ্ছা যাও।"

প্রফুল্ল চিত্তে পিউয়ের পেলব হাত লুফে নিল মেয়েটা। মারিয়া উঠে দাঁড়াতেই, মিনা বললেন, "তুই কোথায় যাচ্ছিস?"

"কেন, ছাদে।"

রুবায়দা কড়া কণ্ঠে বললেন, "না, এত রাতে পোয়াতি মেয়েদের ছাদে যেতে নেই। বস এখানে।"

মারিয়া ঠোঁট ফোলাল, "যাই না একটু! ও আব্বু, যাই না!"

আফতাব কোমল গলায় বললেন, "মা যখন বলছে তোমার ভালোর জন্যই বলছে। থাকো, মা। এখন তো আর তুমি একা নেই। সন্তানের কথাটাও তো ভাবতে হবে।"

মেয়েটা নিভে এলো। বাচ্চার ওপরে তো আর কিছু নেই। কিন্তু ও না গেলে যে সব প্ল্যান মাটি। ইস, এত বড়ো ক্লাইম্যাক্স মারিয়া মিস করে যাবে! দুঃখী দুঃখী মুখ করে বসল সে। সাদিফ কানে কানে বলল, "মন খারাপ করছেন কেন? আমরা না থাকলেও যেটা চাইছিলাম সেটা তো হচ্ছে। প্ল্যান সাকসেসফুলি হলেই হলো। কষ্ট পাবেন না, হাসুন।"

মারিয়ার হাসি পেল না। মুখ ভার করে পুষ্প আর পিউয়ের প্রস্থান দেখল সে। ছোট্ট মেয়েটা বাধ্যের মতো সাথে যাচ্ছে পুষ্পর। কিন্তু মাথায় এখনও প্রশ্ন, এত রাতে ছাদে গিয়ে হবেটা কী? ওরা যাওয়ার

CamScanner

ঠিক মিনেট পাঁচেক জায়গায় বসেছিল ধূসর। উঠে দাঁড়াতেই আফতাব ঘাড় সোজা করলেন।

"তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"ঘরে।"

"এখনই? আচ্ছা, আচ্ছা যাও।"

ভদ্রলোক মানা করবেন ভেবেছিলেন। আবার পিউয়ের পিছু নেয় যদি! কিন্তু ছেলেটাও সেই সকালে বেরিয়েছিল। ক্লান্ত লাগতে পারে। তবে ধূসর ঘরের রাস্তা ধরা অবধি সতর্ক নেত্রে চেয়ে রইলেন তিনি। পরপর স্বস্তির শ্বাস ফেলে হাসলেন একটু। না, ছাদে যায়নি। শুধু শুধু বেশি বেশি ভাবছিলেন।

ইকবাল উঠে দাঁড়াল তারপর। লম্বা হাই তুলে বলল, "আমিও যাই। আপনারা কথা বলুন।"

"আচ্ছা, যাও। সকালে দেখা হবে।"

ঘাড় নেড়ে চলে গেল সেও। সাদিফ-মারিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তাদের শুধু শরীর এখানে, কিন্তু মন? ওটা তো ছাদেই ফেলে রাখা। মারিয়া আক্ষেপ করে বলল, "ইস, আমার জন্য আপনিও মিস করে ফেলছেন!"

সাদিফ হাসল। স্ত্রীর হাতটা ধরল আলগোছে।

"আমার সবটা জুড়ে আপনি। আপনি যেখানে, সেখানেই আমার সুখ। বাকি সবকিছু মিস হলেও বা, আমার কিচ্ছু এসে যায় না।"

এতক্ষণে আফসোসে চৌচির হওয়া মেয়েটার প্রাণ জুড়িয়ে গেল এ কথায়। মুচকি হেসে বলল, "এত ভালোবাসবেন না, বাবু এসে হিংসা করবে।"

পিউ ছাদে এসে অবাক হলো। এত লাইটিং চারদিকে। কার্নিশগুলোতেও রংবেরঙের মরিচবাতি ঝুলছে। বাকি সব দিনে অন্ধকারে ডুবে থাকা জায়গাটার, হঠাৎ এমন ভোল বদল চোখে লাগল ভীষণ। পুষ্পকে পেছনে ফেলে পিউ এগিয়ে এলো দু পা। মনোযোগ দিয়ে আশপাশ দেখে বলল, "ছাদ কে সাজিয়েছে, আপু? কখন সাজিয়েছে? বাড়িতে অনুষ্ঠানের জন্যই..."

বলতে বলতে ফিরে চাইল সে। শীর্ণ বক্ষ ছলাৎ করে লাফিয়ে উঠল অমনি। ধূসর এসে দাঁড়িয়েছে কেবল। সাথে ইকবালও আছে। সব দাঁত বের করে হাসল ছেলেটা। ভ্রু উঁচিয়ে বলল, "কী পিউপিউ, কেমন আছ? খবর ভালো?"

CamScanner

পিউয়ের চঞ্চল মুখ মিইয়ে গেল। তীব্র হলো বক্ষস্পন্দন। পুষ্প হঠাৎ বলল, "এ বাবা, আমার ফোনটা তো ঘরেই ফেলে এসেছি। আব্বু কল দিলে?"

"আমি নিয়ে আসছি, মাই লাভ। নো ওরিস।"

হাঁটা দিতেই থামাল সে।

"তুমি একা খুঁজে পাবে না। চলো, আমিও যাই।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো।"

"পিউ তুমি থাকো, আমি ফোনটা নিয়েই আসছি।"

পালটা জবাবের অপেক্ষাতেও রইল না। ফটাফট তাড়া দেখিয়ে চলে গেল দুজন: কিন্তু নিচে নয়, সিঁড়িঘরের এপাশে এসেই লুকিয়ে পড়ল আবার। এখান থেকেই খোলা ছাদের সবটা দেখা যাচ্ছে।

ওরা মাথা নামিয়ে উঁকি দিলো দেখতে। তবে পুষ্পর মাঝে অন্তস্বন্দ্ব দোটানা। ফিসফিস করে বলল, "এটা কী ঠিক হচ্ছে? না মানে ধূসর ভাই তো আমার বড়ো ভাই। আর পিউ হিসেবে আমার ছোটো বোন। এভাবে ওদের প্রেম করা দেখব?"

ইকবাল এক কথায় বলল, "তুমি তোমার সম্পর্কের দিক ভুলে যাও, মাই লাভ। ভাবো ধূসর আমার বন্ধু। সেই অর্থে ও তোমার দেবর আর পিউ দেবরের প্রেমিকা। হলো না?"

"যাহ, তা আবার হয়?"

"তাহলে চলো, চলে যাই।"

হাতটা টানতেই পুষ্প বাঁধ সাধল। ঠোঁট উলটে বলল, "না থাক, দেখি।"

একটা ফাঁকা, নিস্তব্ধ ছাদ। মাঝেমধ্যে হুহু প্রভঞ্জন ব্যতীত ভিন্ন শব্দ নেই। এই শূন্য জায়গায় শুধু পিউ আর ধূসর দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটার সরব হৃদস্পন্দন হয়তো বড্ড জোরে শোনা যাচ্ছে। ধূসর ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন! বুঝতে পারছেন এসব?

পিউ নিভু চোখ তুলল। হাত-পায়ের কম্পন জোরালো। ধড়ফড় করছে বুকখানা। ওপাশ থেকে ধূসরকে এগিয়ে আসতে দেখেই ঘাম ছুটল পিঠের হাড়ে। টের পেল জমে যাচ্ছে সে। তুষারের ন্যায় শীতল হচ্ছে শরীর। নার্ভাসনেসে ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে খুব। ধূসর ঠিক সামনে এসে থামল। পিউয়ের চোখ তখন নিচে। খসখসে ছাদের মেঝেতে পায়ের পাতা ঠেসে রাখার চেষ্টা। মানুষটার ধারালো-শীতল চাউনি, ওকে মাথা তুলে রাখার সাহস যোগাতে নারাজ। বেহায়া চোখে শুধু সেই কল্পনাটুকু ভাসছে। কানে বাজছে

CamScanner

ধূসরের ওসব কথা। বুকের আশ্চর্য ভূমিকম্পের রাশ টানার প্রয়াস করল কিশোরী। জোর করে শক্ত রাখল নিজেকে। কিছুতেই কাঁপবে না, একদম না। ধূসর বাম হাতে ঘাড় ডলছে নিজের। অপ্রস্তুত সে। অগোছালো চিত্তে দেখছে চারিপাশ। তারপর গলার শ্লেষ্মা কাটাতে কাশল একটু। কালো রঙের একটা ছোট বাক্স হঠাৎ সামনে ধরে বলল, "এটা তোর।"

ঠাস করে কপালে চড় মারল ইকবাল। বিরক্ত হয়ে বলল, "আরে ব্যাটা, এভাবে কেউ আংটি দেয়? হাঁটু মুড়ে দেবে না? আজব!"

পুষ্প বলল, "আহা থামো। বিরক্ত করো না, দেখতে দাও।"

পিউ চোখ তুলে চাইল। ধীরে-সুস্থে হাতে নিল বাক্সটা। ঢাকনা খুলতেই উজ্জ্বল পাথর বসানো হীরের আংটিটা উঁকি দিলো সেখানে। হতবিহ্বল চোখে আংটিটাকে দেখল সে। ধূসর ভাই আবার আংটি কিনেছেন? ধূসরের চাউনি স্থির নেই। অধীর তার চোখমুখ। খরখরে ঠোঁট বারবার জিভ দিয়ে ভেজাচ্ছে। পিউ মিহি কণ্ঠে বলল, "আবার একটা আংটি? না মানে, আগেরটা তো ছিল।"

জবাবে খ্যাঁক করে উঠল সে, "এসব নিয়ে তোর ভাবার দরকার নেই।"

পিউ ঠোঁট উলটাল। আংটি দেওয়ার সময়েও কেউ এভাবে ধমকায়? কী আশ্চর্য লোক! ধূসর

রুক্ষ কণ্ঠে বলল, "এটা কি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জিনিস? এদিকে দে।"

পিউ ঘাবড়ে বাক্সটাকে এগিয়ে দিলো তড়িৎ। ধূসর ছোঁ মেরে নিল। আংটি বের করে বাক্স ফেলে দিলো ছুড়ে। দৈবাৎ আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল তারপর। পিউয়ের তুলতুলে হাতের নরম আঙুল মুঠোতে নিল। চিকন অনামিকায় গলিয়ে দিতেই ইকবাল হতচেতন আওড়াল, "আরে ব্যাটা, ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে ঠিকই আংটি পরাল, দেখলে? আমি বলেছিলাম হাঁটু গেড়ে দিতে। দিলো না। দেবে কেন? তাহলে তো হাঁটুতে ফোঁসকা পড়ে যাবে, তাই না?"

পুষ্প চ সূচক শব্দ করল, "উফ, তুমি থামবে? তোমার জন্য আমি ঠিকঠাক এনজয়ই করতে পারছি না।"

পিউ একবার আঙুলের দিক দেখে ধূসরের চোখের দিক তাকাল। সবটা জলের মতো স্বচ্ছ হলো এবার। সেদিন ইকবাল ভাইকে আংটির কথা [illegible]তেই কি ধূসর ভাই আবার আংটি কিনলেন? তাহলে কি মানুষটা এখন

CamScanner

ওকে ভালোবাসিও বলবে? পিউ তো বলেছিল ইকবালকে, ধূসর ভাই কখনো ভালোবাসার কথা বলেননি। এর মানে সেজন্যই এত কিছু? শেষমেশ ধূসর ভাই আজ ভালোবাসি বলবেন? কিশোরীর মৃগনয়নে এক ফালি আশা ছুটে এলো। ধূসরের মুখ থেকে উচ্চারিত ওই শব্দ শুনতে কেমন লাগবে? নিশ্চয়ই এসরাজের মধুর সুরকেও হার মানাবে তা!

পিউয়ের অস্থিরতা বাড়ল। বাড়ল তার অপেক্ষা। দুচোখ ছাপানো প্রত্যাশা নিয়ে ভাবল, "একবার ভালোবাসি বলুন না, ধূসর ভাই! শুধু একবার। আজ বললেই হবে, আমি আর কক্ষনো শুনতে চাইব না।"

অথচ সে মানুষের রা নেই। বিক্ষিপ্ত চোখ আশেপাশে লেগে। পিউ যেচে আকুল কণ্ঠে শুধাল, "আর কিছু বলবেন না, ধূসর ভাই?"

ইকবাল চাপা কণ্ঠে বলল, "বলে দে না, ভালোবাসি! বল না হতচ্ছাড়া, আর কত অপেক্ষায় রাখবি মেয়েটাকে?"

পিউয়ের দৃষ্টি কাতর। ব্যগ্র হচ্ছে বুক। একবার চায়, ধূসর ভালোবাসি বলুক। আজ শুনলেই সে ধন্য। আর না হলেও চলবে। তক্ষুনি ধূসর কোমড় চেপে ধরল। অনুষ্ণ হাতের ছোঁয়ায় কেঁপে উঠল মেয়েটা। লতানো কোমর টেনে ওকে কাছে আনল ধূসর। সুদৃঢ় বাহুতে মিশিয়ে নিল বুকে। উত্তপ্ত শ্বাসের তোড়ে চোখ বুজে ফেলল পিউ। ইকবাল-পুষ্প ফিক করে হাসল এতে।

"তাকা পিউ।"

নিখাদ কণ্ঠে, নিভু চোখ তুলে চাইল মেয়েটা। মিলিত হলো দুজোড়া তৃষার্ত নয়ন। ধূসরের গলার স্বর অপরিবর্তিত।

"বিয়ে করব তোকে। বউ হবি আমার?"

ইকবালের চোখ কপালে, "ওরে শালা, প্রপোজ বাদ? সোজা বিয়ে? "

পুষ্প স্ফূর্ত গলায় বলল, "এই না হলে আমার ভাই!"

পিউয়ের কণ্ঠরোধ। চোখেমুখে ফ্যালফ্যালে বিস্ময় নিয়ে সে হাঁ করে রইল। ধূসর ভাই সেদিন বাবার সামনে বউ, বিয়ে কথাগুলো বললেও ওকে শোনাল প্রথমবার। প্রথম শুনল তার ব্যাকুল আবেদন। সম্মোহন আর অভিভূতির তোড়ে মুদে এলো মেয়েটা। অনড় চোখে ঠোঁট নেড়ে বলল, "আবার বলুন।"

CamScanner

ধূসরের হাতের বাঁধন শক্ত। পিউকে বুকের ভেতর ঢুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। একইরকম বলল, "বউ বানাব তোকে, শিকদার ধূসর মাহতাবের বউ।"

তারপর কিছু সময় কাটল। ধূসরের চোখের নড়ন নেই। নেত্রপল্লবের পতন নেই। পিউয়ের এই স্তম্ভিত নয়নজোড়া, এই হাঁ করা ঠোঁট দুটো অন্তর্ভেদী, শান্ত লোচনে পরোখ করল কিছু পল। আংটি পরানো হাতটা তুলে বলল, "আগেরবার পরিয়েছিলাম তোকে নিজের করে রাখতে। আজ আবার পরিয়ে তোকে আমার করে ফেললাম। এর মাঝে দ্বিতীয় কোনো কথা নেই, পিউ। তুই আমার ছিলি, আমার আছিস আর সারাজীবন আমারই থাকবি।"

পিউ লজ্জায় আড়ষ্ট। অনুভূতিতে কাবু। কাঁপা ঠোঁট নেড়ে কিছু বলতে পারল না। হয়তো উত্তরের আশাও ধূসর করেনি। পাতলা ঠোঁট তুলে ফরসা কপালে ছোট্ট একটা চুমু আঁকল সে। আবেশে বুঁদ হয়ে চোখ বুজল কিশোরী। আচমকা, ঝট করে ওকে ঘুরিয়ে দিলো ধূসর। পিউয়ের শীর্ণ পিঠ তুরন্ত এসে ঠেকল তার বুকে। দুটো শক্তপোক্ত বাহুর মাঝে কবুতরের মতো ক্ষুদ্র দেহটা আটকে ফেলল সে। পিউয়ের পিঠ ছড়ানো লম্বা-কালো চুল সরিয়ে কাঁধের এক পাশে রাখল। উন্মুক্ত হলো মসৃন, ফরসা পিঠ। কাঁধের ওপর ঘনিষ্ঠ শ্বাসের ছোঁয়ায় মেয়েটা হাঁসফাঁস করে খুব। ধূসর ঠোঁট নামিয়ে ভীষণ গভীর চুমু বসাতেই, দুহাতে শাড়ির পাড় খামচে ধরল পিউ। পুষ্প লজ্জা পেল। চট করে চোখ দুটো চেপে ধরল স্বামীর।

"দেখো না, দেখো না। এসব দেখতে নেই।"

ইকবাল হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, "কেন দেখব না? হতচ্ছাড়াটা করতে পারলে আমি দেখতে পারব না? সবসময় ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে হাঁটে। অথচ দেখো, যেই মেয়েটাকে একা পেল অমনি ওর ফষ্টিনষ্টি শুরু। অবশ্য হবে না, সুন্দরী প্রেমিকা দেখলে মাথা ঠিক থাকে? এই যে আমার বউ, কত সুন্দর! সেজন্যই তো আমি শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে মোটে নড়তে চাই না।"

পুষ্প কুণ্ঠায় অস্থির হয়ে বলল, "উফ, চলো এখন। এখানে থাকার দরকার নেই।

"আরে কেন? থাকি না। দেখি না কী করে।"

"দেখতে হবে না এসো।"

ইকবালের হাতটা টেনেটুনে নিয়ে চলল পুষ্প। অন্যদের রোমান্স দেখতে নেই। স্বভাবে ইকবাল এমনিই বাঁদড়। তারওপর লাগাম নেই জিভে। দেখা গেল মুখ ফস্কে সবার সামনে এসব গড়গড় করে বলছে।

CamScanner

পিউয়ের চোখ বন্ধ। হাত-পা টলছে। বুকের ভেতর অজানা এক উত্তেজনার ঢেউ। ওষ্ঠাধরের নির্বাধ ভূমিকম্পের মাঝে ধূসরের বাম হাতটা উঠে এলো হঠাৎ। শাড়ির পাড় ভেদ করে বসল পেটের ওপর। নরম ত্বকে ঠান্ডা কিছুর স্পর্শে মেয়েটা বরফ বনে রইল। একদিকে পেটে ধূসরের অবাধ্য হাতের বিচরণ, অন্যদিকে গলার ভাঁজে তপ্ত ঠোঁটের স্পর্শ। সব মিলিয়ে মরে যাওয়ার মতো অনুভূতি হলো পিউয়ের। ধূসর চুলের ভাঁজ মুখ ডোবাল। গোটা কাঁধের এপাশটায় বইয়ে দিলো চুমুর ঘূর্ণিঝড়। কখনো দাঁতের স্পর্শে মেয়েটার শ্বাস আটকে আসে। অন্তঃপটে এক অদ্ভুত টানাপোড়েন দোলা দিয়ে যায়। পিউ চাইছে সরে যাবে। আর কিছুক্ষণ এত কাছে থাকলে নিশ্চিত মরবে সে। কিন্তু পারছে না। হাত-পায়ে জোরই যেন নেই।

পিউ চট করে ঘুরে জড়িয়ে ধরল ধূসরকে। প্রস্থ, চওড়া বুকে মুখ লুকিয়ে একটু বাঁচতে চাইল হয়তো।

বিধিবাম, দিলো না ধূসর। বুক থেকে সরিয়ে আনল মুখটা। পিউয়ের চোখের পাতা ছটফটে। ঠকঠক করছে ওষ্ঠপুট। বুকের ওঠানামা জোরালো। ধূসরের কণ্ঠে নেশার বান, "আমার দিকে তাকা।"

পিউ তাকাল না। বরং নেত্রপল্লব খিঁচে নিল আরও। ধূসর হাসল, খুব নিঃশব্দের সামান্য হাসি। নজর ফেলল পিউয়ের তিরতির করা ঠোঁটে। একটা দমকা হাওয়া যত দ্রুত পাশ কাটিয়ে যায়? তার চেয়েও গতিতে কোমল ওষ্ঠ আঁকড়ে ধরল সে। প্রখর ছোঁয়ার তাণ্ডবে পিউয়ের জ্ঞান হারানোর দশা। রুহুটা উড়ে বেড়াল অচেনা কোনো দেশে। ছাদের কার্নিশে দুর্বল দেহের ভার ছেড়ে দিলো সে।

কাঁপা হাতজোড়া বড়ো শক্ত করে খামচে ধরল ধূসরের পিঠের শার্ট। ঠোঁটের নির্মল ত্বকের প্রতি নির্দয় সে পুরুষ। একেকটি ছোঁয়া তার নিষ্ঠুরের মতো।

বলবান ধূসরের এই অল্প আদরেই পিউ ছটফটিয়ে উঠল। কখনো হাত দিয়ে ঠেলে সরাতে চাইল তাকে। পারল না। সুঠাম দেহ টলানোর শক্তি ওর নেই। ধূসরের স্পর্শ লাগামছাড়া। তীব্র থেকেও তীব্রতর। পাহাড় কিংবা বিশালাকার আকাশের মতো তা। চুমুর ফাঁকে একেকটি শক্ত দাঁতের প্রহার, পিউয়ের জীবন শুষে নেয়। নরম আবেশে গলিয়ে দেয় ঠোঁটের উষ্ণতা।

আরও অনেকটা সময় পর তাকে ছাড়ল ধূসর। মেয়ের প্রাণটা বোধ হয় শেষের পথে। জোরে জোরে হাঁপানোর মতো শ্বাস টানল ক-বার। ক্ষুদ্র শরীরটা পুরোপুরি সেটে গেল কার্নিশের সাথে। বৃদ্ধাঙ্গুল তুলে স্বীয় ভেজা ঠোঁট মুছল ধূসর। চোখের খাঁজে স্বচ্ছ কৌতুক মিশিয়ে ওপর ওপর গম্ভীর রইল তাও। পিউ কাঁপছে তখনও। এর আগেও তো একবার চুমু খেয়েছে।

CamScanner

তখন তো এত কাঁপাকাঁপি ছিল না। ধূসর ভ্রু কুঁচকে বলল, "কাঁপছিস কেন?"

মেয়েটা টেনেহিঁচড়ে চোখ মেললেও, তাকাল না। চেয়ে রইল নিচে। টানা দুদিন দূরে থাকা মানুষটার হঠাৎ এই রূপ সামলানোর ক্ষমতা হয়েছে ওর? হয়নি। ধূসর এবার কণ্ঠ পুরু করল। পেলব বাহুজোড়া শক্ত করে ধরে বলল, "কাঁপবি না, চুপ করে দাঁড়া।"

লাভের লাভ কিছু হলো না। একইরকম থরথর করছে মেয়েটা। ধূসরের কণ্ঠে বিরক্তি, "আশ্চর্য তো! এত কাঁপার কী আছে?"

পিউ অসহায় কণ্ঠে বলল, "আমি, মানে আমার কী দোষ? আমার কি এসবের অভ্যাস আছে? আপনি কি আগে আমাকে এভাবে চুমু খেয়েছেন, ধূসর ভাই? হঠাৎ করে কাছে এলেই তো এমন হয়।"

ধূসর ডান ভ্রুটা তুলল। জানতে চাইল, "এখন তোর কাঁপুনি কমাতে সকাল বিকাল আমাকে চুমু খেতে বলছিস?"

CamScanner



নিবিড় ছাদের সিঁড়ি বেয়ে এক চঞ্চল কিশোরীর ছুটে যাওয়া দেখে ঠোঁট কামড়ে হাসল ধূসর। পিউ তখন আইঢাই চিত্ত হতে নিজেকে লুকিয়ে নিতে মরিয়া। নিস্পন্দ বাতায়ণে তার পায়ের নূপুরের রুনঝুন শব্দ ভাসছে। ঠোঁটের কোণে লাজুক হাসি। টালমাটাল উত্তালতা বুকে। ধূসর ভাই কাছে আসার তরঙ্গে গোটা শরীর শিহরিত। মানুষটা দূরে থাকলে যতখানি কষ্ট হয়, কাছে এলে ততোধিক আড়ষ্টতায় খেই হারায় পিউ। আর এই হারানোর সুর বেশামাল, বেগতিক। যাকে নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষমতা মেয়েটার হয়নি।

পিউ ছুটে নামার ফাঁকে আচমকা সামনে পড়লেন মিনা। ঘরেই যাচ্ছিলেন তিনি। ফিরলেন পায়ের শব্দে। মায়ের মুখোমুখি হতেই মেয়েটার চপল পা থেমে গেল। ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন, "তুই এতক্ষণ ছাদে ছিলি? পুষ্প তো অনেক আগেই এলো দেখলাম। একা এত রাতে কী করছিলি ওখানে?"

পিউ জিভে ঠোঁট চোবাল। কী বলবে এখন? চটজলদি তো মিথ্যেও মাথায় আসছে না। মিনার চোখ পড়ল মেয়ের ঘাড়ের দিকে। ফরসা ত্বকে গোলাকার লালচে এক চিহ্ন হাঁ করে আছে। কপাল কুঁচকে বললেন, "গলায় কীসের দাগ এটা? কিছু কামড়েছে নাকি?"

পিউ চট করে ঘাড়ে হাত দিলো। একটু আগে ঘটে যাওয়া ওসব উষ্ণ দৃশ্য ভেসে উঠল চোখে। এই রে, দাগ বসে গেছে? আমতা-আমতা করে বলল, "হুঁ? হ্যাঁ, আসলে ছাদে এত পোকামাকড় না, চারদিকে অনেক গাছ তো। মনে হয় পিপড়ে কামড়েছে।"

ভদ্রমহিলা উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললেন, "এ মা, কী অবস্থা দেখ তো। একদম লাল হয়ে গেছে। চল, একটু মলম লাগিয়ে দিই। কোনো বিষাক্ত পোকা-টোকা হলে?"

পিউ মনে মনে ভাবল, "এই পোকা সত্যিই খুব বিষাক্ত, আম্মু। যার প্রেমের বিষে একটু একটু করে মরে যাচ্ছি আমি।"

মুখে বলল, "আমি লাগিয়ে নেব। তুমি ভেবো না।"

CamScanner

মিনা কিছু বলতেই যাচ্ছিলেন, ওপর থেকে মচমচে জুতোর শব্দ এলো হঠাৎ। নামছে কেউ। ধূসরকে দেখেই মিনার কথা আটকে গেল। এতক্ষণের উৎকণ্ঠায় মোড়া চাউনিতে নেমে এলো হতবুদ্ধিভাব। একবার মেয়েকে দেখে পরপর ধূসরকে দেখলেন তিনি।

পিউয়ের বুক ধড়ফড় করছে। ঢোক গিলে গিলে এলোমেলো পাতা ফেলছে চোখের। আম্মু কি কিছু বুঝে গেলেন?

মিনা বেগম আচমকাই থম মেরে গেলেন। একটা সূক্ষ্ম বিব্রতকর চিহ্ন বসল মুখে। আর একটাও কথা না বলে ত্রস্ত ঢুকে পড়লেন ঘরে।

পিউয়ের চেহারা আতঙ্কে সাদা হয়ে যায়। এর মানে আম্মু ঠিক ধরে ফেলেছে, ও আর ধূসর ভাই এতক্ষণ ছাদে একসাথে ছিল। এ বাবা, কী হবে এখন?

ধূসর ওপর থেকে নেমে পাশে এসে দাঁড়াল। কপালে ভাঁজ। কিশোরীর চুপসে বসা আদল দেখে বলল, "কী হয়েছে?"

পিউ মুখ ফুটে বলতে পারল না ওসব। নিরাশ শ্বাস ফেলে ভাবল, "আপনার এখনই নামতে হলো, ধূসর ভাই?"

আমজাদ শিকদার সদ্য শোবার প্রস্তুতি নিয়েছেন, তক্ষুনি হন্তদন্ত পায়ে ঘরে ঢুকলেন মিনা। অধৈর্য চিত্তে এসে বসলেন শিয়রে। বড়ো ব্যস্ত তার স্বর, "পিউয়ের বাবা, আমার একটা কথা আছে।"

ভদ্রলোক শুতে গিয়েও থামলেন। স্ত্রীর হাবভাব দেখে গোছালেন ভ্রু দুটো।

"কিছু হয়েছে?"

ইতস্তত করে জবাব দিলেন তিনি, "না মানে, আসলে বলছিলাম কী, আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন ধূসরের সাথে পিউয়ের বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। দরকার পড়লে কালকেই কথা বলুন আফতাব ভাইয়ের সাথে।"

আমজাদ বিস্মিত হয়ে বললেন, "কী হয়েছে বলবে তো! হঠাৎ এসব কথা কেন? "

মিনা মুখ ভার করে বললেন, "ওসব আমি বলতে পারব না। আচ্ছা, আমি কি আপনার কাছে এমন করে কিছু চেয়েছি কখনো? আজ বলছি মানে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। কিন্তু জানতে চাইবেন না কী কারণ। আমার কথা হচ্ছে, ওরা যখন দুজন দুজনকে পছন্দ করে তখন এতদিন একই বাড়িতে এভাবে রাখা ঠিক হবে না। আপনি দয়া করে আফতাব ভাইয়ের সাথে কালই কথা বলুন।"

CamScanner

আমজাদ আর কথা বাড়ালেন না। সত্যি বলতে এমন চিন্তা তার মাথাতেও আছে। বললেন শান্ত স্বরে, "আচ্ছা বলব। এখন দম নাও। দেখে মনে হচ্ছে গোটা বাড়ি চক্কর কেটে এলে।"

মিনার অস্থির চেহারায় একটু আলোর দেখা মিলল। মাথা নেড়ে বললেন, "ঠিক আছে।"

পিউকে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা আমজাদের ছিল না। এক মাত্র মেয়ে, পড়াশোনা করিয়ে একটা পাকাপোক্ত জায়গায় নিতে চেয়েছিলেন ওকে। মেয়েটা নিজের পায়ে দাঁড়াবে। শক্ত অবস্থান হবে ওর। সফল মেয়ের বাবা হয়ে আমজাদ যখন হেঁটে যাবেন, এলাকার দশজন বলবে, "ওই যে পিউয়ের বাবা যাচ্ছে।"

কিন্তু তা আর হলো কই? এতটুকু বয়সে মেয়েটা প্রেমে পড়ে সব খুইয়ে ফেলল। পাব্লিকে এডিমশনের জন্য কোচিং করছিল এতদিন। কী দুর্দান্ত প্রিপারেশান! আর এখন? দিব্যি সব তুঙ্গে তুলে বিয়ে নিয়ে পড়েছে। সারাক্ষণ যার মাথায় শুধু ধূসর ঘুরে বেড়ায়, আমজাদ তাকে নিয়ে সব আশাই ছেড়ে দিলেন।

স্ত্রীর কথা রাখতে আফতাবের সাথে পরদিনই বিস্তর আলাপে বসলেন তিনি। আফতাব শিকদার এ ব্যাপারে এক পায়ে রাজি। কদিন আগেই তো বিয়ের সব বন্দোবস্ত শুরু হয়েছিল। যদিও ভাইজানের অনীচ্ছায় ছিল তা। মাঝখানে আবার ঝড়ের বেখাপ্পা তাণ্ডব এলো এক চোট। যাক গে, ফের নতুন করে শুরু হলে দারুণ হবে। এবার আর কোনো মনোমালিন্য নেই। আনন্দ নিয়ে করা যাবে সবটা। তবে এর মাঝেও শর্ত রাখলেন আমজাদ। আপাতত কাবিন করবেন, পরে বাড়ি ঠিক হলে তাঁর মেয়েকে সসম্মানে গিয়ে তুলে আনতে হবে। আফতাবের এতেও দ্বিমত নেই। ভাইজান যা বলবেন তা-ই সই। এত গদগদ ভাব দেখে আমজাদ বিরক্ত হলেন। নাক-মুখ কুঁচকে বললেন, "সবকিছুতে এমন ঘাড় নাড়াচ্ছ কেন? বাকিসব বরপক্ষের মতো একটু ত্যাড়ামি করতে পারো না?"

উত্তরে শব্দ করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক।

"বেয়াই যদি আপনি হন ভাইজান, ত্যাড়ামি করার সাহস কোথায়?"

"থাক থাক। এত তোষামোদ করো না। তা তোমার নবাব পুত্তুর কোথায়? সকাল থেকে দেখছি না।"

"ও তো বেরিয়েছে। ওদের দলের পক্ষ থেকে আজ বন্যার্তদের ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে তো। সেখানে গেল।"

CamScanner

আমজাদ একটু চুপ থেকে বললেন, "আচ্ছা, একটা কথা সত্যি করে বলো তো, এই ত্রাণ কি তোমরা ঠিকঠাক দাও? সরকার যা পাঠায় তার দুভাগ মেরে দাও না?"

আফতাবের জিভ বেরিয়ে এলো। সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, "ছি ছি, কী বলছেন, ভাইজান! এসব তো আমি কখনো ভাবিও না। নিজের এত থাকার পরেও লোকের হক মারব কেন? আপনি আমাকে চেনেন না?"

"তা চিনি, কিন্তু রাজনীতি বলে কথা। এখানে এলে সবাই ভোল পালটে ফেলে।"

ভদ্রলোক মুহূর্তেই গুরুতর হলেন, "না ভাইজান, অন্তত আমি আর ধূসর এমন নই। ইকবালও খুব সৎ এসবে। কী জানেন তো, পকেটের টাকা না খসালে এসব লাইনে রাতারাতি এমপি হওয়া যায় না। ধূসর ছেলেপেলের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়ার কারণ, ও নিজের টাকাতে এক সময় সবাইকে খাইয়েছে, ঘুরিয়েছে। যখন যার যা বিপদ হয়েছে হাত খুলে সাহায্য করেছে সবসময়। অমন উদার ছেলে করবে এমন কাজ? ছেলেটা তুখোড় রাজনীতিবিদ হলেও দয়া মায়া আছে। আপনি বিশ্বাস না করলে একদিন চলুন। সব হিসেব মিলিয়ে মিলিয়ে দেখাব। আমরা খারাপ হতে পারি? দিনশেষে শিকদার বাড়িরই তো রক্ত।"

ইকবাল হাজির হয়েছে তখনই। রুমে পানি নেই, পানি খেতে এসেছে। টেবিল থেকে জগ তুলে গ্লাসে পানি ঢালার পুরোটা সময়, সব কথা কানে এলো তার। আমজাদ হাসিহাসি মুখ করে বলছেন, "হ্যাঁ, দেখলাম সেদিন। তোমার ছেলে যেতেই চায়ের দোকানে ভিড় লেগে গেল। কত ব্যস্ততা তাকে ঘিরে! এমনিও তো দেখি রাস্তাঘাটে। ভালোই বলে সবাই। সেদিন ফজলের আব্বাও বলছিলেন ওর কথা।"

ইকবাল দুই ভ্রু উঁচিয়ে ভাবল, বাবাহ! হিটলার ব্যাটার মুখে তাহলে শুধু নিমপাতা নয়, একটু-আধটু মধুও আছে।

গ্লাসটা রাখার শব্দে ফিরে চাইলেন আফতাব।

"আরে ইকবাল, কখন এলে?"

"এই তো আংকেল, এক্ষুনি।"

"এসো, বসো এখানে।"

এক কথায় হেলেদুলে এসে বসল ছেলেটা। আফতাব বললেন, "তোমার বন্ধু কী করেছে দেখো। ভাইজানের মতো মানুষের মুখ থেকে সহজে কারও প্রসংশা শোনা যায়? অথচ কত সুনাম করছে ওর!"

CamScanner

কথায় দাঁড়ি পড়তেই ফোন বাজল তার। স্ক্রিনে কামশনার লেখা দেখে বললেন, "তোমরা কথা বলো। আমি আসছি।"

ফোনটা কানে গুঁজে উঠে গেলেন তিনি। আমজাদের সামনে সটান দেহে বসে রইল ইকবাল। দুজনের এখন অবধি তেমন বিশেষ কথা হয়নি। কাঠখোট্টা লোকটার সামনে বেচারা কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। মনে হলো এই মুহূর্তে ও সত্যিকারের হিটলারের সামনে বসে আছে। আবার গুলি করে দেবে না তো? কেমন করে দেখছে দেখো। তক্ষুনি প্রশ্ন ছুড়লেন ভদ্রলোক, "তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী, ইকবাল?"

ছেলেটা টেনেটুনে হাসল। বলল ফটাফট, "আমি তো মনে-প্রাণে, সজ্ঞানে একজন রাজনৈতিক নেতা, আংকেল। আপাতত এর বাইরে ভাবছি না। বাবার ব্যাবসা আছে, কোথাও টান পড়লে ওসব দিয়ে চলে যাবে।"

"কেন? বন্ধুর মতো রাজনীতিতে পাকাপাকি হওয়ার চিন্তা নেই?"

"থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে। আর আপনার মেয়ে জামাইকে তো রাজনীতি শেখালামই আমি। আমি যখন এই লাইনে নেমেছি, ধূসর তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু বলা যায়। একেবারে শুরুর হাতেখড়িটা কিন্তু আমার থেকেই পাওয়া। সে হিসেবে দেখতে গেলে এই যে আপনি ওর প্রসংশা করলেন এতক্ষণ, সেসব কিন্তু সব আমার প্রাপ্য।"

গড়গড় করে বলে থামল ইকবাল। জিভে খই ফুটিয়ে সে কিছু চমৎকার মিথ্যে বলে ফেলেছে। ভাবসাব নিয়ে চুলটা দুবার ব্যাকব্রাশও করল। আমজাদ ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বললেন, "ওহ, তা-ই বলি, ছেলেটাকে উচ্ছন্নে তাহলে তুমি নিয়েছ?"

ইকবালের মুখের হাসিটা দপ করে নিভে গেল অমনি। ও এই কথা আশা করেনি। মুখিয়ে ছিল একটা দারুণ কোনো তারিফ শুনবে বলে। আমতা-আমতা করে বলল, "না মানে আসলে ওই আরকি।"

পালটা জুতসই জবাব ইকবাল পেল না। মনে হলো এই মুহূর্তে এখান থেকে উঠে যাওয়াই ভালো। না হলে আবার কোন কথার তির কখন তেড়ে আসবে। ত্রস্ত দাঁড়াল বসা থেকে।

"আমি একটু আসছি, আংকেল।"

হনহনে পায়ের প্রস্থান দেখে আমজাদ ঠোঁট চেপে হাসলেন। চোখেমুখে কৌতুক নিয়ে চুমুক দিলেন কাপে। দুদিনের এই ছোকরা করছে তার সাথে চালাকি?

CamScanner

সন্ধ্যা হচ্ছে। তবে আজকের এই সন্ধ্যে নামার আয়োজন বড্ড বেশিই ধীর-স্থির। ফট করে রাত নেমে সূর্য ডুবে যায়নি। অবশ্য সন্ধ্যে নিয়ে শিকদার বাড়ির কারোরই অমন মাথাব্যথা নেই। এই মুহূর্তে থমথমে পরিবেশ মাথায় নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন তারা। জরুরি তলব করে সবাইকে ডেকে এনেছেন আমজাদ। তালিকা থেকে ধূসরও বাদ যায়নি। শুধু রাদিফ নেই এখানে। বড়োদের কথায় তাকে রাখেন না জবা।

আমজাদের চোখমুখ গম্ভীর। চুপ করে বসে আছেন অনেকক্ষণ হলো। চেহারার এই অবস্থা দেখে বেশ চিন্তায় সকলে। সবচেয়ে বেশি বুক কাঁপছে পিউয়ের। ওর চোরের মনটা পুলিশের মতো টিকটিক করে জ্বলছে। কালকের কথা কি আম্মু কিছু বলে দিয়েছেন আব্বুকে? সেজন্য কি এখন বিচারসভা বসবে? পিউ মন খিচে মাথা নাড়ল। না না, এমন কিছু না হোক। এই বিচার সভা মানেই ধূসর ভাইয়ের সাথে বাবার আরেকটা লড়াই। আরেকটা বিতর্ক। ফের এরকম কিছু ঘটলে সব ঘেঁটে যাবে। মেয়েটা মন দিয়ে চাইল, এসব যেন না হয়। ধ্যান ছুটল মায়ের কথায়।

মিনা রয়েসয়ে বললেন, "কী ব্যাপার, বলুন তো? হঠাৎ এভাবে ডাকলেন যে?"

ভাইয়ের পাশেই বসেছিলেন আফতাব। তাঁর চেহারায় অতশত চিন্তা নেই। একটু নড়েচড়ে বসলেন তিনি। কণ্ঠ একইরকম স্বাভাবিক, "বলব ভাবি, বলব। বলতেই তো ডেকেছি। একটু সবুর করুন সবাই।"

রুবায়দা বললেন, "তার মানে তুমি সব জেনে বসে আছ? তাহলে আমাদের এত চিন্তায় রেখেছ কেন?"

আমজাদ গলার শ্লেষ্মা কাটালেন। প্রসঙ্গ তুললেন আস্তে-ধীরে, "আসলে কোত্থেকে শুরু করব ভাবছিলাম! বিগত দিনগুলোয় ধূসর আর পিউয়ের ব্যাপারটা নিয়ে অনেক কিছুই ঘটেছে বাড়িতে। সেসব আর তুলছি না। আর না নতুন কোনো ঝামেলা চাইছি আমি। বিয়ে যখন দিতেই হবে, দিনক্ষণ এগিয়ে আনা ভালো। আজ তো শুক্রবার, তাই আমি আর আফতাব ভাবছিলাম যদি আগামী শুক্রবারেই ওদের বিয়েটা ঘরোয়াভাবে দেওয়া যায়।"

বুকের ভেতর ঢুকিয়ে নেওয়া চিবুকটা নিয়ে তড়িৎ মাথা তুলে চাইল পিউ। চোখের ভেতর লেপটে এলো অবিশ্বাস। এত তাড়াতাড়ি বিয়ে! মেয়েটার ভয়ডর শেষ। উলটে হুড়মুড় করে ফরসা কপোলে লজ্জা এসে ভিড়ল। মারিয়া, পুষ্প দুজনেই লাফিয়ে উঠল খুশিতে। চপল পায়ে ছুটে এসেই পিউকে জড়িয়ে ধরল দুজন। এতক্ষণে স্বস্তির শ্বাস ফেলল সকলে। সবথেকে বেশি প্রসন্ন হলেন মিনা। যাক, তাঁর একটা কথা অন্তত তাহলে

CamScanner

শুনেছে মানুষটা। রুবায়দা বললেন, "সামনের শুক্রবার? মানে আর সাতদিন বাদেই বিয়ে। হাতে তো তাহলে সময় খুব কম!"

আমজাদ বললেন, "হ্যাঁ, ঘরোয়া ভাবে হলে তো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আফতাবও রাজি হলো, কিন্তু এখানে আমার একটা কথা আছে।"

ধূসর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল সব। শেষ কথায় কপাল বেঁকে বসতেই, ইকবাল কণ্ঠ চেপে বলল, "নির্ঘাত ব্যাটা যৌতুক দাবি করবে।"

সাদিফ বলতে চাইল, "যৌতুক তো ছেলেরা চায়।"

কিন্তু বলল না। ইকবালের ভয়ে গিলে নিল ফের। খ্যাপে-টেপে আবার একটা উদ্ভট কথা বলবে, থাক তার চেয়ে।

ভদ্রলোক নিজেই বললেন, "যেহেতু এই মুহূর্তে শিকদার বাড়ি বন্ধ। তাই বিয়েটা তো এ বাড়িতেই হবে জানা কথা, কিন্তু আমার মেয়ের দিকের সমস্ত খরচ আমি বহন করব। আফতাব বা ধূসর, দুজনের কেউই এসবে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। আমার যতটা সামর্থ্য আমি সেভাবে সামলাব। একজন মধ্যবিত্ত বাবার মেয়ের বিয়ে যেভাবে হতো, এখনও সেভাবেই হবে।"

আফতাব চোখের কোণ দিয়ে ছেলেটাকে দেখলেন। ফট করে কিছু বলে বসবে, এর আগেই বলে দিলেন তিনি, "কোনো সমস্যা নেই, ভাইজান। তা-ই হবে।"

"তোমাদের বিয়ের তারিখ নিয়ে কোনো মন্তব্য আছে?"

প্রশ্নটা সকলের উদ্দেশ্যে করলেন আমজাদ। ইকবাল সবার আগে মাথা নাড়ল দুপাশে। বোঝাল, নেই একদমই নেই। রুবায়দা বললেন, "না না, আমি তো আরও দিন গুনছি পিউ কবে আমার ঘরে পাকাপাকি আসবে।"

আমজাদ মাথা নাড়লেন। বললেন, "কিন্তু যাদের বিয়ে তাদেরও মতামতের একটা ব্যাপার আছে। তারা রাজি কিনা শুনতে হবে তো। আগে তুমি বলো পিউ, তুমি কী চাও?"

হঠাৎ নিজের নাম শুনে গুটিয়ে গেল পিউ। চোখ তুলে বুজল, সবার দৃষ্টি ওর ওপরে আটকে। এমনকি ধূসর নিজেও তাকিয়ে আছে। ছোট্ট মেয়েটা ভড়কে গেল কিছু। কী বলবে এখন ও? সবার মধ্যে বলবে, আমি বিয়ে করতে চাই? তা কখনো হয়! মনে মনে তো পারলে এক্ষুনি ধূসর ভাইকে বিয়ে করবে পিউ। কিন্তু ওসব কি আর মুখে বলা যায়? মাথা নুইয়ে মিনমিন করল, "তুমি যা বলবে, আব্বু।"

CamScanner

সেদিন যে মেয়ে মুখের ওপর বলল, আমি ধূসর ভাইকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না, তার এই নাটকীয় ভদ্রতা আমজাদ নিতে পারলেন না। দুই ভ্রু উঁচিয়ে বললেন, "তাই নাকি? আমি যা বলব, তা-ই করবে?"

পিউ ঘাড় নাড়ল। বোঝাল, হ্যাঁ।

"ঠিক আছে। তবে আমি যদি বলি বিয়ে আরও পাঁচ বছর পর হবে, তুমি তাতে রাজি?"

পিউ নিভে গেল। অকূল পাথারে হাবুডুবু খাওয়ার মতন চাইল এবার। পাঁচ বছর! অত সময় গুনতেই তো ওর শ্বাস থেমে যাচ্ছে। সাথে বাবা এমনভাবে দেখছে ওকে, মেয়েটার গ্রহ-নক্ষত্রও সব জট পাকিয়ে গেল। কিন্তু কথা তো আর ফেরত নেওয়া যাবে না।

বলল ঘাড় নাড়িয়ে, "রাজি।"

"থাক মা, তুমি যে কদ্দূর কী রাজি তা আমার জানা আছে। ধূসর, তুমি তোমার কথা বলো। সামনের সপ্তাহে বিয়ে হলে তোমার কোনো আপত্তি আছে?"

ইকবাল বিড়বিড় করে বলল, "ওর আবার আপত্তি, পারলে এক্ষুনি বিয়ে করে বাসর ঘরে ঢুকে যায়।"

সে বলল, "না, আই'ল ম্যানেজ।"

"বাহ, তাহলে তো আর কোনো কথা থাকল না। সবাই মিলে আয়োজন শুরু করে দিই। একটা কথা মনে রেখো, বাড়িতে কিন্তু দুটো পক্ষ হচ্ছে। মেয়েপক্ষ আর ছেলেপক্ষ।"

মারিয়া চ্যাঁচিয়ে উঠল অমনি, "চাচ্চু, আমি কিন্তু মেয়েপক্ষ।"

পুষ্পও হাত তুলল, "আমিও, আমিও।"

ইকবাল, সাদিফ একে অন্যের কাঁধ প্যাঁচিয়ে বলল, "আর আমরা ছেলেপক্ষ।"

সবাই হাসল তাদের ছেলেমানুষিতে। মিনা দুষ্টুমি করে বললেন, "মেজো, তুই তো মেয়ের শাশুড়ি। কী কী যৌতুক নিবি লিস্ট করে রাখ।"

ভদ্রমহিলা নাক কুঁচকে বললেন, "ছি আপা, কী যে বলো না তুমি!"

বলার ধরন দেখেই হেসে ফেললেন তিনি। জবা বললেন, "আপা, আমাদের শপিং করতে হবে না? হাতে তো সময় নেই।"

সবার সব উচ্ছ্বাস দেখে মাথা নুইয়ে লাজুক হাসল পিউ। প্রশান্তির এক ঠান্ডা হাওয়া জুড়িয়ে দিলো শরীর। আর মাত্র সাতদিন! তারপর ধূসর ভাইয়ের সাথে ওর বিয়ে হবে? সারাজীবনের জন্য এক হবে দুজন। অদূরের ওই মানুষ পানে আড়চোখে চাইল পিউ। ধূসর এদিকেই চেয়েছিল। দৃষ্টি

CamScanner

মিলতেই নিম্নোষ্ঠ দাঁতে চেপে চোখ রাঙাল সে। নীরবে বোঝাল, "খবর আছে তোর।"

মেয়েটা ঘাবড়ে যায়। থতমত খেয়ে ভাবে, আমি আবার কী করলাম?

আমজাদ ঘোষণা দিতেই বিয়ের তোড়জোড়ে লেগে পড়ল সবাই। গৃহিণীরা ব্যস্ত হলেন ফর্দ তৈরির কাজে। আফতাব ছুটেছেন নতুন করে ক্যাটারিং বাছাই করায়। আজমলও ছুটি নিয়েছেন অফিস থেকে। আজ রাতেই তার বাস। সব মিলিয়ে হই-হল্লায় গোটা নিবাস মেতে উঠল। এত কিছুর মাঝে শুধু মন খারাপ মারিয়ার। ওর সবে দেড় মাস চলছে। আর এখনই সমস্ত লাফ-ঝাঁপ বন্ধ। মায়েদের কড়া হুকুম, চুপটি করে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হবে। এক মাত্র ভাইয়ের বিয়ে, আর সারাক্ষণ মারিয়া গুম মেরে থাকবে, তা কখনো হয়?

পুষ্প মায়া করে বলল, "আহা, তুই এমন মনমরা হয়ে যাচ্ছিস কেন? আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক মজা করব। কেউ দেখবেই না। তাই না, পিউ?"

"হ্যাঁ আপু, তুমি আর এমন মুখ ভার করে থেকো না তো। তোমার মন খারাপ দেখলে আমার ভালো লাগে, বলো?"

মারিয়া হাসল। কিছু বলতে যাবে, গলবিলে একটা সূক্ষ্ম বমির তোড় উপচে এলো হঠাৎ। তুরন্ত মুখ চেপে ছুটে গেল বেসিনে। পুষ্পও পিছু পিছু যায়। পিউয়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা ছোট হয়ে গেল। মন খারাপ করে ভাবল, "আহারে, মা হওয়া কত কষ্ট! আপু সারাদিনে তেমন কিচ্ছু খেতে পারে না। যাই, এখন একটু শরবত বানিয়ে আনি।"

পিউ ছুটে বের হলো সহসা। লিভিংরুমে রমণীদের কাজবাজ তখনও বহাল। ও চুপচাপ রান্নাঘরে গেল। একা একা শরবত বানিয়ে ফের রওনা করল ওপরে।

পানি ঠান্ডা হওয়ায় চিনির দানা পুরোপুরি গোলেনি। চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে হাঁটছিল পিউ। নিবেশনের সবটুকু যখন গ্লাসের জলে, আচমকা একটা শক্ত হাত এসেই খপ করে কনুইটা চেপে ধরল ওর। পিউ আঁতকে উঠল। কিছু বোঝার আগেই হাতের মালিক ঝড়ের মতো তাকে টেনে নিল রুমে। ধড়াস করে দোর চাপানোর শব্দে রুহু উড়ে গেল মেয়েটার। দুর্বল আঙুল হতে স্টিলের চামচটা খসে পড়ল ফ্লোরে। হতভম্ব তাকে বন্ধ দোরের কাঠে ঠেসে ধরল মানুষটা। পিউ সময় নিয়ে স্পষ্ট চোখে চাইল। নিভু নয়ন তারায় ভেসে উঠল ধূসরের শক্ত-শ্যামলা চিবুক। ভয় উবে গেল তার। এক

CamScanner

ভাঁক বিস্ময়ে ঠোঁট জোড়া ফাঁকা হলো উলটে। হাঁ করে বলল, "আপনি? আমিও তো ভাবি এভাবে কে টানল, ডাকাত-টাকাত তো নেই বাড়িতে।"

ধূসরের ভ্রু কুঁচকে আছে। অবশ্য খুব কম সময়েই মসৃন থাকে তা। মুখায়বে প্রচণ্ড বিরক্তি দেখে টনক নড়ল মেয়েটার। মনে পড়ল বসার ঘরে ওকে চোখ রাঙানোর কথা। চাঁদের মতো মুখখানা চুপসে বসল অচিরে। ধূসর শক্ত কণ্ঠে বলল, "কী সমস্যা তোর?"

পিউয়ের নজর পায়ে। উত্তরে রা নেই দেখে, তুরন্ত দুবাহু চেপে ধরল সে। জোরে ধরেনি, অথচ ভয় পেল পিউ। ধূসর মৃদু ধমকে বলল, "তখন ওসব বলেছিস কেন?"

মেয়েটা কণ্ঠ কাঁপিয়ে শুধায়, "কখন?"

"যখন বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করল, বললি কেন তোর বাবা যা চায় তাই হবে?"

আনত মেয়েটা অসহায় কণ্ঠে বলল, "কী করব তাহলে? বাবা অমন করে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি মুখের ওপর না বলতে পারি?"

ধূসর বাহু ছাড়তেই সে আবার লেগে গেল দোরে। কাঁচুমাচু করে বলল, "আমি তো মুখের ওপর কিছু বলতে পারিনি। আপনি বুঝি সেজন্য রাগ করেছেন?"

রিনরিনে স্বরে কী মায়ার শ্রাবণ! অথচ প্রতিটা কথা সরাসরি না চেয়ে বলল পিউ। কখনো চাইলেও দেখছে আশপাশ। ধূসর রাগ করেছে কী না সেই জবাব দিলো না। পালটা প্রশ্ন ছুড়ল, "আমার চোখের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারিস না?"

তার উষ্ণ শ্বাসের তোপে পিউয়ের দেহ এমনিতেই শিরশিরে। রুদ্ধ কণ্ঠে জানাল, "না।"

"কেন?"

কুণ্ঠা ঠেলে মিনমিন করল কিশোরী, "শরীর কাঁপে।"

ধূসর সরু চোখে চেয়ে ঠোঁট কামড়ে হাসল। তার পেশিবহুল হাতটা মাথার কাছে উঠে এলো হঠাৎ। মেয়েটার বুকে তখন সুনামির ঢল। মনে পড়ল, সেবার মারিয়ার বিয়ের কথা। প্রথম সেই দুজনের কাছাকাছি আসা। আর তারপর, কালকে ছাদের সেসব...

পিউ আর ভাবতে পারল না। আরক্ত, মেদুর কপোল ফেঁপে উঠল লাজে। কোনোরকম নিভু নয়ন তুলে চাইল তারপর। ধূসরের চেহারায় পরিবর্তন নেই। দুটো পাতলা ঠোঁট নেড়েচেড়ে বলল, "তোর এই কাঁপাকাঁপির সময়সীমা আর মাত্র সাতদিন।"

CamScanner

পিউ বোঝেনি। চাউনিতে প্রশ্ন। ধূসর ভণিতা বিহীন বলল, "এই শুক্রবারের রাত তোর, আগামী শুক্রবারের রাত আমার।"

পিউয়ের কান ঝাঁঝিয়ে ওঠে। দুই মেরুতে গিয়ে পৌঁছায় তিরতির করা ঠোঁট। চোখমুখ খিঁচে বলে, "আপনি খুব বেহায়া ধূসর ভাই, খুব বেহায়া।"

তারপর ঝড়ের মতো দৌড়ে বেরিয়ে গেল কিশোরী। খোলা দরজায় হাত ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ধূসর। শব্দহীন হাসি আর স্বচ্ছ চোখে দেখে গেল এক প্রেয়সীর উড়ন্ত পাখির মতো ছুটে যাওয়ার দৃশ্য।

CamScanner



টানা দুদিন লজ্জায় ধূসরের সামনে পড়েনি পিউ। যার সাথে একটু সাক্ষাতের আশায় মরিয়া ছিল এ কদিন, এখন তার কণ্ঠ পেলেও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে বসেছে ঘরে। ধূসরের সেদিন বলা কথাটা যতবার মনে পড়ে, ততবার ব্রীড়ার বানে তার সব গুলিয়ে যায়। একটা রাশভারি মানুষের ভেতর এমন ঠোঁটকাটা কিছু থাকতে পারে পিউয়ের জানাই ছিল না। ও ঠিক করেছিল বিয়ের আগে আর ধূসরের ধারেকাছে যাবে না। না হলে আবার একটা বেহায়া কিছু শুনিয়ে দেবে। তারপর আবার কুণ্ঠায় ছটফটিয়ে মরে যাবে সে। কিন্তু অবাধ্য মন যে কথা শোনে না। ভোর ভোর ঘুম ভাঙার পর পিউ আর নিচে যেতে পারল না। সিঁড়ি অবধি এসেই পা-টা থেমে গেল হঠাৎ। মাথায় এলো ধূসর ভাইয়ের কথা। মুহূর্তে আনচানে চিত্তটা ঝড় তুলে বলল, "উনি নিশ্চয়ই ঘুমাচ্ছেন। এই সুযোগে একবার দেখে আয়, পিউ।"

পিউ কথার প্রতিবাদ করতে ব্যর্থ। উলটো প্রেমিকাসুলভ মন আরও নেচে উঠল আনন্দে। বাড়িতে সবে মাত্র নাস্তার আয়োজন চলছে। রান্নাঘর থেকে মায়েদের কথার শব্দ এলেও, এখনও বাকিরা ঘুম থেকে ওঠেনি। বাইরে তখনও নরম আলোর রেশ। পিউ চোরের মতো চারপাশটা দেখে নিল একবার। তারপর আস্তে আস্তে ধূসরের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা ভেজানো। ঝুলন্ত পুরু পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলো পিউ। দোরের কাঠ ঠেলতেই চোখ পড়ল সোজাসুজি খাটে। উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছে ধূসর। সকাল সাতটায় তার জগিংয়ে যাওয়ার কথা। ছয়টা দশ বাজে সবে। পিউ আবার আশপাশ দেখল। না, কেউ নেই। তারপর চোরের মতো পা টিপে টিপে ঢুকল ভেতরে। সোজাসুজি নজর পড়ল মানুষটার উন্মুক্ত, শ্যামলা পিঠের ওপর।

পিউ লজ্জা পেল। শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিহরনের ছন্দ নিয়ে এগিয়ে এলো নরম পায়ে। একবার তীক্ষ্ণ চোখে পরোখ করল ধূসরের ঘুম কতটা ভারি। না, জোরালো শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পিউ সাহস পেল একটু। বিছানা ঘেঁষে মেঝের ওপর বসল হাঁটু ভেঙে। ডাগর ডাগর চোখজোড়া পূর্ণদৃষ্টি মেলল ওই শ্যামলা আনন পানে। এত কাছে থেকে ধূসরকে দেখার একটা দারুণ সুযোগ, দুহাতে লুফে নিল পিউ। গালে হাত রেখে নিষ্পলক চেয়ে রইল। মনোযোগের সমস্তটুকু শ্যামরঙা এই

CamScanner

মানুষটাতে বন্দি। দেখতে দেখতে মুগ্ধতার অর্ণবে ডুবে গেল পিউ। খেই হারাল চোখের ভাষা। লালচে দুই ঠোঁট ভরল হাসির তোড়ে। ধূসর ঘন ভ্রু, বন্ধ গভীর চোখ, শক্ত মুখের পোক্ত গড়ন, তিরের ফলার মতো নাক, পাতলা পুরুষালি ঠোঁট থেকে শুরু করে ফেঁপে থাকা পেশিদুটোও নিবিষ্ট মনে দেখল সে। কত সুন্দর ওর ধূসর ভাই!

আর এই সুন্দর মানুষটা কেবলই ওর। যার ওপর পৃথিবীর আর কারোর অধিকার নেই। পিউ যখন মোহের গগণে ভাসছিল, উড়ছিল বিমুগ্ধতায়? আচমকা কথা বলল ধূসর, "এভাবে তাকিয়ে থাকবি না।"

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল মেয়েটা। বিম্ন পেল গহীন ধ্যান। ধড়ফড়িয়ে উঠতে গিয়েই, পেছন দিকে পড়ে যেতে ধরল। হাতটা গিয়ে লাগল টেবিলের সাউন্ডসিস্টেমের ওপর। কাত হয়ে পড়ে গেল সেটা। তোপে বাটন প্রেস হলো হয়তো। বেজে উঠল তারস্বরে,

"aise na mujhe tum dekho,
Seene se laga loonga,
Tumko main chura loonga tumse,
Dil mein chupa loonga."

বিস্তর ভ্যাবাচ্যাকায় ছলকে উঠল পিউ। ভড়কে ফিরল ধূসরের পানে। মানুষটা চোখ মেলে চেয়েছে। ঘুম জড়ানো, গভীর দুটো চাউনি। বেচারির সংকীর্ণ আদল আরও নেতিয়ে এলো। কাঁপা হাতে ঠিকঠাক করল ওটাকে। বাটন টিপল দুবার। না, বন্ধ হওয়ার নাম নেই। নষ্ট নাকি? ধূসর শোয়া থেকে উঠে এলো তখনই। পিউয়ের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, তাকে এগিয়ে আসতে দেখে। এভাবে ঘরে ঢুকে আসায় কিছু বলবে না তো? চিন্তায় বারবার জিভে ঠোঁট ভেজাল পিউ। ধূসর এক পা এগুতেই একটু পিছিয়ে গেল সে। দুকদমেই শীর্ণ পিঠ টেবিলে ঠেকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নুইয়ে নিল পিউ। ধূসর ঠিক সামনে এসে থামল। কম্পিত পল্লব ফেলে কোনোমতে চোখ তুলল মেয়েটা। দুর্বোধ্য চাউনিতে সন্ধি হওয়ার সাথে বেজে চলছে অবাধ্য এক লাইন,

"bahoon mein teri meri,
yeh rat teher jaye.
Tujh pe hi kaheen pein meri,
Subah bhi gujar jaaye."

পিউ লজ্জায় গুটিয়ে গেল। এখনই বাজতে হলো এসব! ওর নিভু চোখ পড়ল ধূসরের লোমশ বক্ষভাগে। তেলতেলে, শ্যামলা একটা বুক অবধি এসে

CamScanner

থামল দৃষ্টির দৌড়। সেই ক্ষণে মানুষটার লম্বা দেহ ঝুঁকে এলো হঠাৎ। নিঃশ্বাসের ছুঁইছুঁই হলো বুক। পিউ ভবিতব্য জানে না। শুধু জানে, হাত-পায়ের কাঁপন থেকে মুক্তি চাই তার। সহসা চোখদুটো খিচে নিল জোরে। এক সেকেন্ড, দুসেকেন্ড, এভাবে কাটল কিছু সময়। খট করে সাউন্ড সিস্টেমের বাটন টিপল ধূসর। গান বন্ধ হলো, নীরবতা জেঁকে বসল ঘরে। পিউ চোখ মেলল অমনি। ধূসর কাছে নেই। তার থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা হতভম্ব, হতচেতন। এর মানে ধূসর ভাই গান বন্ধ করতে এসেছিলেন?

ছি পিউ, লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে এসব কী ভেবে বসেছিলি! মেয়েটা শুকনো মুখে চাইতেই, ভ্রু নাঁচায় ধূসর, "কী চাই এখানে?"

আস্তে করে মাথা নাড়ল পিউ। বোঝাল, কিছু না।

ধূসর ফের প্রশ্ন করল, "দুদিন কোথায় ছিলি?"

পিউয়ের মিনমিনে জবাব, "ঘ ঘরে।"

চোখের ইশারায় দরজা দেখাল ধূসর, "যা, বিয়ের আগ অবধি এ ঘরের ধারেকাছেও যেন না দেখি।"

পিউ কষ্ট পেল একটু। আর তো মাত্র কটা দিন। তারপর যে ঘর ওর হবে, সেটা নিয়ে ভাব দেখো! ধূসরকে মনে মনে ভেংচি কাটল পিউ। মাথা নুইয়ে গেলও কয়েক পা। একটা সচেতন দূরুত্ব, যেখানে ধূসর তেড়ে এলেও ও পালিয়ে যেতে পারবে, সেখানে এসে থামল আবার। রিনরিনে গলায় হম্বিতম্বি করল, "আমার বয়েই গেছে আপনার ঘরে আসতে।"

ধূসর শার্ট পরছিল। চাইল ঘুরে। ভ্রু উঁচিয়ে বলল, "তাই?"

পিউ সজোরে মাথা নাড়ল। বোঝাল, তা-ই। ধূসর এক পা এগুতে নিলেই ছুটল সে। ওপাশ থেকে তক্ষুনি ঢুকছিল রাদিফ। দুজনে ধাক্কা খেলেও অদূরে ছিটকে পড়ল পিউ। রাদিফ একটু ভড়কে গেল তাতে। জড়বুদ্ধি বনে ধূসরের দিক চাইল। মানুষটার চোখেমুখে বিরক্তি। ফোঁস করে শ্বাস ফেলল সাথে। গায়ে মুরগির মতো ওজন হলে যা হয়। রাদিফের মতো বাচ্চার সাথে ধাক্কা খেয়েও পড়ে যায় কেউ? পিউ ব্যথা পায়নি। উঠে দাঁড়াল আস্তে-ধীরে। তবে ধূসরের সামনে পড়ায় লজ্জা পেয়েছে খুব। রাদিফ হড়বড় করে বলল, "আমি জানতাম তুমি এখানেই থাকবে। ওদিকে বড়ো মা তোমাকে ডাকতে ডাকতে অস্থির। নাস্তা করবে না?"

ধূসর ভ্রু কুঁচকে চাইল। সতর্ক গলায় বলল, "তুই কী করে জানলি ও এখানেই থাকবে?"

CamScanner

রাদিফের কথায় রাখঢাক নেই। কীস টিটিয়ে বলল, "ও মা, আপু তো পারলে সারাদিনই এ ঘরে বসে থাকে। তুমি যখন বাইরে থাকো, তখন চুপিচুপি এসে তোমার শার্ট নিয়ে গায়ে পরে ঘুরেছ, ভাইয়া। তোমার বিছানায়ও শো..."

বাকিটা বলার আগেই হ্যাঁচকা টানে ওর মুখটা চেপে ধরল পিউ। খুতমত গলায় বলল, "মিথ্যে, মিথ্যে কথা, ধূসর ভাই। আমি একদম এ ঘরে আসি না।"

ধূসর বিশ্বাস করল কিনা কে জানে। বুকের সাথে দুহাত ভাঁজ করে দাঁড়াল। রাদিফ ঝট করে ঠোঁট থেকে হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, "মিথ্যে না। আমি দেখেছি। কালও এসে..."

পিউ আবার চেপে ধরল। চোখ রাঙিয়ে বলল, "চুপ। খালি মিথ্যে বলে। আপনি কিন্তু ওর কথা একদম বিশ্বাস করবেন না।"

ধূসর নিশ্চুপ। তার দুর্বোধ্য, নিরুৎসাহিত মুখ দেখে পিউ কিছু ঠাওর করতে পারল না। বিশ্বাস করেছে না করেনি, প্রখর দ্বিধাদ্বন্দ্ব তাতে। ধূসর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "ঘর থেকে দুটোই বের হ। কুইক।"

পিউ সাফাই দিতে চাইছিল, শুনল না সে। কণ্ঠস্বর পুরু করল আরও, "যেতে বলেছি!"

বেচারির লালচে ঠোঁট উলটে এলো বেদনায়। রাদিফকে ছেড়ে দিয়ে গেলও দরজা অবধি। অর্ধেক পথে থামল আবার। খেয়াল এলো, এই বিচ্ছুকে রেখে যাওয়া বিপদ। আবার কী বলে বসে! পিউ ফের ছুটে এলো। তড়িঘড়ি করে রাদিফের হাতটা ধরেই টেনেটুনে নিয়ে চলল বাইরে। ছেলেটা মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলল, "আমি কিন্তু মিথ্যে বলিনি পিউপু, তুমি তো কালও ভাইয়ার শার্ট গায়ে পরে শুয়েছিলে। আমি তো দেখলাম।"

পিউ ধমকে বলল, "চুপ করে থাক। দেখলেই বলে দিতে হবে?"

ও আর কিছু বলল না। তবে মুখখানা শুকিয়ে বসল মেয়েটার। ইস, ধূসর ভাই কী ভেবে বসলেন কে জানে! যেখানে ও একটু আগে ভাবসাব নিয়ে বলল, আর এ ঘরে আসবে না, সেখানে সব জারিজুরি ধরা পড়ে গেল?

একচোট হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটা। দরজার ওপাশ থেকে একটা লম্বা বেনুনির বাতাসে দুলে যাওয়া সরু চোখে দেখছিল ধূসর। অন্তর্ভেদী, নিষ্প্রভ চাউনির ভাঁজে তার ঝকঝকে কৌতুক এসে মিশেছে। পরপর দুপাশে মাথা নেড়ে শ্বাস ঝাড়ল সে। বিড়বিড় করে বলল, "গাধা একটা!"

CamScanner

সপ্তাহের মোড় ঘুরতেই চৌকাঠে হাজির সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। ঘরোয়া বলে খুব কাছের লোক ছাড়া কাউকেই ডাকা হলো না। আমজাদের পুঁজি যতটুকু আছে, তা দিয়েই মেয়ের সমস্ত খরচা চালাবেন বলেই ছোটোখাটো আয়োজনের কথা বলা। তবে মনে মনে ভিন্ন পরিকল্পনা তার। বাড়ি ঠিক হলেই পিউকে নিয়ে যাবেন। তখন আবার ধুমধাম করে তুলে দেবেন না হয়!

আজমল এসেছেন দুদিন হলো। সাথে করে পরিবারের সবার জন্য কিছু না কিছু এনেছেন তিনি। তালিকা থেকে পুষ্প, ইকবাল, সাদিফ কেউই বাদ গেল না। আর আসার পরপরই ভাইদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে বিয়ের কাজে লেগে পড়েছেন ভদ্রলোক।

আজ বৃহস্পতিবার, পিউ-ধূসরের গায়ে হলুদ। তাই বসার ঘরে একটা ছোটোখাটো স্টেজ বানানো হয়েছে। এখানেই বর-কনের একইসাথে গায়ে হলুদ মাখানো হবে। তবে স্টেজ আপাতত খালি। পিউকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নামানো হলো বেশ অনেকটা সময় পর। তার সাথে ছায়াসঙ্গীর মতো মারিয়া-পুষ্প আছে। অষ্টাদশীর সারা গায়ে কাঁচা ফুলের গয়না।

স্টেজে এনে বসাতেই, ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল। পিউ কোলাহলে ভরতি বাড়িটায় নিভু চোখ বোলাল এক বার। মনখানা খুঁজে বেড়াল সেই প্রত্যাশিত পুরুষ।

একটু পরেই উঠল সে। পরনে সাদা পাঞ্জাবি। লোকজন কম কম বলেও ধূসরের ছেলেপেলেই প্রায় পঞ্চাশের অধিক। বউয়ের পাশে বসা মাত্রই ভাই ভাই বলে স্লোগান তুলল তারা। ব্যাপারটায় দুই গাল ফুলিয়ে শ্বাস ফেললেন আমজাদ। মহাবিরক্ত তিনি। এগুলোকে ডাকার কোনো দরকার ছিল? এটা কি বিয়েবাড়ি না কোনো মিছিল-সভা? কেমন ধেড়ে গলায় চ্যাঁচাচ্ছে দেখো!

ভদ্রলোক বীতস্পৃহ চিত্তে স্টেজের দিক চাইলেন। বলিষ্ঠ ধূসরের পাশে পিউটা বড্ড রোগা-শোকা। দুজনের বয়সের তফাতও তো অনেক। তার ওপর ছেলের যা মেজাজ, যদি তাঁর আদরের মেয়েকে কখনো মারধর করে? ভাবতেই আঁতকে উঠলেন ভদ্রলোক। পরপর মনে হলো, পিতৃত্বে অন্ধ হয়ে একটু বেশিই ভেবে ফেলছেন না তো? শত হলেও শিকদার বাড়ির রক্ত, বউ মারপিটের মতো অমন জঘন্য কাজ বোধহয় করবে না।

ধূসর পাশে বসতেই পিউ মাথা নুইয়ে ফেলল। এতটা সময় যে হন্যে চোখ হদিস চেয়েছে তার, আইঢাই করে লুকিয়ে ফেলল সেসব। ধূসর খুব কাছে। মাঝখানে এক আঙুলেরও ফাঁকফোকর রাখেনি। সামনে এত মানুষ! অথচ কেমন নিস্পৃহ চিত্তে পিউয়ের শাড়ির ওপর রাখা হাতটা নিয়ে নিল মুঠোয়। আঙুলের মাঝে আঙুল গুঁজতেই পিউয়ের শরীর সংকুচিত হলো। ফরসা মুখ লালচে হলো এক চোট।

CamScanner

সামনে থেকে অসংখ্য ক্যামেরার ক্লিকের সাথে ইকবালও ছবি তুলল ফোনে। বন্ধুর তামাটে মুখের চকচকে ভাব দেখে বুক ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল সে। আর কেউ না জানুক, পিউয়ের ব্যাপারে ধূসরের অনুভূতির সবটা ওর জানা। সেই শুরু থেকে শেষ যাকে বলে। যাক, অবশেষে তো এক হচ্ছে দুজন, এটাই শান্তির।

মারিয়া আবার বমি করেছে। দুবেলা ওষুধ খেয়েও মেয়েটার বমির আঁচ কমেনি। সেজন্য হলুদের এখানটাতেও বেশি সময় থাকতে পারল না। একটু বিশ্রামের জন্য সাদিফ ওকে রুমে দিয়ে এই সবেমাত্র এলো। আসতে চায়নি, চাইছিল মারিয়ার কাছে থাকবে। কিন্তু বাড়ির এক মাত্র জামাই, কী না কী দরকার পড়ে। এভাবে ঘরে বসে থাকা তো ভালো দেখায় না। মারিয়াই ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দিলো তাই।

ইকবালকে খুঁজে খুঁজে ঠিক ওর পাশে এসে দাঁড়াল সাদিফ। ছেলেটার চোখ তখন স্টেজে। মিটিমিটি হাসতে দেখে বলল, "কী ব্যাপার ইকবাল ভাই, হাসছেন কেন?"

ইকবাল কি সোজা উত্তর দেওয়ার লোক? এবারও স্বভাবের বাইরে যেতে পারল না। হাসিটা লুকিয়েই চিন্তিত কণ্ঠে বলল, "খুব গোপন একটা কথা ভাবছি বুঝলে!"

সাদিফের কথায় কৌতূহল, "কী হয়েছে?"

ইকবাল কণ্ঠ চেপে বলল, "ধূসরের চোখমুখ দেখেছ? নির্ঘাত মনে মনে ভাবছে বিয়ে শেষ হবে কখন। চিনি তো ওকে। আস্ত একটা জলহস্তি। পিউপিউটার যে কী হবে, সাদিফ বাবু! আমি শিওর, বিয়ের পর এক সপ্তাহ ধূসর ঘর থেকে নিজেও বের হবে না, মেয়েটাকেও বের হতে দেবে না। স্বৈরাচারী দৈত্য তো একটা!"

সাদিফের গুরুতর চিত্তটায় টান পড়ল অমনি। কী ভেবেছিল, আর কী শুনেছে! নীরস গলায় বলল, "আপনি দেখছি আগেই সব জেনে বসে আছেন।"

"জানি মানে? আলবাত জানি। লিখে রাখো তুমি এই কথা যদি না মিলেছে, আমার নাম পালটে অন্য কিছু রেখে দেবো।"

সাদিফ দুষ্টুমি করে বলল, "তা কী রাখবেন শুনি?"

বিরক্ত চোখে চাইল সে, "তুমি মিয়াঁ আচ্ছা ঝামেলার লোক। হাতের কাছে যা পাব তা-ই রাখব, হয়েছে? একদম কিছু না পেলে চার অক্ষরের নাম কেটে দুঅক্ষর রেখে দেবো। শান্তি?"

CamScanner

সাদিফ জিভ কেটে বলল, "থাক ভাই, আপনার নাম কাটতে হবে না। এখন ইকবাল ভাই ডাকি, দুটো অক্ষর কেটে ফেললে যা পড়ে থাকবে সেসব ধরে কি আর ডাকা যায়? একটা লজ্জার ব্যাপার আছে না?"

ইকবাল সতর্ক চোখে বলল, "তুমি কি আমার সাথে ইয়ার্কি করছ, সাদিফ বাবু? বাবা হওয়ার ছক্কাটা আগে মারলে বলে খুব অহংকার হয়েছে আজকাল। কথায় কথায় সিনিয়রদের ভুল ধরা হচ্ছে তাই না?"

"আমি কখন ভু..."

"একদম চুপ করে থাকো। তোমার সাথে আমার কোনো কথা নেই।"

"আরে কেন? ইকবাল ভাই, শুনুন..."

সাদিফ বেশ কবার ডাকল, কিন্তু শুনলই না ছেলেটা। চোটপাট দেখিয়ে চলে এলো এপাশে।

হঠাৎ ইকবালের চোখ পড়ল আমজাদের ওপর। ভ্রু কুঁচকে স্টেজের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক। চেহারার ধরন বলে দিচ্ছে বেজায় চটে আছেন তিনি। ইকবালের মাথায় ফের একটা দুষ্টু বুদ্ধি এলো। এই হিটলার ব্যাটা নিশ্চয়ই রেগে বোম হয়ে আছে। একটু খুঁচিয়ে আসা যাক। গুটিগুটি পায়ে এসে পাশে বসল ইকবাল। টেনে টেনে ডাকল, "আংকেল।"

ভদ্রলোক পাশ ফিরে চাইলেন। ইকবাল দাঁত বের করে হাসল।

"ভালো আছেন, আংকেল? আজকে আপনি অনেক খুশি, তাই না? চেহারা দেখেই কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।"

আমজাদ আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তোমার আমাকে দেখে খুশি মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, এই তো আপনার মুখটা কী সুন্দর চকচক করছে! রোদের মধ্যে কারও ন্যাড়া মাথাও এমন চকচক করতে দেখিনি।"

আমজাদ ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন। এই ছেলে প্রচণ্ড বাঁচাল! এই মুহূর্তে এর সাথে ভুলেও তিনি কথা বাড়াতে চাইছেন না, কিন্তু তার চাওয়া না চাওয়ায় কিছু এসে গেলে তো। ইকবাল চেয়ারটা নিয়ে আরেকটু কাছে এগিয়ে বসল। দুঃখী দুঃখী মুখ করে বলল, "বুঝলেন আংকেল, ধূসরটার বিয়ে দেখে আমার এত শ্বশুর শ্বশুর পাচ্ছে না! অথচ আমার শ্বশুর সেই কবে থেকে বিদেশে পড়ে আছে। দেশে আসার কোনো নামগন্ধই নেই। তাঁর মেয়ে-জামাই যে তাকে কতটা মিস করছে, একদিন বিষম খেলে বুঝবে। আচ্ছা আংকেল, আপনার তো আর মেয়ে নেই। জামাই হিসেবে আমাকে দত্তক নিলে ভালো হতো না?"

CamScanner

আমজাদ ভ্রু কুঁচকে বললেন, "জামাই দত্তক, মানে!"

"না মানে আপনারও একটা মেয়ে। আমারও একটা বউ। ব্যাটে বলে মিলিয়ে দত্তক দত্তক ব্যাপারটা জমত না, বলুন?"

আমজাদের মেজাজ এমনিতেই খারাপ। তার ওপর ইকবালের এসব উদ্ভট কথা। মুখের ওপর কর্কশ কণ্ঠে বললেন, "কোনো দরকার নেই।"

ভদ্রলোক আর বসলেন না। উঠে চলে গেলেন কোথাও। ইকবাল রুষ্ট চোখে চেয়ে রইল সে পথে। বিড়বিড় করে বলল, "আপনার মতো হিটলার শ্বশুর আমারও দরকার নেই। একটু মুখ দেখে মায়া হয়েছিল বলে বলেছিলাম। যত্তসব!"

সন্ধ্যাবেলা: একটা বিশাল শীতলপাটির ওপর বসে আছে পিউ। পেলব চিবুক হাঁটুতে ঠেকানো। ভাসা ভাসা চোখ দুটো হাতের ওপর আটকে আছে। বিকেলে মেহেদি পরানোর জন্য দুজন মেয়ে আনা হয়েছে। শুধু তো পিউ একা নয়, পুষ্প ওরা সবাই মেহেদি পরবে। মিনার বাপের বাড়ি থেকেও আত্মীয়রা এসেছেন। অল্প অল্প করে পুরো বাড়িটা এখন ভরে গেছে মানুষে।

পিউয়ের পরনে হলুদ শাড়ি। ফরসা ত্বকে ওই রং পড়ন্ত বিকেলের মতো মনোরম। অষ্টাদশীর বধূ রূপ যেন, ঘর জুড়ে বসে থাকা এক টুকরো নির্মল গোধূলিবেলা। সব থেকে বেশি চোখে লাগছে প্রোজ্জ্বল চেহারায় সরল-সুন্দর হাসিটুকু তার।

বিয়েতে তানহাও এসেছে। আজ রাতে এখানেই থাকবে ও। পুষ্পও ব্যস্ত মেহেদি নিয়ে। মারিয়ার হাতে আচারের বৈয়াম। কদিন ধরে এটাই তার একমাত্র সঙ্গী। আপাতত সবার মাঝে পুতুল বনে বসে আছে পিউ। মায়ের কড়া হুকুম, ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না। বললেও কি পিউ বের হতো? বাইরে ধূসর ভাই আছে। সারা বাড়িময় বিচরণ তার। লাজলজ্জা ভুলে নিজের বিয়ের সমস্ত ছোটাছুটি নিজ দায়িত্বে সারছে সে। এত লোক, এত ছেলেপেলে কারোর ওপর এক চুল ভরসাও নেই। পিউ আজ আর তার মুখোমুখি হতে চায় না। স্টেজে যখন বসেছিল, দুজনের মাঝে বিশেষ কথা হয়নি। ধূসর যখন জিজ্ঞেস করল, "কিছু লাগবে?"

পিউ শুধু মাথা নেড়ে না করেছে। মুখে একটা শব্দও বলতে পারেনি। মেয়েটা বুঝতে পারছে না এই আচমকা লজ্জায় মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা কেন হচ্ছে ওর? ও কি কখনো এমন ন্যাকা ছিল? নাকি প্রেমে পড়ে ন্যাকা হয়ে গেছে?

CamScanner

সেদিন ধূসরকে ভালোবাসার কথা ওই তো প্রথম বলেছিল গিয়ে। কেমন লাজ-লজ্জা ভুলে ফট করে আওড়াল, "আমি আপনাকে ভালোবাসি, ধূসর ভাই।"

তাহলে আজকাল তাকে আশেপাশে পেলেই মনের চাল এমন উলটে কেন যায়?

রাদিফ হেলেদুলে এসে ঠিক তানহার পাশে বসল। মেয়েটা ব্যস্ত ফোনে। ম্যাসেজ করছে কাউকে। ও একবার দেখতে চাইল, তক্ষুনি ফোন বাজল তানহার। কানে গুঁজতে গুঁজতে গিয়ে দাঁড়াল বারান্দায়। রাদিফও পিছু পিছু যায়। তানহা খুব ফিসফিস করে কথা শেষ করল। ও তেমন কিছু শুনতেই পেল না। লাইন কেটে পেছন ফিরতেই চমকে গেল মেয়েটা। ভ্রু কুঁচকে বলল, "এখানে কী করছিস?"

রাদিফের চাউনি সন্দিহান, "কার সাথে কথা বলছিলে? বয়ফ্রেন্ড আছে বুঝি?"

তানহা অবাক হলো, "তুই বয়ফ্রেন্ডও বুঝিস?"

"বুঝব না কেন? আমি কি ছোটো? এইটে পড়ি, হুহ! আচ্ছা বলো তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে?"

"আছে। কেন?"

রাদিফের মুখ কালো হয়ে গেল। বিমর্ষ গলায় বলল, "সত্যি তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে, তানহাপু?"

"হ্যাঁ, কেন? কী হয়েছে?"

ও ঠোঁট উলটে বলল, "ধ্যাৎ, আমি আরও ভাবলাম তোমার সাথে একটু লাইন করব।"

তানহার ঠোঁট ফাঁকা হয়ে গেল। আকাশ থেকে পড়ল বেচারি। পরপর তেড়ে বলল, "ফাজিল, দাঁড়া তুই!"

ফিকফিক করে হেসে দৌড়ে গেল রাদিফ। তার গতির সাথে কুলায় না মেয়েটার। থামল সে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বসল আগের জায়গায়। পিউয়ের হাত দেখে বলল, "কী সুন্দর হয়েছে! ধূসর ভাইয়ের নাম লিখবি না? কী লিখবি, ধূসর ভাই না শুধু ধূসর?"

বলেই শব্দ করে হাসল সে। সাথে তাল মেলাল বাকিরাও। পিউ লজ্জায় গুটিয়ে গেল। ঠোঁট নামিয়ে হাসল মৃদু।

সবার হাসাহাসির মধ্যেই ধূসর দরজায় এসে দাঁড়াল। তার বলিষ্ঠ দেহের কালো অবয়ব লাইটের আলোয় ভেসে উঠল ফ্লোরে। তাকাল সবাই।

CamScanner

কথা থামল, হাসি কমল। মানুষটাকে দেখেই আরও জড়োসড়ো হয়ে গেল পিউ। গুছিয়ে বসল আরেকটু। দৌড়ঝাঁপ করার রেশ ধূসরের চোখেমুখে লেপটে রয়েছে। তামাটে কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। পরনের বাদামি টি-শার্টটা ভিজে বুকের সাথে মিশেছে। পিউ বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারল না। সলজ্জে মাথাটা নামিয়ে নিল নিচে। পুষ্প বলল, "কিছু বলবে, ভাইয়া?"

সবাই সাগ্রহে চেয়ে আছে তার দিকে। অথচ এতগুলো প্রশ্নবিদ্ধ মেয়েলি নজরেও ধূসরকে বিব্রত করা গেল না। বুক চিতিয়ে ছোটো করে বলল, "একটু বাইরে যা সবাই।"

পুষ্প ও মারিয়া মুখ দেখল নিজেদের। চোখেমুখে হতভম্ব ভাব। সেদিন না হয় ঘরে ওরা দুজন ছিল, কিন্তু আজ এত মানুষের মধ্যে ভাইয়া আবার এসেছেন!

পুষ্প দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ইকবাল আর ভাইয়া একইরকম। বউয়ের বেলায় এদের কোনো লজ্জা নেই।"

মারিয়া মুখ চেপে হাসল। বাকিদের ঠোঁটেও মিটিমিটি হাসি। সবাই একে একে বেরিয়ে যেতেই ঘরে ঢুকল ধূসর। অমনি পিউয়ের শীর্ণ শরীর মেঝেতে লেগে যায়। বসে থাকে শক্ত হয়ে। বক্ষভাগে প্রগাঢ় অনুভূতির জোয়ার ছুটেছে তার। কী বলতে এসেছেন ধূসর ভাই? আবার কি একটা বেফাঁস কথা বলে লজ্জায় ফেলবেন ওকে? এতক্ষণের সরব কামরার নীরবতার মাঝে ধীর পায়ে এগিয়ে এলো ধূসর। প্রতিটি কদম পিউয়ের ধুকপুকানি বাড়িয়ে দিলো। শিরশিরে পা দুটো আরও সেঁটে নিল শাড়ির নিচে। ধূসর কাছে এলো, হাঁটু মুড়ে বসল তার সামনে। কাঁপা নয়নজোড়া তুলে কোনোমতে তাকাল পিউ। ধূসর সরাসরি, নির্বাধ চোখে চেয়ে রইল। তার বিশ্রান্ত নজর হলদে আলোয় ঘেরা হৃদয়হরণী পানে পড়ে রইল কিছু পল। কে জানত, এই ছোট্ট একটা মেয়ে এভাবে তার অন্তঃপটে তুখোড় সুনামি বইয়ে দেবে? নির্দয়ের ন্যায় কেড়ে নেবে মন, ঘুম, ধ্যান? এমন ধারালো চাউনির কাছে বড্ড অসহায় পিউ। তনুমনের শিরা-উপশিরাতেও ভয়ানক প্রভাব পড়ছে। তক্ষুনি কথা বলল ধূসর, "হাত দে।"

পিউ চেয়েছিল। নিশ্চিত হতে শুধাল, "হুঁ?"

"হাত চেয়েছি।"

মোহগ্রস্তের ন্যায় দুটো হাত বাড়িয়ে দিলো সে। ডান হাত মেহেদিতে ভরতি। সামান্য একটুও জায়গা ফাঁকা নেই। বাম হাতের কনুই থেকে কবজি অবধি নেমে এসেছে ডিজাইন। ধূসর দুটো হাত একে একে দেখে বলল, "বাম হাত।"

CamScanner

ত্রস্ত অন্য হাত নামিয়ে নিল মেয়েটা। বাম হাতটা মুঠোয় ধরল ধূসর। ডালা থেকে মেহেদির কোণ তুলে একবার চাইল পিউয়ের বিভ্রান্ত চোখে। তারপর ঠিক তালু বরাবর কোণ ঘুরিয়ে লিখল, "ধূসর।"

পিউ স্তব্ধ হলো। বিহ্বল নজরে একবার হাতটা দেখে ফেলল মানুষটার শ্যামলা চেহারায়। হাসল ধূসর। চিরচেনা সেই শব্দহীন হাসি। নিরেট স্বর নরম করে বলল, "মনটাকে তো বহু আগেই তোর নামে লিখে দিয়েছিলাম। আজ লিখে দিলাম গোটা আমাকে। লেখা উঠে যাবে, পিউ। মানুষটাকে আবার মন থেকে উঠিয়ে দিস না।"

পিউয়ের স্তম্ভিত চেহারা ফ্যাকাশে হলো। আঁতকে উঠল ডাগর চোখ। আর্তনাদ করল মিহি স্বরে, "এসব কী বলছেন! আপনাকে ছাড়া আমি আমার পৃথিবীও ভাবতে পারি না, ধূসর ভাই।"

মৃগনয়নের এক প্রস্থ জল দেখে মুচকি হাসল ধূসর। চিকন ঠোঁট বাড়িয়ে টুপ করে চুমু বসাল কপালে। তক্ষুনি পর্দার ওপাশ হতে খুকখুক করে কাশল তানহা।

"ইয়ে, আমরা কি এখন ভেতরে আসব, ভাইয়া? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো পা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে।"

সরে এলো ধূসর। পিউয়ের চেহারা লালচে। লজ্জায় আড়ষ্ট মেয়েটার দিকে এক পল দেখল সে। লম্বা পায়ে ঘর ছাড়ল তারপর। সেই প্রস্থান পথে মূক বনে চেয়ে রইল পিউ। নাম লিখে দেওয়া হাতটা আলতো করে চেপে ধরল বুকে। এই মেহেদির রং যদি সারাজীবনেও না উঠত, ভালো হতো না?

CamScanner



মেহমানের তালিকায় ছিল অল্প লোক। অথচ এতেই বাড়িতে পা ফেলার জো নেই আজ। আমজাদের জেদেও ক্লাব ভাড়া করা হলো না। আয়োজন বলতে সব ওই শৌখ নীড়ের বসার ঘরে। চারপাশের চেয়ার-টেবিল, সোফা সরিয়ে সরিয়ে জায়গা বের করা হয়েছে। ঠিক মাঝ বরাবর পাতানো হয়েছে সফেদ কভারের ঢাকা ফোমের আসন। তার চারপাশে পাটাতন বসানো। আসনের একদম মধ্যখানে ঝুলছে রেখায় গাঁথা ফুল। যে ফুলের ঘনত্বে চাইলেই এপাশ থেকে ওপাশটা দেখতে পাওয়া যায়। এর এক পাশে বর বসবে, উলটাপাশটা কনের।

ঘড়িতে তখন রাত আটটা বাজতে চলল। বরের আসনে পা ভাঁজ করে কেবল বসেছে ধূসর। তার চতুর্দিক ঘিরে মেহমানরা বসেছেন। বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ। পিউ এলেই বিয়ে পড়ানো হবে।

ধূসরের দিক থেকে ছেলেপেলে মোটামুটি এসেছে। আফতাবও পার্টি অফিসে জানাননি। ভাইজান যখন জেদ ধরে সব খরচা নিজেই করছেন, কোনোমতেই বাড়তি প্রেশার দিতে চাইছেন না তিনি। তবে মনে মনে ভেবেছেন, কয়েক মাস গেলেই একটা বড়ো করে গেইট-টুগেদারের আয়োজন করবেন আবার। তখন না হয় সবাইকে একসাথে আমন্ত্রণ করা যাবে।

ধূসর শান্ত হয়ে রইলেও তার অশান্ত চোখে অপেক্ষা। অধীর নজর বারবার সিঁড়ির দিকে দেখছে। পিউ আসার নাম নেই এখনও। কী এত সাজে এই মেয়ে? এত দেরি করলে বিয়ে হবে কখন? আচ্ছা, যে মেয়ে সামান্য শাড়ি পরাতেই তার হৃদয়টা থমকে থমকে যায়, সে বউ সাজলে কী করবে ধূসর?

তার ভাবনার মাঝেই ইকবাল হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় পাশে এসে বসল। কাঁধে হাত রেখে সুর দিয়ে ডাকল, "বন্ধু।"

ধূসর তাকাল। কপাল কুঁচকে বলল, "হাসছিস কেন?"

উত্তর না দিয়ে ফের হাসল ছেলেটা। ধূসর চাপা কণ্ঠে ধমকাল, "একদম হাসবি না।"

ইকবাল ফিসফিস করে বলল, "বাসর রাতের জন্য তৈরি, বন্ধু?"

CamScanner

"কেন, তুই তৈরি ছিলি না?"

বেচারা দুঃখী দুঃখী মুখ করে বলল, "ছিলাম তো। প্রয়োজনের থেকেও বেশি ছিলাম, কিন্তু বিয়ের রাতে বউকে চুমু খাওয়ার বদলে দুটো গুলি খেয়ে যে লটকে পড়লাম রাস্তায়, ভুলে গেলি? তাও পুষিয়ে নেওয়া যেত, বুঝলি! কিন্তু আমাদের প্রথম রাতে, মাই লাভ আমার সব উত্তেজনায় জল ঢেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এই আফসোস আমার কোনোদিন যাবে না, বন্ধু। দেখলি না, আমার এই পিছিয়ে থাকার সুযোগ নিয়ে সাদিফ বাবু কেমন একই সাথে বিয়ে করেও আগে আগে বাবা হয়ে যাচ্ছে? সবই কপাল রে, সবই কপাল।"

সাথে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ঝাড়ল ইকবাল। যেন বাবা হতে না পারার শোকে মরে যাচ্ছে সে।

ধূসর হেসে ফেলল। ইকবাল আরেকটু কাছে এগিয়ে বসল হঠাৎ। বাহুতে হাত ডলতে ডলতে বলল, "দেখ ভাই, অনেক মান-ইজ্জত খেয়েছিস আমার। এবার যা বেঁচে আছে সেটুকু রাখিস। একটু রোমান্টিক হোস। বাসরঘরে মেয়েটাকে না ধমকে একটু ভালোবাসিস, কেমন?"

ও উত্তর দেবে, পূর্বেই নূপুরের রিনিঝিনি শব্দ কানে এসে পৌঁছাল। পিউ আসছে, না চেয়েই বুঝে ফেলল ধূসর। কথার বান থামল সেখানেই। মাথা নুইয়ে ঢোক গিলল সে। তারপর মন্থর বেগে চোখ তুলে চাইল সিঁড়ির দিকে। মারিয়া, পুষ্প, তানহা সবাইকে ছাপিয়ে অভিভূত চোখজোড়া আটকাল বেনারসি পরিহিতা এক টুকটুকে বউয়ে।

পিউয়ের মাথায় লাল জর্জেটের ওড়না। স্বর্ণের গয়নায় কান, নাক, গলা মোড়ানো। দুহাত ভরা লাল পাথরের চুড়িতে। গুটিগুটি পায়ে হেঁটে আসা মেয়েটিকে দেখে মনে হলো, আকাশের ওই নিষ্কলুষ মেঘ নেমে এসেছে এখানে। পিউয়ের মুখে মেকআপ তেমন নেই। অথচ ডাগর ডাগর চোখের খাঁজে ধূসরকে পাওয়ার তৃপ্তিটুকু তার সবচেয়ে বড়ো প্রসাধনী। নিম্ন নেত্রে ঘেঁষে যাওয়া কাজল, মেরুন লিপস্টিকের আস্তরণে ঢাকা শিল্পের মত ঠোঁট সব যেন থমকে রাখল ধূসরকে। পিউ আজ বউ নয়, সেজেছে তার প্রাণঘাতিকা। এই রূপ, এই অন্যরকম ভিন্ন দুটো চোখ, যা রূপকথার থেকেও স্নিগ্ধ ভীষণ। হয়তো জান না নিয়ে রেহাই দেবে না। ধূসর টেনে-হিঁচড়ে চোখ ফেরাল। নিচের দিকে চেয়ে শ্বাস ফেলল ঠোঁট ফুলিয়ে।

রুবায়দা হৃষ্ট চিত্তে আওড়ালেন, "পিউকে কী সুন্দর লাগছে না, আপা?'

মিনা বেগমের চোখ ছলছলে। আনন্দ অশ্রুতে কোটর দুটো জ্বলছে। মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লেন শুধু।

ধূসর আর তাকাল না। ঝিম মেরে বসে রইল অমন। তার হৃৎপিণ্ডের গতি বড্ড বেশি অস্থির। শেরওয়ানি ফুঁড়ে ওটার বাইরে আসার চেষ্টা।

CamScanner

পিউ কাছে এসেছে। গাঢ় তার পদধ্বনি। ইকবাল দেখেই বলল, "আরিব্বাস, এটা আমাদের পিউপিউ নাকি!"

সলজ্জে হাসল মেয়েটা। আস্তে-ধীরে বসল তার আসনে। টানেলের ওপাশে ঠিক মুখোমুখি ধূসর। পিউ আড়চোখ তুলে চাইল। এত ঘনঘন ফুলের মাঝেও মেরুন শেরওয়ানির ওই আকাঙ্ক্ষিত মানুষ দেখে খেই হারাল আরেকবার। দৃষ্টি থামল, বুক কাঁপল।

কাজি সাহেব হাজির হলেন সেসময়। সবার মুখের ঝলমলে, ফকফকে হাসির মধ্যে দিয়ে কাবিন নামায় সই করল ধূসর। এরপর পিউ সই করে তাকায়। কাজি সাহেব বলতে বললেন, "বলো মা, কবুল।"

ভদ্রলোক একবার বলেছেন। অথচ মেয়েটা অবিলম্বে আওড়াল, "কবুল, কবুল, কবুল।"

কিছু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন তিনি। কর্মজীবনে এমন স্ফূর্ত বউ প্রথম দেখলেন আজ। বলার আগেই কবুল বলে দিলো? ভদ্রলোক ধাতস্থ হতে সময় নিলেন। ঠোঁটে হাসি টেনে বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। মামণি মনে হয় বিয়ের জন্য একটু বেশিই খুশি।"

বড়োরা ঠোঁট চেপে হাসলেন। পিউ ভারি লজ্জা পেল।

এরপর ধূসরের কবুল বলার পালা। সেও সময় নিল না। চুটকি মেরে সম্পন্ন হলো বিয়ের কাজ। ইকবাল সাদিফের কানে ফিসফিস করে বলল, "দেখেছ সাদিফ বাবু, এদের বাসরঘরে ঢোকার কী তাড়া?"

ছেলেটা শব্দ করে হেসে উঠল তাতে। কাজি সাহেব মোনাজাত ধরতেই পরপর টিপে নিল ঠোঁট।

প্রফুল্ল চিত্তে এসেই ভাইকে জড়িয়ে ধরলেন আফতাব, "ভাইজান, আমরা বেয়াই হয়ে গেছি।"

আমজাদ চট করে ভেজা চোখ মুছলেন। পালটা হাত তুলে আঁকড়ে ধরলেন তাঁকেও। আনন্দে চকচক করা চোখ দুটো ঘুরিয়ে পিউকে দেখলেন আরেকবার। মেয়েটা তো এই সেদিন জন্মাল। দুহাত বাড়িয়ে প্রথম তুলতুলে দেহটা কোলে নিয়েছিলেন তিনি। সেই মেয়ের আজ বিয়ে হয়ে গেছে। দিন বুঝি এভাবেই যায়?

মোনাজাত শেষ করে পিউয়ের দিকে চাইল ধূসর। এতগুলো মানুষ এড়িয়ে সরাসরি, ক্ষুরধার চাউনিতে। পিউ তাকাল আস্তে-ধীরে। নিভু নিভু দৃষ্টি, লাল দুটো গাল। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে প্রথম দুজনের চোখাচোখি হলো। ধূসরের ঠোঁট গহ্বরের ফাঁক গলে ছুটে চলল প্রাপ্তির হাসি। যে হাসি মিশে

CamScanner

গেল বাতাসের তোড়ে। ছুটতে ছুটতে গাছ-ফুল-পাখি -লতাপাতাকে জানিয়ে দিলো, "শুনেছ তোমরা, খবর পেয়েছ? এক সমুদ্র প্রেমের উত্তাল ঊর্মির বিক্ষিপ্ত স্রোতে, একজোড়া হৃদয় বৈধভাবে বাঁধা পড়েছে আজ। খুশি হয়েছ?"

এমনিতে বিয়ে হলে মেয়েবাড়ি গুটিয়ে থাকে বিষণ্ণতায়। কন্যা বিদায়ের, আজীবনের জন্য তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর হাহাকারে বাবা-মায়ের ভেতরটা ছিঁড়েখুঁড়ে আসে। কিন্তু পিউয়ের বিয়ের ঘটনা উলটো। তার শ্বশুরবাড়ি আর বাবার বাড়ির একটাই রাস্তা। দূরুত্বও ওই দশ মিনিটের। জানলা দিয়ে উঁকি দিলেই অন্য বাড়িটা দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্য কান্নাকাটি তো দূর, বাড়ির লোকজন থেকে মেয়েটা একটু দামও পাচ্ছে না। কেউ একবার এসে খবর অবধি নেয়নি। পিউ যে সন্ধ্যা থেকে না খেয়ে আছে তাতে কারোর হুঁশও নেই। ভীষণ খিদেয় পেট কচলাচ্ছে ওর। বিকালের পর দাঁতে কিচ্ছু পড়েনি। এতক্ষণ না খেয়ে থাকা যায়? মাও একবার এলেন না। বিয়ে হতে না হতেই ওকে পর করে দিলো? পিউয়ের এমন শান্ত হয়ে বসে থাকা পোষাচ্ছে না। বসার ঘর থেকে বাতাসে কোরমা-পোলাওয়ের ঘ্রাণ ছুটে আসছে। ক্ষুধা বেড়ে প্রকাণ্ড হয়েছে তাই। কিন্তু বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। এ ঘরে রেখে যাওয়া সময় জবা, পুষ্প সবাই মিলে বলে গিয়েছে, "একবার বাসরঘরে ঢুকলে আর বের হওয়া নিষেধ।"

পেটটা চেপে ধরে বাধ্য হয়ে বসে রইল পিউ। হাঁটুতে মুখ গুঁজে অসহায় শ্বাস ফেলল একবার। বিয়েরও এত জ্বালা!

বসার ঘরে খেতে বসেছে অতিথিরা। বিশাল জায়গা জুড়ে ছয়-সাতটার মতো লম্বা লম্বা টেবিল পাতা হয়েছে। দফায় দফায় লোক বসছে খেতে। তবে মেহমানদের আধিক্য না থাকায়, বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না।

শিকদার বাড়ির তিন কর্তা, আজমল, আমজাদ, আফতাব খাদিম দিতে ব্যস্ত। লোক দিয়ে এসব কাজ করানো ধাতে নেই তাদের। সাদিফ করতে চাইলেও তাকে কিছুই দেওয়া হলো না। উলটো ঠেলেঠুলে খেতে বসিয়ে দিলো সবাই। তবে ইকবালের বেলায় এই নিয়ম টেকেনি। সে নিজের মতো ঘুরঘুরে তদারকি করছে। এক বাটি রোস্ট সমেত হেলেদুলে আসার সময় ধূসর বলল, "আমাকে দে, তুই খেতে বস।"

ভালো একটা প্রস্তাবেও ইকবাল রুষ্ট চোখে চাইল। কড়া কণ্ঠে বলল, "নতুন জামাইয়ের এত কথা বলতে হয় না। মানুষজন খারাপ বলবে। চুপচাপ বসে থাকো, যাও।"

CamScanner

তারপর পাশ কাটিয়ে চলে গেল ছেলেটা। তার মুরুব্বি হাবভাবে ধূসর হতবুদ্ধি হয়। কপাল কুঁচকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

তানহা ফোনে কথা বলছিল। বিয়েবাড়িতে আসার পর তার এই একটাই কাজ। একমাত্র প্রেমিক রোহান প্যারা দিতে পটু। একটু অনুষ্ঠানে এসেছে জেনেই কতশত নিষেধাজ্ঞা ছেলের। এখানে যাবে না, ওখানে যাবে না, উফ!

কথা শেষ করে লাইন কাটল তানহা। ঘুরে চাইতেই দূরে দাঁড়ানো ধূসর হাত তুলে ডাকল। মেয়েটার চোয়াল ঝুলে গেল তাতে। মনে পড়ল, রবিনকে নিয়ে ধূসরের বাঁধাই করা অতীত। ছেলেটার সাধের বাইক কীভাবে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এমনিতেও ধূসরকে ওর ভয় লাগে। চোখমুখ এত গম্ভীর এ লোকের, দেখলেই মনে হয় ধরে মারবে। ভয়ে ভয়ে কাছে এসে বলল, "জি ভাইয়া।"

"এদিকে এসো।"

ধূসর সোজা রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। বুয়া বটিতে শসা কাটছিলেন। ওকে দেখেই বললেন, "কিছু লাগব, ভাইজান?"

"যা যা খাবার আছে একটু একটু করে একটা প্লেটে দিন তো। ইলিশ মাছ দুপিস দেবেন।"

ভদ্রমহিলা ঘাড় কাত করেই ব্যস্ত হাতে প্লেট, বাটি নিলেন। বড়ো বড়ো ডেকে, হাঁড়ি-পাতিলের ভেতর থেকে আদেশমতো সব তুললেন একে একে। তানহা বিভ্রান্ত। কার জন্য এসব? ধূসর প্লেটটা নিয়ে হাতে দিলো ওর।

"একটু কষ্ট করে এটা আমার রুমে দিয়ে এসো।"

তানহার কপালের ভাঁজ মিলিয়ে যায়। তার রুমে তো পিউ আছে। তাহলে খাবারটা ওর জন্য? ইস, বউয়ের প্রতি কত ভালোবাসা! হেসে ফেলল সে। ঘাড় নেড়ে বলল, "আচ্ছা।"

পিউ নিঃসহায়ের মতো বসে আছে খাটে। পুরো ঘর ফুল দিয়ে সাজানো। সাদা চাদরের ঠিক মাঝখানে লেখা 'ধূসর-পিউ'। ঘরে ঢুকে এসব দেখেই লজ্জায় পিউয়ের মূর্ছা যাওয়ার দশা হয়েছিল, কিন্তু সেই লজ্জা এখন নেই। ক্ষুধার জ্বালায় পালিয়েছে দূরে।

পিউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এতক্ষণে সবাই নিশ্চয়ই খেয়েদেয়ে সব শেষ করে ফেলেছে? এত রোস্ট, মাংস, মাছ, ও কিচ্ছুটি পাবে না?

CamScanner

তক্ষুনি ঘরে ঢুকল তানহা। শব্দ পেয়ে ফিরে চাইল পিউ। সবার আগে নজর গিয়ে পৌঁছাল হাতের প্লেটে। থালা ভরতি খাবার দেখেই মেয়েটার চোখমুখ চকচক করে উঠল। তানহা হাঁ করার আগেই ছোঁ মেরে নিয়ে নিল হাতে। বেচারি ভ্যাবাচ্যাকা খেল। পরপর হাসল আলগোছে। বন্ধু হিসেবে ওরই তো পিউয়ের খোঁজ রাখা উচিত ছিল। মেয়েটা যেভাবে থালার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, পেটে নিশ্চয়ই অনেক খিদে ছিল? আহারে! তানহা মুচকি হেসে সামনে বসল। সবাই ভুলে গেলেও ধূসর ভাই ঠিক মনে রেখেছে তার বউ না খেয়ে আছে। রোহানটাও যদি এত কেয়ারিং হয়, তানহা ওকে সবসময় মাথায় তুলে রাখবে।

পিউ একেবারে পুরো থালার ভাত শেষ করে থামল। ঠোঁটে বিস্তর হাসি ঝুলিয়ে বলল, "তোকে আনলিমিটেড ধন্যবাদ! আরেকটু হলে খিদেয় মরেই যেতাম। তুই-ই হলি আমার যোগ্য বন্ধু।"

"ধন্যবাদটা আমাকে না দিয়ে নিজের বরকে দে। সে-ই মনে করে সব পাঠিয়েছে। না হলে বাড়িতে এখন সবাই ব্যস্ত।"

পিউ আঙুল চাটছিল। থামল কথাটায়। নিশ্চিত হতে শুধাল, "ধূসর ভাই?"

তানহার হাসি দেখে আকাশ থেকে পড়ল মেয়েটা। বিস্মিত চোখ ঝাপটাল দুবার। ধূসর ভাই এত কিছু মনে করে পাঠালেন? পিউয়ের চেহারার বউ বউ ভাব ফুটে উঠল ফের। ভীষণ কুণ্ঠায় ফেঁপে গেল গাল। মানুষটা খেয়েছেন কিনা একবার জানতে না চেয়েই ও গপগপ করে খেয়ে ফেলেছে? ইস, এত বাজে বউ তো পিউ নয়! কিশোরীর কষ্ট হলো ভারি। জিজ্ঞেস করল মিহি স্বরে, "উনি কিছু খেয়েছেন? জানিস কিছু?"

অনুষ্ঠানের রেশ মোটামুটি কমেছে। কোনোরকম শান্ত হয়েছে হুটোপুটি। চিৎকার-চ্যাঁচামেচির আওয়াজ আপাতত নেই। খাওয়াদাওয়া শেষে কাছাকাছি নিবাসের অতিথিরা বেরিয়ে গিয়েছেন। তন্মধ্যে ইকবালের বাড়ির লোক অন্যতম। তাদের রাখার জোরাজোরিতে পরাস্ত হয়েছেন আমজাদ।

ঘড়ির কাঁটায় তখন ১টা বেজে ১০মিনিট।

ধূসরের চারপাশে পুরুষ মহলের আড্ডা বসেছে। তিন চাচা, পিউয়ের দুই মামা, ইকবাল-সাদিফ থেকে শুরু করে জবার বাপের বাড়ির লোকজন অবধি। এদের হইহই আলাপে ধূসরের ধৈর্য বেশিক্ষণ রইল না।

এত রাত হলো, আর কতক্ষণ বসে থাকবে? তার সুপ্ত মেজাজ চটে যাচ্ছে। বিরক্ত চিত্তে কপালে আঙুল ঘষল ধূসর। রুবায়দা দেখেই কাছে ছুটে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "মাথা ব্যথা করছে? কফি খাবি?"

CamScanner

ধূসর চোখ তুলে চাইল। তামাটে মুখের বিরক্তিটা বাড়ল কয়েকগুণ। কোথায় বলবে, ঘরে যাবি? এই রাত দেড়টার সময় কফি খায় কে? অমনি উঠে দাঁড়াল সে। জানিয়ে দিলো সংক্ষেপে, "না, রুমে যাচ্ছি।"

মুরুব্বিরা খানিক থতমত খেলেন। কেউ কাউকে বুঝতে না দিয়ে সাবলীল রাখলেন চোখমুখ। ইকবাল কনুই দিয়ে গুঁতো দিলো সাদিফকে। কণ্ঠ চেপে বলল, "দেখেছ, হতচ্ছাড়াটার কাহিনি দেখেছ? একটু সহ্য-ধৈর্য নেই?"

সাদিফের কণ্ঠ নিষ্প্রভ, "ছেড়ে দিন ভাই, সবই সঙ্গদোষ।"

ইকবাল চোখ বড়ো করে বলল, "সবকিছুতে আমাকে টানবে না, সাদিফ বাবু। আমি তোমার বসের মতো নির্লজ্জ নই। হ্যাঁ একটু-আধটু আছি, তবে ওটা কিন্তু ধরার মতো না।"

"জি জি, আপনার মতো ভালো লোক কি আর দুটো হয়, বলুন!"

ইকবাল ভ্রু নাঁচাল, "আজকাল খুব বুলি ফুটছে মুখে, তাই না? বউ রাতে বেশি ভালোবাসে বুঝি?"

সাদিফ কেশে উঠল। হতভম্ব চোখে দেখল বড়োদের। না, কেউ শোনেনি। ধড়ফড়িয়ে বলল, "মাফ চাচ্ছি, ভাই। আর আপনার বিরুদ্ধে যাব না। তাও আপাতত একটু চুপ করে যান।"

ইকবাল হাসল, গর্বের হাসি। তার পেছনে লাগা...!

ধূসরের যাওয়া দেখে বাকিরা স্বাভাবিক রইলেও রুবায়দা স্বাভাবিক থাকতে পারলেন না। ত্রস্ত পায়ে ছুটলেন মিনার কাছে। চাপা কণ্ঠে বললেন, "আপা, ধূসর তো ঘরে চলে গেল। পায়েস, শরবত কিছুই তো..."

মিনা পুরো কথা শুনলেন না। রুবায়দার কনুই টেনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দ্রুত। এক কোণে এসে বললেন, "একটা কথা বলব রে, রুবা?"

ভদ্রমহিলা অবাক হয়েছেন। চোখেমুখে বিভ্রম, "হ্যাঁ, বলো না!"

তিনি রয়েসয়ে বললেন, "আমি জানি, ধূসর তোর একমাত্র ছেলে। ছেলের বউ নিয়ে প্রতিটি মায়ের শখ-আহ্লাদ থাকে। তোরও ছিল। কত কথা, স্বপ্ন এসে আমাকে বলতি এক সময়! সেই ধূসরের আল্লাহর হুকুমে মনে ধরল আমার মেয়েকে। তার হুকুমেই বিয়ে হলো আজ। তুই তো জানিস, পিউ তেমন ভালোমন্দ বোঝে না। আঠারো বছর চলছে, কিন্তু পরিপক্বতা নেই। লাফালাফি করে অনেক। সংসার যে কী ওর ধারণাই নেই। হয়তো না বুঝেই অনেক ভুল করবে, তোর মনমতো পারবে না। তুই ওকে একটু শিখিয়ে-

CamScanner

পড়িয়ে নিস? যেভাবে গড়লে তোর মনে হবে ও তোর যোগ্য বউমা তেমন করেই শাসন করিস। তুই শেখালেই ও শিখবে। ছটফটে হলেও আমার মেয়েটা অনেক লক্ষ্মীমন্ত।"

রুবায়দা হতবাক আওড়ালেন, "আপা, তুমি এসব আমাকে বলছ?"

মিনা হাঁ করলেন, পূর্বেই ঝাড়া মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন তিনি। রেগে রেগে বললেন, "কিছু বলতে হবে না আপা, সব বুঝেছি। মুখেই আমাকে বোন বলো। সামনেই এত ভালোবাসা। পিউ তোমার একার মেয়ে, তাই না? আমার মেয়ে না ও? ও কেমন আমি তা জানি না?"

"রাগ করছিস কেন? আমি তো..."

"তুমি তো তুমিই। বুঝিয়েই দিলে আমি পিউয়ের শুধু চাচিই রয়ে গেলাম, মেজো মা হতে পারিনি। কেন আপা, আমি কি কোনোদিন কম ভালোবেসেছি ওকে? মারিয়ার থেকে আলাদা চোখে দেখেছি? তাহলে এসব কীভাবে বললে বলো তো?"

অসহায় চোখে চাইলেন মিনা। কী বলতে কী বলে ফেলেছেন! ঘটনা ঘুরে গেল। হাত দিয়ে রুবায়দার বাহু ডলতে ডলতে বললেন, "ও মেজো, শোন না! একটু মাথাটা ঠান্ডা কর, বোন। আমি ওভাবে বলতে চাইনি। তুই তো চিনিস তোর আপাকে। আচ্ছা ভাই, ভুল হয়েছে, মাফ চাচ্ছি।"

রুবায়দা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। মিনা ঠোঁট উলটালেন শিশুর মতো।

"মেয়ের মা হিসেবে না হয় একটু বলেই ফেলেছি। তার জন্য এমন করবি?"

পরপরই দুষ্টুমি করে বললেন, "এখন এই রাগে মুখ ফিরিয়ে রাখবেন বেয়াইন সাহেবা? ছেলেপক্ষ বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? এ কেমন অবিচার বলুন তো?"

চোটপাট আর টিকল না রুবায়দার। হেসে ফেললেন শব্দ করে। ভ্রু কুঁচকে বললেন, "আর কখনো বলবে?"

"না বাবা, ঘাট হয়েছে আমার। মুখেও আনব না এসব।"

রুবায়দা মিনাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আপা, পিউ আমার কাশ্মিরী আপেলের মতো সুন্দরী বউমা। এমন বউমা বিনা পরিশ্রমে পেয়ে আমি তো নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করছি।"

মিনা মাথা নাচিয়ে বললেন, "আর আপনার বাহাদুর ছেলেকে মেয়ের জামাই হিসেবে পেয়ে আমিও সমান ভাগ্যবতী, বেয়ান।"

হেসে উঠলেন দুজনেই। জবা এসেই বললেন, "এ কী, তোমরা কী নিয়ে হাসছ? আমাকেও বলো, আমিও শুনব।"

CamScanner

কাজবাজ ফেলে তিন রমণীর হাস্যরসের গল্প জমল অমনি।

বুয়া রান্নাঘর থেকে মাথা বের করে বললেন, "খালাম্মা। খাওন তো পইচা যাইব, ফিরিজে রাখলেন না?"

ব্যস, খোশগল্প স্থগিত।

"ওহ, হ্যাঁ হ্যাঁ।"

মিনা ছুটতে নিলেই হাতটা টেনে ধরলেন রুবায়দা, "ওহ, হ্যাঁ হ্যাঁ আবার কী? সারাদিন অনেক খেটেছ। এ বাড়িতে আসা থেকে আমাকে তো তেমন কাজই করতে দাও না। এখন সোজা ঘরে যাবে। বাকিটা আমরা দেখছি।"

"আহা, তোরা পারবি না।"

জবা বললেন, "বলে দিলে সব পারব। তুমি দেখিয়ে দিয়ে যাও, আমরা চুটকিতে শেষ করছি।"

বাধ্য হয়ে কথা শুনতে হলো মিনার। সব বুঝে নিয়ে দুই জা তাঁকে ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দিলেন ঘরে।

ধূসর ক্লান্ত। শরীরের রগে রগে অবসন্ন ভাব। সেই ভোর পাঁচটায় উঠে, সারাদিনে আর বিছানা ছুঁয়ে দেখেনি। দরজার ছিটকিনি তুলে পেছন ফিরল সে। সহসা বিশ্রান্ত নজর স্তব্ধ হলো। সাঁইসাঁই বেগে একটা ধনুক তির ছুড়েছে বুকের ঠিক মাঝ বরারর। বিছানার এক কোণে গুটিশুটি মেরে বধূ সাজে ঘুমাচ্ছে পিউ।

ভারী নিঃশ্বাসের সাথে বড়ো গভীর ঘুম তার। রাঙা ঘোমটার ফাঁক গলে উঁকি দিচ্ছে ললিত একটি মুখ। বেনারসির আঁচল ফ্লোর ছুঁইছুই করছে। হাতের চুড়িগুলো জ্বলছে আলোতে। দীপ্তি দিচ্ছে নাকের ফুল। ধূসরের মনে হলো এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর নেই। এত নিষ্পাপ মুখ! এত সুন্দর পিউ! যার জন্য এক কথায় জগৎ ভুলতে সক্ষম সে। সক্ষম ওই লালচে ঠোঁটের হাসির জন্য চুরমার করতে নিয়মনীতি। ধূসর অভিভূতের ন্যায় নিষ্পলক চেয়ে রইল। নিদ্রিত ওই ছোট্ট মেয়েটা ওর বউ। ওর ভালোবাসা। পার্থিব জগতের মাঝে অপার্থিব সৌন্দর্যের অধিকারীনি, তার হৃদয় হরণকারী পিউ। তার তৃষাতুর দুটো নিশ্চল আঁখি পলক ফেলল এক সময়। ওষ্ঠপুট সরে গেল দুদিকে। চওড়া বুকের তৃপ্ত শ্বাসের ফাঁকেই চোখ মেলে চাইল পিউ। তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিজোড়া খুঁজে পেল অদূরের সেই মানুষটিকে। বহু প্রতীক্ষার, অনেক সাধনার, আর ভীষণ ভালোবাসার ধূসর ভাই।

CamScanner

তড়াক করে উঠে বসল মেয়েটা। এভাবে ঘুমিয়ে পড়াতে লজ্জা পেল খুব। কিন্তু ওর কী দোষ? লজ্জায় হাঁসফাঁস করে পায়চারি করেছে এতক্ষণ।

ধূসর ভাই আসবেন, তার পরেরটুকু ভেবেই তরতর করে ঘাম ছুটেছে কপালে। নার্ভাস হয়ে বারবার ওয়াশরুম অবধি ছুটেছে পিউ। শেষে একটু বিছানায় শরীরটা ছাড়তেই রাজ্যের ঘুম নামল চোখে। ইস, কী ভাবল মানুষটা!

ধূসর তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিউ ধড়ফড় করে কাছে গিয়ে থামল। চট করে নিচু হয়ে সালাম করল পা ছুঁয়ে। ধূসর ভ্রু বাঁকায়। অবাক হয় একটু। পিউ সাফাই দিতে বলল, "ইয়ে মানে, আমি একদম ঘুমাতে চাইনি, ধূসর ভাই। কখন যে চোখটা লেগে এসেছিল!"

ধূসরের ওসবে মন নেই। প্রখর মনোযোগ দিয়ে পিউয়ের আপাদমস্তক দেখল এক পল। পিউ অতটা লম্বা নয়, ছোটোখাটো আদুরে। অথচ শাড়ির ভারে আজ ওকে পূর্ণাঙ্গ নারীর মতো লাগছে। যে নারী ধূসরের ব্যক্তিগত, ওর বাম প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে রাখা একান্ত প্রেম।

তারপর একটু এগোয় সে। খসখসে অঞ্জলিপুটে তুলে নেয় পিউয়ের ক্ষুদ্র আনন। বুড়ো আঙুল দিয়ে নাকের ফুলটা ছোঁয় একবার। পিউ বলতে গেল, "আপনি কি রাগ করে...."

সহসা একটা আঙুল লিপস্টিক পরিহিত ঠোঁটে চেপে ধরল ধূসর। থামল পিউ। মানুষটা নিরুত্তর। হ্যাঁ-না কিচ্ছু বলল না। একটা টুঁ শব্দও এলো না বাইরে। আচমকা, চট করে ওকে কোলে তুলে ফেলল। চমকে গেল পিউ। কিছু বোঝার আগেই মাথা এসে ঠেকল তুলতুলে বালিশে। ধূসর গায়ের ওপর আধশোয়া হতেই, থেমে গেল বক্ষস্পন্দের গতি।

কী হবে, কী হতে পারে! ভাবতেই কাঁটার মতন শক্ত হলো লাজে। হাত-পায়ের টালমাটাল তাণ্ডব ফিরে এলো আবার। তার ওপর ধূসরের দুটো নেশা ধরানো চোখ, মাদকের মতো চাউনি পিউকে সুস্থ থাকতে দিলো না। পেটানো শরীরের নিচে থরথরিয়ে কেঁপে উঠল মেয়েটা। ভূমিকম্প নামল কণ্ঠস্বরে, "আমি... একটু মানে..."

কথা সম্পূর্ণ করতে দিলো না ধূসর। তার তপ্ত ঠোঁট কানের পাশে যেতেই আপনাআপনি মুখ বন্ধ হলো পিউয়ের। একটি ফিসফিসে কণ্ঠ বলে গেল এসে, "এই রাত আমার, বলেছিলাম না? আজ তুই কাঁপলেও ধূসরের, না কাঁপলেও ধূসরের।"

বলতে বলতে ঠোঁটজোড়া ছুঁয়ে গেল ওই রক্তাভ গাল। পিউ লজ্জায় হাঁসফাঁস করে উঠল। একে একে কপাল, চোখের পাতা, নাকের ডগা সমস্ত

CamScanner

কিছু সিক্ত হয় ধূসরের চুম্বনে। পিউ চোখ দুটো খিচে নিল তখন, যখন মানুষটার উষ্ণ অধর ঘূর্নিঝড় বইয়ে দিলো তার গলার ভাঁজে। এতটা অস্থির, অশান্ত ধূসর কখনো হয়নি। কখনো না। তুখোড় ছোঁয়ার সুনামি একটা সময় সয়ে নিল পিউ। বিলম্ব হলেও আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের কাঙ্ক্ষিত স্পর্শে ধাতস্থ করল নিজেকে। দুটো শীর্ণ হাত তুলে আঁকড়ে ধরল ধূসরের উন্মুক্ত, শ্যামলা পিঠ। রাত্রির এই তিন প্রহরে রচিত হলো তাদের ভালোবাসাবাসির বিস্তর রচনার একটি নব্য সূচনার গল্প।

CamScanner



ঘরের জানলা বন্ধ। দেওয়াল ছুঁয়ে মোটা সফেদ পর্দা ঝুলছে। সূর্য তার নরম আলো প্রবেশ করাতে ব্যর্থ হয়েছে অনেকক্ষণ। দোয়েলের কলতান ভেসে আসার মুহূর্তে, ঘুম ভাঙল পিউয়ের। তন্দ্রার রেশ তখনও স্পষ্ট করে কাটেনি। কোনোরকম টেনে-হিঁচড়ে চোখ খুলল মেয়েটা। ঘুমিয়েছেই সেই ফজরের দিকে। কটা বাজে এখন? কামরার এই স্বল্প আলোয় পিউ সময় ঠাওর করতে পারল না। জানলার বাইরে দেখবে বলে মাথা তুলতে চাইল। কপালটা কারও শক্তপোক্ত থুতনিতে ঠুকে গেল অমনি। হকচকিয়ে মুখ তুলল সে। খুঁজে পেল ধূসরের তামাটে মুখ। নেত্রপল্লব কাঁপল সহসা। মনে পড়ল, ওহ। ওর তো কাল বিয়ে হয়েছে। ধূসর ভাই এখন ওর স্বামী। মানুষটার চোখ আর কপালে ভাঁজ বসেছে ঠোকা লাগায়। গতিতে আবার শিথিল হলেও ঘুম ভাঙেনি এখনও।

পিউয়ের খেয়াল পড়ল নিজেদের দিকে। একই কম্বলের আড়ালে, দুটো নগ্ন শরীর একে অন্যের মধ্যে মিশে গেছে। গায়ে একটা সুতোও নেই। কুণ্ঠার প্রকোপে ফের হাঁসফাঁস করল কিশোরী। রাতের ওসব তপ্ত চিত্ররা ভেসে উঠল চোখে। নিভু দৃষ্টি তুলে তাকাল পিউ। ধূসরের নিদ্রিত, তেলতেলে চেহারা দেখে চাউনিতে লেপটে এলো বিমোহ। গালে হাত দিয়ে সম্মোহনীর ন্যায় চেয়ে রইল মেয়েটা। কাল তো ঠিকঠাক তাকাতেও পারেনি। শেরওয়ানি পরা ধূসর ভাইকে দেখতে গেলেই পৃথিবীর সব লজ্জা এসে গ্রাস করেছে ওকে। রাতে মন ভরে দেখবে ভাবলেও ধূসর ভাই হতে দিলেন কই? তার যে বড্ড তাড়া।

পিউয়ের ভেবেই অবাক লাগে, যে মানুষ বিয়ের আগে ভালো করে তাকায়নি, একটা মিষ্টি কথা বলেনি, সে বাসরঘরে কী অধৈর্য! সজাগ ধূসরের চোখে চোখ মেলাতে ব্যর্থ পিউ, ওর ঘুমানোর সুযোগ লুফে নিল আজ। নরম ঠোঁটজোড়া এগিয়ে চুমু বসাল গালে। একে একে কপালে, নাকে, ওপাশের গালে, চিবুকে সবখানে। তারপর নেমে এলো, ওর উন্মুক্ত বুকের ওপর। লোমশ বক্ষভাগে চুমু বসিয়ে পাতলা অধর পানে চাইল। মুচকি হেসে চুমু খেল সেখানেও। এই স্পর্শ ভীষণ গাঢ়। ফের হাসল পিউ। তৃপ্তির হাসি।

CamScanner

ধূসরের কানে ফিসফিস করে বলল, "শিকদার ধূসর মাহতাব, আমি আপনাকে ভালোবাসি।"

আচমকা চোখ মেলল ধূসর। শীতল, তড়াক দৃষ্টি দেখেই চমকে গেল মেয়েটা। কিছু বোঝার আগেই ধূসর তাকে ছিটকে ফেলার মতন শুইয়ে দিলো খাটে। শরীরের ওপর আধশোয়া হতেই, ভড়কে গেল পিউ। ধূসরের চোখে ঘুমের রেশ। চুল এলোমেলো। ভাঁজ বসেছে কপালে। ভাঙা, নিরেট গলায় বলল, "ঘুমাচ্ছিলাম ভালো লাগেনি? মুড এসেছে এখন, কিছু করার নেই।"

নীরব হুমকিতে ঢোক গিলল মেয়েটা। ঠোঁটের নরম ত্বকে ধূসর হামলে পড়ে। দাঁত বসিয়ে দেয়। নিষ্ঠুর এই আক্রমণের মিষ্টতা সামলে নিতেও তৈরি হলো পিউ। বুঝে ফেলল কাঁটায় কাঁটায়, ফের এগিয়ে আসছে আরেকটি সুপ্ত ঘূর্ণিঝড়।

ধূসরের বেসামাল অত্যাচার থেকে পিউয়ের রেহাই পেতে পেতে অনেকটা দেরি। সূর্য তখন গা ঢেকেছে গাছের বাঁকে। মৃদুমন্দ বাতাবরণ লেজ গুটিয়েছে বহুক্ষণ আগে। পিউ গুটিগুটি পায়ে ওয়াশরুমে ঢুকল। বেসিনের আয়নায় চোখ পড়তেই, আস্ত আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়। সারা গায়ে দাগ। ফর্সা ত্বকের একটু জায়গা যদি ফাঁকা পাওয়া যায়। রক্ত লাল চিহ্নগুলো দেখতেই আইঢাই করে উঠল মেয়েটা। লজ্জায় মুখ ঢেকে ফেলল দুহাতে। পরপরই সতর্ক চিত্তে ফের আয়না দেখল পিউ। এ বাবা, বাড়িতে এত লোক! এত আত্মীয়স্বজন। ওদের সামনে এই মুখ নিয়ে যাবে কী করে?

পিউয়ের মাথায় হাত পড়ল। ঠোঁট উলটে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

বেশ অনেকটা সময় পর সাহস করে বের হলো মেয়েটা। পরনে শাড়ি। ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে নিজেকে ভালো করে দেখল সে। স্বচ্ছ দর্পণ ছাপিয়ে চোখ পড়ল ঘুমন্ত ওই মানুষটার দিকে।

ভেংচি কেটে বিড়বিড় করল, "আমাকে বিপদে ফেলে, নিজে কী আরামে ঘুমাচ্ছে, হুহ!"

পিউ ঘরজুড়ে পায়চারি শুরু করল। এখন কীভাবে বাইরে যাবে, এটাই হচ্ছে কথা। গায়ের দাগ ঢাকা থাকলেও মুখের দাগগুলো কী করবে? তক্ষুনি দরজায় টোকা পড়ল। পুষ্প ডাকছে, "পিউ, উঠেছিস?"

হাঁটা থেকে থামল মেয়েটা। ত্রস্ত মেঝেতে ছড়ানো কাপড় নিয়ে ওয়াশরুমে রেখে এলো। আঁচলটা তুলে ইয়া বড়ো ঘোমটা টানল মাথায়। ফের একবার আয়না দেখল পিউ। মুখ তো দূর, নাকের ছিদ্রও বোঝা যাচ্ছে না। স্বস্তির শ্বাস ঝেড়ে ও দরজা খুলতে গেল। পুষ্প-মারিয়া দুজনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছু বলতে চাইল ওরা, এর আগেই চোখ পড়ল পিউয়ের বেশভূষার

CamScanner

দিকে। মারিয়া অবাক হয়ে বলল, "এ কী, ঘোমটা টেনেছিস কেন? এটা কি তোর শ্বশুরবাড়ি?"

পিউ আমতা-আমতা করে বলল, "হ্যাঁ, মেজো মা আমার শ্বাশুড়ি না? একটা ভদ্রতা তো আছে।"

পুষ্প বলল, "তাই বলে এত..."

"নতুন বউ না আমি? আমার বুঝি লজ্জা নেই? ঘোমটা দিলে বড়ো করেই দেওয়া উচিত।"

বোকা বোকা চোখে মুখ দেখাদেখি করল দুজন। পরাস্ত শ্বাস ফেলে মেনে নিল যুক্তি। পুষ্প গলা তুলে ডাকল, "ভাইয়া, নাস্তার টেবিলে সবাই অপেক্ষা করছে, খাবে না এখন?"

ধূসরের জড়ানো জবাব, "আসছি, যা।"

এ বাড়ির খাবার টেবিলটা বেশ লম্বা আর বড়ো। পরিবারের এতগুলো মানুষ বেশ আরামসে এটে গেল সেখানে। সবার খাওয়ার মধ্যেই নেমে এলো পিউ। ওকে দেখেই আফতাব হৃষ্ট চিত্তে বললেন, "আরে, আমার বউমা আসছে যে।"

পিউ লজ্জা পেল। সবকটা চোখ এদিকে পড়তেই মাথার ঘোমটাটা টেনে নিল আরেকটু। কাছে এলে আফতাব চেয়ার টেনে দিলেন।

"আজ আমার বউমা আমার পাশে বসবে।"

মুচকি হেসে বসল পিউ। চাচার মুখে বউমা শব্দটায় ওর খুশিতে হুঁশ হারানোর দশা; কিন্তু চোখ পিটপিট করলেন রুবায়দা। কণ্ঠে বিশদ কৌতূহল নিয়ে বললেন, "ও পিউ, তুই এত বড়ো ঘোমটা দিয়েছিস কেন, মা?"

শোনা গেল পুষ্পর দীর্ঘশ্বাস। টেনে টেনে জানাল, "কী আর বলি, এটা নাকি তার শ্বশুরবাড়ি। সে নতুন বউ, তুমি শ্বাশুড়ি, তোমার সামনে একটা ভদ্রতা আছে না? ঘোমটা যখন দেবেই, নাক চোখ ঢেকেই দিয়েছে।"

সবাই তাজ্জব চোখে চাইতেই ও উদ্‌বেগ নিয়ে বলল, "না না, এসব আমার কথা নয়। তার কথা।"

পিউকে দেখাল পুষ্প। মেয়েটা ঠোঁট উলটে নিয়েছে। কী আজগুবি যুক্তি দেখাল তখন, এভাবে সবার সামনে বলে দিলো আপু? রুবায়দা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "এ আবার কী কথা? আমি কি অমন শ্বাশুড়ি নাকি যে, জামাকাপড় নিয়ে বলব? আর তার থেকেও বড়ো কথা, আমি কি নিজেকে ওর শ্বাশুড়ি ভাবি? আল্লাহ। ও পিউ, তুই এই গরমে শাড়িই বা পরতে গেলি কেন? এখন পায়ে বেঁধে পড়ে-টরে গেলে কী হবে?"

CamScanner

পিউ চুপ। নখ দিয়ে প্লেটের পরোটা খুঁটছে শুধু। কী বলবে এখন? এই ঘোমটা যে, তোমার ছেলের দেওয়া চন্দ্রচিহ্নের ফল সেসব কী আর মুখ ফুটে বলা যায়? যতটা পারল মাথা নুইয়ে রাখল বেচারি। খাবার নড়তে না দেখেই মিনা চাটি মারলেন মাথায়, "কী রে, খাবার নড়ছে না কেন? খা।"

পিউ মাথা ডলতে ডলতে বলল, "খাচ্ছি তো।"

পাশ থেকে ফুঁসে উঠলেন আফতাব, "ভাবি, আপনি আমার বউমাকে মারলেন কেন?"

রুবাও তাল মেলালেন, "তাই তো, হিসেবমতো পিউ এখন শ্বশুরবাড়ি আছে। ও আমার ছেলের বউ। তুমি ওকে মারলে কেন, আপা?"

মিনা ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন। অসহায় চোখে চাইলেন স্বামীর দিকে। আমজাদ হাসছেন মাথা নেড়ে। তিনি পরাস্ত কণ্ঠে বললেন, "ঘাঁট হয়েছে ভাই, তোমাদের বউমাকে আর মারব না। ক্ষমা দাও।"

শব্দ করে হেসে উঠল সকলে। ওপর থেকে তখনই নেমে এলো ধূসর। শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে এসে দাঁড়াল টেবিলের কাছে। গিয়ে বসল একদম পিউয়ের মুখোমুখি, সামনের চেয়ারটায়। খেতে খেতে আড়চোখে একবার ঘোমটা দেওয়া স্ত্রীর পানে চাইল। বিয়ের প্রথম সকালে বউয়ের স্নিগ্ধ মুখ আর ভেজা চুলের বদলে নজর বিঁধল দানবীয় ঘোমটার ওপর।

পিউ ঠিক করে খেতে পারছে না। বাম হাতে ঘোমটা ধরে রাখা। সরে গেলেই তো সর্বনাশ। ঠোঁটের ফোলা অংশটা ঢেকে রাখার এই আপ্রাণ চেষ্টা বুঝে ফেলল ধূসর। প্লেটের দিক চেয়ে মিটিমিটি হাসল একটু। ইকবাল ওর পাশেই বসেছে। সে সবাইকে একবার একবার দেখল। আস্তে করে ঠোঁটটা এগোল তারপর। আঙুল দিয়ে মুখ ঢেকে বলল, "তোকে ভালো মনে করেছিলাম। কিন্তু তুই..."

ভ্রু কুঁচকে চাইল ধূসর।

"কী করেছি?"

ইকবালের কণ্ঠ ফিসফিসে, "কী করেছিস আবার প্রশ্ন করছিস? ছি ছি! শোন, বিয়ে-শাদিতে আমি তোর সিনিয়র। সব জানি। পিউয়ের ঘোমটার রহস্য বুঝি না, ভাবছিস? নিশ্চয়ই মেয়েটাকে চেহারা দেখানোরও অবস্থায় রাখিসনি। ইস, কী স্বৈরাচারী দৈত্য তুই! ব্রিটিশরাও তোর চাইতে ভালো ছিল।"

ধূসর হতভম্ব হলো। সবাইকে দেখে দাঁত পিষল পরপর। টেবিলের ওপর ইকবালের বাম হাত রাখা। কাঁটা চামচটা তুলেই সেখানে চেপে ধরল

CamScanner

সে। চমকে, ছিটকে হাত সরাল ছেলেটা। হতবুদ্ধি আওড়াল, "শালা ডাকাত!"

তার নড়চড়ের তোড়ে সবাই ফিরে চাইল এদিকে। পুষ্প বলল, "কী হলো?"

উত্তরে টেনেটুনে হাসল ইকবাল, "কিছু না, কিছু না।"

চোখমুখ শান্ত করে খাওয়ায় মনোযোগ দেয় সকলে। ইকবাল কটমট করে বলল, "এভাবে মানুষ মানুষকে মারে? যদি হাতের মধ্যে চামচটা ঢুকে যেত?"

ধূসর নিরুৎসাহিত বলল, "গেলে যেত। ব্রিটিশ বন্ধু বানাবি, আর অত্যাচার সহ্য করবি না? আর তাড়াহুড়োর কথা কে কাকে বলছে? যার বিয়ের তিন মাসের মাথায় বাবা হওয়ার জন্য বুক পুড়ে যাচ্ছে, সে?"

ইকবাল প্রকট চোখে বলল, "নিজের সিনিয়রকে খোঁচা দিলি? শালা সম্বন্ধী, অভিশাপ দিলাম, বউ জীবনে তালাক দেবে না।"

ধূসর হেসে ফেলল। আমজাদ প্রশ্ন ছুড়লেন তখনই, "বের হবে তুমি?"

"জি।"

"এখনই?"

"না, পরে।"

রুবায়দা বললেন, "কাল বিয়ে করলি, আজকেও বের হবি? আজ অন্তত বাড়িতে থাক।"

"দুপুরে চলে আসব।"

আমজাদ ইকবালকে বললেন, "তুমিও যাবে নাকি?"

ইকবাল অবাক হলো একটু। হিটলার ব্যাটা আবার ওর খোঁজ নিচ্ছে কেন? জবাব দিলো নরম গলায়, "জি, পার্টি অফিসে কাজ ছিল কিছু।"

"ওহ। যেখানেই যাও, দুজনেই দুপুরে ফিরে এসো, কেমন? পরিবারের সবাই একসাথে খেতে না বসলে মন ভরে না আমার।"

ইকবালের চোখে আনন্দ ভেসে উঠল। বিস্ময় এসে দলা পাকাল সাথে। আমজাদ মুচকি হেসে বললেন, "তোমার সেদিনের কথাটা ভেবে দেখলাম। আমার তো সত্যিই একটা মেয়ে, একটাই জামাই। পুষ্প তো লক্ষ্মী মেয়ে, তুমিও ছেলে খারাপ না। জামাই হিসেবে দত্তক নিয়ে ফেলাই যায়।"

ইকবালের ঠোঁট ছড়িয়ে যায়। ফুরফুরে ভঙ্গিতে হাসল সে। হাসল বাকিরাও।

CamScanner

একটা সময় খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল ধূসর। সবার মধ্যেই পিউকে বলল, "তোর..."

পুরো বাক্য সম্পূর্ণ হলো না, পূর্বেই কথা টেনে নিলেন আফতাব, "আশ্চর্য, তুই-তোকারি করছ কেন? ও এখন তোমার স্ত্রী না? সম্মান দিয়ে কথা বলবে।"

ধূসর পিউয়ের দিকে চাইল। অবাক হওয়ার ভান করে বলল, "তোকে এখন তুমি করে বলতে হবে?"

পিউ অসহায়, অবলা। স্বামী আর শ্বশুরের তর্কের মাঝে কী বলবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। মিনমিন করে বলল, "আপনার যা ভালো লাগে তা-ই বলবেন, ধূসর ভাই।"

জবা তাজ্জব হয়ে বললেন, "ভাই! এখনও ভাই? ওরে, তোদের না বিয়ে হয়েছে? এমন করলে বাইরের মানুষ তো সম্পর্ক গুলিয়ে ফেলবে।"

পিউ ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। বাইরের মানুষ কী গোলাবে? ওর নিজেরই সব গুলিয়ে যাচ্ছে। তাকে নাম ধরে ডাকার মতো কলিজা, সাহস, ইচ্ছে, কোনোটাই নেই। এতদিনের অভ্যাস কি সহজে যায়? আবার স্বামীকে যে ভাই ডাকলেও বিপদ। তাহলে কী ডাকবে? সিনেমার মতো, ওগো? হ্যাঁ গো, কী গো, এভাবে? না না, দেখা গেল অতি আহ্লাদে এসব বললে ধূসর ভাইও রেগে একখানা চড় বসিয়ে দিলেন। কিংবা রুষ্ট হয়ে ধমকালেন, "দূর হ আমার সামনে থেকে।"

তার চেয়ে থাক।

CamScanner



ধূসর বিছানায় আধশোয়া। ফোনে কিছু একটা দেখছে। তার বেশভূষা পরিপাটি। একটু পরেই বের হবে। পিউ নরম পায়ে ঘরে এলো তখন। নূপুরের শব্দে চোখ তুলে চাইল সে। মেয়েটার পরনে নীল-সাদা তাঁতের শাড়ি। মাথার ঘোমটা হতে বেরিয়ে আছে ছোট্ট একটা মুখ।

ধূসর ফোন নামিয়ে পকেটে ভরল। পিউ পিলপিল করে এসে চায়ের কাপ রাখল টেবিলে। ঘুরে চাইতেই আচমকা পথরোধ করে দাঁড়াল সে। কিছু চমকাল মেয়েটা। খুব জোরে কুঠারের কোপ বসল বুকে। চোখে চোখ পড়তেই মনে পড়ল রাতের কথা।

স্বীয় বেহায়া চিন্তায় নিজেই লজ্জা পেল পিউ। তৎপর মাথাটা নুইয়ে নিল নিচে। শরীরের সাথে একটা ঠান্ডা হাত এসে মিশল তখন। শাড়ির পাড় ভেদ করে কোমর আঁকড়ে ধরল। লতানো গতর ছুঁয়ে পিউকে নিজের কাছে টেনে আনল ধূসর। ডান হাত উঠে এলো গালে। সারামুখের লাল লাল দাগগুলো দেখেই নিঃশব্দে হেসে ফেলল সে। পিউ গাল ফুলিয়ে বলল, "খুব মজা না? আমি এই গরমে একটা ঘোমটা দিয়ে ঘুরছি আর আপনি হাসছেন?"

ধূসরের চেহারায় পরিবর্তন নেই। হাসিটাও কমেনি। পেলব হাত ধরে ওকে খাটে এনে বসাল। ড্রয়ার খুলে মলম নিয়ে এসে বসল মুখোমুখি। পিউ ছিটকে উঠল অমনি, "না না, জ্বলবে।"

"কিছু হবে না, আমি আছি।"

"আমি আছি।" দুই শব্দের এই একটা কথা পিউয়ের ভয়-ডর শুষে নিল সহসা। মনে হলো ও খুব সাহসী। এতটা দুর্বার সাহস হয়তো দুনিয়ায় আজ অবধি কারও হয়নি। পিছিয়ে নেওয়া মাথাটাকে সহজ করল ফের। ধূসর আঙুলে মলম নিয়ে ঘাড়ে ছোঁয়াতেই কাঁদোকাঁদো কণ্ঠে বলল, "জ্বলছে।"

সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে এসে ফুঁ দিলো সে। চোখেমুখে তার নিবিড় যত্নের ছবি। পিউয়ের জ্বালাপোড়া উবে যায়। নিশ্চল হয় দৃষ্টিরা। অভিভূতের ন্যায় চেয়ে থাকে ওই মানুষটার পানে। একে একে গালে, ঘাড়ে, ঠোঁটে সব জায়গায় মলম লাগিয়ে দিলো ধূসর। জিজ্ঞেস করল, "আর কোথাও আছে?"

ও বলল, "আমাকে দিন। বাকিটা আমি পারব।"

CamScanner

CamScanner

ধূসরের ফোন বাজল তখন। ধরল না, সাইড বাটন টিপে সাইলেন্ট করে রাখল। মলমটা হাতে ধরিয়ে দিলো পিউয়ের। উঠে দাঁড়িয়ে বাইকের চাবি তুলল মুঠোয়। ছোট করে জানাল, "বের হচ্ছি।"

পিউয়ের কণ্ঠে উদ্‌বেগ, "চা এনেছিলাম, খাবেন না?"

"তুই খেয়ে ফেল।"

"আমি চা খাই না।"

ধূসর কিছু বলেনি। ও নিজেই বলল, "দুপুরে কিন্তু একসাথে খাব, মনে আছে তো?"

"আছে।"

"তাড়াতাড়ি আসবেন।"

ধূসর ফিরে চায়, কাছে আসে। ক্ষুদ্র মুখটা হাতে নিয়ে গাঢ় চুমু বসায় কপালে। প্রশ্ন করে মৃদু গলায়, "আর কোনো সমস্যা হচ্ছে?"

দুপাশে মাথা নাড়ল পিউ। সে বলল, "মনে করে মলমটা লাগিয়ে নিস। এরকম একটু-আধটু দাগ কিন্তু এখন রোজ হবে।"

ভীষণ লজ্জায় গুটিয়ে এলো মেয়েটা। ফাঁপা কপোল জোড়ায় যেন এক টুকরো গোধূলি এসে বসেছে। কুণ্ঠায় নুইয়ে পড়ার দৃশ্যে ঠোঁট কামড়ে হাসল ধূসর। আসছি বলে ঘর ছাড়ল তারপর। পিউ চপল পায়ে ছুটে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। একরকম ঝুলে পড়ল রেলিংয়ে।

কিছুক্ষণের মাথায় ইকবাল আর সাদিফকে নিয়ে বের হলো ধূসর। গাড়িতে উঠতে গিয়েও থামল সে। তীক্ষ্ণ, গভীর চোখ দুটো সরাসরি তাক হলো এদিকে। যেন জানত, পিউ থাকবেই। আন্দাজ ফলে যাওয়ায় হাসল ধূসর। অমনি স্ফূর্ত চিত্তে হাত নেড়ে বিদায় জানাল পিউ। ধূসর উঠে বসল গাড়িতে। চাকাগুলোর ছুটে যাওয়া দেখে প্রশান্ত শ্বাস টানল কিশোরী। চলে যাওয়া ওই মানুষটা ওর নিজের। নিজের এই ঘর বারান্দা, এই সংসার। যা আজ থেকে সযত্নে বুকের মাঝে আগলে রাখবে পিউ। ধূসর ভাইকে বিছিয়ে দেবে, এই শীর্ণ হৃদয়ে জমে থাকা এক সমুদ্র প্রেমের সবটুকু।

অতীতের বিস্তর কল্পনার রাশ টেনে মুচকি হাসল পিউ। কত আগের ঘটনা! অথচ প্রত্যেকটা লাইন ভাবলেই আজও একইরকম বুক কাঁপে ওর। অনুভূতির উত্তোলনে নিঃশ্বাস আটকে যায়।

পিউ বুক ফুলিয়ে মুক্ত শ্বাসে হাসি মিলিয়ে নিল।

CamScanner

CamScanner

দেখতে দেখতে ওদের বিয়ের আজ আট মাস প্রায়। এই আট মাসে কত কী বদলেছে! পুষ্প এখন অন্তঃসত্ত্বা। ক মাস পরেই তার ডেলিভারির তারিখ। মারিয়া-সাদিফের একটা ফুটফুটে ছেলে হয়েছে। ওরা অবশ্য এখানে আর থাকে না। যে যার সংসারে পাকাপোক্ত এখন। শৌখ নীড়ে শুধু পিউ-ধূসর, আফতাব আর রুবায়দা আছেন। আর অদূরের শিকদার বাড়িতে বাবা-মা, ছোটো চাচ্চু, ছোটো মা, রাদিফ সবাই। পিউ রুবায়দার সাথে প্রতি বিকেল করে যায় সেখানে। ধূসর ফেরার আগে আগে চলে আসে আবার। কখনো আবার তাঁরা আসেন। বাড়ি দুটো, কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারের ভালোবাসা তো সেই এক আর অভিন্নই।

পিউ হাত থেকে ফ্রেমটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। ঘড়িতে প্রায় বারোটা ছুঁইছুঁই। ধূসরের ফেরার সময় হয়েছে। মেয়েটা ফের চিন্তায় ডুবে গেল। কথাটা শুনলে ধূসর ভাই ঠিক কতটা রেগে যাবেন পিউ জানে না। সেবার পুষ্পর অন্তঃসত্ত্বার খবর শুনেই, মা হওয়ার আবদার করেছিল ও। ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেছিল, "আমাদের বাবু হবে না?"

ধূসর এমন ধমক দিলো সেদিন, রুহুটাই গলায় এসে ঝুলেছিল পিউয়ের। কিন্তু এখন? বেচারি ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। পরপরই একটা দারুণ বুদ্ধি এলো মাথায়। ও ছটফটে হাতে গিয়েই আলমারি খুলল। বুকের সাথে নীল শাড়ি চেপে ধরে ছুটল ওয়াশরুমের দিকে। ধূসর ভাইকে কী করে বাগে রাখতে হয়, পিউ খুব ভালো করে জানে।

CamScanner



ধূসরের ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়েছে। পার্টি অফিসে আজ বিশাল বড়ো আয়োজন ছিল। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে ডেকেছিল ওকে। অন্যদিন সে ফেরা অবধি না খেয়ে বসে থাকে পিউ। তবে আজ ধূসর ফোনে কড়া করে বলেছে খেয়ে নেয় যেন। এখন প্রায় একটা বাজে। বসার ঘরের সোফায় অধীর অপেক্ষায় বসে আছে মেয়েটা। রুবায়দা এতবার বললেন রুমে গিয়ে শুতে, ও কথাই শুনল না। আফতাব খাওয়াদাওয়া করে বিছানায় গা পেতেছেন অনেকক্ষণ। ভদ্রলোকের শরীরটা ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। প্রেশার বাড়ছে, কমছে। পার্টি অফিসের আয়োজনেও গেলেন না তাই।

বসার ঘরের দরজার পাশের দেওয়ালটায় ধূসরের একটা বড়ো ছবি টাঙানো। পাঞ্জাবির ওপর কোর্ট পরা, চোখে সানগ্লাস। পিউয়ের প্রিয় ছবির অন্যতম এটি। শুনেছিল, ধূসরের জন্মদিনে এটা উপহার দিয়েছিল সাদিফ। ছেলেটা সবে একটা নতুন ব্যবসার হাল ধরেছে। ধূসর অবশ্য বেশ সাহায্য করেছে তাতে। ছেলের যা আত্মসম্মান! নিতেই চায়নি, কিন্তু ধূসরের সাথে কি আর জেদে পারা যায়? এখন যদি পাকাপোক্তভাবে ব্যাবসা দাঁড় করতে পারে, হয়তো এই এসিস্ট্যান্টের চাকরিটা ছাড়তে হবে তখন।

পিউ হাতলের গায়ে মাথা এলিয়ে ধূসরের ছবিটাকে দেখছিল। এই মানুষের সাথে ও একই ঘরে থাকে, একই বিছানায় শোয়, অথচ তাও দেখার সাধ মেটে না কেন? তার ভাবনার মাঝেই ডোরবেল বাজল। ধ্যানের সুতোয় টান বসিয়ে শশব্যস্ত ছুটে গেল কিশোরী। ব্যস্ত হাতে দোর খুলতেই ধূসরের মসৃণ ভ্রু বেঁকে যায়। আপাদমস্তক এক পল মেপে নেয় তাকে।

পিউয়ের পরনে নীল শাড়ি। কপালে ছোটো টিপ। খোলা চুল থেকে ভেসে আসা হালকা সুগন্ধিতে মেয়েটা যেন সৌন্দর্যের এক অনির্বচনীয় জাদু। ডাগর ডাগর চোখের কোনে চিকচিক করছে আনন্দ। প্রানবন্ত উজ্জ্বলতায় ঝলসে যাচ্ছে মুক্তোর ন্যায় দাঁত। গাল ভরা উচ্ছ্বাস নিয়ে বলল, "আপনি এসেছেন? আসুন আসুন।"

পাঞ্জাবির ওপরের হাতা কাটা কোর্টটা হাতে ছিল ধূসরের। চটপট সেটাকে টেনে নেয় পিউ। ধূসর ভেতরে ঢোকে। দরজা লাগায়। হৃদয়ের

CamScanner

গভীরে সুপ্ত মুগ্ধতা, কিংবা নজর জোড়ার প্রসংশার ঝিলিক লুকিয়ে ফেলল গম্ভীরতায়। প্রশ্ন ছুড়ল উলটে, "তোর চোখমুখ এমন দেবে গেছে কেন? শরীর ঠিক আছে?"

পিউ অবাক হলো। ভীষণ অবাক। বিস্ময়ের এক স্নিগ্ধ ঢেউ আন্দোলন তুলল মনের কোণে। ওর শরীর সারাদিনই ভালো ছিল না। গা গুলিয়েছে, বমি পেয়েছে, কিন্তু কাউকে বলেনি। অথচ ধূসর ভাই এক দেখাতেই বুঝে ফেললেন? এই তীক্ষ্ণ লোঁচনের উৎকণ্ঠায় বক্ষভাগে বসন্ত নামল তার। হেসে বলল, "না, আমি ঠিক আছি তো।"

ধূসরের নিঃশব্দ উদ্‌বেগ তখনও কমেনি। সুক্ষ্ম দুটো চোখ পিউয়ের মুখের ওপরে একইরকম আটকে। মেয়েটার ঘাম ছোটার দশা হলো এবার। একেই প্রেগন্যান্সির ব্যাপারটা নিয়ে বুক ঢিপঢিপ করছে। তার ওপর এমন করে তাকাচ্ছেন কেন উনি!

ধূসর রুমে এসে কাপড় পালটাল। টিশার্ট থেকে শুরু করে তোয়ালেটাও এগিয়ে দিলো পিউ। বউ হিসেবে সে বাধ্য, যত্নশীল। স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসার অন্ত পাওয়া যাবে না।

ধূসর ওয়াশরুমে ঢুকতেই ঠোঁট ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল পিউ। প্রেগন্যান্সি কিটটা কীভাবে তাকে দেখাবে, সেটাই জানে না। তারপর কী প্রতিক্রিয়া পাবে, সেসব ভাবলেও তো চিন্তায় মাথাটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। উফ, এত অস্থিরতা নিয়ে কী বেঁচে থাকে যায়?

মিনিট কয়েক পরেই ওয়াশরুমের দরজায় আওয়াজ হলো। ধূসর বেরিয়েছে। চট করে বাম হাতটা শাড়ির আঁচলে লুকিয়ে নিল পিউ। ঘুরে চাওয়ার আগেই পেছন থেকে একজোড়া বলিষ্ঠ হাত এসে প্যাঁচিয়ে ধরল তাকে। সুদৃঢ় বাঁধনে আটকে নিল বক্ষভাগে। পিঠের চুল সরিয়ে থুতনি কাঁধে রাখল ধূসর। একটা ছোট্ট চুমুর স্পর্শে, আরও শক্ত হলো মেয়েটা। অন্য সময় অনুভূতিতে ভেসে যায় সে, কিন্তু আজ দুশ্চিন্তার তাণ্ডবে ওসব শিরশিরানি জায়গা করতে পারল না। এদিকে ধূসরের ঠোঁটের ছোঁয়া বাড়ছে। ঠান্ডা হাত উঠে আসছে পেটে। পিউয়ের চিন্তায় গলা শুকিয়ে গেল। ধূসর ভাই কাছে আসবেন জানা কথা, কিন্তু এখন তো পিউ অন্তঃসত্ত্বা। ক মাস তাও জানে না। এই সময়...

ভাবতেই, ছিটকে যাওয়ার মতো শরীরটা ছাড়িয়ে নিল পিউ। ধূসর ভড়কে গেল। চাউনিতে হতবুদ্ধি ভাব, "কী হয়েছে?"

CamScanner

বোকা মেয়েটা থতমত খায়। নিজের কাজে সে নিজেই নির্বোধ বনে গেছে। আমতা-আমতা করে বলল, "না মানে, ঘুমাবেন না?"

ধূসর সেই উত্তর দিলো না। আদেশ ছুড়ল গভীর স্বরে, "কাছে আয়।"

পিউ শঙ্কায় কাঠ। হাত-পায়ের লোম অবধি দাঁড়িয়ে গেল ভয়ে। কথা খুঁজতে নিশপিশ করল জিভ। খুব অসহায় কণ্ঠে বলল, "আমার না ভীষণ ঘুম পাচ্ছে! শ-শরীরটাও তেমন ভালো নেই।"

ধূসরের একটু আগের উদ্‌বেগটাই ফিরে এলো তড়িৎ। কাছে এসে হাতটা রাখল কপালে। গলায়, গালে ছুঁয়ে বলল, "জ্বর বাধিয়েছিস?"

"না, শরীর খারাপ মানেই কি শুধু জ্বর? আমার কেমন যেন ভালো লাগছে না। শুতে যাই?"

ধূসর আর মানা করল না। নীরব সম্মতি পেতেই চপল পায়ে গিয়েই শুয়ে পড়ল পিউ। ধূসর গায়ে কাঁথা টেনে দেয়। মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, "ঘুমা।"

পিউ চোখ দুটো বুজে নিল। উত্তেজনায় মাথার রগ নাচছে তার। ধূসর গিয়ে বসল ডিভানে। ল্যাপটপ নিয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাঁথার ফাঁক গলে চোরের মতো সেদিকে চেয়ে রইল পিউ। তামাটে ওই প্রিয় মুখখানা দেখে দুচোখ ছাপাল মায়ার ধারায়। ধূসর ভাই কাছে আসতে চাইলেন, আর কী নাটকটাই না করল ও, ইস! কিন্তু কিছু করারও তো নেই। মেয়েটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ওর পাশে ধূসরের শোবার জায়গা। প্রেগন্যান্সি কিটটাকে সেখানে রেখে কাঁথা দিয়ে ঢেকে দিলো পিউ। মানুষটা শুতে এসে কাঁথা তুললেই চোখ পড়ে যাতে।

ধূসরের কাজ শেষ হতে হতে দীর্ঘ সময় লাগল। ল্যাপটপ গুছিয়ে রেখে এলো খাটের কাছে। ঘরের মূল আলো বন্ধ করতেই টিমটিমে ল্যাম্পশেডটা মাথা তুলল এবার। পিউ খুব অন্ধকারে ঘুমাতে পারে না। ধূসর যেই কাঁথা সরাল শোবে বলে, চোখ গিয়ে পৌঁছাল সফেদ রঙা কিটে। এক দফা বিস্ময়ে চমকে উঠল ছেলেটা। কিটটা হাতে তুলতেই কাঁথার নিচে চোখজোড়া খিঁচে রাখল পিউ। হা-হুতাশ করে ভাবল, পিউ রে, ঘূর্ণিঝড়ের জন্য তৈরি হয়ে যা।

ভাবনায় দাঁড়িও পড়েনি, ত্রস্ত মুখের ওপর থেকে কাঁথাটা টেনে সরিয়ে দিলো ধূসর। পিউয়ের কাঁচুমাচু চেহারা বেরিয়ে এলো অমনি। পোক্ত চিবুকের ধার দেখে ঢোক গিলল সে। ধূসর শক্ত গলায় শুধাল, "এটা কার?"

CamScanner

বলার ধরনেই পিউয়ের ওষ্ঠাগত প্রাণ। আস্তে-ধীরে উঠে বসল শোয়া থেকে। নিশ্চুপ চোখ নামিয়ে নিলে, কনুই টেনে ধরল ধূসর, "এটা কার, পিউ?"

"আমা-আমার।"

ধূসর নিস্তব্ধ হয়ে বলল, "মানে। তুই ওষুধ খাসনি?"

পিউয়ের কণ্ঠ নিভু, "খেয়েছি তো। মাঝেমধ্যে দুয়েকটা মিস গিয়েছে বোধ হয়।"

মেয়েটা চোখের দিকে চাইছে না। ত্রাসে জবুথবু মুখশ্রী। ধূসর রেগেমেগে বলল, "বোধহয়! এটা কি তোর কাছে ফাজলামোর ব্যাপার মনে হচ্ছে, পিউ? তুই বুঝতে পারছিস, তুই কী ঘটিয়েছিস?"

পিউয়ের মনে মেঘ ঘনিয়ে এলো। মারিয়া আপু মা হবে শুনে সাদিফ ভাইয়া কত খুশি হলেন সেবার। ছাদে নিয়ে আপুকে কত কত ভালো ভালো কথা শোনালেন। বিশাল ফুলের বুকে দিলেন। পিউয়ের তো ওসব এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আর ইকবাল ভাই তো বাবা হওয়ার আনন্দে গোটা পাড়াতেই মিষ্টি বিলিয়ে বেড়াল। সেখানে ধূসর ভাই!

পিউয়ের চোখ জলে ভরে উঠল। ফোঁপানো কান্নার তোড় ঝড় ছোটানোর আয়োজনে মেতেছে। ধূসর চোখ বুজে শ্বাস ফেলল। যেন গিলে নিল বিরক্তি। মাথা ঠান্ডা করে বলল, "তোর আরেকটু সতর্ক থাকা উচিত ছিল, পিউ।"

টলমলে চোখ তুলে চাইল কিশোরী। ভেজা গলায় বলল, "মা হওয়া কি কোনো দুর্ঘটনা, ধূসর ভাই? মা হওয়া তো পৃথিবীর সবচেয়ে সুখের ব্যাপার। পৃথিবীর সবাইকে তো আল্লাহ এই সুখ দেন না। আমাকে দিচ্ছেন, আমি তা ফেরাব কেন, বলুন?"

ধূসর ক্লান্ত চোখে চেয়ে থাকে। কণ্ঠ মোলায়েম, "কথাটা তা নয়। কথাটা তোর বয়সের, তোর পরিপক্কতার। তুই নিজে এখনও হাঁটতে গেলে দুবার হোঁচট খেয়ে পড়িস। সেখানে একটা বাচ্চার দায়িত্ব নিবি কী করে? তার চেয়েও বড়ো কথা তোর বয়স কত, পিউ? একটা মেয়ে আঠারো বছরে কনসিভ করলে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, জানিস? শুনেছিস কখনো?"

একটু থেমে বলল, "মা হওয়া অনেক শক্ত ব্যাপার, পিউ। সবকিছু তোর একা সহ্য করতে হবে। লেবর পেইন থেকে শুরু করে এভ্রিথিং। আমি এখানে কিচ্ছু করতে পারব না। চাইলেও একটু সাহায্য করতে পারব না তোকে। একজন যোদ্ধার মতো সবটা একা সামলে নেওয়ার মতো ম্যাচিউরিটি তোর হয়েছে?"

CamScanner

পিউ এগিয়ে এসে ধূসরের বুকে মাথা রাখল। হাতের মুঠোয় টিশার্টের অংশ আঁকড়ে ধরল শক্ত করে।

"আপনি আমার পাশে থাকলে আমি সব পারব। আপনি কাছে থাকা মানে, পিউ হিমালয় ছুঁয়ে আসার মতো সাহসি ধূসর ভাই। আপনি আমাকে ভরসা দেবেন, আমি বাবুর ভরসা হব।"

পরপরই তুলল মুখটা। ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "আর একদম আমাকে এত বকবেন না। বাবু সব শুনতে পাচ্ছে। ও তো কষ্ট পাবে বলুন। ভাববে, ওর আসার খবর শুনে ওর বাবা একটুও খুশি হয়নি।"

ধূসর চুপ। বিপরীতে একটা জবাবও দিলো না। পিউ এমনিতেই ছোটোখাটো, রোগা। এই শরীরে সন্তানের ভার নেবে ভাবলেই, ভেতরটা মুচড়ে উঠছে চিন্তায়।

কিন্তু কথা বাড়াল না সে। হাতটা বাড়িয়ে ফের ওকে বুকে টেনে নিল। অথচ দুশ্চিন্তা! ওরা কি আর যায়? মাতৃত্ব সুন্দর, তবে ভীষণ কঠিন। মারিয়া, পুষ্প দুজনকেই তো চোখের সামনে দেখেছে ধূসর। পিউ এমন করে পারবে তো?

পিউয়ের মা হওয়ার সুখবর বাড়িময় ছড়িয়ে যেতে খুব দেরি হলো না। পাখির ডানায় ভর করে শিকদার বাড়ির সকলের কানে পৌঁছে গেল কথাটা। অমনি দল বেঁধে সব্বাই চলে এলেন আজ। আনন্দে এক চোট কেঁদে ফেললেন মিনা। আফতাব, আমজাদ যে কতবার কোলাকুলি সেরেছেন হিসেব নেই! একজন দাদা হবেন, অন্য ভাই নানা। আহা, কী মজার ব্যাপার! রুবায়দা দিশেহারা খুশিতে। তাঁর বংশের প্রথম প্রদীপ আসছে। পিউকে মাথায় রাখবেন না বুকে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব তা নিয়ে। জবা বগলদাবা করে দুই বৈয়াম আচার এনেছেন। বলেছেন এসব শেষ হলে আরও দিয়ে যাবেন। শুধু কি তাঁরা? খবর পেয়ে সাদিফ-মারিয়া, ইকবাল কেউ বসে থাকেনি। এক এক করে প্রত্যেকে হাজির। পুষ্প অবশ্য অত ভারী পেট নিয়ে আসতে পারল না। ইকবালের মা, মুমতাহিনা বেগম ভীষণ যত্নশীল মানুষ! মেয়েটার তো মা নেই। শুরুতে পুষ্প কয়েক মাস এ বাড়ি থাকলেও শেষ সময়টায় তিনি কাছ ছাড়া করছেন না।

সবার এত হইচই দেখে দেখে মুচকি হাসল পিউ। এই মুহূর্তে সোফায় পুতুলের মতো বসে আছে সে। পাশেই মিনা বেগম বসেছেন। গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলছেন, "এই সময় ছোটাছুটি করা যাবে না। শান্ত হয়ে থাকবি। আস্তে আস্তে চলাফেরা করবি। মনে থাকবে?"

CamScanner

বাধ্য মেয়ের মতো প্রতি কথায় ঘাড় নাড়ল পিউ। মৃগনয়ন তুলে একবার দেখল সোজাসুজি ধূসরকে। ইকবালের সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। চোখেমুখে বিরক্তি। বন্ধুর নিরন্তর বকবকের মাঝে, তাকাল হঠাৎ। সরাসরি চোখাচোখিটায় পিউয়ের কপোলজোড়ায় লজ্জার আভা ছটফটিয়ে উঠল। জীবনের কী আশ্চর্য মোড়, তাই না! যে মানুষটাকে ও আগে দেখতেই পারত না, নাম শুনলেও কপাল কুঁচকাত, এখন সেই মানুষের একটা অংশ ওর গর্ভে বড়ো হচ্ছে। পৃথিবীর কিছু কিছু বাঁক এমন অদ্ভুতও হয়!

ইকবাল আসা থেকে ধূসরের পেছনে পড়ে আছে। মিটিমিটি হেসে বলছে, "ছ মাসে বাবা হলাম বলে খুব কথা শুনিয়েছিলি। তুই তো শালা আট মাসে বাবা হচ্ছিস, তার বেলা?"

ধূসর অতিষ্ঠ চোখে চাইল, "তো? তোর কোনো সমস্যা?"

ইকবালের স্বর গুরুতর, "অবশ্যই সমস্যা। আমার বন্ধু হয়ে তুই সাধারণ সাবানের মতো স্লো কেন? লাইফবয় হ্যান্ডওয়াশের মতো একটু ফার্স্ট হতে পারিসনি?"

ধূসর কঠিন গলায় বলল, "এক্ষুনি মুখটা বন্ধ করবি, ইকবাল। না হলে এক ঘুসিতে সব দাঁত ফেলে দেবো।"

ও কিছু বলতেই যাচ্ছিল, মাঝখানে এসে দাঁড়াল সাদিফ। গদগদ হেসে চামচে মিষ্টি তুলে বলল, "ভাই, মিষ্টিমুখ করুন। বাবা হওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য অভিনন্দন!"

কথাবার্তা ছাড়াই মিষ্টিটা খেয়েছে ধূসর। পিউ অদূরে বসে এটুকু মন দিয়ে দেখল। তার অন্তঃকরণে প্রখর দ্বিধাদ্বন্দ্ব মাথা তুলতে চাইছে। ধূসর ভাই কি এখনও ওর শরীরের চিন্তা করছেন? বাবুর কথা ভাবছেন না?

পিউয়ের চলাফেরার তালিকায় নিষেধাজ্ঞার একটা বিশাল বড়ো সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছেন রুবায়দা বেগম। কোনোমতেই নিচে নামা যাবে না। যা লাগবে, তিনি নিজে গিয়ে পৌঁছে দেবেন ঘরে। পিউ তাতে বেশ মন খারাপ করল। বাড়িতে কাজের লোক থাকলেও মেজো মা সারাক্ষণ রান্নাঘরে থাকেন। মায়ের মতো দুদণ্ড বসেন না কোথাও। সেখানে ও বউ হয়ে ঘরে বসে থাকবে? এটা কী ভালো দেখায়?

ধূসরের ঘরে টেলিভিশন ছিল না। এসবে তার আগ্রহ একটু কম, কিন্তু পিউয়ের জন্য একটা নতুন কিনে লাগিয়ে দিয়েছে এবার। তারপর গোটা ফ্লোরের সব জায়গায় পাপোশ বিছিয়ে রাখল। এই মেয়েকে এক ফোঁটাও বিশ্বাস করে না ধূসর। বিড়ালের মতো পা দিয়ে হাঁটে তো। কখন কোথায় কীসে বেঁধে পড়ে যাবে!

CamScanner

কিন্তু এমন দিনের পর দিন বসে থেকে থেকে পিউ বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। কতদিন সবার সাথে এক টেবিলে খেতে বসেনি। মেজো চাচ্চুকেও তো চা বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। শুধু বিকেল আর ভোরে রোদ লাগাতে মেজো মা ছাদে নিয়ে যান। আবার সাবধানে নিয়ে আসেন ঘরে। খাবারটা অবধি বিছানায় চলে আসে। অথচ পিউয়ের মাত্র চার মাস চলছে। এখনও পেট বোঝা যায় না। তাতেই সবার যা যত্ন! মেয়েটা ওপর ওপর মুখ ভার করলেও মনে মনে হাসে। ঠিক কেমন ভালো কাজ করলে এমন একটা শ্বশুরবাড়ি পাওয়া যায়?

আজ ২২ তারিখ; পিউয়ের সবে পাঁচ মাসে পড়ল। এখন রাত দশটা বাজে হয়তো। বিছানায় শুয়েছিল পিউ। হাতটা পেটে রেখে বিড়বিড় করছিল একা একা। এটা ওর দৈনিক রুটিন। পেটের ভেতর যে একটা ছোট্ট অংশ বড়ো হচ্ছে? সারাদিনের সব কথা পিউ তাকে ধৈর্য নিয়ে শোনায়। এর মাঝেই ঘরে ঢুকল ধূসর। মেয়েটা ঝট করে সোজা হলো অমনি। স্ফূর্ত চিত্তে বলল, "এসেছেন আপনি?"

ধূসর কপাল কুঁচকে বলল, "আস্তে। বলেছি না সবকিছুতে এত তাড়াহুড়ো করবি না?"

ও জিভ কাটল, "সরি।"

ধূসর সবে বাইরে থেকে ফিরেছে। অথচ হাতের ট্রেতে খাবার। রুবায়দাই নিয়ে আসছিলেন, ও আটকে দিয়ে নিজে নিয়ে এলো। পিউয়ের প্রেগন্যান্সির একটা বড়ো আশীর্বাদের ব্যাপার হলো, ওর বমি তেমন হয়নি। খাওয়াদাওয়ার রুচিও দারুণ। শরীরটাও বেশ ফুরফুরে থাকে। পিউ বিশ্বাস করে ওকে ছেড়ে দিলে ও এক্ষুনি গোটা গুলশান দৌড়ে আসতে পারবে।

ধূসর খাবার এনে টেবিলে রাখল। ও বলল, "আপনি আনলেন কেন? আমাকে একটা ডাক দিলেই হতো।"

মানুষটা বাড়তি কথা বলে না। ভিন্ন জবাব দিলো, "খা, ফ্রেশ হয়ে আসছি।"

ঘাড় নাড়ল পিউ। ধূসর ঢুকতেই রুবায়দা হাজির হলেন। দুধের গ্লাসটা নিয়ে ছুটে এলেন কাছে। ব্যস্ত গলায় বললেন, "এটা দিতে ভুলে গেছি, রে। নে ঢকঢক করে খেয়ে নে।"

পিউ নাক সিটকাল, "গন্ধ লাগে, মেজো মা।"

চোখ পাকালেন তিনি, "কোনো কথা নয়, হাঁ কর।"

CamScanner

অনিচ্ছায় মুখ খুলল মেয়েটা। দুধ খাইয়ে ভেজা ঠোঁট দুটো আঁচলে মুছে দিলেন রুবায়দা। পিউয়ের বুকের ভেতরটা অবধি ভালোলাগায় ঠান্ডা হয়ে গেল। মৃদু হেসে দুহাতে জড়িয়ে ধরল তাঁকে।

মেয়েরা এই সময়ে মাকে কাছে চায়। মায়ের কাছে থাকার বায়না করে, কিন্তু পিউয়ের তেমন মাকে মনে পড়ে না। ওর কাছে মায়ের আরেক রূপ আছে তো। এই যে, মেজো মা। তার ওপর ধূসর ভাই, গম্ভীর মানুষটার নিবিড় যত্নের তুলনা বোধ হয় হবে না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে সে মানুষ নিজ দায়িত্বে ওকে ওয়াশরুমে দিয়ে আসে। নিজের হাতে মনে করে করে ওষুধ খাইয়ে দেয়। সপ্তাহের একটা দিনের পুরোটা ওর পাশে বসে থাকে। পিউয়ের খাওয়ার কথা বলতেও হয় না, কেমন করে বুঝে যায় সে। হয়তো চোখ দেখে, কিংবা মনের কথায়। এমন একটা মানুষই তো পিউ চেয়েছিল। যার ঠোঁটজোড়ায় প্রেমের বুলির চেয়ে চোখের গভীরতায় ভালোবাসা থাকবে। যার শক্ত কাঁধ চলার লাঠি হবে ওর। জীবনের স্যাঁতসেঁতে পথে কখনো পা হড়কে গেলেও যে নির্দ্বিধায় আগলে নেবে বুকে। ধূসর ভাই ঠিক তেমনই প্রতিচ্ছবি। যার আদ্যোপান্ত পিউয়ের মনকে ভেবে তৈরি। তাই প্রেমিক বা স্বামী হিসেবে, ধূসর ভাইয়ের মতো এমন মানুষ পৃথিবীর প্রতিটি মেয়ের একান্ত পুরুষ হোক!

CamScanner



পুষ্পর আজ ডেলিভারির দিন। সেজন্য আফতাব, ধূসর, আমজাদ প্রত্যেকে হাসপাতালে গিয়েছেন। মেয়েটার হাত-পায়ে প্রচুর পানি জমেছে। সুগার ঠিক নেই। শরীরে রক্তও কম। এত বেশি কমপ্লিকেশনের কারণে সি-সেকশান আবশ্যক হয়ে পড়ল। মারিয়া থেকে সাদিফ সবাই সেখানে। এমনকি মিনাও খবর পেয়ে বাড়িতে থাকতে পারলেন না। এই ক মাসে মেয়েটার প্রতি তাঁর এত মায়া জন্মেছে! জবা রাদিফকে নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছেন দুদিন হবে। আপাতত শিকদার বাড়ি ফাঁকা। তবে পিউকে হাসপাতালে নেওয়া হলো না। এমনিতেই সে জার্নি করতে পারে না। তার ওপর অন্তঃসত্ত্বা বলে ধূসর কড়া গলায় মানা করে দিলো, কিন্তু ওর কাছে তো একজন থাকা চাই। একা রেখে তো আর যাওয়া যায় না। রুবায়দাই থেকে গেলেন। মিনা যাচ্ছেন তাতেই শান্তি। আপাকে তাঁর চেনা আছে। মমতার আরেক রূপ তিনি। ঠিক মায়ের মতো আগলে রাখবেন পুষ্পকে। তাছাড়া ইকবালের মাও তো রয়েছেন। সমস্যা হবার কথা নয়।

ঘড়িতে প্রায় নয়টা বাজতে চলল। এখনও খবর আসেনি ওদিকের। তা নিয়েই ঘরময় খুব ছটফট করছে পিউ। পুষ্পর জন্য চিন্তায় তার মাথা ফেটে যাচ্ছে। ওর এত যেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ধূসর ভাই নিলই না। মেয়েটার অস্থির চিত্তে পায়চারি করার মাঝেই রুবায়দা এসে দাঁড়ালেন, "কিছু খাবি, পিউ?"

ও থামল। জিজ্ঞেস করল অধীর স্বরে, "আপুর কোনো খোঁজ পেলে, মেজো মা?"

"না রে, মারিয়াকে ফোন করলাম, তোর চাচাকেও করলাম। ধূসর তো ধরবেই না। ওরাও কেউ ধরেনি। হয়তো এখনও ওটি শেষ হয়নি। আচ্ছা, তুই কী খাবি বল?"

পিউ মাথা নাড়ল উত্তরে। বোঝাল, কিছু না। রুবায়দা শুনলেও মানলেন না। এখন একটু ফলের রস খেলে ভালো লাগবে ভেবে, রওনা করলেন নিচে। পুষ্পর জন্য তাঁর ভেতরেও অশান্তি হচ্ছে খুব। কী অবস্থা মেয়েটার কে জানে! তিনি নিজেই যেতেন, কিন্তু আপা যখন বললেন, "আমিও যাব।"

CamScanner

তখন রয়ে গেলেন এখানে। আপা, তিনি দুজনেই তো এক। সিলেট থেকে পুষ্পর বাবা রাশেদও ফ্ল্যাইট ধরেছেন সন্ধ্যার। এতক্ষণে অবশ্য পৌঁছে যাওয়ার কথা। কী যে হচ্ছে ওখানে! একটা কেউ কিছু জানাচ্ছেও না।

হঠাৎ পিউয়ের মুঠোফোন বাজল। স্ক্রিনে ধূসরের নাম দেখেই ছুটে গিয়ে রিসিভ করল সে। হড়বড় করে শুধাল, "হ্যালো, হ্যালো। আপুর কী খব..."

ধূসর মাঝপথেই বলল, "মেয়ে হয়েছে। দুজনেই সুস্থ। মাকেও জানিয়ে দিস।"

তার কণ্ঠে বিশদ ব্যস্ততা। খবরটা দিয়েই খট করে লাইন কেটে দিলো। পিউ ঝলকে উঠল আনন্দে। এমন খুশির খবর দিতে কি অপেক্ষায় থাকা যায়। উড়ন্ত পাখির মতো ছুট লাগাল বাইরে। স্ফূর্ত স্বরের হাঁক শুনে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রুবায়দা। চপল পায়ে দৌড়ে আসছে পিউ। চোখেমুখে আনন্দের দীপ্তি নিয়ে বলছে, "মেজো মা, আপুর মেয়ে হয়েছে। আমি খালামণি হয়েছি। তুমি..."

রুবায়দার ওসবে মন নেই। পিউয়ের পায়ের গতিতে চোখ রেখে বললেন, "আস্তে পিউ, আস্তে ছোট। পড়ে যাবি।"

পিউয়ের কানে কথা গেলেও, গতিবেগে রাশ টানা গেল না। রুবায়দার সাবধানি বাণী হয়তো লুফে নিল বাতায়ন। ছুটে আসা কিশোরীর বাম পা-টা সিঁড়ির পিচ্ছিল ধাপে হড়কে গেল হঠাৎ। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল শরীর। সব উচ্ছ্বাস আর সুখের রূপ পালটে দিতে একটা উড়োপাতার মতো ওপর থেকে ছিটকে পড়ল পিউ। আঁতকে উঠলেন রুবায়দা। আর্তচিৎকার ছুড়লেন, "পিউ!"

পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা পিউ, তখন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। অত উঁচু থেকে প্রতিটি সিঁড়ির ধাপে ঠুকে যাচ্ছে মাথাটা। একেকটি তুখোড় ধাক্কার তোড়ে অসহ্য এক যন্ত্রণা সারা পেটে ছড়িয়ে পড়ল। রিনরিনে কণ্ঠের গগনবিদারী চিৎকারে ভারী হলো পরিবেশ। রুবায়দা হাহাকার করে কাছে ছুটে গেলেন। যেন হুঁশ ফিরেছে এক্ষুনি। পিউয়ের মাথা ফেটে রক্তে মেখে গেছে মুখ। পড়তে পড়তে ফ্লোরের সমতলে এসে থামল ক্ষুদ্র শরীর। মারবেল মেঝের চকচকে টাইলসে লেপটে গেল সে।

রুবায়দা ঝড়ের মতো গিয়েই মাথাটা কোলে তুলে ফেললেন। চিৎকার শুনে গৃহকর্মীরা ছুটে এলো। আর্তনাদ করে কাঁদছেন রমণী। গাল চাপড়ে ডাকছেন, "ও পিউ, ও মা, চোখ খোল। ও মা। আল্লাহ, আমার মেয়েটার কী হলো? মজিদ, হাসপাতালে খবর দাও। তাড়াতাড়ি করো।"

CamScanner

মজিদ এ বাড়ির বাজার-সদাই করে। ছুটে গিয়ে ল্যান্ডলাইনের রিসিভার তুলল সে। রান্নার বুয়া জল নিয়ে এলেন। পিউয়ের চোখেমুখে ছিটালেন বারবার। হাত-পা মালিশ করলেন অন্যজন। এত এত উৎকণ্ঠার তিল পরিমাণও হয়তো টের পেল না পিউ। পুরো পৃথিবী তার চোখের সামনে ধোঁয়াশা হয়ে এলো। পেটের ভেতর বিবশ বিদ্রোহ। কিছু একটা অদ্ভুত রকম খালি হয়ে যাচ্ছে। শিশুটাও কি টের পেল পতনের এমন বীভৎস ভয়াবহতা!

রুবায়দার হঠাৎ নজর পড়ল পিউয়ের পায়ের দিকে। কাপড়ের তল হতে একটা সূক্ষ্ম রক্তের ধারা কলকল করে নামছে। ভদ্রমহিলার নিঃশ্বাস আটকে গেল অমনি। স্তম্ভিত চোখে চিৎকার ছুড়লেন, "আল্লাহ!"

পিউ তখন নিস্তেজ। নিহত একটা লাশের মতো রুবায়দার কোলে পড়ে আছে। ওদিকে পুষ্পর মেয়েটা কাঁদছে দাদির বুকে। চারপাশে মানুষের হাসাহাসির তোড়ে সরব সেই কেবিন। আর এদিকে! এদিকে যে কেউ তার অমূল্য কিছু হারিয়ে ফেলার পথে, নিষ্ঠুর নৈসর্গিক বুকে এর কোনো দাম দেবে কেউ?

একটা গুমোট বাতাবরণ। কিছু মানুষের ফ্যাসফ্যাসে শ্বাস গুনতে চোখের সামনে ওটির কাঁটা টিকটিক আওয়াজ তুলছে। একটু আগের হাস্যোজ্জ্বল পবনে নেমে এসেছে বিষণ্ণতার ঘোর অমানিশা। হাসপাতালের করিডোরে এখন দশোধিক মানুষের ভিড়। পিউকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয়েছে বেশ অনেকটা সময়। রুবায়দা সেই থেকে হাউমাউ করে কাঁদছেন। পাগলের মতো প্রলাপ করছেন, "সব আমার জন্য হয়েছে। আমি ওকে দেখে রাখতে পারিনি।"

মিনার কান্নায় শব্দ নেই। জা-কে আগলে রেখেছেন বুকে। চাপা, ভেজা স্বরে বলছেন, "চুপ কর মেজো, চুপ কর। এতে তোর কী দোষ?"

আমজাদ ও আফতাব উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় পায়চারি করছেন দুদিকে। অশান্ত তাঁদের কদম। মারিয়ার ছেলের নাম মুবিন। ঘুমাচ্ছে সে। ওকে ঘাড়ে নিয়ে হাঁটছে সাদিফ। তার মুখে মেঘের মতন অন্ধকার। জবাকে এখনও খবর দেওয়া হয়নি। এত রাতে একটা ছেলে নিয়ে একা আসা তো মুখের কথা নয়।

পুষ্পকে অপারেশনের পর পোস্ট অপারেটিভ কেয়ারে রাখা হয়েছে। আগামীকাল কেবিনে শিফট করার কথা। সদ্যজাত বাচ্চাটা ঘুমাচ্ছে এখনও। ওকে কোলে নিয়েই, মুমতাহিনা বসে আছেন পিউয়ের ওটির সামনে। পাশেই ইকবালের বাবা বসে। সকলের চেহারায় স্পষ্ট উদ্‌বেগ, পরিষ্কার উত্তেজনা। আর ইকবাল! তার সন্তানে মন নেই এখন। না আছে বাবা হওয়ার তৃপ্তিতে

CamScanner

ঢেকুর তোলা আনন্দের সেই লেশমাত্র ছাপ। ছেলেটার পূর্ণ মনোযোগের সবটুকু শুধু বন্ধুর ওপর আটকে।

সবার থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে বসে আছে ধূসর। ওই তো, একটু দূরে। মাথাটা স্বল্প ঝুঁকে আছে, শরীর যেন অবিকল কোনো নিরেট প্রস্তর। বাইরের চোখে অদ্ভুতরকম শান্ত ধূসর। বুকের বাঁ পাশের প্রলয়টা সেখানে শুনবেই বা কে? তার শক্ত মুখের আড়ালে ঢাকা পড়েছে এক অসহায় প্রেম। কোনো নীরব আতঙ্কে দপদপ করছে দৃষ্টিরা। হৃদয়ের অলিন্দগুলোয় বইছে মর্মান্তিক এক সরব ধ্বংসযজ্ঞ। ধূসর ঢোক গিলে খসখসে হাত মুঠো করে রাখল। ক্ষুরধার দুটো চোখের পাতায় আজ তীব্র কম্পন নেমেছে। বুকের শ্বাসে সুনামি। মানস্পটে পিউয়ের সুশ্রী আনন ছাড়া আর কিচ্ছুটি নেই। কোনো এক নরম দুপুরে মেয়েটার খিলখিল করে হেসে ওঠার মুহূর্ত। সেই হাসি, যা ধূসরের সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত দূর্ভোগ মুছে দিতে পারত। দুটো ডাগর ডাগর চোখের বোকা বোকা দৃষ্টি। কান্নায় ফোলা লালিত নাক। পল্লব ঝাপটে ঝাপটে তাকানো। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বড়ো মায়া নিয়ে ডাকা, "ধূসর ভাই।"

একটা শূন্যতার বিস্তৃত জাল ধূসরের বুকটাকে প্যাঁচিয়ে ধরল মুহূর্তেই। অন্তঃপটের কোনাকুনিতে তাণ্ডব চালাল একটু আকুলতার গল্প। মনে পড়ল পিউয়ের সেই কথাটা, কেমন বুকের মধ্যে ঢুকে বলল, "আপনি আমার পাশে থাকলে আমি সব পারব, ধূসর ভাই। আপনি কাছে থাকা মানে পিউ হিমালয় ছুঁয়ে আসার মতো সাহসী।"

ধূসর চোখ বুজে নিল। কোটর দুটো জ্বলছে। কেন পিউকে একা ছেড়ে এলো তখন? ও পাশে ছিল না বলেই হয়তো এমন হয়েছে। বিমর্ষ চেহারায় ওটির লাল বাতিটা দেখল ধূসর। পিউ কি কষ্ট পাচ্ছে খুব? ভেতরে কী করছে ওর সাথে? অতটুকু মানুষ! শরীরটা তো ফুলের মতো নরম। অস্ত্রের ওসব ধারালো ঘা ও সইতে পারবে আদৌ? ভাবতেই তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেল সে। ওটির দিকে পা বাড়াতেই ত্রস্ত হাতটা টেনে ধরল ইকবাল। অসহায় চোখে বলল, "কোথায় যাচ্ছিস?"

ধূসরের কণ্ঠ অস্থির, "পিউকে দেখব। ভেতরে যাব আমি। সর।"

বন্ধুর তছনছ হওয়া ভেতরটা হয়তো ধরতে পারল সে। কণ্ঠ ভিজে এলো কথা বলতে গিয়ে, "কিছু হবে না। ভরসা রাখ। আল্লাহ আছেন।"

ধূসর উত্তর দেয় না। বিধ্বস্ত চিত্তে ঘাড় ডলে কয়েকবার। নিষ্প্রাণ চাউনি দেখে ইকবালের বক্ষভাগে উথলে এলো বেদনা। কী হবে ও জানে

CamScanner

না। পিউয়ের আঘাত খুব গভীর। এমন দূর্ঘটনার রেশ থেকে মেয়েটা সেরে উঠতে পারবে তো?

তক্ষুনি ধূসর কেমন করে চাইল। এতটা নিঃসহায়, এত করুণ তাকে প্রথম দেখছে ইকবাল। ব্যাকুল গলায় বলল, "ওর কিছু হবে না তো?"

ইকবালের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। তার কাছে উত্তর নেই। তবে ধূসরের গুরুভার স্বরের এমন বিষণ্ণতাও নিতে পারল না। চোখ দুটো ভরে এলো জলে।

ওটির আলো নিভে গেল হঠাৎ। দোর খোলার আওয়াজ পেতেই নিস্পন্দ মানুষগুলো তটস্থ হয়ে পড়ল। চিকিৎসক সবেমাত্র বেরিয়েছেন। ধূসর হুড়মুড়িয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভদ্রলোকের

হাতে এখনও রক্তমাখা গ্লাভস। মুখখানা গম্ভীর করে এক পল দেখলেন সবাইকে। সেই চেহারা দেখে ধূসরের বক্ষস্পন্দন থিতু হয়। কণ্ঠ জড়িয়ে আসে, "আমার স্ত্রী?"

চিকিৎসক জিভে ঠোঁট ভেজালেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আপনার স্ত্রী ভালো আছে। তবে শি হ্যাড অ্যা মিসক্যারেজ, মিস্টার শিকদার। উই আর রিয়েলি ভেরি সরি।"

কথায় দাঁড়ি পড়তেই রুবায়দা আল্লাহ বলে আর্তচিৎকার ছুড়লেন। ঢলে পড়তে নিলেই মারিয়া মাকে আগলে ধরল দুহাতে। ধপ করে বসে পড়লেন আমজাদ। আফতাব থমকে রইলেন জায়গায়। মিনা মুখ চাপলেন আঁচলে। প্রত্যেকের চোখের জল গালে গড়িয়ে পড়ছে। এক গভীর শোকের কাক চেপে বসেছে করিডোরের প্রাঙ্গণে। আহাজারির কিছুটা হয়তো টের পেল ইকবালের মেয়েও। দাদির কোলেই কান্নায় মেতে উঠল সে।

সবার সব হাহাকার ছাপিয়ে নিস্তব্ধের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল ধূসর। চোখের খাঁজে অবিশ্বাস। দৃষ্টিতে শূন্যতার যন্ত্রণা। মর্মাতের ন্যায় সে যখন ইকবালের পানে ফিরে চায়, ছেলেটা এসেই জড়িয়ে ধরে দুহাতে। চোখের জলে ভিজে যায় কপোল। সাদিফ হাত তুলে অশ্রু মুছল। কী থেকে কী ঘটে গেছে! প্রাণহীন জড়ের মতো ধূসর ভাইকে দেখার ক্ষমতা ওর হলো না। সিক্ত নয়ন সরিয়ে নিল গতিতে। এখন ভাই নিজেকে কীভাবে সামলাবেন ও জানে না। আর পিউ, ওরই বা কী হবে?

CamScanner



সময়ের হিসেব তখন নেই। হয়তো সবে দিনের আলো ফুটেছে। স্পন্দহীন, নীভু চোখজোড়া মেলে সবে পৃথিবী দেখার সুযোগ পেয়েছে পিউ। আবছা আলো কাটিয়ে সবটা যখন স্পষ্ট হলো, বুঝল পেটের কোথাও ভীষণ ফাঁকা। কোথাও আবার প্রখর ব্যথার ছাপ। পিউ ধরতে পারল না আলাদা করে। গলাটা খাঁখাঁ করছে পিপাসায়। ও চোখ ঘুরিয়ে চাইতেই অবাক হলো একটু। বেডের কাছে বসে আছে ধূসর। পিউয়ের ক্যানোলা পরা হাতটা মুঠোতে তার। মাথা নুইয়ে কপালটা এসে ঠেকেছে আঙুলের সঙ্গে। পিউ খুব আস্তে করে ডাকল, "ধূসর ভাই।"

এক ডাকেই ত্রস্ত মাথা তুলল মানুষটা। শূন্য চোখে একটুখানি আলোর দেখা মিলল। উদ্‌বেগ নিয়ে আওড়াল, "পিউ! পিউ, তুই ঠিক আছিস? কোথাও কষ্ট হচ্ছে?"

শ্যামলা মুখের ফ্যাকাশে দশায় পিউয়ের কান্না উগলে আসে। লালচে ঠোঁট টিপে নেয় অমনি। দুপাশে মাথা নাড়ার মাঝেই অশ্রুরা কার্নিশ ছুঁয়ে বালিশ ভিজিয়ে দিলো। ধূসর মাথায় নিবিড় হাত বোলায়। মোলায়েম গলায় বলে, "কাঁদছিস কেন?"

"আপনি ঠিকই বলেছিলেন, আমি বাচ্চার দায়িত্ব নেওয়ার মতো যোগ্য নই। হুটোপুটি করতে গি..."

পিউ থামল। ভেজা নয়নতারা ঝলকে উঠল সচেতনায়। ধড়ফড় করে হাতটা চলে গেল পেটে।

"আমার বাচ্চা, আমার বাচ্চা ঠিক আছে, ধূসর ভাই? ওর, ওর কিছু হয়নি তো।"

ধূসরের জিভ অবশ। জবাব দিতে পারল না। প্রতাপী মানুষটা কেমন দোষীর মতো নামিয়ে নিল চোখ। ব্যস, উত্তর বুঝে গেল পিউ। হৃৎপিণ্ডটা থমকে বসল অচিরে। শ্বাসনালিতে চাপ পড়ল কিছুর। রক্তশূন্য, বিবর্ণ মুখে বলল, "ও আর নেই, তাই না?"

ধূসরের উত্তর এলো বিলম্ব নিয়ে। খুব ছোট্ট করে আওড়াল, "না।"

CamScanner

এরপর একটু সময় কাটে। পিউয়ের জবাব আসেনি। কান্নার শব্দও নেই কোনো। ধূসর কপাল কুঁচকে মাথা তুলে চাইল। খাটের ওপর নিস্তেজের মতো লেপটে আছে মেয়েটা। জ্ঞান নেই, শ্বাস নিচ্ছে না। তড়াক করে দাঁড়াল ধূসর। ধড়ফড় করে ডাকল, "পিউ, এই পিউ।"

কিশোরী সাড়া দেয় না আজ। তার হৃৎস্পন্দন কমে আসছে। ইটিটির কাঁটায় জোরই যেন নেই। ধূসরের ডাক বাড়ল। বাড়ল গলার আওয়াজ। গাল চাপড়াল, হাতের তালু ঘষল। উঁহুঁ, লাভ নেই কোনো। তার চ্যাঁচামেচি শুনে ডাক্তার, নার্স ছুটে এলেন ভেতরে। পিউয়ের ঠান্ডা হাতটা তখনও শক্তপোক্ত করে ধরে আছে ধূসর। তার শ্যামলা কপালের ত্বকে দরদর করছে ঘামের কণা। মরুর মতো শুষ্ক গলার কাছটা। ফ্যাসফ্যাসে দম টেনে শুধাল, "ও কথা বলছে না কেন? কেন কথা বলছে না?"

CamScanner



শরৎকাল।

কাশবনের শুভ্র ফুলের গায়ে, গোধূলির নরম আলোটা এসে আড়াআড়ি বসেছে। নদীর জল শান্ত। স্নিগ্ধ প্রভঞ্জনে সতেজ শিউলি ফুলের সুগন্ধি। প্রকৃতির এই ঘনঘন রূপ বদলের মাঝে, বেশ কয়েক বছর শেষ। গাছের সবুজ পাতায় ঝলমলে চাকচিক্যের রেশ নিয়ে সময়ের নিয়ম দর্প নিয়ে চলছে। এখনও আগের মতো হেসে ওঠে চাঁদ। রোজ এক বার উঁকি দেয় আকাশে। নিয়ম করে বসন্তকালে কোকিল ডেকে যায়। আষাঢ় এলেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামায় মেঘ। ঠিক সেভাবে শিকদার পরিবারের প্রতিটি মানুষের জীবনও ভিন্ন ভিন্ন গল্পের মোড় তুলল।

ইকবালের মেয়ের নাম ইকরা। একটু বড়ো হয়েছে সে। কুটিকুটি পায়ে খুব সুন্দর করে হাঁটে। তবে মুবিনের মতো ভোঁদৌড় দিয়ে ছুটতে পারে না এখনও। এদিকে সাদিফ এখন অল্পস্বল্প পাকা ব্যবসায়ী হওয়ার পথে। গাজীপুরে একটু জমে কিনেছে মাসখানেক হলো। আগামী মাসেই তার নতুন বাড়ির কাজ ধরার কথা। তার ওপর প্রচুর প্রেশার পড়ছে। একইসাথে নতুন ব্যাবসা, আবার ধূসরের কাজ কুলিয়ে ওঠা মুশকিল। তাও ছেলেটা থামে না। ধূসর এতবার বলছে ব্যবসায় মন দিতে, শোনে না সাদিফ। ধূসরের সঙ্গ ছাড়তে নারাজ তার মন। সারাজীবন ভাইয়ের সাথে থাকল, এখন ব্যাবসা পেয়েই ভুলে যাবে?

রাদিফ এবার কলেজে উঠবে। তার শিশুসুলভ মুখটায় অল্পস্বল্প দাড়ি গজিয়েছে। চাকরি থেকে রিটায়ার্ড করেছেন আমজাদ। প্রতি মাসে পেনশানের যা টাকা পান, তাতে বেশ দিন চলে যায়।

ধূসরের এমপি নির্বাচন ঘনিয়ে এসেছে প্রায়। মাত্র কয়েক মাস হয়তো বাকি। পার্টি অফিসেও একদফা সভাপতি নির্বাচন শেষ এর মাঝে। এই নিয়ে তিনবারের মতো দুই তৃতীয়াংশ ভোটে বিজয়ী হয়েছে ইকবাল। সবকিছু ভালোই চলছে এখন। আফতাবও রাজনীতি, ব্যাবসা মিলিয়ে বেশ আছেন।

CamScanner

সেবারের শোকের ছায়া শৌখ নীড়ের দেওয়ালে আর নেই। প্রত্যেকে এখন নিজেদের মতো ব্যস্ত।

কিন্তু পিউ! ও কি আদৌ স্বাভাবিক হতে পেরেছে? মেয়েটা আগের মতো চঞ্চল নেই। হুটোপুটি করে না। ছোটাছুটি তো একদম নয়। হাঁটে খুব গুনে গুনে। হাসে, গল্প করে, আড্ডা দেয়, সবাইকে বোঝায় ও একদম ঠিক। নিয়ম করে ঘুরতেও যায় তাদের সাথে, কিন্তু রুমের চার দেওয়ালের সাথে একটা শ্যামলা বুক জানে; তার ভেতরের শূন্যতা ঠিক কতটা প্রগাঢ়! চিকিৎসক বলেছিলেন, একটা গভীর চোটের কারণে ভ্রূণটা বাঁচেনি। পিউয়ের ওভারির শক্ত আঘাত সারতে আরও সময় লাগবে। যার দরুন নতুন করে কনসিভ করা মুখের কথা নয়। কিন্তু পিউ হার মানে না। একটু এদিক-সেদিক হলেই লুকিয়ে-চুরিয়ে টেস্ট করতে বসে। আর ঠিক ততবার হতাশ হয় মেয়েটা। কত রাত একটা বাচ্চার হাহাকারে স্বামীর বুক ভেজাল সে, তার কোনো হিসেব হয়তো নেই। পিউ যতবার কাঁদে, ধূসর ততবার বোঝায়। এই একটা ব্যাপারে মেয়েটার ওপর আজ অবধি রেগে যায়নি সে। না একটু ধমক দিয়েছে কখনো। তবে পিউয়ের বদল হয়নি। সন্তানের আশায় ভয়ানক মরিয়া সে। তার নীরব হা-হুতাশ বুঝতে পারে ধূসর।

পিউ মিসক্যারেজের জন্য নিজেকে দায়ী করে। একা ঘরে কাঁদেও খুব। ধূসর শুধু নির্বাকের ন্যায় মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। স্ত্রীর ফোঁপানো কান্নার সুর মন দিয়ে শোনে। চওড়া বুক থেকে মাঝেমধ্যে ঠিকরে আসে দীর্ঘশ্বাস। কখনো বলে, "আমার সন্তানের দরকার নেই। তোকে নিয়েই আমি একজনম কাটিয়ে দিতে পারব।"

পিউ ওইটুকু সময় শান্ত হলেও মন কে মানাতে পারে না। ইকরা, মুবিনকে কোলে নিলে ভেতরটা আরও বেশি কেঁপে ওঠে। আজ ওর বাবুটা বেঁচে থাকলেও কত বড়ো হতো! ওকেও তো এমন আধো বুলিতে মা বলে ডাকত, তাই না?

ধূসর ভাই মুখে কিছু না বললেও, পিউ বোঝে মানুষটাকে। চোখের সামনে ইকবাল আর সাদিফের সন্তান দেখে তার কি মন খারাপ হয় না? বাবা ডাক শুনতে কে না চায়? সব অন্যায় পিউয়ের। কেন সেদিন ছুটতে গেল ও? কেন ধূসর ভাইয়ের কথা মেনে ঘরে বসে থাকেনি?

CamScanner

পিউ আজকেও একটা প্রেগন্যান্সি কিট কিনে এনেছে। লুকিয়ে আনা এটাও। শেষ মাসে ওর পিরিয়ড হয়নি। তাই বুকের ভেতর কোথাও একটুখানি দুরুদুরু আশা। হয়তো দুটো দাগ দেখবে এবার।

কিন্তু না, নিষ্ঠুরের মতো এবারও একটাই দাগ ভেসে উঠল সেথায়। পিউয়ের চোখের জল অমনি গলায় এসে নামল। মুখ চেপে ধরে, কিটটাকে ছুড়ে ফেলে দিলো দূরে। ওয়াশরুমের দরজায় তক্ষুনি টোকা দিলো কেউ একজন। ত্রস্ত চোখ মুছে মুখে জল দিলো মেয়েটা। দরজা খুলল হাসি হাসি ঠোঁটে।

"হ্যাঁ মেজো মা, কিছু লাগবে?"

রুবায়দার কণ্ঠে তাড়াহুড়ো, "ও পিউ, কাল সকালে তো পুষ্প-মারিয়া ওরা সবাই আসছে। আমি আয়োজন শুরু করে দিয়েছি, বুঝলি! মারিয়া বলেছে তোর হাতের কালোজাম মিষ্টি খাবে। তুই..."

পিউ এটুকুতেই স্ফূর্ত হয়ে বলল, "এ মা তাই! আপু খেতে চেয়েছে? আমি এক্ষুনি আসছি। দাঁড়াও।"

মেয়েটা চটপট এসে ভেজা মুখ তোয়ালেতে মুছল। প্রফুল্ল চিত্তের কিশোরীকে দেখে মুচকি হাসলেন রুবায়দা। বুকের কোথাও হতে একটা আক্ষেপের শ্বাস মাথা তুলতে চাইল। বাচ্চাটা হারানোর পর পিউকে এই অবধি আনতে যে সবার কত দূর্ভোগ হয়েছে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট করেছে ধূসর। দিনের পর দিন কাজবাজ তুঙ্গে ফেলে পিউকে নিয়ে বসে থেকেছে ঘরে। একটা মুহূর্ত ওকে চোখের আড়াল করেনি। ঘুরতে বেরিয়েছে প্রতিদিন। নিজের হাতে খাওয়ানো থেকে শুরু করে, পিউয়ের যা ভালো লাগে, যাতে একটু ওর মন ভালো হয়, সব করেছে ধূসর। সেসময় ছেলেকে দেখে ভীষণ আশ্চর্য হতেন তিনি। ধূসর এত ধৈর্যশীল! এত যত্নশীল! আগে কখনো বুঝতে পারেননি রুবায়দা। সাথে ছেলের সেই অদম্য ভালোবাসার গুণ। এমন রত্ন পেটে ধরে তিনিও কি সমান সৌভাগ্যবতী নন?

পিউ চুলায় দুধ বসিয়েছে। এই ক বছরে সংসারের সব কাজ এখন আয়ত্তে তার। একদম পাকা গৃহিণী যাকে বলে। তবে সবথেকে ভালো বানায় মিষ্টি। মারিয়া তো যখনই আসে, তখনই খেতে চায়। রুবায়দা এলাহি আয়োজনের বন্দোবস্ত করছেন। শিকদার বাড়ির সবাইও তো আসবে কাল। আবার একসাথে টেবিল ভরে খেতে বসবেন সবাই। কাজের ফাঁকে শুধালেন, "তোর পরীক্ষা কবে?"

CamScanner

পিউ পাবলিকে চান্স পায়নি। তাই প্রাইভেটে বিবিএতে ভর্তি করিয়েছে ধূসর।

বলল, "এই তো দুসপ্তাহ পর।"

রুবায়দা গদগদ হয়ে বললেন, "এবারের সেমিস্টারে যদি ভালো রেজাল্ট করিস, তোকে একটা ভারী সোনার হার বানিয়ে দেবো। সবসময় পরে বসে থাকবি।"

মেয়েটা হেসে উঠল। বড়ো আহ্লাদ নিয়ে বলল, "আমার ওসব গয়না-টয়নার দরকার নেই। তুমি আমাকে সবসময় এভাবে আদর করবে, তাহলেই হবে, মেজো মা।"

রুবায়দা বিগলিত হাসলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আমার মেয়েটা এত লক্ষ্মী, ভালো না বেসে পারবে কেউ?"

পিউয়ের উজ্জ্বলতা নিভে গেল। তীব্র মলিনতায় ছেয়ে এলো সারামুখ। আর্দ্র হলো গলার স্বর, "তুমি আমার ওপর রেগে নেই, মেজো মা?"

রুবায়দা কপাল গোছালেন, "রাগ! ও মা, কেন?"

"এই যে আমার জন্য বাবু..."

ত্রস্ত থামিয়ে দিলেন তিনি। চোখ রাঙিয়ে বললেন, "আবার বাজে কথা! তুই না আমাকে কথা দিয়েছিস, এসব আর বলবি না?"

চোখে জল নিয়ে মাথা নোয়াল পিউ। রুবায়দা গাল ছুঁলেন কোমল হাতে। বললেন, "সন্তান হলো আল্লাহর উপহার, মা। তিনি যা ভালো বুঝেছেন তা-ই করেছেন। এতে মানুষের কোনো হাত নেই। দেখবি, উনি চাইলে আবার তোর কোল ভরিয়ে দেবেন।"

পিউ সেই আশায় বুক বেঁধে রইল। হয়তো সত্যিই কথাটা ফলবে কখনো। সৃষ্টিকর্তা একদিন মুখ তুলে চাইবেন ওর পানে। এখন সেই দিনটা খুব তাড়াতাড়ি এলেই হয়, এই যা!

পিউ পড়তে বসেছে। মাঝের সময়টায় ফাঁকি দিলেও এখন সে ভীষণ মনোযোগী। ধূসর আজকেও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। ঘরে ঢুকে ওকে পড়তে দেখে স্বস্তি পেল একটু। যাক, অন্তত ব্যস্ত কিছু নিয়ে। চাইল শব্দ করবে না। অথচ ধীর কদমের আওয়াজও শুনে ফেলল মেয়েটা। ত্রস্ত ঘুরে চাইল পেছনে। ভীষণ উচ্ছ্বাস নিয়ে বলল, "আপনি এসেছেন, ধূসর ভাই?"

অমনি বিরক্ত চোখে চাইল ধূসর। উত্তর না দিয়ে চুপচাপ ঘড়ির বেল্টে হাত দিলো। পিউ অবাক হয়। উঠে আসে অমনি। নিষ্পাপ চোখে শুধায়,

"কী হয়েছে? আপনার কি কিছু নিয়ে মেজাজ খারাপ?"

CamScanner

"না।"

গম্ভীর স্বর শুনে আরও গুলিয়ে গেল পিউ। চোখের পাতা ঝাপটাল বোকা বোকা ভাবে। একটা খাম্বার মতো দাঁড়িয়ে সে। নড়ছেও না। ধূসর কপাল কুঁচকে বলল, "সরবি সামনে থেকে?"

পিউ ঠোঁট উলটাল। কণ্ঠে শঙ্কা, "আপনি কি আমার সাথে রাগ করেছেন? আমি কি কিছু করেছি?"

ধূসরের কণ্ঠ শক্ত, "জানি না।"

মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে নিলেই বাহুটা টেনে ধরল পিউ।

"বলুন না ধূসর ভা..."

অমনি এক বাজখাই ধমক দিলো সে, "চুপ। আর একবার ভাই ভাই করলে এক থাপ্পড় মারব, দাঁত পড়ে মুখ খালি হয়ে যাবে। বেয়াদব!"

পিউয়ের চিন্তিত মুখ শুকিয়ে গেল। জিভ কাটল গতিতে। মিনমিন করে বলল, "সরি, মনে থাকে না, মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়।"

ধূসর কথা বলল না। মেয়েটা বুঝল তার বিরক্তি। আরেকটু কাছে এসে মিহি কণ্ঠে বলল, "আর এভাবে ডাকব না। রাগ করবেন না প্লিজ!"

ধূসর চুপ দেখে বলল, "বললাম তো আর ডাকব না।"

ভ্রু নাঁচায় সে, "তাই! তাহলে কী ডাকবি, শুনি?"

পিউয়ের উদ্‌বেগী স্বর নিভে গেল। বোকার মতো শুধাল, "কী ডাকব, বলে দিন?"

"ধূসর ডাক।"

পিউয়ের চোখ তালুতে। এত বড়ো লোকটাকে ও নাম ধরে বলবে? সজোরে মাথা নাড়ল, "না না, এটা পারব না।"

ধূসর চোখ রাঙায়, "ডাক।"

মেয়েটা ঘাড় নাড়ল দুদিকে। অতিষ্ঠ চোখে চাইল ধূসর। পিউ মাথা নোয়াল। সরল গলায় বলল, "আমি নাম ধরে ডাকতে পারব না আপনাকে। ভুল করে ভাই বললেও তো আপনি রেগে যাবেন। তাই এর থেকে ভালো, আমি শুধু আপনাকে শুনছেন বলে ডাকব। হবে?"

মানুষটার অভিব্যক্তি বুঝতে চোখের কোণ তুলল পিউ। ধূসরের তামাটে ত্বকের প্রগাঢ় ভাঁজে দ্বিধায় পড়ল একটু। বিভ্রমে ডুবে যাওয়ার মাঝেই হেসে ফেলল সে। পিউ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দাঁত বের করে হাসল নিজেও। তুরন্ত সরু কোমরে হাত রেখে কাছে টানল ধূসর। বুকের সাথে মিশিয়ে চট করে চুমু খেল গালে। লজ্জায় এক প্রস্থ গুটিয়ে গেল মেয়েটা। লালচে দুটো গালে

CamScanner

কৃষ্ণচূড়া ফুটল। সুরূপার রূপের নেশায় খেই হারাল ধূসর। ভুলে বসল ফ্রেশ হওয়ার কথা। পাতলা ঠোঁট এগোতে নিলেই পিউ বলল, "দরজা খোলা।"

উত্তর এলো নিচু স্বরের, "থাকুক।"

পিউ ধূসরকে চেনে। এক্ষুনি সায় দিলে আজ আর ঘরের বাইরে যেতে হবে না। চট করে মাথাটা সরিয়ে নিল তাই। থামল ধূসর। কিছু বলবে, এর আগেই মেয়েটা ব্যস্ত গলায় বলল, "মেজো মা ডাকছে, আমি যাই।"

হাতটা ছাড়িয়েই চপল পায়ে ছুটে গেল পিউ। ধূসর চটে গেল। সরু নাক ফুঁসে উঠল মেজাজে। তর্জন দিলো স্থূল স্বরে, "এর শোধ রাতে তুলব।"

CamScanner



আজ শৌখ নীড়ে বিশাল আয়োজন চলছে। পুরো বাড়িময় খাবারের ম-ম ঘ্রাণ। তানহাকেও দাওয়াত দেওয়ার কথা ছিল। সদ্য বিবাহিত সে। আপাতত ঢাকায় নেই। ফিরতে প্রায় সপ্তাহ পার হবে। তাই ওকে আর পাওয়া গেল না।

আফতাব আজ বাড়ি ছেড়ে নড়েননি। এতদিন পর মেয়ে-জামাইয়েরা আসবে, এই আনন্দ মিস করা যায়? শিকদার ভবন থেকে জবা, মিনা, আমজাদ, প্রত্যেকে প্রায় সকাল সকাল হাজির। রাদিফ স্কুলে গিয়েছে কিছু কাগজপত্র আনতে। সেখান থেকে সরাসরি এ বাড়ি এসে উঠবে।

দুই জা মিলে রুবায়দার হাতে হাতে কাজ করে দিচ্ছেন। পিউ ব্যস্ত ঘর গোছাতে। বাড়ির কাজের লোকেরা টানাটানি করে গেল কতক্ষণ, মেয়েটা দিলোই না।

আমজাদ চায়ের জন্য হাঁক ছুড়লেন তখনই। আফতাবও খাবেন সাথে। মিনিট কয়েকেই নিয়ে এলেন মিনা। ভদ্রলোক আবার ভাবির হাতের চায়ের খুব বড়ো ভক্ত! কাপ দুটো নিয়েই দুই ভাই রওনা করলেন ঘরে। এখন এক দান দাবা খেলার পালা।

মিনা রান্নাঘরে যেতে নিয়েও থামলেন। নজর পড়ল অদূরের মেয়েটার দিকে। পিউ মনোযোগ দিয়ে খাবার টেবিল মুছছে। চুপচাপ পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। মাথার ওপর একটা নিবিড় হাতের স্পর্শে কাজ থামিয়ে চাইল পিউ। মিনা মুচকি হেসে বললেন, "আমার মেয়েটা কত সংসারী এখন! নিজে খুঁজে খুঁজে কাজ করছে, তাও আবার এত কাজের লোক থাকা সত্ত্বেও। চোখের সামনে হঠাৎ এত বড়ো হয়ে গেলি কী করে, বল তো?"

পিউ মৃদু হেসে বলল, "বড়ো হব না? সব ঠিকঠাক থাকলে তো এখন এক বাচ্চার মা থাকতাম, আম্মু। এক বাচ্চার মায়ের কি ছোটো থাকা চলে?"

মিনার হাসি মুছে গেল। টের পেলেন ওপর ওপর হাস্যোজ্জ্বল মেয়েটার ভেতরে এখনও কি মাত্রাধিক বিষাদের মেলা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,

CamScanner

"ওসব নিয়ে আর ভাবিস না, পিউ। তুই শুধু বর্তমান নিয়ে ভাব। আল্লাহ চাইলে আবার কেউ একজন ঠিক কোল আলো করে ফিরে আসবে দেখিস।"

পিউয়ের কাজে ব্যস্ত হাতটা থামল। চাইল আকুল চোখে, "কবে আসবে, আম্মু? আমি যে অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি।"

"তা বললে হয়, মা? আল্লাহর মর্জি, উনিই ভালো জানেন। এই আমাকেই দেখ না, বিয়ের বারো বছর পর মা হয়েছিলাম। তাতে কী হয়েছে? আল্লাহ কাউকে খালি হাতে রাখেন না। তোকেও রাখবেন না।"

পিউ ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। তক্ষুনি কলিংবেল বাজে। কাজ ফেলে অমনি ছুটে গেল মেয়েটা। দরজা খুলতেই মারিয়া চিৎকার করে উঠল, "পিউ।"

সাথে পুষ্পও আছে। দুজনে এক সাথে জড়িয়ে ধরল ওকে। পিউয়ের ক্ষণিকের মেঘে ঢাকা মুখ সহসা হাওয়ায় উবে গেল। উচ্ছসিত চিত্তে ব্যস্ত হলো আলাপে। মিনা স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। এগিয়ে এলেন ওদের কাছে।

সাদিফ, ইকবাল কেউ এখনও আসেনি। বউ পাঠিয়ে তারা নিজেদের মতো ফিরবে। পুষ্পর মেয়ে ঘুমাচ্ছিল। মিনা এসেই ওকে কোলে তুলে নিলেন। এক হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন পুষ্পকে, "কেমন আছিস?

"ভালো। তুমি কেমন আছ?"

"ভালো, ভালো।"

মারিয়া ঠোঁট উলটায়, "আমাকে তো জিজ্ঞেস করলে না, বড়ো মা। সব আদর শুধু পুষ্পপুর জন্য?"

"এ মা তা কখনো হয়? আমি তো আমার সব মেয়েকেই ভীষণ ভালোবাসি।"

"কই, জড়িয়ে তো ধরোনি।"

মিনা হেসে ফেললেন, "দেখো কাণ্ড, আচ্ছা আয়।"

মারিয়া গিয়েই জড়িয়ে ধরল দুহাতে। পুষ্প বলল, "কত বড়ো হিংসুটে তুই।"

"তো কী? বড়ো মার আদর নিয়ে নো কম্প্রোমাইজ বুঝলে!"

CamScanner

তাদের কথাবার্তার আওয়াজ শুনেই আফতাব, আমজাদ খেলা ফেলে নিচে নেমে এলেন। পিউ হাসছিল। আচমকা নজর পড়ল মুবিনের দিকে। চোর চোর ভাব করে ওকে দেখছিল সে। পিউ তাকাতেই মায়ের আচঁলের সাথে মেঁষে গেল একটু। সে আবার সবার কোলে যায় না। পিউ বেশ মজা পেল তাতে। পেলব হাতটা ধরতেই কপাল কুঁচকে ফেলল মুবিন। মারিয়া চ সূচক শব্দ করে বলল, "চেহারার অবস্থা কী করছে দেখ। একদম ভাইয়ার মতো হয়েছে জানিস। সবসময় কপাল কুঁচকে রাখবে। আর যা এটিটিউড এই বয়সে!"

পুষ্প বলল, "হোক না! ও যদি সত্যি ধূসর ভাইয়ের মতো আরেক পিস হয়, আমি ওকে আমার মেয়ের জামাই বানাব কনফার্ম।"

পিউ হেসে ফেলল। ধূসর ভাইয়ের ব্যক্তিত্বই তার সবথেকে বড়ো সৌন্দর্যের প্রতীক। সত্যিই, এত ভাব ও এ জন্মে আর কারোর মাঝে দেখেনি।

রুবায়দা, জবা সবাই রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। চোখের পলকেই বসার ঘরে হইহই পড়ে গেল। কত কথা সবার। কিন্তু সব হাসি, ঠাট্টা, গল্পের মাঝেও পিউয়ের চোখজোড়া বারবার ওই নিষ্পাপ শিশু দুটোতে ঘুরছে। একবার ঘুমন্ত ইকরাকে দেখছে, পরেরবার মুবিনকে। মুবিন যখন মারিয়াকে মা বলে ডাকে? বুকের ভেতর কিছু একটা হুহু করে তার।

ছোটো থেকে বাবার আদরে মানুষ হওয়া পিউ জানেই না দুঃখ কী। বিয়ের পর স্বামীর ভালোবাসায় সিক্ত মেয়েটা অশান্তি চেনেনি এখনও। সে শুধু চায় একটু মা ডাক শুনতে। চায় একটা নির্মল শরীর বুকে প্যাঁচিয়ে রাখতে। অথচ ওই একটা প্রতীক্ষাতেই ওর জীবন-মরণ এক হয়ে যাচ্ছে। উজ্জ্বল দিনলিপির বুকে নেমেছে প্রখর তমসা। আচ্ছা, এই তমসা আদৌ পিউ কাটাতে পারবে কখনো?

তক্ষুনি বাড়ি ঢুকল ধূসর। ইকবাল ও সাদিফ দুজনেই সাথে। পেছনে ড্রাইভারের হাতে একগাদা ফল-মিষ্টি। ভদ্রলোক সব এনে টেবিলের ওপর রাখলেন। আজকেও দুপুরের খাবার এখানে খাবেন তিনি। দুই জামাই এসে গুরুজনদের পা ছুঁয়ে সালাম করল। বরাবরের মতো গলার ভেতর দলা পাকানো দুঃখটা গিলে নিল পিউ। হেসে সালাম দিলো ওদের। ইকবাল বলল, "কেমন আছ, পিউপিউ?"

"ভালো ভাইয়া, আপনি কেমন আছেন?"

CamScanner

"আমি সবসময় ভালো থাকি। খারাপ আমার ভালো থাকা দেখে খারাপ থাকে, বুঝেছ!"

এতক্ষণ এতগুলো মানুষ কথা বলল, ইকরা ওঠেনি। বাবার গলা শুনতেই, চট করে চোখ মেলে তাকাল। দুহাত বাড়িয়ে ডাকল, "পাপা।"

ইকবাল ত্রস্ত গিয়ে কোলে নেয়। চুমু খায় গালে। পুষ্প বলল, "পিউ কি ঠিকঠাক খাস না? চোখের নিচে এত কালি পড়েছে কেন?"

"খাই তো। কোথায় যে যায় খাবার!"

ধূসরকে পানি দিয়েছেন রুবায়দা। সে গ্লাসটা মুখের সামনে ধরেছে কেবল। ইকবাল ফিসফিস করে বলল, "কী রে হতচ্ছাড়া, মেয়েটাকে ঘুমাতে দিস না? বিয়ের এতগুলো বছর হয়েছে, এবার তো একটু রেহাই দে, ধূসর। সুন্দর মুখটার কী অবস্থা করেছিস দেখ। কী খারাপ রে তুই! বউয়ের সেবা না করে, দেশের সেবা করতে চাইছিস কোন সাহসে?"

ধূসর কটমটিয়ে বলল, "বাঁচতে চাইলে এক্ষুনি মুখটা বন্ধ কর।"

মুবিন বারবার আড়চোখে ধূসরকে দেখছিল। খেয়াল করতেই কাছে ডাকল ও।

"এদিকে এসো।"

পিউয়ের দিকে কপাল কুঁচকে তাকানো ছেলেটা সুড়সুড় করে চলে গেল অমনি।

মারিয়া ছ মাসে একবার বাবার বাড়ি আসে। তাই ভাগনের সাথে ধূসরের দেখা-সাক্ষাতের পরিমাণ খুব কম। মুবিনকে কোলে তুলে বলল, "তুমি আমাকে চেনো?"

মুবিনের ঠোঁটে লজ্জা। উত্তরে ওপর নিচে মাথা নাড়ল শুধু। বোঝাল, চেনে। মারিয়া জিজ্ঞেস করল, "কী হয়, বলো তো?"

মুবিনের আধো বুলি, "মামা।"

নিঃশব্দে হাসল ধূসর। আসার সময় বাচ্চাদের জন্য চকলেট এনেছিল। একটা তুলে দিতেই, মুবিন ফট করে চুমু খেল গালে। ব্যস, সবার চোখ কপালে উঠে যায়। এতক্ষণ ছেলেটা কারও কোলে যায়নি। হাত ধরলেও ছোটো স্বরে খ্যাঁক করে উঠেছে। মারিয়া অবাক হয়ে বলল, "ও মা, এ ছেলে ভাইয়ার সাথে এত মিশে গেল কী করে? একদম বাবার মতো নাটক জানে দেখি।"

CamScanner

সাদিফ ভ্যাবাচ্যাকা খেল। ভ্রু গোছাল বোকা বোকা ভাবে। চশমাটা নাকের ডগা থেকে ঠেলল একটু। বিড়বিড় করে ভাবল, "আমি আবার কী করলাম?"

পিউ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ধূসরের কোলে মুবিনকে দেখছে। সাথে দেখছে ধূসরের ওষ্ঠপুটের চকচকে হাসিটা। চোখের পর্দায় ভিন্ন সেই কল্পনা ভেসে উঠল ফের। ওদের সন্তান হয়েছে, কোলে নিয়েছে ধূসর। ইকরা যেমন ইকবালকে পাপা ডাকল এক্ষুনি, তেমন করে ডাকছে সেও। পিউয়ের রক্তলাল ঠোঁট থেকে হাসি উবে গেল। ভেবে ভেবে যেখানে দাঁড় করাল নিজেকে, সেখানে সব ভুল ওর। ওর জন্যই তো ধূসর বাবা ডাক শোনেনি। ওর জন্যই এখনও নিজ সন্তানের মুখ দেখেনি সে। তবে কি পিউয়ের এই ভুল শুধরাতে কিছু করা উচিত? এমন ভুলের মাশুল তো এভাবে ধূসর ভাইকে গুনতে দেওয়া যায় না।

CamScanner



নিশীথ রাতের বাতাসে এক নিস্তব্ধ অনুভূতি আজ। আকাশের বুকে চাঁদের দেখা নেই। আনুমানিক কটা বাজে পিউ জানে না। এক বিস্তীর্ণ নীরবতার রাজ্যে ঘর অন্ধকার করে বসে আছে সে। বারান্দায় একটা লম্বা সোফা পাতানো। এক কোণে লোহার দোলনাও আছে। মৃদুমন্দ হাওয়ার তোড়ে একটু একটু দুলছে সেটা। মারিয়া-পুষ্প সবাই ফিরে গিয়েছে কয়েক ঘণ্টা হবে। এ বাড়িতে টানা দুদিন ছিল ওরা। শৌখ নীড় এখন আবার আগের মতো ফাঁকা। পিউ এ দুদিন ওদের সাথে গল্প-আড্ডায় মশগুল রইলেও আজকের এই নীরবতা গিলে খাচ্ছে তাকে। বাচ্চার শূন্যতায় ফের ভরে এসেছে বুকের খাঁজ। মুবিন আর ইকরাকে নিয়ে ধূসরের আনন্দগুলো পিউ মন দিয়ে দেখেছে কদিন। বুঝতে পেরেছে স্পষ্টভাবে, বাচ্চাকাচ্চা পছন্দ করে ধূসর। অথচ ওর জন্য তার নিজেরই একটা সন্তান হয়নি এখনও। এর চেয়ে বড়ো অপ্রাপ্তি আর হয়!

পিউ ডুকরে কেঁদে উঠল। হাঁটু দুটো বুকে গুঁজে নামিয়ে রাখল মাথাটা। অমন করেই সময় গেল কিছু। হয়তো ঘণ্টাখানেক হবে। ধূসর ভেতরে ঢুকে দেখল সারাঘর অন্ধকারে মাখা। একটু অবাক হলো সে। পিউ তো এমন অন্ধকারে থাকে না। দেওয়াল হাতড়ে সুইচ টিপল ধূসর। পিউ ঘরে নেই। বারান্দার দিকে দেখল এক পল। দরজার ওপাশ থেকে একটা নরম শাড়ির আঁচল হাওয়ার তালে উড়ছে।

কয়েক কদম ফেলে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ধূসর। বিস্ময়ের তোড়ে গোটানো ভ্রুটা টানটান হলো অমনি। ডাকল নরম সুরে, "পিউ।"

চমকে উঠল মেয়েটা। যেন গভীর ধ্যান ভেঙেছে। মাথা তুলে চাইতেই চেহারার প্রগাঢ় বিষাদ স্পষ্টরূপে ধরা পড়ল চোখে। বিভ্রমে তলিয়ে গেল ধূসর। জিজ্ঞেস করল কাছে এসে, "কী হয়েছে?"

পিউ ধড়ফড়িয়ে দাঁড়ায়। চোখের কোণ চটচটে। জলের তোপে সিক্ত দীঘল পল্লব। ধূসরের নিরেট কণ্ঠ উদ্‌বিগ্ন হলো, "কাঁদছিস কেন? কেউ কিছু বলেছে?"

CamScanner

পিউয়ের বিমর্ষ মুখ বদলে আসে হঠাৎ। সুকোমল চিবুক শক্ত দেখায় কেমন। আজ সে নরম হবে না। হৃদয় ভেঙে টুকরো হলেও শক্তই থাকবে শুধু। চোখ নামিয়ে ঢোক গিলল মেয়েটা। ভয়ের নয়, মুখ খোলার প্রস্তুতি। তারপর ছুটন্ত তিরের মতো সরাসরি ধূসরের চোখের দিকে চাইল পিউ। জড়বস্তুর ন্যায় ঠোঁট নেড়ে বলল, "আমি বোধহয় কোনোদিন মা হতে পারব না, ধূসর ভাই। আপনি বরং আরেকটা বিয়ে করে নিন। আমি না হয় এ বাড়ির একটা কোণায় পড়ে থাক..."

কথা শেষও হলো না, সহসা সপাটে এক চড় পড়ল গালে। পিউ থমকে গেল। আটকে রইল কথার বাণ। ধূসরের ব্রহ্মতালু অবধি দাউদাউ করে জ্বলছে। প্রচণ্ড ক্ষোভে ফুঁসছে শক্ত শরীর। পিউ হাত দিয়ে গাল চেপে ধরে। ফিরে তাকায় না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে অমন। সেই কান্নায় ধূসরের মায়া হয় না আজ। আগুন চোখে বলল, "এক্ষুনি আমার সামনে থেকে যা। আর এক মুহূর্তও তোকে দেখতে চাই না আমি। যা।"

'যা' কথাটা চিল্লিয়ে, ধমকে বলেছে সে। পিউয়ের ভেতরটা অবধি কেঁপে উঠল ভয়ে। নিম্নোষ্ঠ দাঁতে পিষে কান্নার তোড়ে বাঁধ দিতে চাইল। হলো না। বিক্ষিপ্ত উর্মির ন্যায় ওরা তেড়ে আসতে চাইছে।

পিউ আর দাঁড়াল না। দমকা হাওয়ার মতো এক ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে। ধূসর ক্ষিপ্ত চোখে চেয়ে রইল সে পথে। বিরক্তিতে দপদপ করছে মাথার কোষ। ধপ করে সোফায় বসে পড়ল সে। পেশিবহুল হাত ছড়িয়ে মাথাটা এলিয়ে রাখল হাতলে।

এরপর কিছু মুহূর্ত কাটে। রাতের সাথে পাল্লা দিয়ে ধূসরের রাগ কমে এলো। ভাবল, যতই হোক

মেজাজ হারিয়ে গায়ে হাত তোলা ঠিক হয়নি। পিউ কীসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, ওর থেকে ভালো কে জানে!

চোখমুখ শান্ত করে ঘরে এলো ধূসর। কক্ষ শূন্য দেখে ভাবল, নিচে আছে বোধ হয়। ধূসর দরজা অবধি আসতেই হুলস্থুল গতিতে সামনে পড়লেন রুবায়দা। শিকদার বাড়ি গিয়েছিলেন তিনি। হড়বড় করে বললেন, "কী রে, তুই কি পিউয়ের সাথে ঝগড়া করেছিস?"

"আমি ঝগড়া করব কেন?"

"মিথ্যে বলবি না। কী বলেছিস মেয়েটাকে? অমন করে ও বাড়ি গেল কেন? কাঁদছিলও তো। একেবারে কাউকে কিছু না বলে দরজা আটকে

CamScanner

দিয়েছে। ভাগ্যিস ভাইজান এখন বাড়িতে নেই। থাকলে ব্যাপারটা কত খারাপ হতো ভাবতে পারছিস!

যা, ওকে নিয়ে আয়।"

ধূসর বীতস্পৃহ। শ্বাস ফেলল চোখ বুজে। এই হচ্ছে বউয়ের বাড়ি কাছে হওয়ার ঝামেলা। নির্ঘাত নাক টেনে টেনে বাপের কাছে নালিশ করেতে গেছে। বিড়বিড় করল অতিষ্ঠ গলায়, "নির্বোধ একটা! মাথায় বুদ্ধিসুদ্ধি কিচ্ছু নেই।"

রুবায়দা ফুঁসে উঠলেন, "একদম ওকে কিছু বলবি না। তোর খুব বুদ্ধি, তাই না?"

ধূসর মায়ের সাথে তর্কে গেল না। শার্টের হাতা গোটাতে গোটাতে সিঁড়ি বেয়ে নামল। রুবায়দা পেছন থেকে বলে দিলেন, "ওকে কিছু বলবি না, খবরদার ধূসর। সুন্দর করে বুঝিয়ে নিয়ে আসবি।"

আমজাদ বাজার করতে গিয়েছেন সেই সন্ধ্যাবেলায়। এখনও বাড়ি ফেরার নাম নেই। অবসরের পর থেকেই হচ্ছে এমন। আফতাবের সাথে হুটহাট এদিক-সেদিক চলে যাওয়া এখন বহু পুরানো রুটিন তাঁর। পিউ সেই থেকে দোর আটকে রেখেছে। ভেতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। মিনা জবা, রাদিফ ধাক্কা দিতে দিতে অস্থির। একেকজন একেক ভাবে ডাকছেন। মিনা বললেন, "পিউ, কী হয়েছে? খুলবি তো দরজাটা।"

জবা বললেন, "ও পিউ, এমন করলে চিন্তা হয় না বল? খোল না, মা!"

রাদিফও ডাকল, "পিউপু, দরজা খোলো। কাঁদছ কেন তুমি? ছ্যাঁকা খেয়েছ নাকি?"

সহসা পিঠে কিল বসালেন জবা। চোখ পাকিয়ে বললেন, "এ আবার কী কথা?"

ছেলেটা ঠোঁট উলটাল। এত বড়ো হলো, এখনও তার বোকা কথা যায়নি। পিউপুর তো বিয়ে হয়েছে, ছ্যাঁকা খাবে কেন?

এতকিছুর পরেও ওপাশ থেকে উত্তর আসেনি কোনো। দুই রমণী চিন্তায় ভারি কাহিল হয়ে পড়লেন। আমজাদের ফেরার সময় হলো বলে! এসে যদি দেখেন এই অবস্থা, যা মেয়ে অন্তঃপ্রাণ তিনি। এমনিতেও তাঁর কাছে ধূসরের পায়ে পায়ে দোষ। কী যে হবে!

তক্ষুনি ঘরে ঢুকলেন আমজাদ। সদর দরজা খোলা দেখে বললেন, "দরজা খোলা কেন?"

CamScanner

তাঁর কণ্ঠ শুনেই ঘাবড়ে গেলেন মিনা। জবার মুখ চুপসে বসল শুকনো আমের মতন।

আমজাদ ভেতরে এসে অবাক হলেন খুব। পিউয়ের ঘরের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। সাথে সাথেই বললেন, "কী ব্যাপার, কী হয়েছে?"

মিনা-জবা বারবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। কী বলবেন এখন তাঁকে? রাদিফ ফট করে বলে দিলো, "পিউপু এসছে।"

জবার এত মেজাজ খারাপ হলো! এই ছেলের সবকিছুতে পাকামি। আমজাদ খুশি হয়ে বললেন, "ওহ তাই! কোথায় ও? আর তোমরা এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

মিনা আমতা-আমতা করে বললেন, "না মানে ঘুমাচ্ছে তো, তাই ডাকছিলাম।"

সাথে হাসার চেষ্টা করলেন একটু। আমজাদ বললেন, "ঘুমাচ্ছে! এত তাড়াতাড়ি? কখন এসেছে ও?"

তার প্রশ্নের মাঝেই একজোড়া জুতোর শব্দ এলো কানে। লম্বা পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে ধূসর। সবার তটস্থ নজর একইসাথে ঘুরে গেল সেদিকে। ওর এসবে মন নেই। ব্যস্ত গলায় শুধাল, "পিউ কোথায়, বড়ো মা?"

আমজাদের খটকা লাগল এবার। খেয়াল করলেন কারোর চেহারা স্বাভাবিক নেই। গম্ভীর গলায় বললেন, "কিছু হয়েছে, ধূসর?"

ধূসর ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। উত্তর না দিয়ে পা বাড়াল ওদিকে। পিউয়ের ঘরের দরজা বন্ধ যখন, গাধাটা ভেতরেই আছে। ওকে দেখে সরে দাঁড়াল সবাই। ধূসর দরজায় টোকা দিয়ে ডাকল, "পিউ, দরজা খোল।"

আমজাদের ভারি মেজাজ খারাপ হলো। পিউ তো এমন ঘর আটকে থাকার মতো মেয়ে নয়। এ ছেলে নির্ঘাত কিছু করেছে।

এতক্ষণ সাড়া না দেওয়া মেয়েটা স্বামীর এক ডাকেই দরজা খুলে দিলো। কিছু বলতে চাইছিল রেগেমেগে, নাক বরাবর নজর পড়ল হঠাৎ। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। পিউ ত্রস্ত সামলে নিল জিভটা। বাবার সামনে মুখ খোলা যাবে না। সুযোগ পেলেই ধূসর ভাইকে এক বস্তা কথা শুনিয়ে দেবেন। খুব আস্তে করে বলল, "কেন এসেছেন?"

ধূসর স্থূল কণ্ঠে বলল, "কেন এসেছি তুই জানিস না? একটা সামান্য কারণে এখানে আসতে হবে কেন?"

পিউ নাক টানল, "এটা মোটেও সামান্য কারণ নয়।"

CamScanner

CamScanner

জবা মিনাকে নিয়ে এপাশে সরে এলেন। ফিসফিস করে বললেন, "আপা, আবহাওয়া বুঝতে পারছ কিছু?"

"আবহাওয়া যাইহোক, দোয়া কর যাতে ঝামেলা না হয়। এই দুই চাচা-ভাতিজাকে একসাথে দেখলেই আমার বুকে ব্যথা করে।"

আমজাদ বুঝতে পারছেন না ঘটনা কী, শুনতেও পাচ্ছেন না কিছু। তবে কাহিনি নিশ্চিত একটা আছে। দু-পা এগিয়ে এসে বললেন, "কী হয়েছে, পিউ? তোমার চোখমুখের এই অবস্থা কেন? ধূসর তোমাকে কিছু বলেছে?"

প্রশ্নটা করতে করতে তপ্ত চোখে একবার দেখে নিলেন ধূসরকে। ত্রস্ত দুদিকে মাথা নাড়ল পিউ। বোঝাল, না। ধূসর ভাই মারাতে ওর একটুও খারাপ লাগেনি। লেগেছে, ওর মনের অবস্থা না বুঝে অমন কর্কশ ব্যবহার করায়।

তুরন্ত হাতটা খপ করে ধরল ধূসর, "চল।"

পিউ মুচড়ে ওঠে, "পরে যাব।"

কিন্তু তার চোখের ভাষা ভিন্ন। মৃগনয়নের তপ্ততা ঠিকড়ে দিয়ে বোঝাল, "যাব না আমি, আপনি যান। সামনে থেকে সরতে বলেছিলেন না? এখন আবার আদিখ্যেতা করে এখানে এসেছেন কেন?"

ধূসর হাতটা ছাড়ল না। কণ্ঠ পুরু করল, "তোকে আসতে বলেছি।"

পিউয়ের কণ্ঠ মিহি। বাবার সামনে চাইলেও জেদ দেখাতে পারছে না।

"বললাম তো পরে!"

"এক্ষুনি মানে, এক্ষুনি।"

মিনা-জবা আর রাদিফের চোখজোড়া বিশ্রামহীন ঘুরছে। একবার ধূসরকে দেখছেন, একবার পিউকে।

আমজাদ চ সূচক শব্দ করে বললেন, "আহা, তুমি এত জোরাজোরি করছ কেন, ধূসর? ও তো বলছে এখন যাবে না। আজ রাতটা বরং থাকুক, কাল সকালে নিয়ে যেয়ো।"

অমনি হাতটা ছেড়ে দিলো ধূসর। পিউ অবাক হলো। গোঁয়ার লোকটা এক কথায় মেনে নিল? এ তো এত বাধ্য নয়। ধূসর মেঝেতে চেয়ে শ্বাস ফেলল। চোখ তুলল শান্তভাবে। বলল খুব স্থির গলায়, "তার মানে তুই যাবি না?"

উষ্ণ চাউনির আঁচে ভেতর ভেতর মিইয়ে গেল পিউ। ভীষণ সাহস বুকে টেনে মাথা নাড়ল তাও।

"না।"

CamScanner

"শেষবার জিজ্ঞেস করছি, যাবি? হ্যাঁ নাকি না?"

পিউ ঢোক গিলে বলল, "না।"

ধূসর নিম্নোষ্ঠ দাঁতে চেপে ঘাড় নাড়ল। পরপরই সবাইকে চমকে দিয়ে চট করে কোলে তুলল ওকে। জিভটা এক হাত বেরিয়ে এলো জবার। ফিক করে হেসে ফেলল রাদিফ। মিনা ও আমজাদ হতভম্ব, হতবাক। পিউ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। থমকে গেছে লজ্জায়। বলিষ্ঠ দুহাতের মাঝে ছটফটিয়ে উঠল। ধূসর দর্প নিয়ে বলল, "নিতে যখন এসেছি, তখন তুই আমার সাথেই যাবি।"

আমজাদ চটে বললেন, "আশ্চর্য ছেলে তো তুমি, বললাম কাল যাবে। বড়োদের কথা শোনো না কেন?"

ধূসর সোজাসাপটা বলে দিলো, "সরি, বড়ো আব্বু। বউ ছাড়া ঘুমাতে পারি না। আপনার কথা অন্য একদিন শুনব।"

পিউয়ের মুখ ফাঁকা হয়ে গেল। কুণ্ঠার তোড়ে গোটা আকাশটা ভেঙে পড়ল মাথায়। আমজাদ থতমত খেলেন। কেশে উঠলেন খুকখুক করে। জবার হাসি পেল, কিন্তু হাসা তো উচিত হবে না। আঁচল দিয়ে ঘাম মোছার ভান করে ঢেকে ফেললেন মুখটা। মিনা কী করবেন বুঝতে পারছেন না। লজ্জা তিনিও কম পাননি; কিন্তু ধূসরের এত কিছু দেখার সময় নেই। বউকে কোলে নিয়েই দীর্ঘ পায়ে বেরিয়ে এলো সে।

আফতাব ঘরে গেলেও রুবায়দা বসে আছেন নিচে। চিন্তায় রমণীর একশা দশা। ও বাড়িতে কী হচ্ছে কে জানে! এর মাঝেই ঘরে ঢুকল ধূসর। পিউকে ওর কোলে দেখেই তড়াক করে দাঁড়ালেন তিনি। চোখ দুটো বিস্ময়ে শৃঙ্গে পৌঁছে গেল। পিউ হাত-পা ছুড়ছে। বারবার বলছে, "নামান আমাকে। নির্লজ্জ লোক!

ধূসর কথা কানে নিচ্ছে না। মেয়েটা রুবাকে দেখেই, আর্তনাদ করে বলল, "ও মেজো মা, বাঁচাও আমাকে।"

রুবায়াদ ছুটে এসে বললেন, "এসব কী হচ্ছে, ধূসর? নামা মেয়েটাকে।"

সে ছেলে শুনল না। একটা কথাও না বলে সোজা ঘরে রওনা করল। রুবায়দা যেতে নিয়েও থামলেন। ছেলের প্রস্থান দেখে দেখে হাসলেন ঠোঁট চেপে।

পিউয়ের সব ছটফটানো বৃথা। একটুও লাভের লাভ হলো না। গায়ে শক্তি বোধহয় নেই। এমন গাট্টাগোট্টা অসুরের সাথে ও পারবে কখনো?

CamScanner

ধূসর ঘরে ঢুকল। পা দিয়ে লাথি মেরে বন্ধ করল দরজাটা। পিউয়ের টলমলে অভিমান, এবার পালটে এলো ভয়ে। তার তুলতুলে শরীরটা খাটের ওপর ছুড়ে ফেলল ধূসর। পিউ গুটিয়ে গেল। ছলকে উঠল বক্ষভাগ। ধূসর শার্টের বোতাম খুলছে। আসন্ন বিপদের আঁচ বুঝে নিল বেচারি। মনে পড়ল মানুষটার সেই কথা, "তোকে আমি হাতে মারব না। মারব, তবে অন্যভাবে।"

কাঁচুমাচু চোখে চেয়ে রইল পিউ। ঠিক করে নড়তেও পারেনি, উন্মাদ ঢেউ হয়ে গায়ের ওপর আছড়ে পড়ল ধূসর।

CamScanner



এক নতুন সুরভির উৎসব বইছে হাওয়ায়। নরম মাটির গন্ধে মিশেছে, গাছের সজীব পাতার কোমলতা। প্রজাপতির রঙিন পাখার মতো স্নিগ্ধ দখিনা বাতাস। মাঝে দুমাস কেটেছে। রুটিনের একটা লম্বা গ্যাপের কারণে পিউয়ের পরীক্ষা চলছে এখনও। বেচারি পড়তে পড়তে কাহিল। টেবিল ছেড়ে একটা সেকেন্ড উঠতে দেয় না ধূসর। রুবায়দাও খুব যত্ন করছেন এ সময়। পানির গ্লাসটা অবধি টেবিলে দিয়ে যান। পিউয়ের তাতে মন জুড়িয়ে যায়। ওর ইচ্ছে, যদি কখনো ছেলে বাবু হয়, তাহলে সেও একদিন মেজো মায়ের মতো ভালো শাশুড়ি হবে। কিন্তু কবে যে হবে!

ভাবতে গিয়েই হঠাৎ সচেতন হলো পিউ। বিরস চিত্তে টান পড়ল সতর্ক কোনোকিছুর। মাথায় এলো, শেষ দুমাস ওর পিরিয়ড হয়নি। অমনি শশকের ন্যায় ব্যস্ত গতিতে উঠে দাঁড়াল পিউ। প্রেগন্যান্সি কিট আগেই আনা ছিল ঘরে। ধূসরের ভয়ে বিছানার নিচে লুকোনো ছিল। পিউ সেথায় হাত দিতে গিয়ে বারান্দার দিকটা ভালো করে দেখল এক পল। ধূসর আজ বাড়িতে। বারান্দার রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছে। সারাদিনে এত ফোন আসে লোকটার!

ও তোশকের নিচ হতে কিটের চকচকে প্যাকেটটা বের করল। ওয়াশরুমের পথ ধরতেও গিয়েও থামল হঠাৎ। নিরাশ নয়নে হাতের পানে চাইল ফের। যদি আবার নেগেটিভ আসে? ওর তো তেমন অসুস্থতাও নেই। বমি হচ্ছে না, গা গুলাচ্ছে না। আগেরবারের মতো কোনো লক্ষ্মণই দেখেনি এবার। তাই ভাবল, থাক। দরকার নেই টেস্টের। যা হওয়ার হোক। বারবার একটা প্রত্যাশার আগুন বুকে নিয়ে সেটা নিভিয়ে দিতে কে চায়?

পিউ কিটটাই ফেলে দিতে চাইল। এমনিতেও ওর এসব কাণ্ডে ধূসর ভাই খুব রাগারাগি করেন। ময়লার ঝুড়িতে ফেলতে গিয়েও থামল আবার। নাহ, হাতে যখন নিয়েছে একবার টেস্ট করেই দেখুক। বুকের এই খচখচানিটা তো কমবে। নেগেটিভ আসলে আসুক। মনটাকে একটু শক্ত রাখবে, ব্যস। তাহলেই হলো। পিউ আস্তে করে ওয়াশরুমে ঢুকল। পাছে ধূসর ভাই টের না পায়!

CamScanner

ধূসরের কথা শেষ হলো কিছু সময় পর। পড়ার টেবিল ফাঁকা দেখেই চ সূচক শব্দ তুলল জিভে। এই এক পড়াচোর মেয়ে। এত বলে বলে পড়তে বসাতে হয়! কোথায় গেছে আবার? ও বিরক্ত চিত্তে ডিভানে ল্যাপটপ নিয়ে বসল। কাজে ব্যস্ত হাতটা থামল, ওয়াশরুমের ছিটকিনি খোলার শব্দে। ঘাড় ফিরে চাইল ধূসর। বীতস্পৃহ নয়নজোড়া বিস্ময় ভড়কে গেল সহসা। পিউ কাঁদছে! চোখের জলে গাল ভিজে জবুথবু দশা। নাক টানতে টানতে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। ধূসরের চোখে হতবুদ্ধি ভাব। কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল বিভ্রান্ত চোখে। এই তো একটু আগেই ঠিকঠাক দেখে গেল, কী হলো হঠাৎ? পিউ ফোঁপাচ্ছে। কান্নার তোড়ে হেঁচকি উঠেছে তার। রিনরিনে, ভেজা স্বরে ডাকল কোনোরকম, "ধূস ধূসর, ধূসর ভাই।"

ধূসর আশ্চর্য হলো খুব। বুকের ভেতর সূক্ষ্ম একটা ভয় শির তুলে চাইল। টের পেল গলা শুকিয়ে আসছে। এত কাঁদছে কেন মেয়েটা? ল্যাপটপ নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল সে। জিজ্ঞেস করল কোমল স্বরে, "কী হয়েছে?"

পিউ জবাব দিতে পারল না। নিঃশব্দে প্রেগ্ন্যান্সির কিট বাড়িয়ে দিলো সামনে। বিভ্রমে ডুবে থাকা চক্ষুপট নামিয়ে সেথায় ফেলল ধূসর। তুরন্ত ধক করে কেঁপে উঠল বুক। থমকে দাঁড়াল শ্বাসের গতি। এত বছর! এত বছর পর কিটের গায়ে আবার সেই লাল দুটো দাগ! চাউনিতে অবিশ্বাস নিয়ে চোখ তুলল সে। থেমে থেমে বলল, "এ এটা সত্যি!"

গুমোট আকাশ ভেঙে যেমন মুষলধারায় বৃষ্টি নামে, অমন ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল পিউ। ত্রস্ত বেগে লুটিয়ে পড়ল সম্মুখের চওড়া বুকের মাঝে। মুঠোর ভেতর টিশার্টের নরম কাপড় খামচে ধরে কাঁদল। বলল হাউমাউ করে, "আমি মা হব, ধূসর ভাই। আমি আবার মা হব।"

ধূসর কী বলবে জানে না। গলবিল ধরে আসছে। চোখদুটো চকচক করছে জলের ছোঁয়ায়। কার্নিশের ধার গলে খুব আস্তে স্রোতের একটা সরল রেখা নামল। ক্ষুদ্র, কোমল শরীরটাকে আরেকটু আগলে ধরল নিজের সাথে। মনে মনে বলল, "এবার আর আমি তোকে একা ছাড়ব না, পিউ। এক মুহূর্তও না।"

আরেকবার সেই একই সংবাদ। পিউ মা হবে, শিকদার বাড়ির প্রথম রক্ত আসবে ধরায়। হাওয়ার তালে তালে খুশির উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ল সবার। প্রবীণ থেকে প্রত্যেকে ব্যস্ত হলো আনন্দে। সেবার ইকরা হওয়ার খবর পেতেই এলাকায় মিষ্টি বিলিয়েছিল ইকবাল। বন্ধুর এই রোগ হয়তো ধূসরকেও গ্রাস করেছে এবার। গোটা গুলশানকেই মিষ্টি খাওয়াচ্ছে সে। তালিকা থেকে ফুটপাতের একটা দোকানও বাদ যায়নি। আফতাব পার্টি

CamScanner

অফিসে খাবার দিলেন। শিকদার বাড়ি থেকে একটু দূরে এক ভদ্রমহিলা থাকেন। নিজের হাতে কাঁথা বোনেন তিনি। নানু হওয়ার খবর পেতেই মহিলার কাছে ছুটলেন মিনা। গাদা গাদা কাঁথা সেলাইয়ের টাকা দিয়ে এলেন। আমজাদ জেদ করছেন পিউকে এখানে এনে রাখবেন, কিন্তু পালটা জেদি ধূসরের সাথে কুলাতে পারলেন না। দুদিন পর যার বাচ্চা তাঁর নাতি হবে, সেই ছেলের সাথে তর্কে যাওয়ার ইচ্ছে এখন নেই বলে ব্যাপারটা থামিয়ে দিলেন তিনি।

জবা বৈয়াম ভরে পিউকে আচার দিয়ে গিয়েছেন। মারিয়া বলেছে, ডেলিভারির আগ অবধি ও এসে পিউয়ের সাথে থাকবে। পুষ্প আপাতত ঢাকায় নেই। নিজের বাড়িতে গিয়েছে সপ্তাহখানেক হবে।

ধূসরের ঘর ছিল ওপর তলায়। পিউয়ের জন্য সেটা নিচে শিফট করিয়েছে কাল। কোনোভাবেই ওকে সিঁড়ির ধারে-কাছেও ঘেঁষতে দেওয়া হবে না। সাথে চেষ্টা করছে কাজ থেকে একটু ছুটি নেওয়ার জন্য। শত হলেও সরকারি চাকরি তো। অনিয়ম করা যায় না। আবার সামনে নির্বাচন। সেজন্য একটু চাপের হয়েছে ব্যাপারটা।

রুবায়দা গতবারই পিউকে প্রচণ্ড আগলে রেখেছিলেন। এবার তার মাত্রা আরও বাড়ল। আফতাব তো কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন, পিউ যেন খাট থেকেই না নামে। সবার সব পাগলামিতে মেয়েটা হেসে গেল শুধু। কখনো চোখ দুটো ভরে উঠল জলে। মনে পড়ল, সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা! পেটের ভেতরে থাকা ছোট্ট প্রাণটার সাথে পিউ কত কথা বলত। কত গল্প শোনাত! ধূসরের সাথে তার প্রেম, বিয়ে, ভালোবাসা ও তো সব বলেছিল বাবুটাকে; কিন্তু শেষে কী হলো? নির্মল ওই দেহটা ওর অধরা থেকে গেছে। পেট থেকে বুকে আর আসেনি।

পিউয়ের ভেতরটা ফের উথলে এলো বেদনায়। বীভৎস সেই পতন ভেবে খিঁচে নিল চোখ। মনের কোণে অশান্তির একটা তীক্ষ্ণ ঢেউ কোত্থেকে ছুটে এলো সহসা। একা লাগছে খুব। অস্থির ঠেকছে সবকিছু। মনে হলো, এক গভীর খাদের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে সে। চারপাশে আর কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। পেছন ফেরার সংকীর্ণ উপায়ে সামনে শুধু মৃত্যু বসে হয়তো। সাথে বাতাসে ভেসে আসছে কোনো আধো স্বরের মা মা ডাক।

পিউয়ের বুকে জ্বালাপোড়া শুরু হলো। তাড়াহুড়ো করে নামল বিছানা থেকে। অজু করে এসে জায়নামাজে দাঁড়াল তারপর। গলবিলে একটা কান্নার তোড় দলা পাকিয়ে ঘুরছে। পাঁজর ছিঁড়ে নেওয়ার মতন যন্ত্রণা হচ্ছে ভেতরে। যদি সিজদায় একটু শান্তি পাওয়া যায়! পিউয়ের ভেজা চোখ পায়ের পাতায়। নামাজ শুরু করতেই যাচ্ছিল, আচমকা আরেক জোড়া শ্যামলা পা পাশে এসে

CamScanner

দাঁড়াল। স্তম্ভিতের ন্যায় মুখ তুলল মেয়েটা। ধূসর দাঁড়িয়েছে। একই জায়নামাজে, পাশাপাশি দুজন। বিস্মিত পিউয়ের পানে সে মুখ তুলে চায়নি। দেখেওনি এক পল। কিন্তু সব ভুলে নিষ্পলক চেয়ে রইল মেয়েটা। ধূসরের পরনে শার্ট, মাথায় তিন কোণা টুপি। তেলতেলে শ্যামলা মুখখানায় বড্ড পবিত্রতার রেশ। বিমুগ্ধ হাসল পিউ। ঠোঁটের সেই হাসি সুখের হয়ে ঝলক তুলল মনে। উবে গেল একটু আগের অস্থিরতা। সুদূরে মেলাল অহেতুক এই একাকীত্বের ভার। কেন পিউয়ের একা লাগবে? ওতো একা নয়। সব নিয়ম পালটে গেলেও সে জানে, এই পৃথিবীর কোথাও একটা মানুষ আছে, যে সবসময় এইভাবে ওর পাশে এসে দাঁড়াবে। পেলব আঙুল মুঠোয় ধরে বলবে, "আমি আছি পিউ, আমি আছি।"

সেই মানুষটা ধূসর ভাই। পিউয়ের ভীষণ প্রতীক্ষায় পাওয়া এক স্বচ্ছ প্রেম। এক তুখোর প্রেমিক। সাথে পিউয়ের দেখা সেরা স্বামী ধূসর। এমন একজন মানুষ পাশে থাকলে আর কী চাই?

মাসের সবে দুই তারিখ আজ। আগামী ১২ তারিখ পিউয়ের ডেলিভারির দিন পড়েছে। তারিখটাতে বেশ জোর দিয়েছেন চিকিৎসক। সেই মোতাবেক আগেভাগে একটা বিস্তর প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে সবাই। ধূসরেরও ছুটির বন্দোবস্ত শেষ। মিনা, জবা বেশিরভাগ সময় এখন এ বাড়ি এসে থাকেন। পুষ্পও সিলেট থেকে ফিরেছে। আজমলও রওনা করেছেন আজকে। সব মিলিয়ে গত নয় মাসেও বাড়ির সদস্যদের হইচইয়ের পরিমাণ চুল পরিমাণ কমেনি।

পিউয়ের এখন হাঁটতে কষ্ট হয়। পেটটা এত ভারী! হাত-পা বেশ ফুলে গেছে।

আফতাব আজ বাড়িতেই ছিলেন। আমজাদ আসতেই দুই ভাইয়ের দাবার কোর্ট বসল, কিন্তু এই খেলায় তার হারের সংখ্যা বেশি। এত বুদ্ধি আমজাদের। সবসময় হারিয়ে দেন। তবুও সেধে সেধে খেলতে ডাকেন আফতাব। হেরে গেলে কী হয়, ভাইজান জিতলেই হলো!

ধূসরের আজ সংসদে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে গেছে। খাদ্য সংকটের বিষয় নিয়ে সুরাহা দেবেন সরকার। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে এটার লাইভ টেলিকাস্ট হওয়ার কথা। সংসদ সদস্য হিসেবে ধূসরের থাকা জরুরি। নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট তুহিনকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল সে।

সন্ধ্যা নাগাদ শৌখ নীড়ের বসার ঘরে চায়ের আসর বসেছে। ইকবাল, সাদিফ ধূসর ছাড়া সকলেই এখানে। একঝাঁক হাসি-ঠাট্টার মাঝেই হঠাৎ

CamScanner

ব্যথা উঠল পিউয়ের। অমনি হুলস্থুল বেঁধে গেল তা নিয়ে। বাড়িতে এত লোক থাকায় অসুবিধে কিছু হয়নি। একদণ্ডও সময় নষ্ট করেনি কেউ। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের বউ নিয়ে হাসপাতালে রওনা করেছেন আফতাব। সাথে দুই গাড়ি ভরতি করে বাকি মানুষগুলোও ছুটেছে। শুধু ধূসরকে ফোনে পাওয়া গেল না। ছেলেটা বদ্ধ কামরায়, লাইট-ক্যামেরার সামনে, অত মানুষ পেরিয়ে ভাষণ দিতে ব্যস্ত। আফতাব দুয়েকবার কল করে রেখে দিলেন ফোনটা। কাজে বোধ হয়, বিরক্ত করে লাভ নেই।

হাসপাতালে আগেই বলে রাখা ছিল। ডাক্তার থেকে নার্স সবাইকে আফতাব চেনেন। তার ওপর স্বয়ং এমপির ব্যাপার। প্রয়োজনের থেকেও একটু বেশিই তৎপর সকলে। পিউকে স্ট্রেচারে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রসব বেদনায় অস্থির মেয়েটা। তার চ্যাঁচানোতে ভারী হয়েছে হাসপাতাল।

আমজাদের বুক হুহু করছে মেয়েকে দেখে। কী করলে ব্যথা শেষ হবে একটু যদি জানতেন! চিকিৎসক জানিয়েছেন, পিউয়ের কমপ্লিকেশন নেই বললেই চলে। সৌভাগ্যক্রমে সিজার দরকার পড়বে না। তাই নরমাল ডেলিভারির প্রস্তুতি নেওয়া হলো। পিউয়ের হুঁশ হারানোর উপক্রম। সারা মুখ চটচট করছে ঘামে। ফরসা চেহারা রক্তলাল। চোখের সামনে ধোঁয়াশা দেখছে সব। কে নেই, কে আছে কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। বিবশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে তার ভারী শরীরটা হাসপাতালের কোনো এক কক্ষের ভেতর ঢুকল। নারী চিকিৎসক হাতে গ্লাভস পরলেন। তাড়াহুড়ো করে এটা-সেটা চাইলেন কারও কাছে। পিউয়ের কানে সেসব কোনো কথা যায়নি। তার ভেজা, ঝাপসা নয়নতারায় কেবল একটা মুখই ভাসল, "ধূসর ভাই।"

ধূসরের কাজ শেষ হতে হতে অনেক দেরি হয়েছে। সেই পুরোটা সময় তুহিন দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়। ওকে দেখেই তটস্থ বেগে এগিয়ে গেল সামনে। কোর্টটা বিনয়ের সাথে হাতে নিয়ে বলল, "স্যার, বাড়ি থেকে অনেকগুলো কল এসছে।"

"রিসিভ করেছ?"

"জি না, এখন কলব্যাক করব?"

"সেটাও বলে দিতে হয়?"

বেচারা একটু থতমত খেল। কাজে নতুন, এখনও অতশত বোঝে না। আফতাবের নম্বরে কল দিয়ে হাতে দিলো বসের। ধূসর ফোন কানে গুঁজল, আচমকা চোখ পড়ল পার্কিংয়ের দিকে। ইকবাল আর সাদিফ দাঁড়িয়ে আছে। হেসে হেসে কথা বলায় ব্যস্ত দুজন। সাদিফের হাতে বিশাল বড়ো বুকে। ইকবালের হাতও খালি নেই। একটা বড়ো সাইজের গাঁদা ফুলের মালা নিয়ে

CamScanner

দাঁড়িয়ে সেও। ধূসর লাইন কেটে দিলো। ফোন পকেটে ভরে এগিয়ে এলো দ্রুত।

"তোরা এখানে?"

কথা থামিয়ে চাইল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে হাতের মালাটাকে গলায় পরিয়ে দিলো ইকবাল। প্রফুল্ল চিত্তে বলল, "কংগ্রাচুলেশনস ভায়া, কংগ্রাচুলেশনস!"

ধূসর বুঝল না।

"কীসের জন্য?"

ও চ সূচক শব্দ করে বলল, "বলে, কীসের জন্য। আরে হতচ্ছাড়া, তুই যে বাবা হয়েছিস সেজন্য। একটু আগে একটা সুন্দরী মেয়ে হয়েছে তোর। তাই এবারের মতো তোকে বেয়াই বানাতে পারলাম না বলে ভীষণ দুঃখিত আমি!"

ধূসরের কৌতূহলী চোখ স্তব্ধ হলো। থমকে রইল কিছু পল। কণ্ঠে অবিশ্বাস নিয়ে বলল, "কী!"

হেসে বুকেটা বাড়িয়ে দিলো সাদিফ।

"ভাই, অনেক বেছে বেছে আপনার জন্য কিনে আনলাম। বাবা হওয়ার অভিনন্দন আপনাকে। আপনার সংসার বাচ্চাকাচ্চায় ভরে থাকুক।"

ইকবাল কপাল কুঁচকে বলল, "এই, এটা আবার কেমন দোয়া? বাচ্চাকাচ্চায় ভরে থাকুক মানে? দেশের জনসংখ্যা বেড়ে যাবে না? তোমার মনেও কি এসব চিন্তাভাবনা আছে নাকি?"

ছেলেটা সাফাই দিতে যাচ্ছিলই, শুনল না ও। সাবধান করল চড়া গলায়, "খবরদার সাদিফ বাবু, একদম এসব মাথায় আনা যাবে না। সবসময় মনে রাখবে, দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়।"

বেচারা আজ আর যুক্তি দিতে গেল না। বাধ্যের মতো মাথা কাত করল। ইকবাল দেখল ধূসর এখনও অবাক চোখে চেয়ে। মিটিমিটি হেসে গালটা টেনে দিলো ওর।

"আহারে, নিষ্পাপ ছেলেটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না সে বাবা হয়েছে! কেন রে, বিয়ে করিসনি? থাকিসনি বউয়ের সাথে? বউ এতদিন চোখের সামনে প্রেগন্যান্ট হয়ে ঘুরেছে, আর বাচ্চা হয়েছে মেনে নিতেই যত অবিশ্বাস, তাই না?"

সাদিফ জিভ কেটে গলা ঝাড়ল। বয়সে সে ধূসরের ছোটো। তার ওপর সম্পর্কে ছোটো বোনের জামাই। দুইয়ে মিলিয়ে এত বেঁফাস কথায় বিব্রত হলো কিছু।

CamScanner

ধূসর বিরক্ত হয়ে বলল, "কথাটা তা নয়। ওর তো ডেলিভারির ডেট আরও পরে ছিল। এত তাড়াতাড়ি..."

ইকবাল কথা কেড়ে নেয়, "কী করবে বল, তোরই তো রক্ত। তুই যেমন বাসরঘরে তাড়াতাড়ি ঢুকেছিলি, মেয়েটাও তেমন তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসেছে। অধৈর্য বাপের অধৈর্য বাচ্চা।"

ধূসর কণ্ঠ পুরু করল এবার, "মজা করছিস?"

"আরে না ভাই, মাথা খারাপ? এই ব্যাপারে মজা করলে তুই আমার নাক ফাটিয়ে দিবি না? আমি তো তোকে হাড়ে হাড়ে চিনি।"

সাদিফ বলল, "ভাই, আপনি চলুন। তাহলেই সব ক্লিয়ার হবে। আসুন, সবাই আপনার অপেক্ষা করছে ওখানে।"

একঝাঁক বিভ্রান্তি মনে চেপে গাড়িতে উঠে বসল ধূসর। ধাতস্থ হতে সময় লেগেছে তার। ওদের মুখচোখ দেখে তো মনে হচ্ছে না মিথ্যে বলবে।

তাহলে কী সত্যিই...

ভাবতেই ধূসর পাতলা ঠোঁটের কোণ ছুঁয়ে তৃপ্তির হাসি ছুটল। কানে বাজল ইকবালের একটু আগের কথা, "মেয়ে হয়েছে তোর, তুই বাবা হয়েছিস।"

ধূসর বুক ফুলিয়ে শ্বাস ফেলল। চোখের পর্দায় ভেসে উঠল পিউয়ের সুকোমল মুখ। এতগুলো বছর যে মেয়ে কেঁদেকেটে অস্থির হলো একটা বাচ্চার আশায়, আজ সত্যিই মা হওয়ার পরে কেমন করছে সে? আনন্দের তোড়ে হুঁশ আছে তো?

ইকবাল নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে। পাশে ধূসর। পেছনে সাদিফ আর তুহিন।

হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে সিটি বাজাচ্ছে সে। বলল হঠাৎ, "মেয়ে কিন্তু পিউয়ের মতো দেখতে হয়েছে, বুঝলি! এবার স্বভাবও যদি ওর মতো লক্ষ্মীমন্ত হয় তাহলে ভালো। বাপের মতো পেলে তো যে ছেলের জীবনে যাবে, একদম ভেজে ফেলবে তাকে।"

হেসে ফেলল সাদিফ। তুহিন হাসল ঠোঁট চেপে। ধূসর চোখ রাঙিয়ে তাকায়। সরু নাকটা ফুলে উঠল রাগে। ইকবাল থতমত খেয়ে বলল, "না মানে এমনিই বলছিলাম। আসলে দুনিয়ার মানুষের একটাই সমস্যা, সত্যি হজম করতে পারে না।"

ধূসর ধমকায়, "তুই মুখটা বন্ধ রাখবি?"

"না।"

CamScanner

"কত টাকা লাগবে বন্ধ রাখতে?"

দুনিয়া উলটে যাওয়ার মতন করে চাইল ইকবাল। টেনে টেনে বলল, "টাকা দিয়ে আমার কথাকে অপমান করার চেষ্টা করবেন না, শিকদার সাহেব। আমি গরিব হতে পারি, কিন্তু ছোটোলোক নই।"

এই কথার পরে কারোর আর চুপ থাকা হলো না। তুহিন থেকে সাদিফ দুজনের হু-হা হাসিতে ছেয়ে গেল বাতাস। অতিষ্ঠ ভাব ছাপিয়ে ধূসর নিজেও হেসে ফেলল। সাদিফ বলল, "ভাই, বাবুর মুখ দেখে কিছু দিতে হয়। রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাবেন?"

ঘাড় নাড়ল সে। তার চিকন চোখে সুখের ছবি। শ্যামলা মুখে আনন্দ। বক্ষকোষে অদ্ভুত কম্পনের মাঝেও মিলেছে তীব্র স্বস্তির হদিস। তাহলে শেষমেশ বাবা হয়েছে ধূসর? ওর আর পিউয়ের জীবনে একটা নির্মল প্রাণ এসেছে। এই প্রাণ কোথায় রাখবে সে? মাথায় নাকি বুকে?

CamScanner



পিউকে কেবিনে শিফট করা হয়েছে। যেহেতু নরমাল ডেলিভারি, চাইলে এখনই বাড়ি নেওয়া যেত, কিন্তু এত দুর্বল মেয়েটা! প্রথম প্রথম চোখ খুলে তাকাতেও পারেনি। শীর্ণ শরীরটা বিছানার সাথে একদম নেতিয়ে গেছে। আফতাব তাই কেবিন ভাড়া করলেন। আজকের রাতটা এখানে থেকে কাল আরামসে বাড়ি ফিরবেন না হয়! সব যখন ভালোভাবে মিটেছে, এত তাড়াহুড়ো কীসের? কেবিন তখন খালি নেই। ভেতরটা সরব পুরোদমে। দুই বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষ আছেন আজ।

পিউ তখন বিছানায় শুয়ে আছে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে সবাইকে। বাবুকে কোলে নিয়েছেন রুবায়দা। আফতাব পাশে বসে বলছেন, "আমি তোমার দাদাভাই, বুঝেছ? এই যে দাদুভাই, তাকাও এদিকে। আর এই পাকা চুলের বুড়িটা কে বলো তো? এটা হলো তোমার দাদু।"

রুবায়দা কপাল কুঁচকে বললেন, "আমার থেকে সাত বছরের বড়ো হলে তুমি, আর বুড়ি বলছ আমাকে?"

"আরে রাগ করছ কেন? ও যাতে সহজে চিনতে পারে তাই এভাবে বললাম।"

ভদ্রমহিলা ভেংচি কাটলেন, "থাক, তোমাকে আর চেনাতে হবে না।"

আমজাদ বাবুর জন্য একগাদা কেনাকাটা করে এনেছেন। মিনার দেখেই মাথায় হাত পড়েছে তাতে। একেকটা খেলনা ধরে বলছেন, "ও এই সবে জন্মাল। আর আপনি এসব হাঁস-মুরগি নিয়ে এসেছেন কেন? এগুলো দিয়ে ও করবেটা কী?"

ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, "এখন না পারুক, আস্তে আস্তে খেলবে। ইচ্ছে হয়েছে বলে কিনলাম। এমন করছ কেন?"

রাদিফ এসে বলল, "ও মেজো মা, আমার কোলে একটু দাও না ওকে! আমি ওর একমাত্র মামা, অথচ এখনও ভাগেই পেলাম না।"

মারিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোকে আর কী বলব রে রাদিফ, আমি নিজেই ওকে এখনও কোলে নেওয়ার সিরিয়াল পাইনি। এরা নানা-নানু, দাদা-দাদু দফায় দফায় কোল বদল করছে। শুধু আমাদের কাছে দিচ্ছে না।"

CamScanner

জবা বললেন, "আমি সেই একটু নিলাম। আর পেলামই না।"

আজমলও সুর দিলেন সাথে। সিরিয়াল থেকে তিনিও বঞ্চিত। আমজাদ, আফতাব, মিনা রুবায়দার জন্য মোটামুটি সবাই লাইন ধরে অপেক্ষায়। পুষ্প ইকরাকে বলল, "আম্মু, একটু কোল থেকে নামো না! ওই ছোটো বাবুটাকে কোলে নিই?"

ইকরা সজোরে মাথা নাড়ল। সে নামতে নারাজ। মায়ের গলাটা আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরতেই হতাশ শ্বাস ফেলল পুষ্প।

মুবিনের হাতে চকলেট। সে গুটিগুটি পা ফেলে পিউয়ের কাছে এসে দাঁড়াল। তবে একটু সচেতন দূরুত্ব রাখল মাঝে। তার মেদুর চেহারায় কিছুটা চোর চোর ভাব।

পিউ হেসে ভ্রু উঁচাল, "কী, কিছু বলবে?"

উত্তর হিসেবে মুবিন চকলেট এগিয়ে দেয়। ও বলল, "এত দূর থেকে দিলে নেব না। কাছে এসে দিতে হবে।"

সজোরে মাথা নাড়ল ছেলেটা। বোঝাল, কাছে যাওয়া যাবে না। পিউ বলল, "কেন? মামাকে দেখলেই তো লাফ দিয়ে কোলে উঠে যাও। তাহলে আমার কাছে আসবে না কেন?"

ওর ছোটো স্বর, "মামাকে ভালো লাগে।"

পিউ তাজ্জব হয়ে বলল, "আর আমাকে ভালো লাগে না?"

মুবিন মিনমিন করে বলল, "লাগে, কিন্তু তোমাকে লজ্জা পাই।"

হেসে ফেলল পিউ। হাসল বাকিরাও। সকল হল্লাহল্লির ফাঁক গলে পিউয়ের ব্যগ্র দুটো চোখ বারবার দোরের পথ দেখছে। ধূসর ভাই কি মেয়ের খবর শুনেছেন? কখন আসবে সে? এত দেরি হচ্ছে কেন? আজেকেই এত কাজ পড়ল মানুষটার?

তার ব্যাকুল চোখের ভাষা হয়তো ধরতে পারল মারিয়া। মিটিমিটি হেসে বলল, "আসবে আসবে। একটু পরেই আসবে।"

পিউ লজ্জা পেয়ে মাথা নোয়াল। তক্ষুনি দুরন্ত হাতে দরজা ঠেলল কেউ একজন। রক্তে মিশে যাওয়া তামাটে মুখটা দেখেই পিউয়ের নয়নতারা ঝলমলিয়ে ওঠে। শোয়া থেকে উঠে বসে দ্রুত। উত্তেজনায় মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে, "আপনি এসেছেন!"

ইকবাল বলল, "এসেছেন মানে? না এসে যাবে কোথায়? একেবারে সংসদের সামনে থেকে বগলদাবা করে নিয়ে এলাম। আরে আমি হলাম বাবুর চাচা, মামা, খালু। আমার একটা দায়িত্ব আছে না?"

CamScanner

আফতাব বললেন, "একদম ঠিক কাজ করেছ, ইকবাল। এজন্যই আমার তোমাকে এত ভালো লাগে।"

ইকবাল গর্বের হাসি হাসল। চকচকে চোখে ভ্রু উঁচাল অদূরের পুষ্পকে। মুহূর্তে ভেংচি কাটল সে। ছেলেটা খানিক থতমত খেল। কিছু হয়নি এমন ভাব করে সটান বুকে দাঁড়িয়ে রইল ফের।

ধূসরের নিশ্চল নয়ন তখন বিছানায় আটকে। একযোগে পিউকে দেখছে সে। প্রাপ্তির একটা সূক্ষ্ম হাসি ঠোঁটে মেখে ধীরুজ পায়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ঠান্ডা হাতটা তুলে গাল ছুঁয়ে দিলো স্ত্রীর। পিউয়ের ললিত মুখ অবসন্ন। এলোমেলো চুল কোনোরকম বিনুনি করা। চেহারার কোথাও এক ফোঁটা প্রসাধনী নেই। অথচ ধূসরের মনে হলো, এমন সুরূপা আনন পৃথিবীতে হয় না। জিজ্ঞেস করল স্বর নামিয়ে, "তুই ঠিক আছিস?"

গালে রাখা হাতটা এনে মুঠোয় ধরল পিউ। মাথা নাড়ল আস্তে করে। আঙুল দিয়ে দেখাল, "আমাদের মেয়ে।"

ধূসর পাশ ফিরে চাইল। রুবায়দার কোলের ভেতর একটা ছোট্ট দেহ তোয়ালে দিয়ে মোড়া। কান্নার কোনো শব্দ নেই। ধূসর পা বাড়াতেই রুবায়দা ঘুরে গেলেন। মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহুঁ, আমার নাতনিকে তো একদম খালি হাতে দেখা যাবে না। কী এনেছিস, বের কর আগে।"

চপল পায়ে এগিয়ে এলো সাদিফ।

"সব ব্যবস্থা করা আছে, আন্টি। এই দেখুন, আপনার নাতনির জন্য ভাই চেইন এনেছে। নিন ভাই, পরিয়ে দিন।"

আফতাব বললেন, "না না বাচ্চা মানুষ, এখনই এসব পরিও না। এমনি রেখে দাও। রুবা তো মজা করেছে।"

ধূসর অধৈর্য হয়ে বলল, "এবার তো দাও।"

হাত পাততেই কোলে দিলেন রুবায়দা। সফেদ তোয়ালের মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট, সাদাটে মুখ দেখা যাচ্ছে। চোখ বন্ধ। ঠোঁটজোড়া ভীষণ লাল। এই নিষ্পাপ শিশুটা ওর রক্ত। ওর সন্তান। ভাবতেই ধূসরের গলা শুকিয়ে এলো। চোখের কোণে আশ্চর্য এক উষ্ণতা। মনে পড়ল সেই শৈশবের কথা। পিউকে প্রথমবার কোলে নিয়ে হাউমাউ করে কেঁদেছিলেন আমজাদ। কাঁপছিলেন খুব। ধূসর আজ কাঁটায় কাঁটায় টের পেল, ওই একই অনুভূতি। বুঝতে পারল, কিছু একটা প্রবল ধাক্কায় ভেতর থেকে ঠেলে আসতে চাইছে। শক্তপোক্ত বক্ষপট কাঁপছে মৃদু শব্দে।

CamScanner

মিনা বললেন, "তোর বড়ো আব্বু তোর সাথে মিলিয়ে ওর একটা নাম রেখেছেন, ধারা।"

ধূসর তাকাতেই আমজাদের চেহারায় অস্বস্তি এসে ভিড়ল। গলা ঝেড়ে বললেন, "না আসলে, আমার মনে হলো তাই রাখলাম। তোমার ভালো না লাগলে পালটে দিয়ো।"

হাসল সে। বলল, "দরকার নেই। সুন্দর নাম।"

আমজাদ প্রসন্ন হলেন ভারি। চেহারায় একটু আলো দেখা গেল। পেছন থেকে ঠোঁট উলটাল পিউ, "এত মাস ধরে কষ্ট করলাম আমি, আর নাম রাখা হয়েছে বাবার সাথে মিলিয়ে।"

রাদিফ বলল, "তোমার দিন শেষ, পিউপু। এখন আমরা শুধু ধারাকে নিয়ে ঘুরব।"

সবাই হেসে উঠল তার কথায়। ইকবাল হইহই করে বলল, "অনেক কথা হয়েছে। এবার সবাই আসুন এই সময়টার একটা ছবি তুলে রাখি। ধারা বড়ো হলে ওকে দেখাতে হবে না? ওর আসার খবর পেয়ে আমরা কে কে ছিলাম এখানে?"

পুষ্পও তাল মেলাল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবাই দাঁড়াও। আংকেল, আসুন। আন্টি, এসো।"

মিনা বললেন, "আবার আমরা কেন? আমরা তো বুড়ো মানুষ। তোরা তোল না।"

মারিয়া বলল, "না না, সবাই মানে সবাই। এসো তো, বড়ো মা।"

ইকবাল ফোন বের করল। সচকিতে বলল, "আচ্ছা, আমি ছবি তুলতে গেলে তো আমিই বাদ পড়ে যাব। এই সময় থেকে তো নিজেকে বাদ দেওয়া যাবে না।"

কেবিনে একজন নার্স ছিল। একটু আগেই এসেছে সে, পিউকে কিছু ওষুধ বুঝিয়ে দিতে। ইকবালের কথায় নিজে থেকে এগিয়ে এলো মেয়েটা। হাত পেতে বলল, "আমার কাছে দিন, আমি তুলে দিচ্ছি।"

"থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ!"

PaidBooks & eBooks

CamScanner

ফোনটা হাতে দিয়েই চটপট সবার সাথে গিয়ে দাঁড়াল ইকবাল। পিউ বিছানায় আধশোয়া বসে। ধূসর এসে তার মাথার কাছে বসল। বুকের মধ্যে প্যাঁচিয়ে রাখা ধারা। আমজাদ আর মিনা এসে ধূসরের পাশে দাঁড়ালেন। তাঁদের পাশে ইকবাল-পুষ্প। ইকরা তার বাবার কোলে। পিউয়ের এ পাশটায় আফতাব আর রুবায়দা দাঁড়ালেন। তাদের পাশে মারিয়া আর সাদিফ। জবা-আজমল দাঁড়ালেন ধূসর-পিউয়ের পেছনে, ঠিক মাঝ বরাবর।

রাদিফ অতটা লম্বা-চওড়া নয়। ক্যামেরায় যদি দেখা না যায়! সে ঝুঁকি নিতে চাইল না। চট করে সবার সামনে এক হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে পড়ল। তার দেখাদেখি দু-পা ভাঁজ করে বসল মুবিন। সবাই ঠিকঠাক হয়ে দাঁড়ালে নার্স মেয়েটি ক্যামেরা তাক করলেন। প্রথম ক্লিকে একটা সাদা আলো এসে ঠিকড়ে পড়ল ঘরময়। পিউ যখন সামনে চেয়ে আছে, ধূসরের মাথাটা ঝুঁকে এলো হঠাৎ। নামল তার নিরেট দেহ। ঠোঁটদুটো ঠেকল ঠিক পিউয়ের কানের পাশে। প্রথম রাতের মতো হাওয়ায় ভাসল গহিন স্বর। মন্ত্রের ন্যায় সেতার বাজল, "ভালোবাসি, পিউ।"

মেয়েটা চমকে তাকায়, থমকে যায়। হাঁ হয় পুরন্ত দুই ঠোঁট। ধূসর খুব জোর দুসেকেন্ড বলেছে? কিন্তু ওর রোমকূপ অবধি দাঁড়িয়ে গেল। মস্তিষ্কের নিউরনগুলোয় দামামা বাজল অনুভূতির। সচল হৃদয় বিকল হওয়ার মাঝে প্রশ্ন জাগল মনে, "একটা মানুষের মুখে ভালোবাসি শুনতে এত মধুর লাগে? এতটা!"

ধূসর ভ্রু উঁচাল, "শুনতে চেয়েছিলি না, খুশি?"

বাকরুদ্ধ পিউ জবাব দিতে পারল না। বিস্ময়ের তাণ্ডবে চাপা পড়ল সেসব। শুধু চেয়ে রইল ফ্যালফ্যালে চোখে। যে মানুষটার একটু ভালো করে তাকানো ওর কাছে পাহাড়সম খুশি, যার একটু অবজ্ঞাই আবার ওর আকাশ ভাঙা কান্না, সেই মানুষের মুখে প্রথম বার ভালোবাসি শুনেছে পিউ। অবিশ্বাস্য খুশির কাছে মেয়েটা নিজেকে সহজ রাখতে পারল না। শরীরটা কেঁপে উঠল আগের মতো। ধূসর স্বীয় পেশিবহুল হাতটা পিঠ প্যাঁচিয়ে কাঁধে রাখল ওর। বসে থেকেই বুকের সাথে চেপে ধরল আরেকটু। পিউ তখনও মূক বনে চেয়ে আছে। এবার ধূসর ক্যামেরা থেকে চোখ সরিয়ে আনল। চাইল ঠিক সরাসরি। স্বাভাবিক সেই দৃষ্টি বদলে গেল সহসা। হরিণী দুটো নয়ন তারায় খুইয়ে ফেলল নিজেকে। একযোগে নিবিষ্টের ন্যায় একে অপরকে দেখে গেল ওরা। অনড় সেই দৃষ্টি বিনিময়। সামনে থেকে একের

Paid Books & eBooks

CamScanner

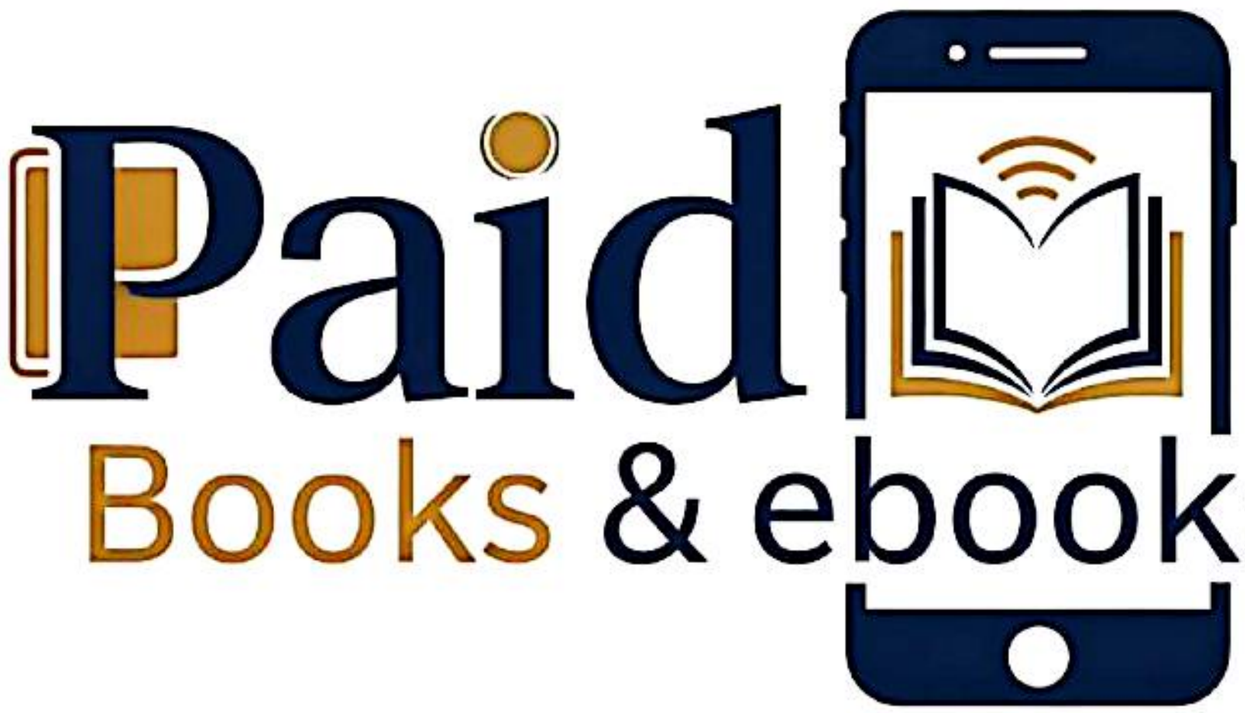
পর এক ক্লিক হচ্ছে ফোনে। সবার হাসিহাসি, হৃষ্ট মুখগুলো বন্দি হচ্ছে সেথায়।

"কেবল ঘুসর-গিটারের চোখ থেকে-অনায়াসে।
মৌনতায় প্রেম বিলাল, তৎকালীন চোখাচোখিতে।
বিছিয়ে দিলো অনুভূতি, গল্প জানাল কাছে আসার।
চলতে চলতে ইতি টানল,
দীর্ঘ এই প্রেম, আর এক সমুদ্র ভালোবাসার।"

Paid Books & eBooks

সমাপ্ত

CamScanner



CamScanner